আইজ্যাক আজিমভের
সায়েন্স ফিকশন গল্প-১

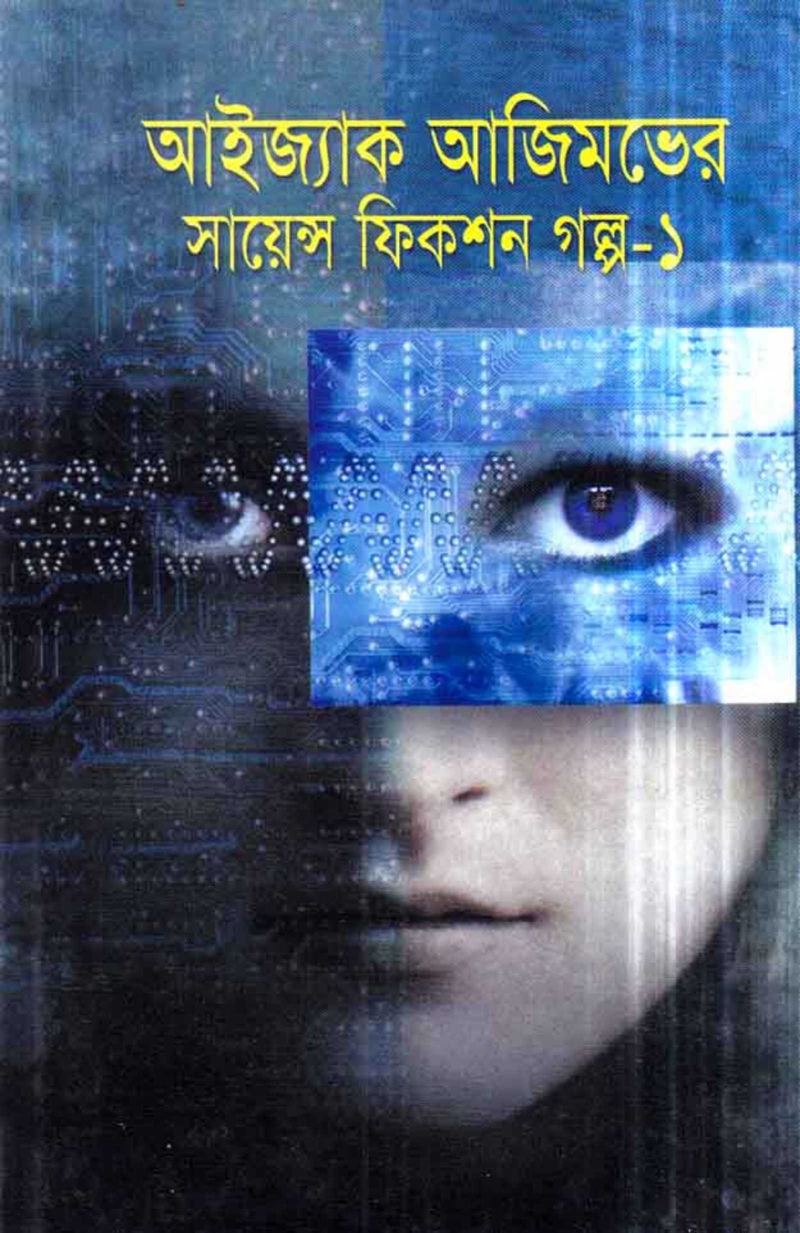

আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-১

মূল
আইজ্যাক আজিমভ

সঙ্কলন সম্পাদনা
হাসান খুরশীদ রুমী

ঐতিহ্য

pathagar.net

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশ কাল
মাঘ ১৪০৮
ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ
বিদেশী আলোকচিত্র অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

বর্ণ বিন্যাস
ওয়াটার ফ্লাওয়ার

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : একশত আশি টাকা

IJAC ASIMOV SCIENCE FICTION GALPA-1 by Ijac Asimov edited by Hasan Khurshid Rumi. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem. Oitijjhya. Date of Publication February 2002.

Website : www. Oitijjhya.intechworld.net

Price : 180.00 US $ 6.00

ISBN 984-776-162-0

pathagar.net

ভূমিকা

আইজ্যাক আজিমভ প্রথম গল্পটি লিখে পাঠিয়ে দেন অ্যাস্টাউন্ডিং সায়েন্স ফিকশন পত্রিকার সম্পাদক জন ডব্লিউ ক্যাম্পবেলের কাছে। গল্পটা একটি সায়েন্স ফিকশন গল্প ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্যাম্পবেল গল্পটি বাতিল করে দেন। পরপর বেশ কয়েকটি গল্প তিনি বাতিল করেন। ১৯৩৯ সালে অ্যামাজিং স্টোরিজ পত্রিকায় তাঁর লেখা 'মেরুন্ড অব ভেস্টা' গল্পটি ছাপা হয়। সেই শুরু। এরপর শুধু সাফল্যের ইতিহাস। ১৯৪১ সারে 'নাইটফল' নামে একটি গল্প ছাপা হয়। ওই গল্পটিই তাঁর ভবিষ্যত ঠিক করে দেয়। 'নাইটফল' গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়।

আইজ্যাক আজিমভের জন্ম রাশিয়ার একটি ছোট্ট শহর স্মোলিনস্কে। তিন বছর বয়সে তাঁর জন্মস্থান ছেড়ে বাবা-মা'র সাথে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে চলে আসেন। সেখানে তিনি ব্রুকলিনের এক গ্রামার স্কুলে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স আট। সে বছরই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কারণে ষোলো বছর বয়স পেরোবার আগেই হাইস্কুলের পড়াশুনা শেষ করেন। এরপর তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে বস্টোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে পি.এইচ.ডি. করেন।

আইজ্যাক আজিমভ তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় পাঁচশত-র মতো বই লিখে গেছেন। পাশাপাশি তিনি প্রচুর গল্পও লিখেছিলেন। সায়েন্স ফিকশন গল্প ছাড়াও তিনি ডিটেকটিভ, ফ্যান্টাসিধর্মী গল্পও লিখেছিলেন। আজিমভ সব মিলিয়ে তিনবার হুগো এবং একবার নেবুলা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা ফাউন্ডেশন সিরিজ 'বেস্ট অল টাইম সিরিজ' নির্বাচিত হয়। রোবোটিক্সের তিনটি সূত্রের জনক তিনি। তাঁকে 'গ্র্যান্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন' বলা হয়।

১৯৯২ সালের ৬ এপ্রিলে এই অসামান্য সায়েন্স ফিকশন লেখক ৭২ বছর বয়সে মারা যান।

আইজ্যাক আজিমভ গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে সব বয়সের পাঠকদের মনোরঞ্জন করেছেন। এই বইটিতে স্থান পেয়েছে আইজ্যাক আজিমভের লেখা ২৮টি সায়েন্স ফিকশন গল্প।

সবশেষে আমি কৃতজ্ঞ প্রকাশক মো. আরিফুর রহমান নাইমের কাছে সময়মতো বইটি প্রকাশ করার জন্য। আমি আরো কৃতজ্ঞ অনুবাদক আরিফ আহমেদ, ফারহান সিদ্দিক, রফিকুল ইসলাম, আরিফ বাদশা খান, জামশেদুর রহমান, শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া, অনীশ দাস অপু, আসরার মাসুদ, আবু আজাহার এবং আরমান সিদ্দিকের কাছে। তাঁরা সময়মতো গল্পগুলো অনুবাদ করে পূর্ণ সহযোগীতা দিয়েছিল।

বইটি আপনাদের ভালো লাগবে, প্রতিটি গল্প উপভোগ করবেন, এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি।

০২/০২/০২
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

সূচিপত্র

নাইটফল-৯
ফ্লাইজ-২১
মাই সান, দ্য ফিজিসিস্ট-২৪
অ্যাবাউট নাথিং-৩১
সিওর থিং-৩৩
দ্য আপ-টু-ডেট সরসেরার-৩৬
দ্য ইনস্টেবিলিটি-৪৪
জোকস্টার-৪৭
ফাউন্ড-৫৬
দ্য ন্যাশনস ইন স্পেস-৬১
আইজ ডু মোর দ্যান সি-৬৫
দ্য ফান দে হেড-৬৯
দ্য লাস্ট সাটল-৭৪
দ্য বিলিয়ার্ড বল-৭৯
ড্রিমিং ইজ আ প্রাইভেট থিং-১০৫
দ্য ফিলিং অব পাওয়ার-১১৪
আন টু দ্য ফোর্থ জেনারেশন-১২১
বাই জুপিটার-১৩১
মিসবিগটেন মিশনারী-১৩৭
আই এ্যাম ইন মাসপোর্ট উইথ আউট হিলডা-১৪৪
অল দ্য ট্রাবলস্ অব দ্য ওয়ার্লড-১৫২
দ্য ডাইং নাইট-১৬১
বিগ গেম-১৯৬
স্ট্রাইকব্রেকার-২০০
দ্য মেশিন দ্যাট অন দ্য ওঅর-২১৪
নো বডি হিয়ার বাট-২২৪
এক্সাইল টু হেল-২৩৬
দ্য আগলি লিটল বয়-২৪২

pathagar.net

নাইটফল

সারো ভার্সিটির ডিরেক্টর অ্যাটন ৭৭-এর ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখেও কোনো ভাবান্তর ঘটল না সাংবাদিক থেরেমন ৭৬২-র। পেশার খাতিরেই এসবে অভ্যস্ত সে। তার ওপর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হয় বেশি খেয়ালি, কাজেই আমল দিল না। গত দু মাস ধরে লোকটার অদ্ভুত কথাবার্তার ভেতরের সার জানতে হবে, তাই তার ইন্টারভিউ নিতে এসেছে থেরেমন ৭৬২। এখন তার মেজাজ-মর্জির দিকে তাকাবার সময় নেই।

'স্যার,' ডিরেক্টর বললেন, 'আপনি আপনার যে শয়তানি মতলব নিয়ে এসেছেন, তার...'

অবজার্ভেটরির টেলিফটোগ্রাফার বীনে ২৫ বাধা দিল, 'স্যার, শত হলেও...'

'কথার মধ্যে বাধা দেবে না,' একদিকের সাদা ভুরু উঁচু করে তাকে দেখলেন অ্যাটন ৭৭। 'তুমি এঁকে নিয়ে এসেছ, ঠিক আছে, আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু অবাধ্যতা গোছের কিছু করতে যেয়ো না, সেটা সহ্য করব না।'

থেরেমন ভাবল মুখ খোলার এটাই সময়, 'ডিরেক্টর অ্যাটন আপনি যদি আমার বক্তব্য শেষ করার অনুমতি দেন...'

'আপনার কোনো কথার মূল্য নেই এখন, ইয়ংম্যান। আপনি পত্রিকায় যে কলাম লেখেন, গত দু মাসের ঘটনাবলির সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। আমার এবং আমার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে রীতিমতো প্রচারণা যুদ্ধে নেমেছেন আপনি, কিন্তু যে ভীতি দূর করতে জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছেন, তা ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের হাসির পাত্র করে তুলতে চেয়েছেন।'

টেবিল থেকে এক কপি 'সারো সিটি ক্রনিকল' তুলে নিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঝাঁকালেন। 'আজ যা ছাপা হয়েছে, তাতে আপনার মতো নির্লজ্জেরও উচিত ছিল এখানে আসতে দ্বিধা করার। আপনারা, সব সাংবাদিকের।'

পত্রিকা মেঝেতে ফেলে দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'আপনি যেতে পারেন,' বলে গম্ভীর চেহারায় তাকিয়ে থাকলেন এ গ্রহের ছয় সূর্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল অস্তমিত গামার দিকে। দিগন্তের হালকা কুয়াশার ছোঁয়ায় হলুদ হয়ে গেছে ওটার আলো। অ্যাটন জানেন, আর কোনদিন ওটাকে দেখতে পাবেন না তিনি। অন্তত মানুষ হিসেবে।

দ্রুত ঘুরলেন তিনি, 'না দাঁড়ান। যাবেন না। আসুন, আপনি যা জানতে চান বলছি।'

যাওয়ার কোন লক্ষণই ছিল না সাংবাদিকের মধ্যে, ধীরপায়ে বৃদ্ধের দিকে এগোল সে। বাইরের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'ছয় সূর্যের মধ্যে কেবল বেটা আছে আকাশে, দেখলেন তো?'

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থেরেমন অবশ্যই দেখতে পাচ্ছে। একদম মাথার ওপর রয়েছে বেটা, টকটকে লাল আলো ছড়াচ্ছে। আজ ওটাকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে, এত ছোট কখনো দেখেনি থেরেমন। যদিও ওটাই এখন লাগাশের একচ্ছত্র শাসক। লাগাশের নিজস্ব সূর্য আলফা। তাকে কেন্দ্র করে ঘোরে লাগাশ। ওটা রয়েছে উলটোদিকে। তার দূরাগত অন্য দুই সঙ্গীও থাকে ওদিকে। বেটার অবস্থান অন্যখানে।

সাংবাদিকের দিকে ঘুরলেন অ্যাটন। 'আর মাত্র চার ঘণ্টা, তারপর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। ছেপে দিন খবরটা, যদিও তা পড়ার কেউ থাকবে না সকালে।'

'কিন্তু যদি তা না হয়?' বলল থেরেমন।

'অবশ্যই হবে!'

'শুনছি। তারপরও যদি না হয়?'

দ্বিতীয়বারের মতো কথা বলে উঠল বীনে। 'স্যার, ওর কথা আপনার শোনা উচিত।'

'ভোটাভুটি হলে কেমন হয়?' থেরেমন প্রস্তাব দিল।

pathagar.net

অবজার্ভেটরির অপেক্ষমান অন্য পাঁচ স্টাফ অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল। নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে তারা, এখনো কারো পক্ষ নেয়নি।

আমার দরকার নেই, জবাব দিলেন অ্যাটন, 'তবে আপনার বন্ধু যখন বলছে, তখন পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে। বলুন, কী বলার আছে।'

'বেশ', বলল থেরেমন, 'চার ঘণ্টা পর যা-ই ঘটুক, আমি যদি এখানে বসে তা দেখতে চাই আপনি আপত্তি করবেন? কিন্তু ঘটলে তো ঘটলই, আমি কিছু ছাপানোর সুযোগ পাব না, কিন্তু যদি না ঘটে, তা হলে পাব। অবশ্য সেক্ষেত্রে যা-ই লিখি, তা বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। আপনাকে ঠাট্টার পাত্র করে তোলার মতো কিছু হবে না।'

'গুরুত্বপূর্ণ?'

'নিশ্চয়ই।' চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসল সাংবাদিক, 'আমার লেখার ধরন একটু কঠোর হতে পারে, কিন্তু যাকে নিয়ে লেখা, সব সময় তাকে বেনিফিট অব ডাউট দিয়ে থাকি আমি। আপনাকে বুঝতে হবে মানুষ এখন আর বুক অব রেভিলেশনের কথা বিশ্বাস করে না। এবং তারা এটাও চায় না যে বিজ্ঞানীরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিক, ধর্মবিরোধীদের কথা বিশ্বাস করুক।'

বিষয়টা সেরকম নয়। ওরা ওদের তথ্য দিয়েছে, আমরা দিয়েছি আমাদের। আমাদের গুলোয় ধর্মবিশ্বাসীদের মতো অতীন্দ্রিয় গোছের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নেই। সত্যি চিরদিনই সত্যি। সত্যি কথা বলে আমরা ওদের ক্ষেপিয়ে তুলেছি। এখন আপনাদের চেয়ে ওরাই আমাদের বেশি ঘৃণা করে।'

'আমি আপনাদের ঘৃণা করি না। শুধু বলতে চাইছি মানুষের মধ্যে নানা গুজব চলছে। জনতা ক্ষেপে আছে।'

'থাকতে দিন।'

'কিন্তু কালকের...'

'কাল বলে কিছু আসবে না।'

'সে তো আগেই মেনে নিয়েছি,' থেরেমন বলল, 'কিন্তু তারপরও যদি আপনার হিসেবে ভুল হয়ে থাকে, কী ঘটতে পারে ভেবে দেখেছেন?

pathagar.net

গত দু মাস থেকে ব্যবসাপত্র সব প্রায় স্থবির হয়ে আছে। কেউ আপনার ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে না, আবার পুঁজি খাটানোর ঝুঁকিও নেয় না। তাই সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান হওয়ার অপেক্ষায় আছে তারা। যদি কিছু না-ই ঘটে, আপনার চামড়া তুলতে আসবে জনতা। তাদের কথা হচ্ছে, কোনো উন্মাদ যদি যখন খুশি ভয়ঙ্কর একটা কিছু বলে দেশের অর্থনীতির চাকা আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে তা হলে তাকে মেরামত করা অবশ্যই প্রয়োজন।'

'আপনি আসলে কী প্রস্তাব করতে চাইছেন?' ক্রুদ্ধ চোখে তাকে দেখলেন ডিরেক্টর।

হাসি ফুটল সাংবাদিকের মুখে, 'আমি প্রচারণার দায়িত্ব নিতে চাই। আপনাদের প্রত্যেককে নির্বোধ, বাচাল প্রমাণ করতে চাই। তা হলে দেখবেন, মানুষ রাগ ভুলে যাবে। নির্বোধের ওপর কেউ রাগলেও তা স্থায়ী হয় না।'

বীনে মাথা দোলাল, অন্যরাও বিড়বিড় করে সমর্থন জানাল থেরেমনকে। তাই দেখে ব্যাপারটাকে আর অগ্রাহ্য করতে পারলেন না অ্যাটন, বললেন, 'বেশ, থাকুন আপনি। দেখুন, কী ঘটে। তবে আমাদের কোনো কাজে বাধা দেবেন না দয়া করে। আমি এখানকার ইন-চার্জ...'

"হ্যালো, হ্যালো!' ভেতরে ঢুকে চড়া গলায় বলে উঠল কেউ একজন। 'মর্গের মতো নীরব কেন রুমটা? সবাই বহাল আছেন তো?'

'শীরিন, তুমি এখানে কেন?' ডিরেক্টর প্রশ্ন করলেন, 'তোমার না হাইডআউটে থাকার কথা?'

'ওখানে ভালো লাগছিল না, তাই চলে এলাম এখানে কী ঘটে দেখতে। তা ছাড়া বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বেটার তাপ কোনো কাজেই আসছে না।'

'বাইরেই বা কেন গিয়েছিলে শুনি?'

'কিসের হাউডআউট?' থেরেমন প্রশ্ন করল।

চোখ কুঁচকে তাকে দেখল শীরিন। 'আপনি কে?'

'সাংবাদিক থেরেমন ৭৬২', অ্যাটন বললেন, 'ওঁর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ তুমি?'

pathagar.net

কাছে এসে হাত বাড়াল সাংবাদিক। 'এবং আপনি সারো ভার্সিটির শীরিন ৫০১ সাইকোলজিস্ট। আপনার কথা শুনেছি আমি। হাইডআউট কী, স্যার?'

'পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য শ তিনেক নারী-পুরুষ-শিশুকে বিশেষ এক জায়গায় সরিয়ে রাখা হয়েছে,' বলল ৫০১। কেয়ামত.... আই মিন, আমাদের ভষ্যিদ্বাণী সত্যি হলে ওরা যাতে অন্তত কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে, সে জন্য আর কি!'

'আই সি! অন্ধকার এবং তারার আলো পৌছতে না পারে, এমন জায়গা নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ। যদি তেমন কিছু ঘটেই যায়, তা হলে মানুষগুলো বাঁচবে না হয়তো। তবু খাবার, পানি ইত্যাদি আছে ওদের সাথে।'

'ওসবের সাথে আরো কিছু আছে,' অ্যাটন বললেন, 'আমাদের সংগৃহীত যাবতীয় রেকর্ডস আছে ওর মধ্যে। আর সব যায় যাক্ ওগুলো রক্ষা করতেই হবে।'

উপস্থিত সবাইকে দেখল সাংবাদিক, প্রত্যেকে তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে দেখে নিচু গলায় বলল, 'আর কোথাও গিয়ে বসলে ভালো হয়। কিছু প্রশ্ন আছে আমার।'

'অ্যাঁ? ও,পাশের রুমে চলুন তা হলে।'

রুমটা বেশ বড়ই। মেঝেতে মেরুন কার্পেট বিছানো, তার ওপর কিছু গদিমোড়া চেয়ার। জানালায় পুরু পরদা। বেটার আলোয় রক্তের রং ধারণ করেছে ভেতরটা। মুখোমুখি বসল তিনজন।

শিউরে উঠল সাংবাদিক। 'সেকেণ্ডের জন্য হলেও এক ফোঁটা সাদা আলোর বিনিময়ে আমি অনেক কিছুই বিলিয়ে দিতে পারি এখন। গামা অথবা ডেলটা যদি থাকত আকাশে।'

'কী জানতে চান, বলুন', অ্যাটন বললেন, 'আমার হাতে সময় খুব অল্প।'

কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল থেরেমন, 'ওয়েল, গোটা বিষয়টা কী নিয়ে খুলে বলবেন দয়া করে?'

পলকে চেহারা বিগড়ে গেল বিজ্ঞানীর। প্রায় ফেটে পড়লেন তিনি,

pathagar.net

'অর্থাৎ আপনি ভেতরে খবর না জেনেই এতদিন আমাদের বিরুদ্ধে কলমবাজি করেছেন?'

'না, স্যার। একেবারে কিছুই জানি না বললে ভুল হবে। জানি। কথা হল, আপনি বলছেন যে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গোটা বিশ্ব অন্ধকারে ডুবে যাবে, মানুষ সব উন্মাদ হয়ে যাবে, এর পিছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী, তাই জানতে চাইছি আমি।'

'সে প্রশ্ন অ্যাটনকে করে লাভ নেই', শীরিন বলে উঠল, 'ও তা হলে একগাদা ফিগার গ্রাফ দেখাবে। আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি পারব মুখে জবাবটা দিতে।'

'বেশ, আপনাকেই করছি প্রশ্নটা।'

মাথা দোলাল সাইকোলজিস্ট। 'আপনি বোধহয় জানেন, আমাদের লাগাশের সভ্যতার আবর্তনশীল চরিত্র আছে?'

'জানি, বর্তমান আর্কিওলজিক্যাল থিওরি তাই বলে। আসলেই কি ব্যাপারটা সত্যি? আই মিন প্রতিষ্ঠিত সত্যি?'

প্রায়। ব্যাপারটা গভীর রহস্যময় অবশ্য। এরকম নয়টা সভ্যতার খোঁজ আমরা পেয়েছি, সবগুলোই যার যার শিখরে পৌছতে পেরেছিল, এবং সবগুলোই আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে। কেউ জানে না কেন। সেসব সভ্যতার সংস্কৃতির কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। আগ্নিকাণ্ডের কিছু কিছু ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া গেছে। যেমন কেউ কেউ বলে, তখন মাঝেমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি হত, অথবা লাগাশ নির্দিষ্ট সময় পরপর এক প্রকাণ্ড সূর্যের মধ্য দিয়ে যেত। এ ছাড়া আরো ভয়াবহ সমস্ত সম্ভাবনার কথাও কেউ কেউ বলেছে। তবে এ ব্যাপারে একটা থিওরি হচ্ছে...'

'আমি জানি,' বাধা দিল সাংবাদিক। 'ধর্মবিশ্বাসীদের বুক অব রেভিলেশনের নক্ষত্র সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনীর কথা বলছেন আপনি।'

'ঠিক। ওদের মতে প্রতি দু হাজার পঞ্চাশ বছর পরপর বিশাল এক গুহায় ঢোকে লাগাশ, তার ফলে সমস্ত সূর্য উধাও হয়ে যায় আকাশ থেকে, গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় পৃথিবী। এরপর নাকি 'নক্ষত্র' দেখা দেয়, ওগুলোর প্রভাবেই মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, সভ্যতা ধ্বংস হয় ইত্যাদি।'

pathagar.net

আলোচনায় ছিলেন না ডিরেক্টর, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, বিরক্তিসূচক শব্দ করে বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে।

'ব্যাপারটা কী?' প্রশ্ন করল থেরেমন।

'তেমন কিছু না, ওঁর দুই সহকারীর আসার কথা ছিল। ওদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে আছেন ডিরেক্টর।'

'কোত্থেকে আসবে তারা?'

'হাইডআউট থেকে। সে যা হোক, প্রায় চার শ বছর আগে জেনোভি ৪১ আবিষ্কার করেন লাগাশ সূর্যের চারদিকে ঘোরে। ছ'টারই। তা প্রমাণ করতে অনেক দীর্ঘ সময় লেগেছে আমাদের। এবং মাত্র বিশ বছর আগে আমরা তাতে সফল হয়েছি। তবে, গত দশকে ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনের থিওরি অনুযায়ী আলফাকে কেন্দ্র করে লাগাশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ মিলিয়ে দেখা গেছে আগের হিসাব মিলছে না।'

'থেরেমনও কিছু বুঝতে পারছে না, সব জটিল মনে হচ্ছে। উঠে জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকল সে, অন্যমনস্ক। ওদিকে শীরিন বলে চলেছে, ...পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। অন্ধকার। মানুষ তখন আলোর জন্য আগুন জ্বালাতে বাধ্য হবে।'

'কী বললেন, আগুন?'

'নিশ্চয়ই! কিছু না পোড়ালে আলো হবে কেন? আগুন শুধু তাপ দেয় না, আলোও দেয়।'

'অর্থাৎ কাঠ পোড়াবে মানুষ?' প্রশ্ন করল থেরেমন।

'শুধু কাঠ কেন, যা পাবে তাই পোড়াবে।'

ডেডলাইনের আর আধঘণ্টা বাকি।

পরের ঘটনা খুব দ্রুত ঘটল। ওপরের অবজার্ভেটরির গম্বুজ থেকে ঘণ্টাধ্বনির মতো ঢং ঢং শব্দ ভেসে আসতে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বীনে। 'কী হচ্ছে ওপরে?' বলে দৌড়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। অন্যরা অনুসরণ করল তাকে।

ওপরে উঠে থমকে গেল বীনে। অসংখ্য ফটোগ্রাফিক্স প্লেট ভেঙে

pathagar.net

ছড়িয়ে আছে মেঝেতে, এক লোক ঝুঁকে দেখছে সেগুলো। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বীনে, মেঝেতে ফেলে দিয়ে গলা চেপে ধরল লোকটার। তার সাথে আরো কয়েকজন স্টাফ যোগ দিল।

সবার শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলেন অ্যাটন, 'ছেড়ে দাও ওকে।'

গলা ছেড়ে কলার ধরে লোকটাকে টেনে তুলল বীনে, জোর এক ঝাঁকি দিয়ে ভাঙা প্লেট দেখিয়ে বলল, 'এসবের অর্থ কী?'

'আমি ইচ্ছে করে ভাঙি নি,' লোকটা বলল, 'দুর্ঘটনাবশত...'

'তুমি লাটিমার না?' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন অ্যাটন, 'ক্যাল্টিস্ট!'

'হ্যাঁ,' বো করল সে। 'হিজ সেরেনিটি সর ৫-এর অ্যাডজুটেন্ট।'

'বেশ। কিন্তু এখানে কেন এসেছ তুমি, তিনি পাঠিয়েছে?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

অধৈর্য হয়ে উঠলেন ডিরেক্টর। 'কেন, কী চান তোমাদের নেতা? আমি তো তাঁকে 'ফ্যাক্টস' জানিয়েই দিয়েছি, আর কী চাই?'

চাউনি সরু হয়ে উঠল লাটিমারের। 'ওসব ভুয়া, বানানো।'

'কী করে বুঝলে তুমি?

'আমি জানি।'

রাগে লাল হয়ে উঠল ডিরেক্টরের চেহারা। 'আশ্চর্য।'

'মোটেই আশ্চর্য নয়। আপনার কার্যকালাপ এর মধ্যেই যথেষ্ট ক্ষতি করে ফেলেছে। তাই আমরা চাই এই শয়তানি যন্ত্রের কাজ বন্ধ করতে। এসব আমরা জানি না, আমরা জানি শুধু নক্ষত্রের নির্দেশ। দুঃখ যে এগুলো ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছি আমি।'

'সফল হলেও কোনো লাভ হত না', অ্যাটন বললেন, 'আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য এর মধ্যেই পেয়ে গেছি আমরা। বাকি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ যোগাড়ের কাজটা। কিন্তু তাই বলে ভেবো না তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে,' পিছনের লোকগুলোর দিকে ফিরলেন, 'কেউ খবর দাও পুলিশে।'

বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল শীরিন, 'এখন ওসবের সময় নেই, অ্যাটন। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি দেখছি! বেটার গ্রহণ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এখন শহর থেকে পুলিশ আসবে কি না

pathagar.net

সন্দেহ। তা ছাড়া এ যখন নিজের অপরাধ স্বীকার করছে, তখন নিজেরাই কেন মেরামত করি না একে?'

'যা খুশি করতে পারেন,' দ্রুত জবাব দিল লোকটা, 'তবে এ-ও বলে রাখছি, সুযোগ পেলেই আমি আমার আসল কাজ শেষ করব।'

'তাই?' ক্রূর হাসি ফুটল শীরিনের মুখে। 'আর একটু পর সূর্যগ্রহণ লাগবে, রাখ, তখন অন্ধকারে মজা দেখাব আমি তোমাকে।'

'ওসবে আমি ভয় পাই না,' বলল সে, 'পেলে এ কাজে আসতাম না। তবে এটাও জেনে রাখুন এ জন্য পস্তাতে হবে আপনাদেরকে।' দরজার কাছের এক উঁচু টুলে বসে পড়ল লোকটা।

এদিকে থেরেমন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তার। এক হাত তুলে আকাশ দেখাল, 'ওই দেখুন।'

ঘুরে তাকাল উপস্থিত প্রত্যেকে, নানারকম বিস্ময় ধ্বনি উঠল। দেখা গেল বেটার এক দিক ঢাকা পড়ে গেছে।

'প্রথম কন্টাক্ট নিশ্চয়ই পনের মিনিট আগে ঘটেছে,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল শীরিন, 'এই বেটার দিকে খেয়াল দিতে গিয়ে মিস্ করেছি আমরা।' সাংবাদিকের দিকে ফিরল। অ্যাটন ক্ষেপে ব্যোম হয়ে আছে, এখন কোনো প্রশ্ন করতে যাবেন না দয়া করে। ঘাড় ধরে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেবে তা হলে।'

কেউ বিড়বিড় করে কিছু বলছে শুনে ঘুরে তাকাল সাইকোলজিস্ট। দেখল লোকটা কালটিস্ট মাটিমার। জানালা দিয়ে চোখ বড় বড় করে বেটার দিকে তাকিয়ে কী সব বলছে যেন।

'কি বলে লোকটা?' থেরেমন প্রশ্ন করল।

'বুক অব রেভিলিশনের মুখস্থবিদ্যা ঝাড়ছে মনে হয়, শুনুন।'

..এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে উদয় হল নক্ষত্র, অসংখ্য। আকাশের সেই অপরূপ শোভা দেখে...'

আকাশের দিকে তাকাল সাইকোলজিস্ট ও সাংবাদিক। বেটার এক-তৃতীয়াংশ ঢাকা পড়ে গেছে দেখে শিউরে উঠল দুজনেই।

'আমি একটা কথা ভাবছি,' থেরেমন বলল, 'সভ্যতার একের পর এক বিলীন হয়ে গেলেও বুক অব রেভিলিশনের অস্তিত্ব এখানো টিকে

pathagar.net

আছে কী করে? তা ছাড়া ওটা কার লেখা? এর মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে? নাকি আচমকা থেমে গেল সে। ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে?'

'হাইডআউটের প্রাইভেট লাইনে কথা বললাম এইমাত্র,' বৃদ্ধ বললেন, 'ওরা সিল করে দিয়েছে হাইডআউট। পরশু সকাল পর্যন্ত ওর মধ্যে থাকবে সবাই। কিন্তু...

'কী?'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু ভাবলেন ডিরেক্টর। 'কালটিস্টরা শহরের মানুষকে সংগঠিত করে আমাদের অবজার্ভেটরি ধ্বংস করতে আসছে।'

কেউ কিছু বলল না। বেশ কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করল সাইকোলজিস্ট শীরিন। 'নিশ্বাসে সমস্যা হচ্ছে?' প্রশ্ন করল সাংবাদিককে।

'না, কেন?'

'আমার হচ্ছে। ক্লাসট্রোকোবিক অ্যাটকের লক্ষণ এটা। জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকার ফল।'

'আমার লাগছে ঠাণ্ডা', থেরেমন বলল, 'জুতোর মধ্যে আঙ্গুল সব জমে গেছে মনে হচ্ছে।'

বাইরের আলো আরো দ্রুত কমে আসছে। ভেতরের প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারপর....হঠাৎ হলুদ আলোয় ঘর ভরে উঠল। বিস্ময়ে ঘুরে তাকাল সবাই, দেখল অ্যাটনের হাতে আজব ধরনের একটা আলো জ্বলছে। এক ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি ডায়ার একটা রড ধরে আছেন বৃদ্ধ, ওটার মাথায় জ্বলছে আগুন। একই রকম আরো কিছু রড দেখা গেল তার অন্য হাতে।

শীরিন এগিয়ে গেল তার দিকে, বাকি রডগুলোর কয়েকটা জ্বালাতে সাহায্য করল। দেওয়ালে ঝোলানো মেটাল হোল্ডারে রেখে দেওয়া হল ওগুলো। আলোয় ভরে উঠল ঘর।

'আর্টিফিশিয়াল লাইট মেকানিজম', ব্যাখ্যা করল সে, 'এরকম কয়েক শ তৈরি করেছি আমরা।'

'কী দিয়ে তৈরি?' থেরেমন প্রশ্ন করল।

pathagar.net

'পানির খাগড়া। ভালো করে রোদে শুকিয়ে পশুর চর্বিতে ডুবিয়ে ফের শুকানো হয়েছে। একেকটা অন্তত আধঘণ্টা জ্বলে।'

আবার নীরব হয়ে পড়ল গম্বুজ। নিজের টুল নিয়ে একটা আলোর নিচে এসে বসল লাটিমার, পড়া চালিয়ে যেতে লাগল। এই সুযোগে থেরেমনও কাজে লেগে পড়ল। কালকের সারো সিটি ক্রনিকলের জন্য বিশেষ রিপোর্ট লিখতে শুরু করে দিল।

ক্রমে ঘন হয়ে উঠতে লাগল ঘরের বাতাস। বাইরের ধুলো ঢুকছে ভেতরে, হলুদ আলোর সামনে ধুসর পরদার মতো ভাসছে, রড পুড়ছে মৃদু চড়চড় শব্দ তুলে। কর্মচারীদের কেউ কেউ নিজের টেবিলে মুখ গুঁজে কাজ করছে, কেউবা হাঁটাহাঁটি করছে ধীর, দ্বিধান্বিত পায়ে।

আওয়াজটা প্রথম কানে এল সাংবাদিক থেরেমনের। নিচের বন্ধ লোহার দরজায় দুম্‌ দুম্‌ শব্দ উঠছে, বাইরে থেকে আঘাত করা হচ্ছে। এক মুহূর্ত পর অন্যারাও শুনল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

'ওরা এসে পড়েছে।' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সাংবাদিক, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আসুন সবাই! টেবিল চেয়ার দিয়ে দরজা ঠেকা দিতে হবে, কুইক।'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ভেতরে, যত চেয়ার-টেবিল আছে, সব স্তূপ করে ব্যারিকেড তৈরি করা হল। ওদিকে দুম্‌ দুম্‌ আওয়াজ বাড়ছে, জনতার ক্রুদ্ধ হুংকারও। বাইরে তখন ঘোর অন্ধকার।

কাজ শেষ করে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে দাঁড়াল শীরিন। 'কী অন্ধকার।' চাপা গলায় বলল, 'অ্যাটন। কোথায় আপনি?' ঘন ধুলোর মধ্য দিয়ে সামনেটা দেখার চেষ্টা করল। 'অ্যাটন।'

একজোড়া কাঁপা হাত স্পর্শ করল তাকে, 'শীরিন?'

'হ্যাঁ, অ্যাটন। বাইরের চিন্তা করতে হবে না, ওদের ঠেকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছি।'

ওদিকে ক্যামেরার সামনে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে বীনে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বেটার অন্তিম আলোয় জ্বলছে তার চোখমুখ। অন্যদিকে কাল্টিস্ট লাটিমার উঠে পড়ল বসা থেকে দু হাত মুঠো পাকিয়ে, এগোল। ব্যাপারটা চোখে পড়তে বাধা দিতে এগিয়ে

এল থেরেমন।

'কোথায় যাচ্ছ...

তলপেটে কাল্টিস্টের হাঁটুর গুঁতো খেয়ে গুঙিয়ে উঠল সে। কোনোমতে বলল, 'হারামজাদা বিশ্বাসঘাতক।'

একই মুহূর্তে ধূসর পরদার আড়াল থেকে বীনে চেঁচিয়ে উঠল, 'বয়েজ! সময় হয়েছে, ধীরে ধীরে ক্যামেরার পিছনে যাও, ছবি তোল!'

একযোগে অনেকগুলো 'ক্লিক' শোনা গেল। তার একটু পর বেটার সুতোর মতো শেষ রশ্মিটুকু উধাও হয়ে গেল। একই মুহূর্তে বাইরের ক্রুদ্ধ জনতাও নীরব হয়ে গেল।

কবরের নীরবতা চারদিকে। বাইরে রক্ত-হিম-করা অন্ধকার।

ধড়মড় করে উঠে বসল থেরেমন। দম আটকে গেছে গলায়। আতঙ্কে কাঁপছে সে থরথর করে। উঠে পা বাড়াল সে অন্ধের মতো। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকা কারো সাথে হোঁচট খেয়ে আবার পড়ে গেল।

'আলো!' চেঁচিয়ে উঠল ভাঙা গলায়, 'কেউ আলো জ্বেলে দাও।'

এদিকে অ্যাটনও চেঁচাচ্ছে, আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত শিশুর মতো কী সব বকে চলেছে একনাগাড়ে। কেউ একজন দেয়াল থেকে জ্বলন্ত একটা রড তুলে নিল, কিন্তু ধরে রাখাতে পারল না শেষ পর্যন্ত। মেঝেতে পড়ে নিবে গেল ওটা। লাটিমারের গলা দিয়ে একটা জান্তব গোঙানি বেরিয়ে এল। ফেনা দেখা দিল মুখের দুই কষায়।

ওদিকে আঁধার ফুঁড়ে তারা ফুটেছে আকাশে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য অজস্র।

অন্যদিকে সারো শহরের দিকে দিগন্তে টকটকে লাল আলো ফুটতে শুরু করেছে। উজ্জ্বলতা ক্রমে বাড়ছে তার। সূর্যের আলো নয়।

দীর্ঘরাত এসেছে আবার।

রূপান্তর : ফারহান সিদ্দিক

pathagar.net

ফ্লাইজ

'মাছি।' উদ্বিগ্ন গলায় বলল কেণ্ডেল কেসি। ঝাঁকি খেল হাত। মাছিটা বৃত্তাকারে উড়ে ফিরে এল আবার, বসল কেসির শার্টের কলারে।

কোথাও থেকে ভেসে এল আরেকটি মাছির গুণগুণানি।

ড. জন পোলেন ইতস্তত: ভাবটা আড়াল করতে দ্রুত একটা সিগারেট ঝোলাল ঠোঁটে।

সে বলল, 'তোমার সাক্ষ্যাৎ পাব ভাবিনি, কেসি। আর তুমি, তোমায় কি রেভারেন্ড উইনথ্রপ বলে ডাকব?'

'আর তোমাকে প্রফেসার পোলেন?' বলল উইনথ্রপ।

বিশ বছর আগের জীবনের স্মৃতিতে ফিরে যেতে চাইছে তিনজনেই। কেসির নীল চোখে এখনও তরুন কলেজ ছাত্রের সেই চাপা রাগ আর ক্রোধ।

কেসিকে ক্যাম্পাসে কেউ পছন্দ করত না। আর উইনথ্রপ? মানুষটা আগের চেয়ে অনেক নম্র, ভদ্র।

ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। অপেক্ষা করছে অপরজন কথা বলুক।

নীরবতা ভেঙে পোলেনই কথা বলল, 'তুমি এখনো রসায়ন নিয়ে কাজ করছ, কেসি?'

'এক অর্থে হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল কেসি। 'তবে আমি কিন্তু বিজ্ঞানী নই। আমি চ্যাথামের ই. জে লিঙ্কে কীটনাশক নিয়ে গবেষণা করছি।'

উইনথ্রপ বলল, 'তাই নাকি? তুমি বলেছিলে কীটনাশক নিয়ে কাজ করবে। তোমার মনে আছে, পোলেন? মাছিরা এখনো তোমাকে বিরক্ত করার সাহস পায়, কেসি?'

কেসি বলল, 'ওদের হাত থেকে বুঝি রক্ষা নেই আমার। আমি যখন উপস্থিত থাকি তখন কোন ওষুধে কাজ হয় না। মাছি যায় না। কে একজন বলেছিল আমার গায়ের গন্ধ নাকি মাছিদের আকৃষ্ট করে।'

পোলেনের মনে পড়ে গেল কে বলেছিল কথাটা।

উইনথ্রপ বলল, 'অথবা-- '

পোলেন বুঝতে পারল উইনথ্রপ, কি বলতে যাচ্ছে। তার শরীর টান টান হয়ে উঠল।

'অথবা,' বলল উইনথ্রপ 'এটা অভিশাপও হতে পারে, তুমি জানো।' তার হাসিমুখ দেখে মনে হবে সে আসলে ঠাট্টা করছে।

শালা, ভাবল পোলেন, ওদের ভাষার পরিবর্তন পর্যন্ত হয়নি। তার অতীতের কথা মনে পড়তে লাগল।

'মাছি,' দু'হাতে চাপড় দিতে দিতে বলল কেসি,' এমন অদ্ভুত জিনিস দেখেছ কখনো? ওরা তোমাদের কাছে যায় না কেন?'

জনি পোলেন হেসে উঠল। 'আসলে এটা তোমার ঘামের গন্ধের কারণে ঘটছে, কেসি। বিজ্ঞানের একটা আশীর্বাদ হতে পারতে তুমি। গন্ধযুক্ত কেমিকেলের প্রকৃতি খুঁজে বের করো, তারপর ওটার সঙ্গে, ডিডিটি মেশাও, তুমি পেয়ে যাবে বিশ্বের সেরা ফ্লাই-কিলারকে।'

'আচ্ছা, কেমন গন্ধ আসে আমার গা থেকে? মেয়ে মাছির মত? দুনিয়ার সবাইকে ছেড়ে খালি আমার কাছে আসে কেন হারামজাদারা? জানো, গতকাল উইনথ্রপ কি বলেছে আমাকে? বলেছে ওই হারামজাদা মাছিগুলো নাকি বিলজেশব-এর অভিশাপ।'

'আমি ঠাট্টা করছিলাম,' বলল উইনথ্রপ।

'বিলজেশব কেন?' জানতে চাইল পোলেন।

'এটা আসলে এক ধরনের ঠাট্টা,' বলল উইনথ্রপ। 'প্রাচীন হিব্রুরা এটা ভিনদেশী দেবতাদের উপহাস করার জন্যে কথাটা বলত। শব্দটা এসেছে 'বাল' থেকে, এর অর্থ হলো 'লর্ড' এবং 'জিবান,' দ্য লর্ড অব ফ্লাইজ।'

কেসি বলল, 'কাম অন, উইনথ্রপ। তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে

বিলজেশব-এ তোমার বিশ্বাস নেই।'

'আমি শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি,' শক্ত গলায় বলল উইনথ্রপ।

বিলজেশব নিয়ে দু'বন্ধুর মধ্যে তর্কাতর্কি ঝগড়ার পর্যায়ে চলে যেত যদি না প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিত পোলেন।

বলল,'জানো, আমি ভেনারের সঙ্গে গ্রাজুয়েশন করছি। গতকালই বলল সে নেবে আমাকে তার সঙ্গে।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন হওয়ায় উইনথ্রপ খুশি হলো। আর কেসি বলল, 'সাইবারনেটিক্স ভেনার? বেশ, তুমি যদি ওকে সহ্য করতে পার তাহলে তার সাথে মিশে যেতে পারবে।'

আবার ফিরে এল ওরা বর্তমানে।

কেসি বলল, 'পোলেন, সাইবারনেটিক্স নিয়ে তোমার অদ্ভুত সব আইডয়ার কি হলো? তুমি কুকুর-বেড়ালের আবেগ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলে। এমনকি কেসির মাছি নিয়েও এক সময় গবেষণা করেছ শুনেছি। কি হলো সেই গবেষণার?'

পোলেন বলল, 'গবেষণার ফলাফল আপাতত শূন্য।'

কেসি বলল, 'শুনে খারাপই লাগছে। ভেবেছিলাম অসাধারণ কিছু একটা করে ফেলবে। ভেবেছিলাম...'

পোলেনের মনে পড়ে গেল সে কি ভেবেছিল।

কেসি বলল, 'দুত্তোর ডিডিটির নিকুচি করি। মাছিগুলো এসবও হজম করে ফেলে। আমি কেমিস্ট্রিতে গ্রাজুয়েশন করব। তারপর কীটনাশকের ওপর কোন চাকরি নিয়ে নেব। কাজেই আমাকে সাহায্য করো। ব্যক্তিগতভাবে কিছু একটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি যা দিয়ে এগুলোকে মারা যাবে।'

কেসির ঘরে বসে কথা বলছে ওরা। কেরোসিনের গন্ধ আসছে ঘর থেকে।

পোলেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ভাঁজ করা খবরের কাগজ দিয়ে বাড়ি মেরেও মাছি নিধন করা যায়।'

pathagar.net

উইনথ্রপ বলল, 'বাজে কথা বোলো না। মাছি মারা এত সহজ নয়। বিলজিশব-এ তুমি বিশ্বাস কর না। কিন্তু বিলজিশবে-এর অভিশাপ তোমার ওপর পড়লে তখন বুঝবে মজা। জীবন শেষ।'

তারপর দু'জনে এ নিয়ে বেধে গেল ঝগড়া। ঝগড়ায় টিকতে না পেরে উইনথ্রপ একরকম দৌড়ে পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে হাসল কেসি। 'আমি আগেই জানতাম বিলজিশব-এ বিশ্বাস করে কেসি।'

এমন সময় দুটো মাছি ঢুকল ঘরে। গুনগুন করে এগিয়ে গেল কেসির দিকে।

কেসি হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা, উইনথ্রপ বলেছিল তুমি মাছির আবেগ নিয়েও নাকি কাজ করেছিলে? কি ঘটেছিল?'

'করেছিলাম নাকি? বিশ বছর আগের ঘটনা। মনে নেই ঠিক বিড়বিড় করল পোলেন।

উইনথ্রপ বলল, 'অবশ্যই করেছিলে। আমরা তোমার ল্যাবে ছিলাম, তুমি অভিযোগের সুরে বলেছিলে কেসির মাছি নাকি তাকে সেখানেও অনুসরণ করে গেছে। কেসি তোমাকে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে বলে। তুমি তা করো। মাছিদের গুনগুনানি, পাখার মুভমেন্ট ইত্যাদি রেকর্ড করেছিলে। বিভিন্ন রকম ডজনখানেক মাছি নিয়ে তুমি কাজ করেছিলে।'

শ্রাগ করল পোলেন।

'বাদ দাও এসব,' বলল কেসি। 'যা গেছে গেছে। তোমাদেরকে অনেক দিন পরে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি।'

এরপর ওরা নানা বিষয় নিয়ে গল্প করল কিছুক্ষণ। তারপর অন্যদের সাথে গল্প গুজবে মেতে উঠল কেসি এবং উইনথ্রপ।

ওদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল পোলেন আসল কথাটা হয়তো কোনদিনই জানতে পারবে না উইনথ্রপ। কেসি নিজেও জানে কি না কে জানে।কেসি না জানলে সেটা হবে মস্ত এক ঠাট্টা।

কেসি'র মাছি নিয়ে বহুবার গবেষণা করেছে পোলেন। প্রতিবার একই জবাব পেয়েছে। সেই লোমহর্ষক জবাব। জবাবটা পেয়ে শিরদাঁড়া

pathagar.net

বেয়ে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত বেয়ে পড়ছিল পোলেনের। এখন সে কথা মনে পড়তে আবার শিউরে উঠল ও। কেসির দিকে তাকাল সে। মনে হলো ওর সাথে আবার দেখা না হলেই ভাল ছিল। লক্ষ করল একটা মাছি উড়ে যেতে শুরু করেছে কেসির দিকে।

কেসি ব্যাপারটা কি সত্যি জানে না? জানে না কেন মাছিরা বারবার তার কাছে যায়? জানে না যে সত্যি এক অভিশাপ বহন করে চলেছে?

মাছিরা কেসির প্রতি আকৃষ্ট তো হবেই।

কারণ কেসি নিজেই একটা মাছি! 'লর্ড অব দ্য ফ্লাইজ!'

রূপান্তর: জামশেদুর রহমান

pathagar.net

মাই সান, দ্য ফিজিসিস্ট

ভদ্রমহিলার চুলের রঙ হালকা আপেল-সবুজ। পুরানো ফ্যাশনে চুল বেঁধেছেন তিনি। ত্রিশ বছর আগে মহিলারা এভাবে চুল বাঁধত।

ভদ্রমহিলার মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। চাউনি নম্র, শান্ত। তিনি বিশাল সরকারী দালানটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কাউকে খুঁজছেন।

একটি মেয়ে তাঁকে দেখে দৌড়ে এল। অবাক গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনি এখানে ঢুকলেন কি করে?'

হাসলেন ভদ্রমহিলা। 'আমি আমার ছেলের খোঁজে এসেছি। সে পদার্থ বিজ্ঞানী।

'আপনার ছেলে '

'কম্যুানিকেশন্স ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র পদার্থবিদ জেরার্ড ক্রেমোনা।'

'ড. ক্রেমোনা। আচ্ছা তিনি— আপনার পাস?'

'এই যে। আমি ওর মা।'

'আ, মিসেস ক্রেমোনা। আমি ঠিক জানি না উনি কোথায়। আমাকে যেতে হবে। ওদিকে ওনার অফিস। আপনি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখুন,' বলে একরকম যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল মেয়েটা।

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন মিসেস ক্রেমোনা। কিছু একটা ঘটেছে, ধারণা করলেন তিনি। মনে মনে প্রার্থনা করলেন তাঁর ছেলের যেন কিছু না হয়।

করিডরের দূর প্রান্ত থেকে গলার স্বর ভেসে আসছে। ভদ্রমহিলা মুখে হাসি ধরে রেখে ওদিকে পা বাড়ালেন। ঢুকে পড়লেন ঘরের ভেতর। বললেন, 'হ্যালো জেরার্ড।'

জেরার্ড বিশালদেহী, মাথা ভর্তি চুলে সবে ধূসর রঙ লাগতে শুরু করেছে। ছেলেকে নিয়ে মিসেস ক্রেমোনোর অনেক গর্ব। সে সেনাবাহিনীর এক অফিসারের সাথে এই মুহূর্তে কথা বলছে। চেহারা সুরত দেখে মনে হলো উঁচু র‍্যাঙ্কের কেউ হবে।

জেরার্ড মুখ তুলে চাইল। 'কি চাই — আরে মা! তুমি এখানে!'

'আজ তোমার সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল।'

'আজ বিষ্যুদবার নাকি? আয় হায় আমি একদম ভুলে বসে আছি। বসো, মা। বসো। তবে তোমার সাথে এখন কথা বলতে পারব না। খুব ব্যস্ত আছি। হ্যাঁ, জেনারেল যা বলছিলাম— '

জেনারেল রেইনার মিসেস ক্রেমোনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আপনার মা?'

'জ্বী।'

'ওনার কি এখানে থাকা ঠিক হবে?'

'সমস্যা নেই। আমার মা থার্মোমিটারের রিডিং-ও পড়তে পারে না। কাজেই আমাদের কথা সে কিছুই বুঝতে পারবে না। কাজের কথায় ফিরে আসি, জেনারেল। ওরা এখন প্লুটোতে, জানাই আছে আপনার। আমরা আমাদের এক্সপিডিশনে প্ল্যানেটয়েড বেল্টের বাইরে লোক পাঠিয়েছিলাম। ওরা প্লুটোতে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে।'

'কিন্তু সমস্যা হলো চার বছর আগে যারা প্লুটোতে গেছে, ওদের কাছে যে পরিমাণ ইকুইপমেন্ট ছিল তা দিয়ে তো এক বছরও চলার কথা নয়। ওদের গেনিমিডে যাবার কথা ছিল। সম্ভবত বার আটেক ওখানে তারা গেছে।'

'ঠিক। এখন আমাদের জানতে হবে কিভাবে এবং কেন। ওরা হয়তো সাহায্য পেয়েছে।'

'কি রকম সাহায্য? কিভাবে?'

জেরার্ড ক্রেমোনা। এক মুহূর্তের জন্যে মুঠো পাকাল, কি যেন ভাবছে। তারপর বলল, 'জেনারেল, আমার ধরণা এর সাথে নন-হিউম্যানরা জড়িত। অর্থাৎ এলক্সট্রাটেরিস্ট্রিয়ান। ব্যাপারটার সত্যাসত্য যাচাই করে দেখতে হবে। জানি না কতক্ষণে কন্ট্যাক্ট করা যাবে।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ওরা কন্টেডি থেকে পালিয়ে যেতে পারে এবং আবার যে কোন সময় ধরাও পড়তে পারে।'

'হয়তো। হয়তো। গোটা মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমরা কিসের বিরুদ্ধে আছি তা জানার ওপরে। আর ওটা জানতে হবে এখুনি।'

'বেশ। তা আপনি কি চাইছেন?'

'আমাদের এখুনি সেনাবাহিনীর মাল্টিভাক কম্পিউটার দরকার। যে সব সমস্যা নিয়ে ওটা কাজ করছে তা সব বের করে দিয়ে আমাদের শব্দার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যার কথা প্রোগামিং শুরু করতে হবে। প্রতিটি কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে আনুন যার যত কাজই থাকুক না কেন। আমাদের কো-অর্ডিনেশনের কাজে লাগিয়ে দিন।'

'কিন্তু কেন? আমি তো এর মধ্যে কোন সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না।'

একটি নম্র কণ্ঠ এমন সময় কথা বলে উঠল। 'জেনারেল, ফল খাবেন? আমি কিছু কমলা লেবু নিয়ে এসেছি।'

ক্রেমোনা বলল, 'আহ্, মা! এসব পরে হবে। জেনারেল, ব্যাপারটি না বুঝতে পারার কোন অবকাশ নেই। এই মুহূর্তে প্লুটো চার বিলিয়ন মাইল দূরে। আলোর গতিতে এখান থেকে ওখানে রেডিও ওয়েভ পৌঁছুতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগবে। আমরা কোন কথা বললে সে প্রশ্নের জবাব পেতে লাগবে বার ঘণ্টা। ওরা যদি কিছু বলে এবং আমরা সেটা মিস করি এবং জানতে চাই কি বললে, আর ওরা কথাটা রিপিট করে তাহলে এতেই চলে যাবে পুরো একটা দিন।'

'গতি বাড়ানোর কোন উপায় নেই?' জানতে চাইলেন জেনারেল।

'অবশ্যই নেই। এটা যোগাযোগের মৌলিক আইন। আলোর গতির চেয়ে দ্রুত কোন তথ্য প্রেরণ করা সম্ভব নয়। আমরা দু'জনে যে কথা বলছি সেই একই আলোচনা প্লুটোতে চালাতে গেলে পুরো এক মাস সময় লাগবে।'

'হুম। অবশ্য ঠিক। আপনি কি নিশ্চিত এর সঙ্গে ভিনগ্রহবাসীরা জড়িত?'

'আমার তাই ধারণা। তবে এখানে সবাই হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন না। আমরা কনসেনট্রেটিং কম্যুনিকেশনের কিছু মেথড উদ্ভাবনের

pathagar.net

জন্যে প্রতিটি নার্ভ এবং ফাইবারকে প্রসারিত করার চেষ্টা করছি। প্রার্থনা করি কন্ট্যাক্ট হারানোর আগেই আমাদের যা প্রয়োজন তা হয়তো পেয়ে যাব। এজন্যে আমার আপনার মাল্টিভাক এবং লোকজন প্রয়োজন। কিছু কম্যুনিকেশন স্ট্রাটেজি থাকতে হবে যা সিগনালের সংখ্যা হ্রাস করা যাবে। দশ ভাগ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলেও এক হপ্তার সময় অন্তত বেঁচে যাবে।'

আবার নম্র কণ্ঠটি বলে উঠল, 'গুড গ্রিফ, জেরার্ড। তোমরা কি কোন আলাপ আলোচনা সমাধান হবার ব্যাপারে কথা বলছ?'

'মা,' দাঁতেদাঁত চাপল ক্রেমোনা।

'ঠিক আছে। চুপ করছি আমি। তবে তুমি কিছু বললে তার জবাব পেতে যদি বার ঘণ্টা সময়ের দরকার হয়, তাহলে বলব ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে যাবে।'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন জেনারেল। 'ড. ক্রেমোনা, আমরা কি—

'এক মিনিট, জেনারেল,' বলল ক্রেমোনা। 'তুমি আসলে কি বলতে চাইছ, মা?'

'যখন কোন প্রশ্নের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তোমাদেরকে,' আগ্রহ নিয়ে বললেন মিসেস ক্রেমোনো, 'স্রেফ ট্রান্সমিটিং-এর ওপর তখন ভরসা রাখো এবং অপর পক্ষকেও বলো একই কাজ করতে। তোমরাও সারাক্ষণ কথা বলবে, অপর পক্ষও তাই। এমন একজন কাউকে রাখবে যে সারাক্ষণ কথা শুনতে থাকবে। অপর পক্ষ তাই করবে। তোমাদের কারো কোন প্রশ্নের হয়তো জবাব দরকার হয়ে পড়ল, ওই আলোচনা থেকেই সেই জবাব পেয়ে যাবে। কোন প্রশ্ন করার দরকারও পড়বে না।'

ভদ্র মহিলার কথা শুনে দু'জনেই হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

ক্রেমোনা ফিসফিস করে বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি। ক্রমাগত আলাপচারিতা। স্রেফ বারো ঘণ্টা চালিয়ে গেলেই হবে। গড, আমাদের সমস্যার এত সহজ সমাধান পাব কল্পনাও করি নি,'

সে উঠে দাঁড়াল, জেনারেলকে এক রকম টানতে টানতে নিয়ে গেল

pathagar.net

ঘর থেকে। তারপর ঝড়ের গতিতে আবার ঢুকল ঘরে।

'মা,' বলল সে। 'কিছুক্ষণের জন্যে আমাদেরকে ক্ষমা করতে হবে। আমি কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার সাথে গল্প করার জন্যে। অথবা এই ফাঁকে তুমি খানিক ঘুমিয়েও নিতে পার।'

'আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, জেরার্ড,' বললেন মিসেস ক্রেমোনা।

'আচ্ছা, এই বুদ্ধিটা তোমার মাথায় কি করে এল, মা?'

'আরে, এ কথা সব মেয়েই জানে, জেরার্ড। যে কোন দুই মহিলা—ওদেরকে ভিডিও-ফোনে কথা বলতে দাও বা মুখোমুখি করে দাও দু'জনকে, কথার স্রোত বইয়ে দেবে তারা। পেটের ভেতরে যা আছে উগরে দেবে সব।'

ক্রেমোনা হাসার চেষ্টা করল। ঠোঁট জোড়া কাঁপল শুধু। ঘুরে দাঁড়াল সে। চলে গেল।

ছেলের গমন পথের দিকে স্নেহ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিসেস ক্রেমোনা। ভারী চমৎকার তার ছেলেটি, ভাবছেন তিনি মনে মনে। এমন ছেলেই তো সব মায়ের কাম্য।

রূপান্তর: আরিফ আহমেদ

pathagar.net

অ্যাবাউট নাথিং

পৃথিবীর সবাই অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্যে। এগিয়ে আসছে ব্ল্যাক হোলটা - পৃথিবীর ওপর মরণছোবল হানতে। ব্ল্যাকহোলটা লুনার টেলিস্কোপের মাধ্যমে আবিষ্কার করেন প্রফেসর জেরোমি হাইয়েরোনিমাস। এটা ২১২৫ সালের কথা। এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে অনিবার্য প্রলয় ঘটাতে যথেষ্ট কাছে এগিয়ে আসছে ব্ল্যাকহোলটা।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর সব মানুষ প্রস্তুত হয়ে গেছে শেষ ক্ষনটির জন্যে। রীতিমত কান্নার রোল পড়ে গেছে। একজন আরেকজনের কাঁধের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদছে আকুল হয়ে। সবার মুখে শুধু এক কথা, 'বিদায়, বিদায়, বিদায়!'

স্বামীরা বিদায় জানাচ্ছে স্ত্রীদের, ভাইয়েরা বিদায় জানাচ্ছে বোনদের, বাবা-মারা বিদায় জানাচ্ছেন সন্তানদের, মনিবরা বিদায় জানাচ্ছেন তাঁদের প্রিয় পোষা প্রাণীগুলোকে, প্রেমিক-প্রেমিকা ফিস্‌ফিস্‌ করে বিদায় সম্ভাষণ বিনিময় করছে পরস্পরের কানে। এ এক মহা হুলস্থূল!

কিন্তু ব্ল্যাকহোলটা যখন নির্দিষ্ট বিপদ সীমানায় হাজির হলো, হাইয়েরোনিমাস লক্ষ করলেন সত্যিকারে কোন মাধ্যাকর্ষণ টানই নেই ওটার। ব্যাপারটা কি? জিনিসটাকে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি মুখটিপে হেসে ঘোষণা করলেন, 'ওটা আসলে কোন ব্ল্যাকহোলই নয়।'

'ওটা আসলে কিছুই না,' বললেন জেরোমি হাইয়েরোনিমাস। 'স্রেফ একটা সাধারণ গ্রহাণু। রঙটা কালো বলে ব্ল্যাকহোলের মত দেখাচ্ছিল।'

জেরোমি সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলেন এক বিক্ষুব্ধ লোকের হাতে। তবে

pathagar.net

তাঁর ধরণাটা মিথ্যে প্রমাণিত হওয়ার জন্যে নয়, তিনি মারা পড়লেন অন্য কারণে। ব্ল্যাকহোলটিকে গ্রহাণু বলে ঘোষণা করার পরপরই জেরোমি বেশ মজা করে বলেন, 'যাক্, দারুণ এখান কাহিনী পেয়ে গেলাম নাটক লেখার! এটার নাম হবে   বিদায় নামের ফক্কা!'

জেরোমির মৃত্যুকে বিপুল হর্ষধ্বনি দিয়ে সমর্থন জানাল সবাই।

রূপান্তর: শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

pathagar.net

সিওর থিং

সবাই জানেন এই ত্রিশ শতাব্দীতে, মহাশূন্যে ভ্রমণ এখন একঘেয়েমি এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এই একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচার জন্যে অনেক মহাকাশ ক্রু কোয়ারেনটাইন রেস্ট্রিকশেন না মেনে যে সমস্ত গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে সেখান থেকে পছন্দ মতো প্রাণী পোষার জন্যে নিয়ে আসছে।

জিম স্লোয়ানের একটা রোকেট ছিল, যাকে সে আদর করে টেডী বলে ডাকত। টেডী সবসময় যেখানে বসত সেখানে পাথরের মতো বসে থাকত কিন্তু মাঝেমধ্যে তার নিচের অংশ কিছুটা তুলে গুঁড়ো চিনি শুষে টেনে নিত। ওটাই তার খাদ্য। কেউ তাকে কোনোদিন নড়তে দেখেনি কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মানুষ ভাবত যে জায়গায় থাকার কথা ছিল সেখানে সে নেই। সবাই ধরে নিল ওর থিওরি হলো যখন কেউ দেখছে না তাকে তখন নড়াচড়া করো।

বব ল্যাভার্টির ছিল একটা হেলি-ওর্য়ম, নাম ডলি। রং ছিল সবুজ এবং ফটোসিন্থেসিজ বহন করত। মাঝে মধ্যে বেশি আলোর দরকার পরলে সেটা নড়ত এবং যখন নড়ত তখন তার ওয়র্মের মতো শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলত। খুব ধীর গতিতে অল্প অল্প করে এগুতে অনেকটা স্ক্রু-র প্যাচানোর মতো।

একদিন জিম স্লোয়ান, বব ল্যাভার্টিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ জানাল। 'আমার টেডী তোমার ডলিকে হারিয়ে দেবে।'

'তোমার টেডি,' ল্যাভার্টি অবাক হয়ে বলে, 'নড়তেই পারে না।'

'বাজী!' স্লোয়ান বলল।

মহাকাশচারীরা সকলে উৎসাহে কাজে নেমে পড়ল। এমনকি

ক্যাপ্টেনও রিস্ক নিলেন তাঁর ক্রেডিটের অর্ধেকটা। প্রত্যেকে ডলির ওপর বাজী ধরল। কারণ একমাত্র ওটাই নড়াচড়া করতে পারে।

জিম স্লোয়ান একাই সবার সমান বাজী ধরল। গত তিনটি মহাকাশ ট্রিপের স্যালারি থেকে সে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিল। সে তার সবটাই টেডীর ওপর বাজী ধরল।

দৌড় শুরু করার ব্যবস্থা করা হলো গ্র্যান্ড সেলুনের এক কোণ থেকে। উল্টোদিকে কোনে টেডীর জন্যে চিনির স্তূপ এবং ডলির জন্যে স্পটলাইটের ব্যবস্থা করা হলো। ডলি মুহূর্তের ভেতর তার দেহটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধীরে ধীরে আলোর দিকে এগোতে শুরু করল। উৎসাহী ক্রু-রা হৈ-হৈ করে উঠল।

টেডীর কোনো নড়াচড়া নেই।

'চিনি, টেডী, ওই যে চিনি,' স্লোয়ান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে থাকে। কিন্তু টেডীর ভেতর নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। দেখে ওটাকে পাথর ছাড়া কিছুই মনে হবে না। কিন্তু স্লোয়ানকে তেমন একটা চিন্তিত মনে হলো না।

শেষ পর্যন্ত যখন ডলি অভ্যর্থনা কক্ষের অপর কোণের মাঝামাঝি চলে এসেছে তখন জিম স্লোয়ান হালকাভাবে রকেটকে বলল, 'টেডী তুমি যদি ওই কোণায় না যাও তাহলে আমি তোমাকে হাতুড়ির বাড়ি মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলব।'

তখনই সবাই বুঝতে পারল রকেট মানুষের মনের কথা পড়তে পারে। এটাও প্রথম বুঝতে পারল যে রকেটরা নিজের দেহকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে টেলিপোর্ট করতে পারে।

স্লোয়ান যখন টেডীকে হুমকি দিল ঠিক সেই মুহূর্তে দেখল তার জায়গা থেকে টেডী অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে দৃশ্যমান হলো চিনির স্তূপের ওপর।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না স্লোয়ান প্রতিযোগিতায় জিতল এবং সে খুব ধীরে ধীরে তার বাজী জেতা টাকা গুণতে লাগল।

ল্যাভার্টি তিক্ত গলায় বলল, 'তুমি ওর টেলিপোর্ট ক্ষমতা সম্পর্কে আগে থেকেই জানতে।'

pathagar.net

'না. আমি জানতাম না.' স্লোয়ান বলল,'তবে আমি জানতাম ও জিতবে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম।'

'কি ভাবে জানতে?'

'পুরানো প্রবাদটা সকলেরই জানা আছে। স্লোয়ার্নস টেডী উইনস দ্য রেস।'

রূপান্তর: হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

pathagar.net

দ্য আপ-টু-ডেট সরসেরার

নিকোলাস নিটেলি জাস্টিস অভ দ্য পীস হয়েও অবিবাহিত, ব্যাপারটা সবসময় বিস্ময়কর মনে হয় আমার। তার চাকরির যে পরিবেশ, সেখানে সে কি করে বিয়ে এড়িয়ে থাকতে পারল, ব্যাপারটা আসলেই ভেবে দেখার মত।

একবার এ নিয়ে প্রশ্ন করতে নিটেলি জবাব দিয়েছিল, 'আর বলো কেন। একবার তো খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছি বিয়ের হাত থেকে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। আমার মত বুড়োর জন্যে মেয়েটা ছিল এক কথায় স্বর্গের পরী। সুন্দরী, অল্পবয়সী, মিষ্টি, মোটকথা সবদিক থেকে সেরা।'

'সুযোগটা ছাড়লে কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'উপায় ছিল না,' মৃদু হেসে জবাব দিল সে। 'ওর ফিয়াঁসের জন্যেই...'

'তার মানে মেয়েটার প্রেমিক ছিল?'

'...এবং এনডোক্রিনোলজিস্ট, প্রফেসর ওয়েলিংটন জনস, আপ-টু-ডেট জাদুকর। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে...' থেমে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নিটেলি।

'তাহলে তো সুযোগটা তোমার ছাড়া মোটেই উচিত হয়নি,' দৃঢ় গলায় বললাম আমি। 'মেয়েটা সম্পর্কে জানতে চাই আমি।'

প্রফেসর ওয়েলিংটনের নাকটা বেশ বড়। চোখ দুটো বিশ্বস্ত। সব সময় ঢোলা সাইজের ড্রেস পরত সে। প্রায়ই বলত, 'মাই ডিয়ার চিলড্রেন, ভালবাসা হচ্ছে এক ধরনের কেমিস্ট্রি।'

pathagar.net

এই 'চিলড্রেনরা' ছিল তার দুই ছাত্র- আলেকজান্ডার ডেক্সটার এবং অ্যালাইস স্যাঙ্গার। তাদের পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে বসা দেখলে বোঝা যেত কেমিক্যালের কোন অভাব নেই দু'জনের। তাদের মিলিত বয়স ৪৫, এবং আলেকজান্ডার প্রায়ই বলত, "ভিভ লা কেমি!"

'হরমোনই হচ্ছে আমাদের আবেগের নিয়ন্ত্রক,' প্রফেসর সমর্থন জানিয়ে বলল। 'হরমোন থেকেই ভালবাসার সৃষ্টি হয়।'

'কিন্তু কথাটা মোটেই রোমান্টিক শোনাচ্ছে না,' বিড়বিড় করে বলল অ্যালাইস। আড়চোখে আলেকজান্ডারকে দেখে নিল। 'আমার ওই জিনিসের প্রয়োজন নেই।'

'মাই ডিয়ার,' প্রফেসর বলল। 'তোমার রক্তের স্রোতে জিনিসটা মিশে আছে। হরমোন ছাড়া প্রেম হয় না। ওটা সক্রিয় হলেই তুমি মনের মানুষের প্রতি আকৃষ্টি হও। আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি।'

'তাহলে তো দারুণ হয়,' আলেকজান্ডারের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল অ্যালাইস। 'প্রমাণ করুন তাহলে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল প্রফেসর ওয়েলিংটন। 'ইনজেক্ট করে, অথবা মুখ দিয়ে খাইয়েও তোমাদের দেহে হরমোন প্রবেশ করিয়ে দিতে পারি আমি। ওটাকে পৃথক করে পিউরিফাই করেছি আমি।'

'কই, এ ব্যাপারে কিছুই তো বলেননি!' আলেকজান্ডার বলল।

'বলিনি, কারণ ওটার কাজ এখনও পর্যবেক্ষণ করা হয়নি।'

অ্যালাইসের চমৎকার বাদামী দু'চোখ ঝিলিক মেরে উঠল। 'অর্থাৎ পিলের মাধ্যমে আপনি যে কারও মধ্যে প্রেম সৃষ্টি করতে পারেন?'

'ব্যাপারটা সেরকমই।'

'তাহলে করছেন না কেন?'

'এরমধ্যে ব্যাপার আছে,' প্রফেসর বলল। 'যদি ভুল করে কোন বিবাহিতকে ওই পিল দেয়া হয়, কি ঘটবে ভেবে দেখেছ? যেমন ধরো,আমার হরমোন বা অ্যামাটোজেনিক প্রিন্সিপল্, যাকে আমরা...'

'ওটাকে লাভ-ফিল্টার বলুন, প্রফেসর,' আলেকজান্ডার বলল।

'কিন্তু ওই জিনিসের আমাদের কোন প্রয়োজন পড়বে না, সে কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

pathagar.net

'আমিও পারি,' বলল অ্যালাইস।

'ঠিক বললে না,' প্রফেসর বললেন জোর দিয়ে। 'একজন কঠোর চেহারার স্ত্রী আর একগাদা ছেলেপুলে ভরা সংসারের কথা ভাবতে ভালবাসার ফুল কখনও ফুটতে পারে না।'

'তাহলে কালই প্রমাণ হয়ে যাক্, প্রফেসর,' চ্যালেঞ্জ জানাল যুবক। 'কাল কলেজে সিনিয়র ডান্স হবে। তাতে কম করেও পঞ্চাশ জোড়া ছেলে-মেয়ে থাকবে। বেশিরভাগই অবিবাহিত। তাদের ওপর আপনার ফিল্টার কেমন কাজ করে দেখা যাক্।'

'কি? পাগল হলে নাকি?'

কিন্তু অ্যালাইসও চেপে ধরল তাকে। 'কেন, প্রফেসর, এ তো চমৎকার এক আইডিয়া। আপনি রাতারাতি স্বর্গের দূত বনে যাবেন।'

'মাই ডিয়ার মিস স্যাঙ্গার, মাথা গরম হয়ে গেছে তোমার,' প্রফেসর বললেন। 'যাদের ওপর ওটা প্রয়োগ করব, তাদের মতামত না নিয়ে কাজটা করা ঠিক হবে না।'

'কিন্তু এতে ওরা আনন্দ পাবে, প্রফেসর,' আলেকজান্ডার বলল। 'কলেজের নৈতিক পরিবেশের জন্যে ব্যাপারটা আপনার অনবদ্য দান হিসেবে বিবেচিত হবে।'

আরও কিছুক্ষণ বিতর্কের পর মত দিলেন ওয়েলিংটন। 'ঠিক আছে। তোমাদের কথাই থাকল তাহলে।'

'আমরাও খাবো সে পানীয়,' আলেকজান্ডার বলল।

'কিন্তু আমাদের ওই জিনিসের প্রয়োজন নেই,' আপত্তি জানাল যুবতী।

'তা জানি। আমাদের ভালবাসায় কোন খাদ নেই যার জন্যে ওই লাভ ফিল্টারের প্রয়োজন আছে।'

'তাহলে কি দরকার? তুমি নিশ্চই মনে করো না আমার ভালবাসায় কোন খাদ আছে?'

'না। কিন্তু...'

'কিন্তু? এর মানে কি তুমি পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছ না আমার ওপর?' একটু একটু রেগে উঠল অ্যালাইস।

pathagar.net

'অবশ্যই না, ডার্লিং,' জোর দিয়ে বলল আলেকজান্ডার। 'কিন্তু...

'কিন্তু! ফের সেই কিন্তু?' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। রাগে ফুঁসছে। 'যদি আমার ওপর তোমার আস্থা না-ই থাকে, তাহলে আমার বলে যাওয়াই উচিত।'

সত্যি সত্যি রুম ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা। প্রফেসর ও ছাত্র পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল বোকার মত।

'ও ফিরে আসবে,' এক সময় নিস্তেজ গলায় বলল আলেকজান্ডার। 'এত সহজে আমাদের প্রেসে ভাষণ ধরতে পারে না।'

সিনিয়র ডান্স বছরে একবার হয়। সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের নাচের অনুষ্ঠান, সারারাত ধরে চলে। অনুষ্ঠান শুরুর প্রস্তুতি চলছে। আলেকজান্ডার ডেক্সটার হলের এক মাথায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখেও কোন মেয়ে তাকে দখল করতে এগিয়ে আসছে না। কারণ সবাই জানে সে অ্যালাইসের। কিন্তু কোথায় সে?

আলেকজান্ডারের সাথে আসেনি। সে-ও খুঁজতে যায়নি ওকে। হলের এক মাথায় দাঁড়িয়ে অন্যদের নাচ দেখছে। প্রফেসর জনসের ডাকে সচকিত হলো সে। 'মিডনাইট টোস্টের সাথে হরমোন মিশিয়ে দেবো আমি,' বললেন তিনি। 'মিস্টার নিটেলিকে দেখেছ?'

'একটু আগেই তো দেখলাম,' আলেকজান্ডার বলল। 'শ্যাপেরনের দায়িত্ব পালন করছেন।'

'গুড! ওহ্, পাঞ্চটা কি অ্যালাকোহলিক হবে? তাহলে কিন্তু উল্টো ঘটবে সবকিছু।'

'অ্যালকোহলিক? না। ওর মধ্যে আছে ফলের খাঁটি রস, রিফাইন্ড চিনি, লেবু ইত্যাদি।'

'গুড। হরমোনে এক ধরনের সিডেটিভ মিশিয়েছি আমি। এর ফলে হরমোন তার কাজ শুরু করার আগে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়বে সেবনকারী। ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই যাকে সে সামনে দেখবে; বিপরীত সেক্সের আর কি, তার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। যার একমাত্র পরিণতি হবে বিয়ে।'

pathagar.net

আলেকজান্ডার কিছু বলল না। প্রফেসরও আর দাঁড়ালেন না, মাঝরাত হয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। ওদিকে ছাত্রটির তখন কেঁদে ফেলার মত অবস্থা। এত রাত হয়ে গেল অথচ অ্যালাইসের দেখা নেই, এর কোন অর্থ হয়? ব্যথিত মনে ব্যালকনিতে চলে এল সে, ঠিক তখনই অন্য দরজা দিয়ে নাচের হলে ঢুকল অ্যালাইস। অল্পের জন্যে পরস্পরকে মিস করল তারা।

কাঁধে কেউ হাত রেখেছে টের পেয়ে ঘুরে তাকাল আলেকজান্ডার ডেক্সটার। দেখল নিকোলাস নিটেলি, সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

'আলেকজান্ডার, মাই বয়,' বললেন তিনি। 'এসব কি হচ্ছে বলো দেখি! অ্যালাইসকে ছেড়ে এখানে কি করছ তুমি?'

'আমি জানি কাজটা ঠিক হচ্ছে না, প্রফেসর,' নতমুখে বলল সে। 'কিন্তু এ আমার প্রাপ্য ছিল। অ্যালাইসের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলাম আমি, এ তার ফল। মি. নিটেলি, ব্যাপারটা কি করে আপনাকে বোঝাই ভেবে পাচ্ছি না।'

'তুমি কি ভাবো, বলো দেখি!' নরম গলায় বলল বৃদ্ধ। 'বিয়ে করিনি বলে আবেগ বলে কিছুই নেই আমার মধ্যে? এখন না হয় বুড়ো হয়েছি, কিন্তু এক সময় আমিও তোমার মত জোয়ান ছিলাম। প্রেম, হৃদয় ভাঙা ইত্যাদি কাকে বলে আমিও ভালই জানি। কিন্তু আমার মত ভুল কোরো না, ইয়াং ফ্রেন্ড। অহমিকা যেন অন্ধ করে না দেয় তোমাকে। ওকে খুঁজে বের করে ক্ষমা চেয়ে নাও। নয়তো আমার মত আজীবন অবিবাহিতই থাকতে হবে তোমাকে। যাও, যাও।'

'আপনি আগে যান, মি. নিটেলি,' আলেকজান্ডার বলল। 'আমি ঠিকঠাক হয়ে আসছি। আমি চাই না ও দেখুক, আমি মেয়েমানুষের জন্যে কাঁদছি।'

'নিশ্চই, মাই বয়!'

বলরূমের দরজায় বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন নিটেলি। চোখে

pathagar.net

নগ্ন আতঙ্ক ফুটল মেঝেতে পঞ্চাশ জোড়া যুবক-যুবতীকে মৃতের মত পড়ে থাকতে দেখে। এদের সবার কি হলো ভেবে পাচ্ছেন না। ফায়ার ব্রিগেডে নাকি পুলিসে ফোন করবেন ভাবছেন, এমন সময় তাঁর হতভম্ব দৃষ্টির সামনে নড়ে উঠল 'লাশগুলো'। একে একে উঠে বসতে শুরু করল। কেবল একজন তখনও শুয়ে আছে। সে মিস স্যাঙ্গার। তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বসল নিকোলাস নিটেলি।

'মিস্ স্যাঙ্গার! মিস্ স্যাঙ্গার!' ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন। 'কি হয়েছে তোমার, মিস...'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল সুন্দরী অ্যালাইস। 'মি. নিটেলি! তুমি এত সুন্দর আগে কখনও দেখিনি তো!'

'আমি?' থতমত খেয়ে গেল মানুষটা। যুবতীর চোখের তারায় এমন বিশেষ এক ঝিলিক দেখল, যা গত ত্রিশ বছরেও কোন অবিবাহিত মেয়ের চোখে দেখেনি সে।

'মি. নিটেলি, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?'

'না, না!' বলল বৃদ্ধ। বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপার। 'তুমি বললে তোমার কাছেই থাকব।'

'আমি তোমাকে চাই,' বলল যুবতী। 'সমগ্র মন-প্রাণ দিয়ে তোমাকে চাই আমি।'

পিছু হটতে শুরু করল বিস্মিত, হতভম্ব বৃদ্ধ। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কেউ কথাগুলো শুনে ফেলল কি না বোঝার জন্যে। ওদিকে অ্যালাইসও উঠে পড়েছে, এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। এক সময় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল বৃদ্ধের, আর পিছাবার উপায় নেই।

'মিস স্যাঙ্গার, প্লীজ!' অসহায়ের মত বলল সে।

'মিস স্যাঙ্গার? আমি তোমার কাছে শুধুই মিস্ স্যাঙ্গার? নিকোলাস, আমাকে একান্ত তোমার করে নাও। বিয়ে করো আমাকে! বিয়ে করো!'

রুদ্ধশ্বাসে ব্যালকনিতে এসে পৌঁছল নিকোলাস নিটেলি। আলেকজান্ডারের সাথে প্রফেসর ওয়েলিংটনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'প্রফেসর! আলকজান্ডার! অদ্ভুত এক কাণ্ড...'

'হ্যাঁ,' বাধা দিলেন প্রফেসর। 'আমার এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। আমি যতটা আশা করেছিলাম, তারচেয়েও বেশি সফল হয়েছে।'

অ্যালাইস ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে আলেকজান্ডার তার দিকে এগিয়ে গেল। বলল, 'অ্যালাইস প্রিয়তমা, তুমি...'

ঝট্ করে পিছিয়ে গেল যুবতী, তার বাড়ানো হাত অগ্রাহ্য করে নিটেলির বাহু আঁকড়ে ধরল। 'আলেকজান্ডার,' বলল ও। 'আমি পাঞ্চ খেয়েছি। তুমি তাই চেয়েছিলে।'

'ভুল করেছি আমি। ওটা খাওয়ার দরকার ছিল না তোমার।'

'কিন্তু আমি খেয়ে ফেলেছি। এখন আমি আর কারও নই, শুধুই নিকোলাসের। তাকেই বিয়ে করব আমি।'

'বিশ্বাসঘাতক!' অবিশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল আলেকজান্ডার।

মাথা নাড়ল প্রফেসর ওয়েলিংটন। 'লাভ নেই, আলেকজান্ডার। ওর কিছু করার নেই এ ক্ষেত্রে। ব্যাপারটা স্রেফ এনডোক্রিনোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন থেকে ঘটেছে। কারও কিছু করার নেই এ ক্ষেত্রে।'

কিছুক্ষণ আগুন চোখে প্রেমিকাকে দেখল যুবক, তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ব্যালকনি থেকে। নিটেলিও যেতে চাইলেন, কিন্তু অ্যালাইস ধরে রাখল।

'তারপর কি ঘটল?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম আমি।

'আর কি?' বললেন নিটেলি। 'বিয়ে করতে হলো ওকে।'

'অ্যাঁ! ওইটুকুন মেয়েকে বিয়ে করেছ?'

'না করে উপায় ছিল না।'

'ও। তা অ্যালাইস এখন কোথায়?'

'আলেকজান্ডারের সংসার সামলাচ্ছে।' এক ঢোকে আধ গ্লাস ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলে দিলেন নিটেলি, আমি তাকিয়ে আছি বুঝতে পেরে একটু পর মুখ খুললেন আবার। 'ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যামাটোজেনিক প্রিন্সিপলের। প্রফেসর ওয়েলিংটন বলেছেন, তার ফিল্টার খেয়ে পরস্পরের প্রতি যে যত আকর্ষণই বোধ করুক, বিয়ের পরপরই তা কেটে যায়। অ্যালাইসের বেলায়ও তাই ঘটেছে।'

pathagar.net

'তাই বলো,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেঁড়ে বললাম আমি। চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলাম অল্পবয়সী এক সুন্দরীকে। প্যাস্টেল ব্লু রঙের ড্রেসে অপূর্ব লাগছে তাকে। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিটেলিও ঘুরে তাকাল এবং আড়ষ্ট হয়ে উঠল। 'সব্বনাশ! এখানেও এসেছে!'

'কে ও?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'অ্যালাইস নাকি?'

'না, না,' উঠে পড়ল সে। 'এ অন্য মেয়ে। সম্পূর্ণ অন্য এক কাহিনী এটা। পরে তোমাকে জানাবো কেমন?' প্রায় দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে। কিন্তু মেয়েটা ছাড়ল না, সে-ও ছুটল তার পিছন পিছন।

রূপান্তর: ফারহান সিদ্দিক

pathagar.net

দ্য ইনস্টেবিলিটি

প্রফেসর ফায়ারব্রেনার সতর্কতার সাথে বর্ণনা করলেন। 'সময়-প্রত্যক্ষরূপ নির্ভর করে মহাবিশ্বের গঠন প্রণালীর ওপর। যখন মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে থাকে তখন আমরা সময়ের এগিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতায় থাকি; আবার যখন সংকুচিত হয়, তখন আমরা সময়ের পিছিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতায় থাকি। আমরা যদি শক্তি প্রয়োগ করে কোনোভবে মহাবিশ্বকে স্থির রাখতে পারি তাহলে সময় স্থির হয়ে থাকবে।'

'কিন্তু আপনিতো মহাবিশ্বকে স্থির রাখতে পারবেন না,' মুগ্ধ গলায় মি. আটকিন্স বললেন।

'আমি অবশ্য মহাবিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশকে স্থির রাখতে পারব।' প্রফেসর বললেন। 'একটা মহাকাশযানের ভেতর থাকলেই হবে। সময় স্থির হলে আমরা সামনে অথবা পেছনে যেতে পারব এক মুহূর্তেরও কম সময়ের ভেতর। কিন্তু মহাবিশ্বের সবকিছুই আবার সচল হয়ে উঠবে যখন আমরা অনড় হবো। পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে, সূর্য ঘোরে গ্যালক্সির গুরুত্বপূর্ণ অংশের সাথে। আর গ্যালাক্সি ঘুরবে তার মাধ্যাকর্ষণকে কেন্দ্র করে, সব গ্যালাক্সিই ঘোরে।'

'আমি তা হিসেব করে বের করেছি এবং আমি পেয়েছি ২৭.৫ মিলিয়ন বছর ভবিষ্যতে, একটা লাল বামন তারা আমাদের মহাকাশযানের কাছাকাছি আসবে এবং আমরা ঘরে ফিরে আসব ওটাকে হালকা পর্যবেক্ষণ করে।'

আটকিন্স বললেন, 'ওটা কি করা যাবে?'

'আমি পরীক্ষামূলকভাবে সময়ের ভেতর দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রাণী পাঠিয়েছি, কিন্তু আমি তাদের ফিরিয়ে যদি যাই তাহলে কন্ট্রোলের দায়িত্ব

pathagar.net

আমাদের হাতে থাকবে এবং এর ফলে আমরা ফিরে আসতে পারব।'

'এবং আপনি আমার সঙ্গ চাচ্ছেন?'

'অবশ্যই। এই কাজে দুজন থাকতে হবে। দুজন মানুষ যত সহজে বিশ্বাস করবে একজনের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আসুন, এটা একটা অবিশ্বাস্য অ্যাডভেঞ্চার হবে।'

আটকিন্স মহাকাশযানটিকে পরিদর্শন করলেন একবার। এটা একটি ২২১৭ গ্ল্যান ফিউশন মডেলের মহাকাশযান এবং দেখতেও চমৎকার।

'ধরুন,' তিনি বললেন, 'এটা যদি লাল বামন তারার ভেতরে অবতরণ করে তাহলে?'

'তা হবে না,' প্রফেসর বললেন, 'তবে যদি ওটা তাইই করে তাহলে আমরা সেই সুযোগটা স্বদব্যবহার করব। আমরা বাইরে বেরিয়ে আসব।'

'কিন্তু আমরা যখন ফিরে যাব, তখন তো সূর্য এবং পৃথিবী ঘুরতে থাকবে। আমরা থাকব মহাশূন্যে।'

'অবশ্যই, কিন্তু কত ঘণ্টা সূর্য এবং পৃথিবী আমাদের নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দূরে সরে যাবে যাতে আমরা তারাটি পর্যবেক্ষণ করতে পারি? এই মহাকাশযানটি দিয়ে আমরা আমাদের প্রিয় গ্রহে ফিরে আসতে পারব। এখন বলুন, আপনি কি প্রস্তুত, মিস্টার আটকিন্স?'

'আমি প্রস্তুত,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আটকিন্স বললেন প্রফেসর ফায়ারব্রেনার প্রয়োজনীয় কাজগুলো সাড়লেন এবং মহাকাশযানটিকে ২৭.৫ মিলিয়ন বছর পেরিয়ে আসলেন। এবং তারপর একটা আলোর ঝলকেরও কম সময়ে, সময় এগিয়ে যেতে লাগল।

মহাকাশযানের ভিউইং পোর্ট দিয়ে প্রফেসর ফায়ারব্রেনার এবং মি. আটকিন্স দেখতে পেলেন লাল বামন তারার ছোট গোলকটা।

প্রফেসর হাসলেন। 'আপনি এবং আমি, আটকিন্স,' তিনি বললেন, 'প্রথমবারের মতো সূর্য ছাড়া অন্য কোনো তারা দেখতে পেলাম।'

তাঁরা প্রায় আড়াই ঘণ্টার মতো অবস্থান করলেন। সেই সময়টাতে দুজনে মিলে তারা এবং তারার স্পেকট্রাম ও তার আশেপাশের নক্ষত্রীয় গ্যাসের কেমিক্যাল টেস্ট করলেন। প্রফেসর ফায়ারব্রেনার বললেন

অনিচ্ছুকভাবে। 'আমার মনে হয় আমাদের এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো।'

আবার নিয়ন্ত্রণ বিন্যস্ত করা হলো এবং মহাকাশযানটি মহাবিশ্বে ভেতর দিয়ে চালিত করলেন। তাঁরা ২৭.৫ মিলিয়ন বছর অতীতে ফিরে এলেন এবং একটা আলোর ঝলকের কম সময়ে ফিরে এলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন।

মহাশূন্য হলো কালো। সেখানে কিছু নেই।

আটকিন্স বললেন, 'কি ঘটেছে? পৃথিবী এবং সূর্য গেল কোথায়?'

প্রফেসর ভ্রূ কুঁচকালেন। তিনি বললেন, 'সময়ের পেছনে ফিরে আসাটা একদম ভিন্ন জিনিস। পুরো মহাবিশ্বটা অবশ্যই ঘুরছে।'

'কোথায় ঘুরছে?'

'আমি জানি না। মহাবিশ্বের অন্য বস্তুগুলো অবস্থান পরিবর্তন করেছে, কিন্তু পুরো মহাবিশ্ব ঘোরে একটা আপার-ডাইমেনশনাল নির্দেশনায়। আমরা এখন আছি একটা সম্পূর্ণ শূন্যতার ভেতর, সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়।'

'কিন্তু আমরা এখানে। এটা নিশ্চয়ই সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় নয়।'

'তা ঠিক। তার মানে আমরা সৃষ্টি করেছি একটা অস্থায়িত্বতা যেখানে আমরা ঢুকে পড়েছি, এবং তার মানে— '

তবুও তিনি বললেন যে, একটা মহা বিস্ফোরণ তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। একটা নতুন মহাবিশ্ব তৈরি হচ্ছে এবং প্রসারিত হতে শুরু করেছে।

রূপান্তর: হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

জোকস্টার

নিজহাতে তৈরি তালিকাটা দেখল সেয়েল মেয়ারহফ। কোনটা আগে করতে হবে ঠিক করে নিল। সামনের মেশিনটার তুলনায় খুব ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে তাকে।

'জনসন,' বলল সে। 'হঠাৎ বিজনেস ট্রিপ অসমাপ্ত রেখে বাড়ি ফিরে এল। দেখল স্ত্রী তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাহু বন্ধনে। আঁতকে উঠে দু'পা পিছিয়ে এল জনসন, বলল, 'ম্যাক্স, ওকে আমি বিয়ে করেছি বলে ও কাজ আমাকে করতে হয়। কিন্তু তুমি কেন?'

'হেই!' কেউ ডাকল পিছন থেকে।

বিরক্ত চেহারায় ডাকটা ইরেজ করল মেয়ারহফ, সার্কিট নিউট্রাল করে ঘুরে বসল। 'আমি কাজ করছি, নক্ করোনি কেন?'

লোকটা টিমোথি হুইস্টলার, সিনিয়র অ্যানালিস্ট। মেয়ারহফ বেশ বিরক্ত দেখে শ্রাগ করল সে। 'নক্ করেছিলাম, তুমি শোনোনি। অপারেশন সিগন্যালও অফ ছিল।'

এবার নিজের ওপর বিরক্ত হলো সে।নিজের নতুন প্রজেক্ট নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামাচ্ছে যে এসব ছোটখাট অথচ জরুরী কাজের কথা প্রায়ই ভুলে যাচ্ছে। গ্র্যান্ড মাস্টারদের এরকম ভুল হওয়া উচিত নয়। এই জন্যেই তারা গ্র্যান্ড মাস্টার। নইলে মাল্টিভ্যাক নামের যন্ত্রের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে কি করে সে? দুনিয়ার সবচেয়ে জটিল কম্পিউটার ওটা, যেমন-তেমন জিনিস নয়। 'কি হয়েছে?' বলল মেয়ারহফ। 'জরুরী কিছু?'

'তুমি কাজ করছ?' আগন্তুক প্রশ্ন করল।

'কেন, সন্দেহ আছে?'

pathagar.net

'না, মানে...এখানে তো আর কেউ নেই।'

'আমি বলেছি আছে?'

'তুমি তো জোক বলছিলে, তাই না?' প্রশ্ন করল হুইস্টলার।

'হ্যাঁ।'

জোর করে হাসল লোকটা। 'কাকে শোনাচ্ছ জোক? মাল্টিভ্যাককে?'

'তাতে কোন অসুবিধে আছে?'

'কিন্তু কেন?'

'সে কৈফিয়ত আমি তোমাকে দেবো না,' মেয়ারহফ বলল। 'কাউকে দেবো না।'

'না, না, আমি এমনিই জিজ্ঞেস করেছি,' অপ্রস্তুত হলো লোকটা। 'আচ্ছা, তুমি কাজ করো। আমি যাচ্ছি।'

'যাও।' লোকটা বেরিয়ে যেতে দেখল মেয়ারহফ, তারপর রাগের চোটে দুম্ করে অপারেশনস্ সিগন্যাল অ্যাকটিভেট করল। রাগ কমে আসতে হুইস্টলারসহ অন্যদের পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে মাল্টিভ্যাক অন করল।

'বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিচ্ছে জাহাজ,' শুরু করল সে। 'এমন সময় টহলে বেরিয়ে এক স্টুয়ার্ড দেখল, এক যাত্রী রেলিঙে পেট বাধিয়ে ঝুঁকে পড়ে অনর্গল বমি করছে। কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রাখল সে, বলল, 'উঠে পড়ুন, স্যার। ব্যাপারটা সুবিধের নয়, আমি জানি। কিন্তু এটাও ঠিক যে কেউ কখনও সী সিকনেসে মারা যায়নি।'

লোকটা কোনমতে মুখ তুলে বলল, ফর গডস্ সেক, ম্যান, ও কথা বোলো না। মৃত্যুর আশাই এখনও পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে।'

আব্রাম ট্রাস্কের অফিসে এসে ঢুকল চিন্তিত হুইস্টলার। পাইপ ধরাতে যাচ্ছিল লোকটা, তাকে দেখে থেমে গেল। 'এসো, এসো, হুইস্টলার। বোসো।'

বসল সে। বলল, 'মনে হয় একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে ট্রাস্ক।'

'টেকনিক্যাল নয় আশা করি! আমি একজন নীরিহ পলিটিশিয়ান।'

'সমস্যাটা মেয়ারহফকে নিয়ে।'

pathagar.net

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

নড়েচড়ে বসল ট্রাস্ক। 'যেমন?'

'তুমি কখনও সামাজিকভাবে মিশেছ তার সাথে?'

'নাহ্। গ্র্যান্ড মাস্টারদের সাথে সামাজিকভাবে মেশে কেউ?'

'কেন মিশবে না?' হুইস্টলার বলল। 'গ্র্যান্ড মাস্টার হলেও তারা মানুষ। একজন গ্র্যান্ড মাস্টার হতে কেমন লাগবে? বিশেষ করে যদি জানতে পারো এরকম গ্র্যান্ড মাস্টার পৃথিবীতে মাত্র বারোজন আছে? এবং প্রতি প্রজন্মে তাদের মত মানুষ একজন, কি ছজন করে জন্মায়?'

'গুড লর্ড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ট্রাস্ক। 'তাহলে নিজেকে পৃথিবীর বাদশার মনে হবে আমার।'

'আমি তা মনে করি না,' মাথা নাড়ল সিনিয়র অ্যানালিস্ট। 'তারা নিজেদেরকে ভাবে কিংস অভ নাথিং। কাজের মধ্যে থাকলে মেয়ারহফ কিচ্ছু চেনে না। অথচ যখন আমাদের সাথে মাঝেমধ্যে মিলিত হয়, তখন সে কি করে জানো?'

'কি?'

'জোক বলে।'

'কি?'

'হ্যাঁ। ও একজন জোকস্টার। ভাল ভাল জোক জানে। ভাল না হলেও ক্ষতি নেই। যত পুরনো আর স্থূল জোকই হোক না কেন, এত চমৎকার ভাবে বলে, যার কোন তুলনা হয় না।'

'ইন্টারেস্টিং!'

'কিন্তু ওর জোকের ভাণ্ডার যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন কি হবে?'

'কি?'

'জোক রিপিট করতে শুরু করবে।'

'কেন বললে কথাটা?'

'আমার সন্দেহ মেয়ারহফ তাই করতে শুরু করে দিয়েছে। এর ফল কি হবে জানো? শ্রোতারা আগের মত আন্তরিকভাবে হাসবে না। এক সময় হয়তো হাসা বন্ধই করে দেবে। সে ক্ষেত্রে মেয়ারহফ বাঁচবে না।

pathagar.net

কিন্তু আমরা তা হতে দিতে পারি না।'

'সত্যিই জোক রিপিট করেছে সে?'

'হ্যাঁ। তাকে মাল্টিভ্যাককে জোক বলতে শুনেছি আমি।'

'তা কেন করবে সে?' হতভম্ব দেখাল ট্রাস্ককে।

'আমি সে কথাই ভাবছি। মনে হয় স্টক ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে ওটার মেমোরি ব্যাঙ্কে কিছু জোক স্টোর করে রাখতে চাইছে মেয়ারহফ। ও যান্ত্রিক জোকস্টার তৈরির চেষ্টা করছে।'

মাল্টিভ্যাককে বলছে মেয়ারহফ, 'প্রেমিক তার প্রেমিকাকে উপহার দেয়ার জন্যে বুনো ফুল তুলতে এসেছে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকায় খেয়াল করেনি কখন এক ষাঁড় এসে জুটেছে। একভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেটা, গুঁতো মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সময় দূরে এক চাষীকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে, মিস্টার। ষাঁড়টা ক্ষতিকর নয়তো?'

লোকটা পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে বলল, 'ওটার ক্ষতি হওয়ার কিছু নেই। তোমার কথা অবশ্য বলতে পারছি না।'

আরও একটা জোক বলতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় ডাক পড়ল। ঠিক ডাক নয়, তাকে ডেকে পাঠানোর ক্ষমতা কারও নেই। ডিভিশন হেড ট্রাস্ক গ্র্যান্ড মাস্টার মেয়ারহফকে কেবল তার অফিসে যেতে বলেছে, যদি তার সময় হয়।

উঠে পড়ল সে। যদিও না গেলেও চলত, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটু পর আবার আসবে 'অনুরোধ' কাজে বাধা পড়বে। অফিস ছাড়ার আগে ফ্রীজ সিগন্যাল অন করে দিল মেয়ারহফ, যাতে তার অনুপস্থিতিতে অফিসে কেউ ঢুকে না পড়ে।

'আমি দুঃখিত যে এতদিনেও আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ জোটাতে পারিনি, গ্র্যান্ড মাস্টার,' ট্রাস্ক বলল মেয়ারহফের উদ্দেশে।

'আমি আপনাকে রিপোর্ট করেছি।'

'হ্যাঁ, সেটা অবশ্য পেয়েছি,' লোকটার তীক্ষ্ণ, বুনো দু'চোখের ওপর

pathagar.net

নজর রেখে বলল ডিভিশন হেড। 'শুনেছি, আপনি চমৎকার সব জোক বলতে পারেন।'

'শুনবেন একটা?' ডেস্কে দুই কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বসল মেয়ারহফ। সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন চ্যালেঞ্জ করছে।

'অবশ্যই!' উৎসাহিত হয়ে উঠল ট্রাস্ক। 'খুশি মনে।'

'অল রাইট, শুনুন। জোনস দম্পতি গেছে ওজন মেশিনে নিজেদের ওজন মেপে দেখতে। মিস্টার জোনস নিজের ওজন চেক করে মেশিন থেকে নামতে ওটার ভেতর থেকে একটা কার্ড বেরিয়ে এল। মিসেস সেটা তুলে নিয়ে পড়ল। তারপর বলল, "জর্জ, এরা বলছে, তুমি খুব ভদ্র, কোমল মনের মানুষ। বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, শিল্পপতি এবং মেয়েদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়।" কার্ডটা ওল্টাল এবার মহিলা। মুখ দিয়ে বিরক্তি সূচক শব্দ করে বলল, 'এরা দেখছি তোমার ওজনও ভুল লিখেছে।'

হেসে উঠল ট্রাস্ক। না হেসে পারল না মেয়ারহফের বলার ভঙ্গি, বিশেষ করে মেয়ে মানুষের গলার স্বর নকল করতে দেখে।

'হাসলেন কেন?' তীক্ষ্ণ গলায় বলল জোকস্টার।

'বেগ ইওর পার্ডন।'

'আমি জানতে চাইছি, এর মধ্যে হাসির কি আছে?'

'ইয়ে...শেষের পয়েন্টটায় বোঝা গেছে কার্ডের ভাগ্যফল সবটাই ভুয়া। তার ওপর...'

'না। আসল পয়েন্ট হচ্ছে স্ত্রীর হাতে স্বামীর অপদস্থ হওয়া। স্ত্রীর ধারণা, তার স্বামীর ওসবের কিছুই নেই। স্বামীটা যদি আপনি হতেন, এভাবে হাসতে পারতেন?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে আবার বলল মেয়ারহফ, 'আরেকটা শুনুন এবার। হসপিটালে স্ত্রী মারা যাচ্ছে, স্বামী তার পাশে বসা। এক সময় স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলল,' "অ্যাবনার, তোমার কাছে পাপ স্বীকার না করে আমি ঈশ্বরের কাছে যেতে চাই না।"'

' "ওসব থাক,' স্বামী বলল। 'চুপ করে শুয়ে থাকো।'

' "না, না, আমাকে বলতেই হবে। নইলে কোনদিন শান্তি পাবে না আমার আত্মা। তুমি জানো না, মাসখানেক আগে মহাপাপ করেছি আমি।

pathagar.net

পরপুরুষের সাথে...'

' "আমি জানি, ডালিং। নইলে কি আর শুধু বিষ খাইয়েছি তোমাকে?'

এবারও হাসি ঠেকাতে ব্যর্থ হলো ট্রাস্ক। অবশ্য খুব দ্রুত সামলে নিল।

'এর মধ্যেও হাসি?' মেয়ারহফ বলল।

'হাসির জন্যেই তো লেখা হয়েছে এসব।'

'তা ঠিক।'

'আমার অনুমান, আপনি হিউমার অ্যানালাইজ করার জন্যে মাল্টিভ্যাকে জোক ট্রান্সমিট করছেন। তাই না?'

'কে বলেছে?...নেভার মাইন্ড। আমি বুঝতে পেরেছি। ওয়েল,সে কথা আসছে কেন?'

'না, এমনিই,' ট্রাস্ক বলল।

'এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চই কোন আপত্তি তুলতে যাচ্ছেন না?'

'মোটেই না। সে প্রশ্নই ওঠে না। এতে বরং আমার ধারণা ভালই হবে। নতুন অ্যানালিসিসের পথ খুলে যাবে এর ফলে।'

'হয়তো,' মেয়ারহফ বলল। 'কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি আমি এখন। দুটো প্রশ্নের উদয় হয়েছে।'

'যেমন?'

'প্রথম প্রশ্ন হলো, এসব জোক এসেছে কোত্থেকে?'

'হোয়াট!'

'এগুলো কাদের তৈরি? হাজার হাজার জোক জানি আমি। তার বেশিরভাগই হয় বইয়ে পড়েছি, নয়তো আর কারও মুখ থেকে শুনেছি। কিন্তু সেসব কাদের লেখা, তার হদিস বের করতে পারিনি। এত জোক জানি, কিন্তু একটারও লেখকের নাম জানি না।'

'আপনি কি এখন এই কাজ করছেন?' একটু পর বলল ট্রাস্ক। 'জোকের স্রষ্টা কারা, তাই জানতে মাল্টিভ্যাকের সাহায্য নিয়েছেন?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল মোরায়হফ। 'বাছাই করা জোক ট্রান্সমিট করছি মাল্টিভ্যাকে।'

'কিসের ভিত্তিতে বাছাই করছেন?'

pathagar.net

'জানি না। যেগুলো উপযুক্ত মনে হচ্ছে, সেগুলোকেই...আফটার অল, আমি গ্র্যান্ড মাস্টার।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

'মাল্টিভ্যাককে জোকের অরিজিন ট্রেস করার নির্দেশ দিয়েছি আমি। যদি সম্ভব হয় আর কি। আগামী পরশু জবাব পাওয়ার আশা করছি।'

অনেক ভেবেচিন্তে সিরিজের শেষ জোক বাছাই করল মেয়ারহফ। তারপর সেটাকে ট্রান্সমিট করল মাল্টিভ্যাকে। 'কেভম্যান আগ লক্ষ করল তার সঙ্গিনী কাঁদতে কাঁদতে তার দিকেই ছুটে আসছে। তার লেপার্ডের চামড়ার শার্ট ছেঁড়াখোঁড়া। 'আগ,' দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল মেয়েটা। 'তাড়াতাড়ি একটা কিছু করো। মার গুহায় একটা খড়গ দাঁতওয়ালা বাঘ ঢুকে পড়েছে!'

আগ ঘোঁৎ করে উঠল। বলল, 'কিছু করার দরকার কি? একটা খড়গ দাঁতওয়ালা বাঘের কি হলো না হলো, তা নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে গেলাম?'

এরপর প্রশ্ন দুটো করল মেয়ারহফ, তারপর হেলান দিয়ে চোখ বুজল। তার কাজ শেষ।

এক ঘণ্টা পর। কি ঘটছে বোঝার চেষ্টা করছে ট্রাস্ক, কিন্তু পারছে না। চোখের সামনে একটা স্পূল আনরীল হতে দেখছে সে, প্যাটার্নওয়ালা হাজারো ডটে ভর্তি সেটা। ওই ডট দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। গ্র্যান্ড মাস্টার মেয়ারহফ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে, অন্যদিকে পর্যবেক্ষণ করছে তীক্ষ্ণ চোখে। তার মাথায় হেডফোন, মাউথপীস আছে সেটার সাথে।

মাঝেমধ্যে বিড়বিড় করে কি সব নির্দেশ দিচ্ছে সে, দূরের কোন এক রুমে গাইডেড অ্যাসিসটেন্টরা সেই অনুযায়ী অন্য কম্পিউটারে কাজ করছে।

অবশেষে এক সময় মুখ খুলল হুইস্টলার। মেয়ারহফের উদ্দেশে বলল, 'অফিশিয়াল জবাব তৈরি হতে সময় লাগবে। আনঅফিশিয়াল

pathagar.net

জবাব জানতে চাও?'

'গো অ্যাহেড,' বলল গ্র্যান্ড মাস্টার।

'মাল্টিভ্যাক বলছে, এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল অরিজিন।'

আপনমনে মাথা দোলাল মেয়ারহফ। 'উত্তর মিলে গেছে।'

'কিন্তু কেন?' চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত, হতভম্ব ট্রাস্ক। 'ওরা কেন...?'

'মাল্টিভ্যাক বলছে,' হুইস্টলার বলল। 'হিউম্যান সাইকোলজি বোঝার জন্যে ওরা এসব জোক তৈরি করেছে। আমরা যেমন গোলকধাঁধা তৈরি করে তার মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে দিয়ে ওদের সাইকোলজি স্টাডি করি, ওরা তেমনি আমাদের সাইকোলজি স্টাডি করার জন্যে...সম্ভবত আমরা ইঁদুরকে যে চোখে দেখি, আউটার স্পেসের বুদ্ধিমান প্রাণীরা আমাদেরকেও সেই একই চোখে দেখে।' শিউরে উঠল সে।

'এ তো গেল একটা প্রশ্নের উত্তর,' মেয়ারহফ বলল। 'দ্বিতীয়টার?'

'প্রশ্নটা কি ছিল?' জানতে চাইল হুইস্টলার।

'প্রথম প্রশ্নের জবাবের প্রেক্ষিতে মানবজাতির ওপর তার কি প্রভাব পড়বে।'

'এ প্রশ্ন কেন করেছেন?' বলল ট্রাস্ক। ওদের দু'জনের কাজকর্ম ও উদ্ভট কথাবার্তা শুনে মাথা খারাপ হওয়ার দশা হয়েছে মানুষটার।

'স্রেফ অনুভূতি বলেছে, তাই,' শ্রাগ করে বলল গ্র্যান্ড মাস্টার।

আরও এক ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে মুখ খুলল অ্যানালিস্ট। ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল, 'এ কি কথা!'

'উত্তরটা কি?' সংযত গলায় বলল মেয়ারহফ। 'আমি মাল্টিভ্যাকের মন্তব্য জানতে চাই, তোমার নয়।'

'তাহলে শোনো, মাল্টিভ্যাক বলছে, যে মুহূর্তে একজন মানুষও এই জোকের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জেনে যাবে, সেই মুহূর্ত থেকে সমস্ত জোক বেকার হয়ে যাবে।'

'এর অর্থ?' ট্রাস্ক বলল।

'আর কৌতুক নয়,' হুইস্টলার বলল। উত্তেজিত। 'এখনই! মাল্টিভ্যাক বলছে, এই মুহূর্তে জোকের এক্সপেরিমেন্ট খতম হয়ে গেছে। মানুষের সাইকোলজি স্টাডি করার জন্যে ওরা নতুন টেকনিক চালু

pathagar.net

করবে।'

'মাল্টিভ্যাক ঠিকই বলেছে,' মেয়ারহফ বলল।

হুইস্টলার বলল। 'আমি জানি।'

এমনকি ট্রাস্কও ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'হ্যাঁ। তাই হওয়ার কথা।'

একটু পর মেয়ারহফ বলে উঠল, 'সব শেষ হয়ে গেছে। সব শেষ। পাঁচ মিনিট ধরে চেষ্টা করছি আমি, অথচ একটা জোকও আর মনে আসছে না। হাজার হাজার জোক জানতাম, এখন একটও জানি না। ভুলে গেছি।'

'মানুষের হাসি বিদায় নিয়েছে,' ট্রাস্ক মন্তব্য করল। 'আর কখনও হাসবে না মানুষ।'

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা তিনজন। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে ঘনঘন। টের পাচ্ছে, পৃথিবীটা সঙ্কুচিত হয়ে ইঁদুরের এক্সপেরিমেন্টাল খাঁচায় পরিণত হচ্ছে কেবল গোলকধাঁধাটা নেই সেখানে।

তার জায়গায় অন্য কিছু, নতুন কিছু আসছে।

রূপান্তর: আবু আজহার

pathagar.net

ফাউন্ড

পৃথিবীর কক্ষপথে আরও যে তিন কম্পিউটার সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে কম্পিউটার টু সেগুলোর চেয়ে কিছুটা বড়। নিজের ভালমন্দ নিজেই দেখতে পারে ওটা একটা পর্যায় পর্যন্ত অবশ্য। সবকিছু তিনবার করে ওটা, প্রতিবার তা যাচাই করে, উত্তর ম্যাচ করিয়ে নেয় তিন বারই। যদি সমস্যা হয়, টু নিজেই তা শুধরে নেয়।

আমরা দুজন ট্রাবলশূটার। যখন ওরা সমস্যার সমাধান করতে না পারে, তখন আমাদেরকেই যেতে হয়। ওটা অবশ্য কথার কথা, কেননা পাঁচ বছর ধরে এই চাকরি করছি, যেতে হয়নি কখনও এর মধ্যে। কিন্তু এবার বুঝি আর এড়ানো গেল না। ভালই সমস্যা বেধেছে টু-তে।

ইন্টারনাল প্রেশার হারিয়েছে টু। এরকম হতেই পারে এবং ব্যাপারটা খুব মারাত্মক কিছুও নয়, ভ্যাকুয়াম অবস্থাতেও কাজ করতে পারে ওটা। তবে সমস্যা হচ্ছে, যে হারে প্রেশার হারাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে কোন মিটিওরয়েড আঘাত করেছে ওটাকে। আরেকটা সমস্যা, আঘাতে যে জায়গাটা ভেঙে গেছে, সেটা সীল করা হয়নি, এবং ভেতরের পরিবেশও রিজেনারেট করা হয়নি। কাজেই না গিয়ে উপায় কি?

সহকর্মী জো বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে স্পেসে যেতে না হলে খুশি হয়। ওখানে যাওয়ার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু আমার সামনে তা স্বীকার করল না সে। মেয়েদের সামনে কোন পুরুষ তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না।

এ ক্ষেতে কোন সমস্যা হলো না, দুদিনেই পৌছে গেলাম কম্পিউটার টু-র কাছে। কিন্তু সমস্যা হলো অন্য দিকে, ইন্টারনাল প্রেশার এখনও

pathagar.net

হারাচ্ছে ওটা, পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ যে জিনিসই আঘাত করে থাকুক। আপাতত কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে টু-কে। যদি একই কাণ্ড অন্য তিনটার ক্ষেত্রে ঘটে, তাহলে পুরো স্পেস ফ্লাইটই থেমে যাবে। সমস্যা ম্যানুয়ালি মেটানো যাবে হয়তো, কিন্তু তাতে সমস্যা আছে। প্রচুর সময় লাগবে হয়তো কয়েক বছর। ফলে স্পেসে অবস্থানকারী কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হবে তা নিয়ে আমি আর জো আলোচনা করিনি, কিন্তু তাতে সে-ও খুশি হয়নি, আর আমার তো প্রশ্নই আসে না।

প্রথমে টু-র বহিরাবরণে ভাল করে চোখ বোললাম আমরা। কিছু যদি আঘাত করে থাকে, বাইরের দিকেই করবে। নিশ্চয়ই কোথাও ফুটো থাকবে তাহলে। অনেক খোজাখুজির পর পাওয়া গেল সেটা। কোন মিটিওরয়েড নয় যদিও।

একটা ছোট্ট সিলিন্ডার। সেঁটে আছে টু-র গায়ের সাথে। ঠিক একটা সিগারেটের মত। 'এটা কি?' আমি বললাম। 'কোন পার্টস তো না।'

'আমি তাই ভাবছি,' বলল জো। জিনিসটা তুলে আনল ওটার গা থেকে। কোন সমস্যা হলো না, ধরতেই উঠে এল। যেখানে ওটা লেগে ছিল, একটা গ্যাপ দেখা গেল সেখানে। খেয়ে গেছে টু-র ধাবত দেহ।

'এটার জন্যেই যত সমস্যা', আমি বললাম।

'জিনিসটা মনে হচ্ছে কয়েল,' বলে দু' আঙুলে সিলিন্ডারটাকে একটু চাপ দিল জো। দেবে গেল ওটা। জিনিসটা পকেটে করে রাখল সে। 'তুমি বাইরে কয়েক চক্কর দাও, এরকম আরও আছে কি না খুঁজে দেখো। আমি ভেতরে যাচ্ছি।'

বেশি সময় লাগল না। চেক সেরে ফিরে এলাম আমি। নেই আর, ওই একটাই ছিল।

গ্যাপটা সীল করে দেয়া হলো। ভেতরের পরিবেশ স্বাভাবিক করে তুলতে বেশ ঝামেলা হলো। কারণ কম্পিউটার টু-র রিজার্ভ গ্যাস ফরমিং সাপ্লাইতেই টান পড়েছে, কাজেই ম্যানুয়ালি অ্যাডজাস্ট করতে হলো। সোলার জেনারেটরও চালু করলাম আমরা। ভেতরে আলো জ্বলল এবার।

এটার ভেতরটা মানুষের থাকার উপযোগী নয়। আমাদের মত ট্রাবলশুটারদের জন্য সাময়িক থাকার ব্যবস্থা অবশ্য আছে। নড়াচড়ার জায়গা মোটামুটি আছে। বসার ব্যবস্থা নেই। কোন গ্র্যাভিটেশন্যাল ফিল্ড বা কোন সেন্ট্রিফিউগাল ইমিটেটর, তাও নেই।

'আমাদের ভাবতে হবে,' জো বলল, ' ভেতরে কিছু ঢুকেছে। মিটওরয়েড নয়, কারণ মিটিওরয়েড ধাতু খায় না।'

'তাহলে কি এটা?'

'যে প্রশ্নের জবাব নেই, তা কেন জানতে চাও? হয়তো রুশদের কোন ডিভাইস হবে। অথবা আমেরিকানদের।'

'কিন্তু কম্পিউটার টু-কে অচল করে দেয়ার অর্থ কি হতে পারে?' আমি বললাম।

'সম্ভবত আমাদের স্পেস ফ্লাইট প্রোগ্রাম ধ্বংস করে দেয়া,' জো বলল।

'আমার বিশ্বাস হয় না। অতি নাটুকে মনে হচ্ছে।'

'বরং উল্টো। আমি চাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল হতে। সে জন্যেই ভাবছি এই সিলিন্ডারটা ননহিউম্যান অরিজিন।'

'ঠাট্টা কোরো না তো!

'বিশ্বাস হচ্ছে না?' জো বলল, 'শোন তাহলে। সিলিন্ডারটা কম্পিউটার টু-র সাথে আটকে দিল, ওটার ভেতরের কিছু সেই সুযোগে তার ধাতব দেহ খেয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। ভেতরের আরও কিছু খেয়েছে কি না জানা যায় নি, চেক করে দেখতে হবে। এখন বলো, জিনিসটা মানুষের তৈরি মনে হয়?'

'জানি না', বললাম আমি। চিন্তায় পড়ে গেছি।

'তাহলে কি এটা? কি করে আমাদের কম্পিউটারে ঢুকল? সিলিন্ডারটা যাকে বলে ওয়েল সীলড্। আটকে থাকা জায়গা থেকে...'

হঠাৎ করে সামনে ঝাঁপ দিল জো। 'ওই যে!' ওই যে! শূন্য গ্র্যাভিটিতে ঝাঁপ দিলে যে কোন লাভ হয় না, কথাটা ভুলেই গিয়েছিল সে। কাজেই কোথাও পৌঁছতে পারল না। জো-কে ঠেকাতে গিয়ে আমিও বেসামাল হয়ে পড়লাম কিছু সময়ের জন্যে।

pathagar.net

'এই যে, দেখো!'

জো-র ইঙ্গিতে ঘুরে তাকালাম আমি। কম্পিউটার শিল্ডিং যেখানে দেয়ালের সাথে মিশেছে, আরেকটা সিলিন্ডার দেখা গেল সেখানে, লটকে আছে দেয়ালে। জিনিসটা তুলে আনতেই দেয়ালে প্রায় গোল এক ছিদ্র দেখা গেল। সিলিন্ডারটা বাইরেরটার মতই। এরই মধ্যে ক্ষয় হতে শুরু করেছে।

'আমার সন্দেহ জিনিসটা হাই গ্রেড সিলিকন,' ভালমত ওটা পরীক্ষা করে জো বলল।

'সোলার ব্যাটারি না তো?'

'আংশিক হতে পারে। সে জন্যেই স্পেসে এনার্জি সংগ্রহ করতে পারে এটা। বেঁচে থাকতে পারে।'

'এটাকে তুমি জ্যান্ত বলছ?'

'না কেন? দেখো, আমাদের কম্পিউটার-টু নিজেকে মেরামত করতে পারে, এমনকি নিজের মত অবিকল একটা কম্পিউটার বানাতেও পারে, কিন্তু সে জন্যে তার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন হয়। অথচ এটার তা প্রয়োজন হয় না। কাজেই এটা এক অর্থে জ্যান্তই।'

পরের আবিষ্কারটা আমি করলাম। বাতাসে একটা কলম ভাসছে। চোখের কোণ দিয়ে ওটাকে দেখতে পেয়ে ধরার জন্যে হাত বাড়ালাম। ওটা জো-র কিনা ভাবছি। ধরতে পারছি না, বারবার আঙুল গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। সমস্যায় পড়েছি দেখে জো সাহায্য করতে এগিয়ে এল। দুজনে মিলে অনেক কষ্টে ধরলাম ওটা।

এটাও সিলিন্ডারের মত। পাতলা সিলিকনের আবরণ খুলে ফেলতে ভেতরে সিগারেটের ছাইয়ের মত কি যেন দেখা গেল। আলোয় চকচক করছে জিনিসটা। একটু আর্দ্র, মনে হচ্ছে যেন আড়মোড় ভাঙছে। দেয়ালের কাছে নিয়ে যেতেই ওটা চুম্বকের মত আটকে গেল দেয়ালে।

এরপর এ ধরনের আরও অনেক কিছুর ওপর চোখ পড়ল আমাদের, ভেসে বেড়াচ্ছে শূন্য কম্পিউটারের ভেতরে। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই আছে ওরা। ঘুরছে, কিছু খুঁজছে।

pathagar.net

'ফর গডস্ সেক, জো, কি এসব?'

'ভাইরাস!' শান্ত গলায় বলল জো।

'কি বললে?'

'যখন ভাইরাস কোন সেলকে আক্রমণ করে, তখন সেলের গায়ে গর্ত করে প্রোটেইন কোট বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ে। নিউক্লেইক অ্যাসিড ঢুকে যায় ভেতরে। সেখানে নিজের নতুন আবরণ তৈরি করার মাল মশলা খুঁজে পেয়ে কাজে লেগে পড়ে।'

'কিন্তু এগুলো কোত্থেকে?'

'আর যেখান থেকেই হোক,' জো বলল। 'পৃথিবী থেকে অন্তত নয়।'

'তাহলে?' আমি বললাম। 'পৃথিবীকে এখন কি জানাব আমরা? সমস্যার কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে?'

জো মাথা নাড়ল। 'আসলে উল্টো, আমরা নই। বরং ওরাই আমাদের খোঁজ পেয়েছে।'

রূপান্তর : আবু আজহার

pathagar.net

দ্য ন্যাশনস ইন স্পেস
এ মডার্ণ ফেবল

এ কথা তো সবাই জানে যে গ্ল্যাডোভিয়া এবং স্যারোনিন জাতি বহু শতাব্দি ধরেই পরস্পরের শত্রু। মধ্য যুগে দুটো জাতিই বিভিন্ন সময়ে একে অন্যকে শাসন করেছে, এবং দুই পক্ষই যথেষ্ঠ তিক্ততার সাথেই অন্য জাতির কড়া শাসনের কথা মনে করে। এমনকি বিংশ শতাব্দিতে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল তাতেও দুই জাতি সব সময় দুই পক্ষেই চলে যেত।

শেষ মহাযুদ্ধের পর যে শান্তির শতাব্দী শুরু হয়েছে সেখানে অবশ্য গ্ল্যাডোভিয়া এবং স্যারোনিনও শান্তিতেই আছে, কিন্তু একে অপরের দিকে আজও ঠোঁট বাকানো অবজ্ঞা আর বিদ্রুপের হাসি ছাড়া তাকাতে পারে না।

কিন্তু এটা ২০৮০ সাল, এখন অনেকগুলো সৌর শক্তির স্টেশন পৃথিবীর চারপাশে নিজেদের কক্ষ পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং সারা পৃথিবীর সকল জাতির জন্যই মাইক্রোওয়েভ আকারে বিতরণও করে থাকে। এই বিষয়টা আসলে অনেক ক্ষেত্রেই পৃথিবীকে আমূল বদলে ফেলেছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ সৌরশক্তি থাকায় পৃথিবীতে খনিজ জ্বালানী ব্যবহার দিন দিন কমে আসছে, ফলে সেই সাথে বিভিন্ন গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়াও কমে গেছে (অবশ্য সৌরশক্তি ব্যবহারের ফলে বেশি তাপ উৎপন্ন হয়ে কিছু কিছু তাপ দূষণ হচ্ছে)।

পর্যাপ্ত শক্তি এবং যথাযথ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষের জীবন যাত্রার মান বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে খাদ্য সরবরাহ, বিভিন্ন সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভবপর হয়েছে, অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীতে একটা

সম্ভাবনা আর তৃপ্তিদায়ক যুগের সূচনা হয়েছে।

কিন্তু আজো একটা জিনিস, যা নাকি একটুও বদলায়নি, তা হল গ্ল্যাডোভিয়ানদের চরম স্যারোনিন বিদ্বেষ এবং সেই সাথে স্যারোনিনদের গ্ল্যাডোভিয়ানদের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা।

যে সৌরশক্তি স্টেশনগুলোর কথা বলা হল সেগুলো অবশ্যই স্বংয়ক্রিয় ছিল না। প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং রোবোটের ব্যবহার সত্ত্বেও সবকিছু যাতে ঠিকঠাক মতোন চলে, তার জন্য কিছু মানুশকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করতে হত। সৌরধূলি, উল্কা পিন্ড কিম্বা সৌর বাতাসও অনেক সময় স্টেশনের কম্পিউটারগুলোর এমন ক্ষতি করে ফেলে যে সেটা ঠিক করা রোবোটের সাধ্যে আর কুলায় না, তাছাড়া খোদ কম্পিউটারগুলোরও নানা রকম দেখভাল করার দরকার পড়ে।

এইসব পরিদর্শন কাজের জন্য যে সব লোকদের বাছাই করা হত তাদের কাজটা হত অল্প সময়ের জন্য এবং বদলীর। যাতে করে তারা মাধ্যাকর্ষণ প্রভাব শূন্য অবস্থায় কাজ করার সমস্যাগুলো পৃথিবীতে বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে উঠতে পারে।

২০৮০ সালের গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণ কাকতালীভাবে একটা ঘটনা ঘটলো, একটা সৌর সেবক (এই নামেই ডাকা হয় তাদের) দলে অন্যান্যদের সাথে দুজন গ্ল্যাডোভিয়ান এবং দুজন স্যারোনিজ এসে পড়ল। যথা সময়ে এই দুই সনাতন শত্রুপক্ষকে একত্রেই আকাশে পাঠানো হল এবং তারা তাদের কাজও ঠিক মতই করল। কিন্তু সচেতন ভাবেই নিতান্ত দায় না পড়লে নিজেদের মধ্যে কোন ধরনের যোগাযোগ এড়িয়ে চলল, এবং দেখা হলে পারস্পরিক হাসি কিম্বা সৌহার্দ বিনিময়ের কোন রকমের চেষ্টাও তারা করল না।

এবং একদিন গ্ল্যাডোভিয়ান দুইজনের মধ্যে অল্প বয়েসী টমাস ব্রিগন ছুটতে ছুটতে বয়স্ক গ্ল্যাডোভিয়ান হ্যামিশ ম্যানশার কাছে এসে উত্তেজনা আর চাপা হাসির মিশেল দিয়ে বলল—

'ঐ স্যারোনিজ গাধাটা এবার পেরেছে।'

'কোনটা কথা বলছে?' জিজ্ঞেস করল ম্যানশা।

'কোনটা আবার? ঐ যে যেটার নাম শুনতে হাঁচির মত, ছাতার ওসব

pathagar.net

স্যারোনিজ ভাষা কি ভদ্র মানুষের মুখে ঠিক মত আসে নাকি? যাক গিয়ে, হতচ্ছাড়া একেবারে খাস স্যারোনিজ বুদ্ধুর মত একটা এ-৫ কম্পিউটারের চোদ্দটা বাজিয়ে রেখে এসছে।'

ম্যানশা সর্তক হয়ে জানতে চায়, 'তার ফলে কি হয়েছে।'

'না না, এখনো হয়নি কিছু। তবে হবে, তাড়াতাড়িই হবে, এর পর যখনই নাকি সৌরবায়ূর ঘনত্ব ১.৩ মাত্রা অতিক্রম করবে অমনি এটা অর্ধেকের বেশি স্টেশন বন্ধ করে দেবে এবং সেই সাথে অনেকগুলো কম্পিউটারও জ্বালিয়ে ফেলবে।'

'আর তুমি এ ব্যাপারে কি করেছ?' চোখ বড় বড় করে জানতে চায় ম্যানশা।

'কিছুই না,' বলে ব্রিগন। 'আমি তো সেখানেই ছিলাম এবং নিজের চোখে দেখেছি। এখন এটা একটা রেকর্ড হয়ে রইল। স্যারোনিজটা কম্পিউটারে নিজের পরিচয় জানিয়ে কাজ করছিল, এখন কম্পিউটারগুলো জ্বলে গেলে সারা পৃথিবী জানবে এটা ঐ স্যারোনিজ উজবুকটারই কাজ।' ব্রিগন কথাটা বলতে বলতে আয়েশে তার দুই হাত পাখির মত মেলে দেয়। 'ভেবে দেখ ঘটনাটা ঘটার পর সমস্ত পৃথিবী কেমন ফেটে পড়বে, আর বজ্জাত স্যারোনিনদের পুরো জাতটার মুখে কি চুন কালিটাই না পড়বে।'

ম্যানশা বলল, 'কিন্তু ইতিমধ্যে যে পুরো পৃথিবীর পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর ফলে এমনও হতে পারে যে মাস খানেক চাই কি বছর কিম্বা এমন কি দুই বছরও লেগে যেতে পারে পুরো ব্যবস্থাটা আবার ঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে।'

'ভালোই তো হবে', বলল ব্রিগন, 'তাতে করে সারা পৃথিবী থেকে স্যারোনিনের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যাবে, আর তখন খুব সহজেই আমাদের মহান গ্ল্যাডোভিয়া পুরো সাম্রাজ্যে যেটা নাকি আসলে আমাদেরই, সেটার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারবে।'

'কিন্তু একটু ভেবে দেখ', বলল ম্যানশা। 'এই বিপুল পরিমাণ শক্তির সরবরাহ হুট করে বন্ধ হয়ে গেলে সমস্ত পৃথিবী তো আতি ব্যস্ত হয়ে উঠবে দুর্যোগ মোকাবেলায়, বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের সম্ভাবনা তো আছেই, সেই

pathagar.net

সাথে প্রচন্ড খাদ্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে. তারপর ধর যে. যেটুকু শক্তি সরবরাহ তখনও হবে সেটা পাওয়ার জন্যও লেগে যাবে ভয়ানক কাড়াকাড়ি, মানে কিনা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা চরমতম আকার ধারণ করবে।'

'সবটাই তো হবে স্যারোনিনদের জন্য...'

'কিন্তু সমস্যার দায় গ্ল্যাডোভিয়াকেও তো বইতে হবে। আমাদের মহান জাতিও সৌর শক্তির ওপর ঠিক ততটাই নির্ভর করে যতটা করে থাকে ঐ স্যারোনিনরা. এবং সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য জাতি। এখন ঐ ধরনের একটা বিধ্বস্ত পৃথিবীতে. কে জানে হয়ত দেখা যাবে যে গ্ল্যাডোভিয়াই বরং স্যারোনিনদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।'

ব্রিগনের মুখটা হা হয়ে যায়, বোঝা যায় সে যথেষ্টই বিরক্ত। 'তুমি কি সত্যি সত্যিই তাই মনে কর?'

'অবশ্যই । তোমার উচিৎ এক্ষুনি সেই লোকটার কাছে যাওয়া। যার নাম শুনতে হাঁচির মত. তাকে আরেকবার পুরোটা পরীক্ষা করে দেখতে বলবে। তোমার এটাও বলতে যাওয়া ঠিক হবে না যে তুমি জানোই যে ওখানে একটা কিছু ভুল আছে। শুধু এটুকু বলবে যে তোমার হঠাৎ করে কেন যেন মনে হচ্ছে কোথাও একটা কিছু সমস্যা আছে। বলতে পারো যে তোমার মধ্যে অন্তর্জ্ঞান গোছের কিছু আছে। এবং সে যদি ভুলটা খুঁজে পেয়ে ঠিক করে ফেলে তবু তাকে কোন খোঁচা মারতে যাবে না। কেননা এটা করতে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না। এবং এই কাজটা তুমি মহান গ্ল্যাডোভিয়া জাতির কথা আর অবশ্যই সমস্ত পৃথিবীর কথা, মনে রেখে দ্রুত কর।'

ব্রিগনের বিকল্প আর কিছুই যেহেতু করার ছিল না তাই সে সেটাই করল এবং মহাবিপর্যয়টাও কাটানো গেল।

উপদেশ :

মানুষ সব সময় নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু এমন একটা পৃথিবী যেখানে সবাই একে অপরের সাথে এত বেশি সম্পর্ক যুক্ত যে একজনের ক্ষতিই অন্যের ক্ষতি বয়ে আনে সেখানে নিজেকে ভালবাসার সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে অন্য সবাইকেও ভালবাসা।

রূপান্তর : আসরার মাসুদ

pathagar.net

আইজ ডু মোর দ্যান সি

শত শত বিলিয়ন বছর পর, ওর আবার নিজেকে মনে হল 'আমেস' বলে। না সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমস্বর যৌগ, যা সারা বিশ্বে আমেসের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে তা নয়— তবে শব্দটি স্বয়ং। শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে মুছে যাওয়া স্মৃতি ফিরে এল, যা ও কখনো শোনেনি এবং কোনদিন শুনবেও না।

নতুন পরিকল্পনাটি ওর অনন্তকালের সকল পুরানো যুগের স্মৃতিতে শানিয়ে তুলছিল। সে তার শক্তির ঘূর্ণিটাকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে তোলে, যা তার সমস্ত একক সত্ত্বাকে গড়ে তুলেছে, যার বলরেখাগুলোর দূর দূরান্তের নক্ষত্রমন্ডলীকে ছাড়িয়ে যায়।

ব্রক সংকেতের মাধ্যমে সাড়া দিল।

আমেস ভাবল, নিশ্চয়ই ব্রককে সবকিছু বলা যায়। সে নিশ্চয়ই অন্যদেরও বলবে।

ব্রক ছুটে আসা শক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ করল, 'তুমি কি আসছ না, আমেস?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি কি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে?'

'হ্যাঁ, ' আমেসের শক্তির রেখাগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। 'অবশ্যই নেব। আমি সম্পূর্ণ নতুন একটি আর্ট-ফর্ম-এর কথা ভাবছি। আসলেই জিনিসটা অসাধারণ হবে।'

'খামোকা সময় নষ্ট করা! কি করে তোমার ধারণা হল দুইশো বিলিয়ন বছর পরেও নতুন একটা কিছু বের করবে। নতুন কিছু বের করার বাকী নেই এখন।'

মুহূর্তের জন্য ব্রক নিজেকে সরিয়ে নিল এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে

pathagar.net

দিল। যার ফলে আমেসকে নিজের শক্তি রেখাগুলো নতুন করে সাজিয়ে নিতে হয়।

ক্ষণিকের জন্য ব্রক তার অগ্রগতি এবং যোগাযোগ থেকে সরে দাঁড়াল। আমেস যাতে তার শক্তি বলয় তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় আমেস অন্যদের চিন্তাধারার প্রবাহ ধরতে পারল— চূর্ণকৃত ছায়াপথের মতামত যা মোলায়েম শূন্যগর্ভতায় বিবেচিত ছিল এবং শক্তিবলয় সীমাহীন কর্মচঞ্চলতায় ছায়াপথের মাঝে প্রাণচঞ্চল ছিল।

আমেস বলল, 'প্লিজ আমার ধারণাটা অনুভব করার চেষ্টা কর, ব্রক। চলে যেও না। পদার্থ দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করার কথা ভাবছি। ভাব! একটি পদার্থের তৈরি সিম্‌ফমী। শক্তি নিয়ে এত ঝামেলা করবে কেন। নিশ্চয়ই, শক্তি নিয়ে নতুন কিছু করার বাকি নেই।থাকবে কি করে? এর থেকে কি বোঝা যায় না যে আমাদের পদার্থ নিয়ে কাজ করা উচিত?'

'পদার্থ।'

আমেস ব্রকের শক্তি-কম্পনের মাঝে একটা তিরস্কার অনুভব করল যেন।

সে বলল, 'কেন নয়? আমরা সকলেই পদার্থ ছিলাম অতীতে। অতীত— সেই এক ট্রিলিয়ন বছর আগে। কেন আমরা পদার্থের সাহায্যে মাঝারি, কিংবা বিমূর্ত বস্তু তৈরি, কিংবা শুনছি না, ব্রক— আমরা কেন আমাদের নিজেদের প্রতিকৃতি তৈরি করছি না, যেমনটা আমরা আগে ছিলাম?'

ব্রক বলল, 'আমার মনে নেই আমরা কেমন ছিলাম। কারোরই মনে নেই।'

'আমার মনে আছে', আমেস বলল শক্তি তরঙ্গের মাধ্যমে, 'আমি অন্য কিছু ভাবছি না এবং আমার মনে পড়তে শুরু করেছে। ব্রক, তোমাকে দেখতে দাও। আর বলো আমি ঠিক আছি কিনা। বলো, বলো।'

'না। একেবারেই হাস্যকর ব্যাপার। ব্যাপারটা-ঘৃণিত।'

'আমাকে চেষ্টা করতে দাও, ব্রক। আমরা তো বন্ধু। সেই শুরু থেকে আমরা দু'জনেই একসাথে শক্তি তরঙ্গে কম্পন সৃষ্টি করছি— সেই মুহূর্ত থেকে আমরা এই রকম। ব্রক, প্লিজ।'

pathagar.net

'তাহলে, তাড়াতাড়ি কর।'

আমেস তার নিজের শক্তি রেখা বারবর এমন একটা শিহরণ অনুভব করল যা সে— কত কাল অনুভব করেনি? এখন যদি ব্রকের সামনে ওর প্রচেষ্টা সফল হয় তাহলে ও শক্তি সত্ত্বাদের সম্মেলনে পদার্থ দিয়ে কাঠামো তৈরিতে বেশ সাহস পাবে এবং সেখানকার সকলে প্রায় অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে নতুন কিছু দেখার আশায়।

গ্যালাক্সিতে পদার্থের একটি অতি হালকা স্তর ছড়িয়ে ছিল, কিন্তু আমেস সেগুলো সংগ্রহ করেছে। বহু আলোকবর্ষ বিস্তৃত ঘনকের আওতায় আমেসের সংগ্রহকৃত হালকা স্তর আণবিক গঠন-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে কাদার মত করে একটি ডিমের মত আকার তৈরি করল।

'মনে পড়ছে না তোমার, ব্রক?' নরম গলায় ও জানতে চাইল। 'জিনিসটা দেখতে এমন ছিল না?'

ব্রকের ঘুর্ণিতে একটা আলোড়ন লাগল। 'আমাকে মনে করানের চেষ্টা করো না। আমি মনে করতে চাই না।'

এটা ছিল মাথা। ওরা ওটাকে মাথা বলে ডাকত। আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমি কথাটা বলতে চাই চিৎকার করে।' সে একটু হাসল, তারপর আবার বলল, 'দেখ, তোমার মনে পড়ছে কি না?'

ডিমের মত আকারটার শব্দ যা দিয়ে মাথাকে বোঝানো হচ্ছে।

'ওটা কি?' জিজ্ঞেস করল ব্রক।

'এটা হল সেই শব্দ যা দিয়ে মাথাকে বোঝানো হয়। শব্দের প্রতীক। তোমার মনে পড়ছে ব্রক, বল বল।'

'ওই জায়গায় একটা কিছু ছিল,' ইতস্তত করে ব্রক বলল, 'ঠিক মাঝখানে।' লম্বালম্বি কিছুটা জায়গা জুড়ে কেঁপে উঠল।

আমেস বলল, 'হ্যাঁ! নাক ছিল!' নাক লেখাটি ফুটে উঠল। 'দুই পাশে দুই চোখ।' বাম চোখ-ডান চোখ।

আমেসের ধারণা জন্মাল নিজের তৈরি জিনিসটা সম্পর্কে। ওর শক্তি রেখায় শিহরণ হচ্ছিল ধীরে ধীরে। ও কি এতটাই নিশ্চিত যে ওর ভাল লাগছে?

'মুখ', ছোট ছোট কম্পনের মাধ্যমে সে জানাল, 'গাল, কণ্ঠহার এবং কলারবোন। কি করে আমি সব মনে করতে পারছি।' লেখাগুলো একে

একে ফুটে উঠতে লাগল।

ব্রক বলল, 'শত শত বিলিয়ন বছর আগে আমি এসব কথা ভুলে গেছি। তুমি কেন আমাকে আজ সব মনে করিয়ে দিলে? কেন?'

আমেস কিছুক্ষণের জন্য ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল। 'আরও একটা জিনিস ছিল। শব্দ শোনার অঙ্গ। কান! গেল কোথায় ওটা? কোথায় যে ছিল ওটা আমার মনে নেই।'

ব্রক আর্তনাদ করে বলে উঠল। 'ছেড়ে দাও ওটা। কান, সব কিছু ছেড়ে দাও। মনে করার দরকার নেই।'

দ্বিধায় পড়ে গেল আমেস। বলল, 'মনে করতে অসুবিধাটা কোথায়?'

'কারণ বাইরেটা এমন পাথরের মত রোগা এবং নিষ্প্রাণ ছিল না। ছিল উষ্ণ কোমল। কারণ চোখগুলো ছিল কোমল এবং জীবন্ত। মুখের ওপর ঠোঁট দুটো কোমল ছিল এবং আমার ঠোঁট কাঁপতে পারত।'

আমেস বলল, 'আমি দুঃখিত! সত্যি আমি দুঃখিত!'

'তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছ যে কোন এক সময় আমি ছিলাম একটা মেয়ে এবং আমি ভালবাসতে জানতাম। চোখ দুটো দিয়ে শুধু দেখা ছাড়াও অন্য কিছু হত, এবং এখন আর আমি অনুভব করি না।'

হিংস্রতার সাথে, সে পদার্থের এক অপার্থিব আচ্ছাদন দিয়ে দিল মাথাটির উপর এবং বলল, 'তাহলে ওদেরকে দিয়ে তাই করতে দাও।' বলেই চলে গেল দূরে।

আর আমেস দেখার সাথে সাথে মনে করতে পারল, সেও এক সময় একজন ছেলে ছিল। তার শক্তির ঘূর্ণির এক প্রচন্ড আঘাতে মাথাটা দুই টুকরো হয়ে গেল। তারপর নিজেও পালিয়ে গেল গ্যালাক্সির আঁধারে—ব্রকের পেছন পেছন। ফিরে গেল অনন্ত জীবনের দিকে।

সেই চোখ দুটো ওই পদার্থের তৈরি মাথায় করছিল ছলছল, ব্রকের ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া সিক্ততায়। যা দিয়ে বোঝাতে চাইছে চোখের পানি। পদার্থের তৈরি এই মাথাটা এমন সব কাজ করছিল যা এখনকার শক্তি-সত্ত্বারাও তা করতে পারবে না। ওটা কাঁদছিল সমগ্র মানবতা এবং নশ্বর দেহের উদ্দেশ্যে। যা তারা এক সময় ত্যাগ করেছিল আজ থেকে এক ট্রিলিয়ন বছর আগে।

রূপান্তর : হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

দ্য ফান দে হেড

মার্গী সেই রাতের ঘটনাটা এমনকি ডাইরীতেও লিখে রাখল। আর ডাইরীর পাতায় সেদিনকার তারিখ ছিল ১৭ই মে ২১৫৭। সে লিখল, 'আজ টমি সত্যিকারের একটি বই খুঁজে পেয়েছে।'

বইটা বেশ পুরানো। মার্গীর দাদা একবার বলেছিলেন যে, তিনি যখন খুব ছোট তখন তাঁর দাদা তাঁকে বলেছিলেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন সব গল্প কাগজে ছাপা হতো।

ওরা বইয়ের পাতা ওল্টাল ধীরে ধীরে। পাতা হলুদ এবং জীর্ন হয়ে গেছে। অবাক করা ব্যাপার হল যে বইয়ের পাতায় ছাপা অক্ষরগুলো একই জায়গায় স্থির, যেমন স্ক্রিনে অক্ষরগুলো নড়াচড়া করে তেমন নয়। আবার একটা ব্যাপার হল বইয়ের পাতা উল্টে আবার আগের পাতায় যাওয়া যায়। একই পাতায় একই লেখা বারবার থাকে।

'হেই, দেখছ,' টমি বলল, 'কেমন অপচয় দেখ। পড়া শেষে আমার মনে হয় বইটাকে ফেলে দিতে হয়। আমাদের টেলিভিশনের স্ক্রিনে লাখখানেক বই মজুত রয়েছে। আমি কখনই সেটা ফেলে দেব না।'

'আমারও একই মত', মার্গী বলল। ওর বয়স এগারো। টমির বয়স তেরো। এটা ঠিক সে টমির মতো বেশি সংখ্যক টেলি-বই দেখে নি।

মার্গী জিজ্ঞেস করল, 'বইটা কোথায় পেলে?'

'আমাদের বাড়ির চিলেকোঠায়।' বই থেকে চোখ না তুলে জবাব দিল সে। কারণ সে বইটা মন দিয়ে পড়ছিল।

'কি বিষয় লেখা বইটাতে?'

'স্কুল নিয়ে।'

মার্গী বিরক্ত হল কথাটা শুনে। 'স্কুল নিয়ে? স্কুল সম্পর্কে কি লেখা

pathagar.net

হয়েছে ওতে? আমি স্কুল পছন্দ করি না।'

মার্গী বরাবরই স্কুল অপছন্দ করত। তবে এখন অপছন্দের মাত্রাটা একটু বেশি বেড়ে গেছে। ম্যাকানিকেল টিচার কয়েকদিন ধরে শুধুমাত্র জিওগ্রাফী নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিয়েই চলেছে। তার ফলে ওর ফল ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তার মা চিন্তিত হয়ে কাউন্টি ইন্সপেক্টরকে খবর দেন।

কাউন্টি ইন্সপেক্টর দেখতে গোলগাল। মুখের রঙ লালচে। তাঁর সঙ্গে একটা টুলবক্স রয়েছে। যাতে রয়েছে ডায়াল, তার ইত্যাদি। মার্গীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে একটা আপেল খেতে দিলেন। তারপর তিনি ম্যাকানিকেল টিচারকে খুলতে শুরু করলেন। মার্গীর মনে হল ইন্সপেক্টর সাহেব টুকরো টুকরো অংশগুলো আর জোড়া লাগাতে পারবেন না। কিন্তু তিনি ভালো করেই কাজটা জানতেন। ঘণ্টাখানেক পরে আগের সেই কুৎসিৎ মতো দেখতে চৌকো বিরাট ম্যাকানিকেল টিচার নিজের রূপ ধারণ করল। সামনে সেই বিশাল পর্দা যার উপর বিষয়বস্তু ফুটে উঠে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। এ পর্যন্ত ভালোভাবেই চলে। মার্গী যে জিসিনটা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে তা হল হোমওয়র্ক এবং টেস্ট পেপার ঢোকান স্লটটা। উত্তরগুলো সবসময় একটা বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়। ওর যখন ছয় বছর বয়স তখন তাকে এই ভাষা শিখতে হয়েছে। তারপর ম্যাকানিকেল টিচার হিসেব করে পরীক্ষার নম্বর দিতে দেরী করে না এক মুহূর্তও।

ইন্সপেক্টর সাহেব কাজ শেষে একটু হাসলেন এবং মার্গীর মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি মার্গীর মাকে বললেন, 'এটা কিন্তু এই ছোট মেয়েটার দোষ নয় মিসেস জোনস। আমার মনে হল ভূগোল বিভাগের অংশটা একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন মাঝে মাঝে হয়। আমি দশ বছরের ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত করে গতি কমিয়ে দিয়েছি। আসলে, আপনার মেয়ের পড়াশুনার অগ্রগতি সন্তোজনক।' তিনি আবার মার্গীর মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন।

মার্গী হতাশ হল। সে ভেবেছিল টিচারকে মেরামতের জন্য সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। এর আগে একবার টমির টিচারের ইতিহাস বিভাগের

pathagar.net

অংশটি সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। তখন এক মাসের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তাই সে টমিকে জিজ্ঞেস করল, 'কে স্কুল নিয়ে লিখতে যাবে?'

টমি সবজান্তার দৃষ্টিতে মার্গীর দিকে তাকাল। 'বোকা, এসব আমাদের স্কুলের মতো নয়। এই ধরণের স্কুল কয়েকশ বছর আগে চালু ছিল।' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'কয়েকশ বছর আগে।'

অভিমান করল মার্গী। 'সেই স্কুলগুলো কি ধরণের ছিল আমি তার কিছুই জানি না।' টমির ঘাড়ের উপর দিয়ে বইটা একটু পড়ে আবার বলল, 'যাই হোক, ওদেরও টিচার থাকত?'

'নিশ্চয়ই তাদের টিচার থাকত। কিন্তু আমাদের মতো টিচার ছিল না। মানুষ টিচার ছিল।'

'একজন মানুষ? সে কি করে টিচার হবে?'

'সেই মানুষ ছেলে-মেয়েদের পড়াত এবং হোমওয়র্ক দিত এবং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত।'

'একজন মানুষ এত কিছু জানত।'

'নিশ্চয়ই জানত। আমার বাবা আমাদের টিচারের মতো সব কিছু জানেন।'

'হতেই পারে না। একজন মানুষ আমাদের টিচারের মতো জানতে পারে না।'

'নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু জানেন। বাজি ধরো।'

মার্গী একথার বিরোধিতা করল না। সে বলল, 'একজন অপরিচিত মানুষ বাড়িতে এসে আমাকে পড়াবে,এ আমি ভাবতেই পারি না।'

হো হো করে হেসে উঠল টমি। 'তুমি অনেক কিছু জান না, মার্গী। সে সময় টিচাররা বাড়িতে আটকে থাকত না। একটা আলাদা বাড়ি থাকত এবং সেখানে সব ছেলে মেয়েরা যেত পড়তে।'

'সবাই কি একই জিনিস শিখত?'

'কিন্তু আমার মা যে বলেন প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের মনের সাথে খাপ খাওয়ানর জন্য টিচারকে কম-বেশি প্রস্তুত করে চালাতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন ছেলে মেয়েকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শেখাতে হয়।'

pathagar.net

'ঠিক এমন ভাবে অবশ্য তারা শেখাতেন না। তোমার যদি এই পছন্দ না হয় তাহলে তোমার পড়ার দরকার নেই।'

'আমি তো বলিনি যে, বইটা আমার পছন্দ হয়নি, 'মার্গী তাড়াতাড়ি বলে উঠল। এই মজার স্কুল সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ অনেক।

ওরা বইটার অর্ধেকও শেষ করে নি, 'মার্গীর মা ডাকলেন,' মার্গী স্কুলের সময় হয়েছে।'

মার্গী মুখ তুলে জবাব দিল, 'এখন তো সময় হয় নি, মা।'

'এখনই!' মিসেস জোনস বললেন। 'টমিরও স্কুলের সময় হয়েছে হয়তো।'

মার্গী টমিকে জিজ্ঞেস করল, 'স্কুল ছুটির পর তোমার সাথে বইটা পড়তে পারব তো?'

'দেখি', উদাস কণ্ঠে বলল টমি। পুরানো বইটা বদলদাবা করে শিষ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

মার্গী স্কুল ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরটা ওর শোবার ঘরের পাশেই। ম্যাকানিকেল টিচার ওর অপেক্ষাতেই ছিল। শনি এবং রবিবার ছাড়া প্রতিদিনই একই সময় ওটা চালু হয়ে যায়। কারণ মার্গীর মা বলেন যে, ছোট ছেলে মেয়ের প্রতিদিন একই সময়ে পড়াশোনা করতে বসলে পড়াশোনা ভালো হয়।

পর্দা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর বলতে শুরু করল, 'আজ যে অংকের অনুশীলনী করান হবে সেটা হল প্রকৃত ভগ্নাংশের যোগফল নির্ণয়। দয়া করে গতকারের হোমওয়র্ক নির্দিষ্ট স্লটে ঢুকিয়ে দাও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মার্গী তা পালন করল। সে পুরানো দিনের স্কুলের কথা ভাবছিল। তার দাদার দাদা যখন ছোট ছিলেন তখন এই সব স্কুল ছিল। পাড়ার সব ছেলে-মেয়েরা হৈ চৈ আনন্দ করতে করতে স্কুলে আসত। একসাথে ক্লাশে বসত। দিনের শেষে আনন্দ করতে করতে এক সঙ্গে বাড়ি ফিরত। তারা সকলে একই জিনিস শিখত, তাই তারা হোমওয়ার্কের সময় একে অন্যকে সাহায্য করতে পারত। আলোচনাও করতে পারত।

pathagar.net

এবং টিচার ছিল একজন মানুষ...

ম্যাকানিকেল টিচারের পর্দায় তখন জ্বল জ্বল করে লেখা ফুটে উঠছে : 'যখন আমরা $^{১}/_{২}$ এর সঙ্গে $^{১}/_{৪}$ ভগ্নাংশ যোগ করি...'

মার্গী যখন ভাবছিল এইসব অংক তখন সবাই কত আনন্দ করে। ভাবছিল, কত মজাই না তারা পেত।

রূপান্তর : হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

দ্য লাস্ট সাটল

ভারজিনিয়া র‍্যাটনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শেষ বার বলে একটা কিছু থাকা উচিত ছিল।' বাইরে তাকিয়ে থাকার সময় মেয়েটার চোখ দুটো কর কর করে উঠল। সামনে বিস্তৃর্ণ সমুদ্র। উষ্ণ সূর্যরশ্মি ঝিলিক দিয়ে উঠছে সমুদ্রের পানির উপর। আবার বলল ও, 'আজকের কাজের জন্য যদিও দিনটা খুব চমৎকার, তবু যদি একটু ঝড়ো বাতাস বইতো তাহলে আমার মেজাজের সাথে মানিয়ে যেত সুন্দরভাবে।'

টেরেস্টরিয়্যাল স্পেস এজেন্সির উচ্চপদস্থ অফিসার রবার্ট গিল, র‍্যাটনারের কথা শুনে বেজার হয়ে বলল, 'দয়া করে ভুল বোকো না। এই মাত্র তুমি নিজেই তো বললে, শেষবার বলে একটা কথা আছে।'

'তাই বলে আমাকেই শেষ পাইলট হিসেবে বেছে নিতে হবে কেন?'

'কারণ আমাদের সংস্থার তুমিই হচ্ছো শ্রেষ্ঠ মহাকাশ পাইলট। আমরা চাই শেষ কাজটা সুন্দরভাবে শেষ হোক। আমাকেই বা বেছে নেয়া হয়েছে কেন এই সংস্থাটার অস্তিত্বে বিলোপ করার জন্য? কারণ সমাপ্তি পর্বটা যাতে মধুর হয়।'

'হ্যাপি এন্ডিং?' মহাকাশ ফেরীতে মালপত্র তোলা দেখতে দেখতে বলল ভারজিনিয়া। দেখল যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষারত লাইন। এ সব কিছুরই আজ শেষ।

গত বিশ বছর ধরে র‍্যাটনার মহাকাশ ফেরী চালাচ্ছে। আর একথা সবসময় ভেবে আসছে যে একবার একটা শেষ সময় আসবে। আপনি হয়ত ভাববেন জ্ঞানের ভাড়ে তার বয়স বেড়ে গেছে। না, তা ঠিক নয়। মাথার চুলে এখনও পাক ধরেনি।

র‍্যাটনারের মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। 'আমার মনে হচ্ছে এটা একটা

pathagar.net

নাটকীয় বিদ্রুপ, অথবা নাটকীয় প্রহসন— যদি শেষ মহাকাশ ফেরী উড়তে গিয়ে বিস্ফোরিত হয় তাহলেই সব থেকে ভাল হবে। তাহলে অন্তত পৃথিবীর পক্ষ থেকে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানো যায়।'

গিল মাথা ঝাঁকাল। 'আসলে তোমার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা উচিত আমার। পুরানো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছো তুমি।'

'হ্যাঁ, করো রিপোর্ট। তাহলে অন্তত আমার মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে কর্তপক্ষ আমাকে এই মহাকাশ ফেরী চালানোর হাত থেকে মুক্তি দেবেন। ছয়শো ষোলো জন যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে ছয়শো সতেরো জন হবে। কারণ যাত্রীদের তালিকায় আমার নামও থাকবে।মহাকাশ ফেরী অন্য কেউ চালিয়ে নিয়ে যাক, যার নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।'

'আরে না, রিপোর্ট করছি না। তুমি যতটা ভয় পাচ্ছো আসলে তার কিছুই ঘটবে না। এই সব ফেরীযানগুলো মহাকাশ পাড়ি দেয়ার জন্য একেবারে সমস্যমুক্ত।'

'সবসময় তা নয়।' ভারজিনিয়া র‍্যাটনারের চেহারাটা কালো হয়ে এলো। 'এন্টারপ্রাইজ সিক্সটির বেলায় কি ঘটেছিল তা ভুলে গেছ?'

'ওটা কি একটা খবর হল? একশো সত্তর বছর আগের একটা ঘটনা, তারপর থেকে আর কোন মহাকাশযান দুর্ঘটনায় পড়েনি। এখন মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের সাহায্য করছে। কানের পর্দা ফাটার সম্ভাবনা নেই। মহাকাশ ফেরী টেক-অফ করার সময় যে গর্জন হত তা এখন আর নেই— শোনা র‍্যাটনার, তুমি বরং মহাকাশ ফেরীতে ফিরে যাও। যাত্রা শুরু হতে আর তিরিশ মিনিটও দেরি নেই।'

'তাহলে তুমি আমাকে বোঝাতে চাইছ মহাকাশ যাত্রা এখন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার কি এমন ভূমিকা আছে।'

'আমি না বললেও ব্যাপারটা তোমার ভালভাবেই জানা আছে, মহাকাশযানে তোমার উপস্থিতি একটা নিয়মের ব্যাপার এবং সংস্কারও বলতে পার।'

'আমার মনে হয় তুমিই বরং এখন নস্টালজিয়ায় ভুগছো। একটা

pathagar.net

সময় ছিল, পাইলটরা মহাকাশ ফেরী নিজেরাই চালাত। যন্ত্রে হাত না দিয়ে অমরত্ব লাভ করতে না।'

তারপর আবার বলল, 'যা হোক, আমি যাব', এগিয়ে গেল কেন্দ্রীয় টিউবের দিকে। পাখির পালকের মত হালকা হয়ে গেল শরীর এবং একটানে ওপরে উঠে গেল সে।

ভারজিনিয়ার মনে পড়ল, সে যখন অনভিজ্ঞ ছিল তখনই অ্যান্টিগ্রাভ প্রথম মহাকাশযান পরিচালনার যন্ত্রের আবিষ্কার হলেও তা ছিল পরীক্ষামূলক। সে সময় মহাকাশ স্টেশনে মাহাকাশযানের চেয়েও বিরাট আকৃতির যন্ত্রপাতি বসাতে হত মাধ্যকর্ষণহীনতা সৃষ্টির জন্য। তাও এই সব যন্ত্র কোন সময় কাজ করত এলোমেলোভাবে, আবার কোন সময় একেবারেই কাজ করত না।

আর এখন প্রতিটি মহাকাশযানেই একটা করে অ্যান্টিগ্রাভ যন্ত্র বসানো সম্ভব হচ্ছে। সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে ওজনহীন মালপত্র কিভাবে নাড়াচাড়া করতে হয় সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ কর্মীর অভাব নেই।

এখানকার মহাকাশযানগুলো আকারে যেমন বিশাল, তেমনি জটিল। এতে আছে অত্যন্ত জটিল এবং খুবই উন্নতমানের কম্পিউটার। মানুষ এ পর্যন্ত যত যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে তার মধ্যে এই মহাকাশযানগুলোই বোধহয় সবচেয়ে জটিল ও উন্নতমানের।

যে সব মহাকাশযান অল্প দূরত্ব পাড়ি দেয়, যেমন কোন মহাকাশ উপনিবেশ থেকে কোন উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে যাতায়াত করে অথবা কোন মহাকাশ কারখানা থেকে উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে অথবা চাঁদে আসা-যাওয়া করে, সেগুলোর কোন অ্যান্টিগ্রাভ যন্ত্র বসানোর প্রয়োজন পড়ে না। তাই সেগুলোর গঠনও এত জটিল নয়।

পাইলটের কামরায় ঢুকল র‍্যাটনার। চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। খুবই পরিচিত দৃশ্য। চারদিকে নির্দেশক যন্ত্রগুলি ওকে জানিয়ে দিচ্ছে মহাকাশযানের কোন জায়গায় কি মালপত্র রাখা হয়েছে। জানিয়ে দিচ্ছে কোন্ যাত্রী বসেছে এবং তার সহকর্মীরা কে কোথায় কি কাজ করছে। (এটা জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন, যাতে এই শেষ যাত্রায় ভুলে

pathagar.net

কেউ এখানে পড়ে না থাকে।)

তিনশো ষাট ডিগ্রি টিভি পর্দায় মহাকাশযানের বাইরে চারদিক স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। র‍্যাটনার ভাবছে, অতীতে এই জায়গা থেকেই তো মানুষ প্রথম মহাকাশ যাত্রা শুরু করেছিল। সে এক বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস। এখান থেকেই মহাকাশ পাড়ি দিয়েছে মহাকাশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করার জন্য। স্বয়ংক্রিয় কারখানা তৈরির জন্য। কারখানাগুলোকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। এক একটা মহাকাশ উপনিবেশে দশ হাজার লোক বাস করতে পারে।

এখন এই বিশাল মহাকাশ স্টেশনের সামান্য একটুখানিই মাত্র অবশিষ্ট আছে। মহাকাশযানটি যাত্রা শুরু করতে যে সামান্য জিনিসের প্রয়োজন শুধু সেটুকুই আছে। বাকি সব খুলে একটা করে মহাকাশযানের তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই অংশটুকু এই পৃথিবীর মাটিতেই পড়ে থাকবে মহাকাশযান চলে যাবার পর। তারপর ওই শেষ অংশটুকুতে মরচে পড়বে এবং ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে। শেষ বিষাদময় স্মৃতিটুকু মুছে যাবে।

পৃথিবীর মানুষ কি করে ভুলবে তার অতীত?

র‍্যাটনার শুধু দেখতে পেল সমুদ্র এবং তীর— সবই জীবনহীন। কোথাও কোন বাড়িঘরের চিহ্ন নেই; নেই মানুষজন। আছে শুধু সবুজ অরণ্য, হলদে বালি এবং নীল পানি।

সময় হয়ে এসেছে। র‍্যাটনারের অভ্যস্ত চোখ বলে দিল মহাকাশযান পূর্ণ যাত্রা শুরুর জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি, যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে কাজ করছে। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে যাত্রার জন্য। মাথার ওপর ভাসমান নেভিগেশন্যাল উপগ্রহ সংকেত দিতে শুরু করেছ— আকাশ পরিষ্কার। র‍্যাটনার জানে, যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ মহাকাশযান সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয়।

মহাকাশযানটি নিঃশব্দে টেক-অফ করল এবং হত দুশো বছর ধরে যে পরিকল্পনা কার্যকারী করা হয়েছিল, এই মূহূর্তে তার শেষ পরিণতি ঘটে গেল। চাঁদ, মঙ্গল, অন্যান্য গ্রহাণু এবং মহাকাশ কলোনিতে বসবাস শুরু করে দিয়েছে মানুষ।

pathagar.net

পৃথিবী থেকে শেষ মানুষের দলটি তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে এই মাত্র রওনা হল। ত্রিশ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বুকে পড়ে ওঠা মানুষের বিলুপ্ত হয়ে গেল। শেষ হল দশ হাজার বছরের পুরানো সভ্যতা। সমাপ্তি ঘটল চারশো বছরের ব্যস্ত এবং দ্রুত শিল্পন্নোতির।

পৃথিবীর আবার তার আদিম অবস্থায় ফিরে গেল। মানব সভ্যতার আদি স্থান হিসেবে পৃথিবী হয়ে রইবে এক স্মৃতিস্তম্ভ।

শেষ মহাকাশ ফেরী পৃথিবীর সর্বোচ্চ আবহাওয়ামণ্ডলের মায়া কাটিয়ে মহাকাশের আঙিনায় এসে পড়ল। নিচের পৃথিবীর ছোট হতে হতে বিন্দুতে পরিণত হল।

মহাকাশে ছড়িয়ে পড়া কোটি কোটি মানুষ একথা খুব ভালভাবেই জানে পৃথিবীর বুকে মানুষ আর কোন দিন পা রাখবে না।

পৃথিবী মুক্তি পেল। শেষ পর্যন্ত পৃথিবী মুক্তি পেল।

রূপান্তর : হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

দ্য বিলিয়ার্ড বল

জেমস প্রিস— আমার মনে হয় তাকে প্রফেসর জেমস প্রিস বলা উচত, যদিও এটা নিশ্চিত যে ওটা ছাড়াও তাঁকে সকলেই এক নামে চেনেন— তিনি সবসময় ধীরে ধীরে কথা বলেন।

আমি সেটা জানি। বেশ কয়েকবার আমি তার সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আইনস্টাইনের পর এমন মেধা আর কারো দেখা যায়নি, কিন্তু তাঁর মাথাটা দ্রুত কাজ করত না। তিনি নিজেও তাঁর এই ত্রুটির কথা স্বীকার করতেন। হয়তো এমন সব বিশাল বিশাল ব্যাপার নিয়ে ভাবতেন যে, দ্রুত কথা বলতে পারতেন না।

তিনি হয়তো কিছু একটা বলেই চুপ করে গেলেন, তারপর একটু ভাবলেন, এবং তারপর আরো কিছু বললেন। ব্যাপারটা যত ছোটখাটোই হোক না কেন, একটা অনিশ্চয়তায় তিনি ভুগেছেন।

আগামীকাল কি সূর্য উঠবে, আমি জানি তিনি এর জবাব দিতেও গড়িমসি করবেন। 'উঠবে' বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? আমরা কি নিশ্চিত যে, আগামীকাল আসবে? এক্ষেত্রে 'সূর্য' কথাটার কোনো অস্পষ্টতা নেই তো?

তাঁর এই অনিশ্চয়তার ছাপ চেহারায় পড়েছে, এছাড়া তাঁর মুখে অন্য কোনো ছায়া পড়ে না। সাদা চুল, পাতলা এবং সুন্দর করে আঁচড়ানো। পরনের স্যুট সেকেলে; এই হচ্ছে প্রফেসর জেমস প্রিস— একজন ক্লান্ত অবসন্ন মানুষ, স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হবার মতো কোনো কারণ নেই।

আর এই কারণেই পৃথিবীর আর কেউ তাঁকে খুনি বলে সন্দেহ করে না। আমিও যে এ ব্যাপারে নিশ্চিত তাও নয়। শত হলেও তাঁর মাথা সব

pathagar.net

সময় ধীরে ধীরে কাজ করে, চিন্তাভাবনা করেন ধীরে ধীরে। এটা কি বলা যায় যে সেই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি চটপট ওরকম একটা কাজ করে ফেলেছে?

এতে কিছু আসে যায় না, খুন করেও থাকলে, তিনি সবার চোখে ধুলো দিতে পেরেছেন। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই আমি এতদিন পর সব কথা জানিয়ে দিতে চাই। তারপরেও কোনো লাভ হবে না।

এডওয়ার্ড ব্লুম ছিলেন প্রিসের কলেজ সহপাঠী। বেশ কিছুদিন পর তিনি তাঁর সহযোগীও হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন সমবয়সী এবং ছিলেন অবিবাহিত। এ ছাড়া তাঁদের স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

ব্লুম ছিলেন জ্বলজ্বলে আলো; লম্বা, চওড়া, প্রাণবন্ত এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন। তাঁর মেধা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল উল্কার মতো হঠাৎ আঘাত হানার মতো। প্রিসের মতো তাত্ত্বিক ছিলেন না। একটা ধোঁয়াটে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না। তিনি সেটা স্বীকার করতেন এবং গর্ব বোধও করতেন।

তবে কোনো তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার আশ্চর্য ক্ষমতা ব্লুমের ছিল। তাঁর নিজস্ব উপায়ে বুঝতে পারতেন তত্ত্বকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটা সবাই জানেন, অসম একটা ঠান্ডা মার্বেল পরিষ্কার দেখতে পান। তাঁর হাতের স্পর্শে ব্লকটি টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়বে কিন্তু হাতে রয়ে যাবে ডিভাইসটি।

এটা সবারই জানা আছে অতিরঞ্জন করার কিছু নেই। ব্লুম যে জিনিস তৈরি করে তা ব্যর্থ হবার কোনো কারণ নেই, অথবা পেটেন্ট করানোতেও কোনো সমস্যা হয়নি, অথবা লাভ হয়নি। তাঁর বয়স ৪৫ এবং তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী লোক।

ব্লুমের প্রযুক্তি জ্ঞানে কোনো একটা বিষয়ে গ্রহণ করা যদি হতো তাহলে তার ভিত্তি থাকত প্রিসের থিওরি। ব্লুম যে সব দারুণ দারুণ জিনিস তৈরি করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল প্রিসের অসাধারণ চিন্তাভাবনা। ব্লুম ফুলেফেঁপে বড়লোক হয়ে উঠলেন এবং প্রিস পেলেন তাঁর সহকর্মীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান।

স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে প্রিস তাঁর টু-ফিল্ড থিওরি নিয়ে যখন

pathagar.net

ব্যস্ত থাকলে ব্লুল তখন নেমে পড়বে অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ডিভাইস তৈরিতে।

আমার কাজ হলো টু-ফিল্ড থিওরির তাৎপর্যটা কি তা টেলি নিউজ প্রেস-এর গ্রাহকদের জানান। আর তার জানতে হলে বিমূর্ত চিন্তাভাবনার কথা লিখলেই হবে না, আসল মানুষটার সাথে সরাসরি কথা বলতে হবে। সাক্ষাৎকার নিতে হবে প্রফেসর প্রিসের এবং কাজটা অত সহজ নয়।

স্বভাবতই আমি তাঁকে অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি শক্তির সম্ভাবনা নিয়েই প্রশ্ন করতে হবে ওটার প্রতি সবার আগ্রহ একটু বেশি; টু-ফিল্ড থিওরির প্রতি কারোর তেমন আগ্রহ নেই, কারণ ওটা কেউ বুঝবে না।

'অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি?' ফ্যাকাশে ঠোঁট কামড়ে জিজ্ঞেস করলেন এবং ভাবতে লাগলেন।'এটা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। আদৌ হবে কিনা, তাও বলতে পারব না। আমি নিজেও- উ:— ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করে আনন্দ পাই নি। টু-ফিল্ড ইকুয়েশনে শেষ পর্যন্ত একটা সমাধান হবে কি না তারও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। সমাধানে ওদেরকে পৌছুতে হবেই, অবশ্য যদি— ' তিনি আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন।

আমি খোঁচা দিয়ে বললাম, 'ব্লুম বলেছেন এধরনের একটা ডিভাইস তৈরি করা সম্ভব।'

প্রিস মাথা নাড়লেন। 'ও হ্যাঁ, তবে আমার সন্দেহ আছে। এড ব্লুম এর আগেও অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস তৈরি করেছে। এ ব্যাপারে সে একটা আশ্চর্য প্রতিভা। এর ফলে সে প্রচুর টাকা পয়সা কামিয়েছে।'

আমরা প্রিসের অ্যাপার্টমেন্টে বসে কথা বলছিলাম। সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘর। আমি ঘরের এদিক-ওদিক নজর না বুলিয়ে পারলাম না। প্রিস বড়লোক নন।

তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন বলে মনে হয় না। তিনি সেটা লক্ষ করলেন। আমার মনে হয় ব্যাপারটা তাঁর মনেই ছিল। বললেন, 'একজন খাঁটি বিজ্ঞানীর পুরস্কার সাধারণত ধন সম্পদে নয়। অথবা বিশেষভাবে চাওয়ার ব্যাপারেও নয়।'

হতে পারে, আমি ভাবলাম। প্রিস তাঁর নিজের পুরস্কার পেয়েছেন। ইতিহাসে তিনি তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন

pathagar.net

এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি বিজ্ঞানে অবদানের জন্যে দুবার এই পুরস্কার পেয়েছেন এবং তাঁর পুরস্কার কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হয়নি। এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগের প্রশ্ন উঠতে পারে না। তিনি বড়লোক না হতে পারেন, কিন্তু গরীব নন।

কিন্তু তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হলো তিনি মোটেও সুখী নন। ব্লুমের ধনদৌলতই যে অসন্তুষ্টির কারণ, তা নয়। সারা বিশ্বের মানুষের কাছে সাধারণভাবে ব্লুমের যে খ্যাতি হয়েছে, সেটাই হয়তো তাঁর ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁরই অস্বস্তির আরেকটা কারণ হতে পারে, ব্লুম যেখানে যান, সেখানেই তিনি বিপুল সংবর্ধিত হন, কিন্তু প্রিসকে বিজ্ঞান সম্মেলন এবং ফ্যাকাল্টির বাইরে কেউই চেনেন না।

আমি বলতে পারব না, মনের এই ভাবটা আমার চোখে কতটা ফুটে উঠেছিল কিংবা আমার কপালে কতটা ভাঁজ পড়েছিল, তাতে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু প্রিস বলে যাচ্ছিলেন, 'জানেন নিশ্চয়ই আমরা দুজনেই বন্ধু। সপ্তাহে দুই একবার আমরা বিলিয়ার্ড খেলি। আমি তাকে প্রতিবারই হারিয়ে দেই।'

(আমি তাঁর এই কথাটা প্রকাশ করিনি। আমি ব্লুমের কাছে কথাটা যাচাই করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি পাল্টা দীর্ঘ একটা বক্তব্য দেন, "ও আমাকে বিলিয়ার্ড খেলায় হারিয়ে দেয়। ওই গাধাটা— " তারপরই তাঁর কথার মোড় ঘুরি যায় ব্যক্তিগত পর্যায়। আসলে বিলিয়ার্ডে দুজনের কেউ আনাড়ি নন। প্রিসের উক্তি এবং ব্লুমের পাল্টা জবাবের পর একবার কিছুক্ষণের জন্য আমি তাঁদের দুজনকে বিলিয়ার্ড খেলতে দেখেছিলাম। এবং দুজনই পেশাদারী দক্ষতায় কিউ ব্যবহার করছিলেন। তার চেয়ে বড় কথা নেড়েছিলেন মরণপণ এবং বন্ধুত্বের কোনো লক্ষণই দেখতে পাইনি।)

আমি বললাম, 'আপনি কি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন যে ব্লুম একদিন অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি যন্ত্র তৈরি করবেন?'

'আপনি জানতে চাইছেন , তুচ্ছ যে কোনো বিষয়ে আমি মাথা ঘামাই? হুম। ঠিক আছে ইয়ংম্যান, ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেই দেখা যাক। অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি? মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে

pathagar.net

আমাদের ধারণা মূলত গড়ে উঠেছে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির সাধারণ তত্ত্বকে ঘিরে। এই তত্ত্বের বয়সও দেড়শ বছর হয়ে গেল, তারপরেও এই তত্ত্ব তার নিজস্ব গন্ডির মধ্যে অটুট আছে। আমরা ছবিতে দেখতে পাই – '

চুপচাপ তাঁর কথা শুনছিলাম। আগেও এই বিষয়ে প্রিসকে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, কিন্তু তাঁর পেট থেকে কোনো কথা বের করতে হলে— সেটাও খুব একটা নিশ্চিত নয়— তাঁকে তাঁর পথে ছেড়ে দিতে হবে।

'আমাদের চোখের সামনে যে ছবিটা ভাসে,' তিনি বললেন, 'তা হলো মহাবিশ্ব চ্যাপ্টা, পাতলা, অতিনমণীয় এবং ছেঁড়া যায় না এমন একটা রাবারের চাদর। ভূপৃষ্ঠে যেমন ঘটে, ঠিক সেভাবে ভরকে যদি ওজনের সঙ্গে এক করে দেখি তাহলে আমরা আশা করতে পারি রাবারের চাদরটির এক জায়গায় গর্তের সৃষ্টি করবে। ভর যত বড় হবে, গর্ত তত বড় হবে।

'প্রকৃত মহাবিশ্বে', তিনি বলে চলেছেন, 'সব ধরনের ভর আছে, এবং আমার রাবারের চাদরটিতে এমন ধরনের অসংখ্য গর্তে ভরে যাবে। চাদরের ওপর দিয়ে যে কোনো জিনিস গড়িয়ে যেতে যেতে দিক পরিবর্তন হবে। এই দিক পরিবর্তনকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্বের প্রকাশ বলে থাকি। যদি জিনিসটি ধীর গতিতে কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি এসে যায় তাহলে ওটর ফাঁদে পড়ে গর্তটাকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে থাকে। এই ফ্রিকশনের বল না থাকায় ওটা ওইভাবে সারাজীবন ঘুরতে থাকবে।অন্য কথায় আইজাক নিউটন যাকে শক্তি বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাকে আলবার্ট আইনস্টাইন জ্যামিতিক বিকৃতি বলেছেন।'

একটু থামলেন তিনি। এতক্ষণ তিনি বেশে গড়গড় করে একটানা কথা বলে গেলেন— অন্তত: তাঁর বেলায়— কারণ তিনি এমন একটা বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা নিয়ে তিনি নিজে এর আগে বহুবার কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি আবার তাঁর স্বাভাবিক বাচনভঙ্গিতে ফিরে গেলেন।

তিনি বললেন, 'সুতরাং অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি তৈরি করতে গিয়ে আমরা মহাবিশ্বের জ্যামিতিই বদলে দিতে চাইছি। আমরা যদি রূপকটাকে মেনে নেই, তাহলে আমরা গর্তে ভরা রাবারের চাদরটিকে আবার টানটান

করতে চাইছে। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়া ভরের নিচে দাঁড়িয়ে ওটাকে ওপরে তুলে ধরেছি। কিংবা আমরা যদি রাবারের চাদরটিকে টানটান করে ধরি, তাহলে আমরা একটা মহাবিশ্ব তৈরি করব— অথবা অন্তত মহাবিশ্বের একটা অংশ যেখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই। সবল একটা জিনিস তার গতিপথ কোনোরকম পরিবর্তন না করে সেই ভরের পাশ দিয়ে নির্বিঘ্নে গড়িয়ে চলে যাবে। এক্ষেত্রে আমরা এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, ভরটা কোনো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করছে না। এটা সম্ভবপর করে তুলতে গেলে আমাদের দরকার এমন একটা ভর, যা হবে দেবে যাওয়া ভরের সমান। এভাবে অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি শক্তি সৃষ্টি করতে হলে পৃথিবীর সমান একটা ভর কাজে লাগাতে হবে। আর তা ধরে রাখতে হবে আমাদের মাথার ওপর।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু আপনার টু-ফিল্ড থিওরি— '

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সাধারণ রিলেটিভিটি তত্ত্বে একক একটি সমীকরণের মধ্যে গ্র্যাবিটি। ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড দুটির কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। আইনস্টাইন তাঁর জীবনের অর্ধেকটা সময় ব্যয় করেছেন— একটি একত্রিত ক্ষেত্র তত্ত্বের খোঁজে— এবং ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা আইনস্টাইনকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা সকলে ব্যর্থ হয়েছেন। দুটো ক্ষেত্রে এক করা যায় না, এটা ধরে নিয়েই আমি আমার গবেষণা শুরু করেছিলাম এবং সফল হয়েছি। রাবারের চাদরকে রূপক দিয়ে আমি আংশিকভাবে ব্যাখ্যাও দিতে পারি।'

এখন আমরা এমন একটা বিষয়ে এলাম, যা আগে কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না। 'ব্যাপারটা কীরকম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ধরুণ, আমরা ভরটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম না, তার বদলে আমরা চেষ্টা করলাম চাদরটিকে টানটান করতে যাতে গর্ত কম হয়। সেক্ষেত্রে চাদর কুচঁকে যাবে কিছুটা অংশে এবং আরো টানটান হবে। গ্র্যাভিটি দুর্বল হয়ে যাবে এবং কমেও যাবে ভর। ও দুটো মহাবিশ্বের বেলায় একই প্রকৃতির। আমরা যদি রাবারের চাদরটাকে পুরোপুরি টানটান করতে পারি তাহলে গ্র্যাভিটি এবং ভর দুটোই একসাথে লোপ পাবে।

উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটি ফিল্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডকে

pathagar.net

এবং মহাবিশ্বের গর্তগুলোকে টানটান করা যাবে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই প্রথমটার সাহায্যে পরেরটাকে টেক্কা দেওয়া সম্ভব।'

আমি অনিশ্চিত গলায় বললাম, 'কিন্তু আপনি যে বললেন 'উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে,' এই উপযুক্ত শর্ত কি কখনও সৃষ্টি করা যাবে, প্রফেসর?'

'সেটা আমি জানি না,' ধীরে ধীরে চিন্তিত গলায় বললেন প্রফেসর, 'মহাবিশ্ব যদি সত্যি সত্যি রাবারের চাদর হয়, তাহলে ভয়ের চাপ সত্ত্বেও পুরোপুরি চ্যাপ্টা থাকতে হয়, তাহলে তার অনমনীয় ডাকে হতে হবে অসীম। প্রকৃত মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে, প্রয়োজন হবে এমন একটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড যার তীব্রতা হবে অসীম। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে অ্যান্টি গ্র্যাভিটি শক্তি অসম্ভব।'

'কিন্তু ব্লুম বলছেন— '

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় ব্লুম ভাবছে, একটা সসীম ক্ষেত্র হলেও চলবে, যদি তা ঠিকমতো প্রয়োগ করা যায়। তারপরেও সে যত বড় প্রতিভাবান হোক না কেন,' বাঁকা হাসি হাসলেন তিনি, 'ও যে কখনো ব্যর্থ হবে না তা আমরা ধরে নিতে পারি না। থিওরিটা ও নিখুঁতভাবে বুঝতে পারে না। সে-সে কলেজের ডিগ্রীটাও নিতে পারে নি, এটা জানেন নিশ্চয়?'

বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি সেটা জানি। অবশ্য এটা সবাই জানেন। কিন্তু প্রিসের গলায় কেমন যেন একটা চাপা উৎসুক্য ছিল, এবং তাঁর চোখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে দেখলাম অদ্ভুত এক চাহনি নাচছে তাঁর চোখ জোড়ায়, যেন খবরটা দিতে পেরে তিনি যেন খুশি। তাই আমি মাথা নেড়ে প্রসঙ্গটা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলাম।

'তাহলে প্রফেসর প্রিস, আপনি বলছেন,' আমি খোঁচা দিয়ে বললাম, 'যে ব্লুম সম্ভবত ভুল করেছেন এবং ওই অ্যান্টি-গ্রাভিটি শক্তি একেবারেই অসম্ভব?'

শেষে মাথা নেড়ে প্রিস বললেন, 'গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডকে দুর্বল করে দেওয়া যায়, কিন্তু অ্যান্টি-গ্রাভিটি বলতে আমরা যদি জিরো-গ্রাভিটি বোঝাই— বেশ কিছুটা জায়গায় কোনো মাধ্যাকর্ষন শক্তি নেই— তাহলে আমার সন্দেহ অ্যান্টি-গ্রাভিটি একটা অসম্ভব ব্যাপার, ব্লুম যাই বলুক না

কেন।'

এবং আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেলাম।

এরপর প্রায় মাস তিনেকের মধ্যে ব্লুমের সাথে আমার দেখা হয় নি এবং যখন দেখা হলো তখন তিনি রেগে আছেন।

প্রিস যা বলেছেন, তা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে তিনি প্রচণ্ড রেগে আছেন। তিনি অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ডিভাইস তৈরি করে যখন সেটা প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন তখন তিনি সেখানে প্রিসকেও আমন্ত্রণ জানাবেন। এমনকি সেই প্রদর্শনীতে তাঁকে ডেমনস্ট্রেশনে অংশ নিতেও বলা হবে। কোনো এক রিপোর্টার— দুর্ভাগ্যবশত আমি নই— তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বলতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তর দিয়েছেন:

'আমি ডিভাইসটা তৈরি করবই; হয়তো শিগ্রীই। ইচ্ছে করলে সেখানে আপনিও উপস্থিত থাকতে পারেন।প্রেসের যে কেউ উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রফেসর জেমস প্রিসও আসুক। থিয়োরিটিক্যাল বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করুক। যখন অ্যান্টি-গ্রাভিটি শক্তি দেখাব তখন সে তার থিয়োরির মাধ্যমে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারে। আমি জানি সে সুন্দরভাবে তার থিয়োরি ব্যাখ্যা দিতে পারবে এবং আমি যে কেন ব্যর্থ হই না সেটাও বুঝিয়ে বলতে পারবে। কাজটা এখন সে করতে, এতে সময় বাঁচবে, কিন্তু আমি জানি সে তা করবে না।'

শান্ত গলায় তিনি বলে গেলেন কথাগুলো। তবে যে দ্রুততার সাথে তিনি কথা বলে গেলেন তা থেকে আপনি তাঁর রাগের পরিমাণটা বুঝতে পারবেন না।

তবু বিলিয়ার্ড খেলা কিন্তু দুজন বাদ দিয়ে দেন নি। আর সেই সময় দুজনের যেমন আচরণ করা উচিত ঠিক তেমনি করেছেন। ব্লুমের কাজ কেমন এগোচ্ছে সে খবর প্রিসও পাচ্ছেন কিছু কিছু, তা বোঝা গেছে সাংবাদিকদের প্রতি দুজনের মনোভাব থেকেই। ব্লুম তাঁর বক্তব্য দিচ্ছেন সতর্ক এবং সংক্ষিপ্ত আর অন্যদিকে প্রিস সাংবাদিকদের সঙ্গে খোশমেজাজেই গল্প করে যাচ্ছিলেন।

pathagar.net

ব্লুমের একটা সাক্ষাৎকারের জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, এবং তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন। আমার সন্দেহ ব্লুম যা খুঁজছিলেন তা পাননি। আমার একটা দিবাস্বপ্ন ছিল যে তিনি আমাকেই তাঁর চূড়ান্ত সাফল্যের খবরটা দেবেন।

যা ভেবে ছিলাম তা হয় নি। তিনি আমার সাথে দেখা করলেন নিউ ইয়র্কের অদূরে ব্লুম এন্টারপ্রাইজের অফিসে। জনবহুল এলাকার বাইরে চমৎকার এক পরিবেশে তাঁর অফিস। বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশাল জায়গা। গাছপালা রয়েসে প্রচুর। দুই শতাব্দী আগে এডিসনও ব্লুমের মতো এতটা সাফল্যের মুখ দেখেন নি।

কিন্তু ব্লুমের মেজাজ ভালো ছিল না। তিনি দশ মিনিট দেরি করে এলেন এবং সেক্রেটারীর ডেস্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখে একটুও মাথা নাড়লেন না। পরনে বোতাম খোলা ল্যাবরেটরি কোট।

চেয়ারে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত কিন্তু যতটা সময় দেব ভেবেছিলাম ততটা সময় হাতে নেই।' ব্লুম জাত অভিনেতা, সাংবাদিকদের যে চটাতে হয় না তিনি সেটা ভালো করেই জানেন। কিন্তু আমার মনে হলো, এই নীতিটা মেনে বলতে তাঁর সেই মুহূর্তে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

আমি যা অনুমান করেছিলাম তাই বললাম। 'আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, আপনার সাম্প্রতিকতম টেস্টগুলো ব্যর্থ হয়েছে।'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'সাধারণ বুদ্ধি থেকে বলেছি, মিস্টার ব্লুম।'

'না, তা নয়। ওরকম কথা বলবেন না, ইয়ং ম্যান। আমার ল্যাবরেটরিতে এবং কারখানায় কী হচ্ছে সেটা সাধারণ জ্ঞানের কাজ নয়। আপনি প্রফেসরের কথাগুলোই আমাকে বলছেন, তাই না? আমি প্রিসের কথা বলছি।'

'না, আমি— '

'অবশ্যই তার কথাই বলছেন। আপনার কাছেই তো সে বলেছিল— অ্যান্টি-গ্রাভিটি শক্তি অসম্ভব?'

'তিনি ও ধরনের বিবৃতি দেন নি।'

pathagar.net

'সে সরাসরি কোনো বিবৃতি দেয় না, কিন্তু ওর জন্য ওটাই যথেষ্ট। তবে রাবারের চাদরের মহাবিশ্ব নিয়ে সে যা বলেছেন তা আমাকে শত চেষ্টা করেও বিশ্বাস করাতে পারবেন না।'

'তার মানে আপনার কাজের অগ্রগতি হচ্ছে, মিস্টার ব্লুম?'

'আপনি জানেন তো হচ্ছে,' বাধা দিয়ে বললেন তিনি। 'জানা উচিত। গত সপ্তাহের ডেমনস্ট্রেশনে আপনি ছিলেন না?'

'হ্যাঁ, ছিলাম।'

আমার মনে হলো ব্লুম নিশ্চয়ই সমস্যায় পড়েছেন, তা না হলে ডেমসস্ট্রেশনের কথা বলতেন না। যা দেখানো হয়েছিল তাতে কাজ হয়েছিল তবে দুনিয়া কাপানোর মতো নয়। একটি চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে একটি জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ কমিয়ে ফেলা হয়েছিল।

কাজটা করা হয়েছিল খুব বুদ্ধি খাটিয়ে। মসবাউয়ার এফেক্ট ব্যালান্সের মাধ্যমে দুই মেরুর মধ্যবর্তী মাধ্যাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তীব্রতা মাপা হয়েছিল। এম-ই ব্যালান্স থেকে বেরিয়ে আসা মোনোক্রোমেটিক গামা রশ্মির তরঙ্গ ী দৈর্ঘ্য মাধ্যাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে কতটা পরিবর্তিত হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে ওই ক্ষেত্রের তীব্রতা মাপা হয়। অসম্ভব সংবেদনশীল এই পদ্ধতিটি ভালো কাজ দেখিয়েছিল সেদিন। ব্লুম যে গ্র্যাভিটি কমাতে পেরেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহের কারণ ছিল না।

গোলমাল হলো, এর আগেও এই কাজটা কয়েকজন করেছিলেন, ব্লুম নিশ্চিত ফল পাওয়ার জন্যে কয়েকটি সার্কিট কাজে লাগিয়েছিলেন। এই সার্কিটগুলোই কাজটা সহজ করে দিয়েছিল। স্বীকার করতেই হবে তাঁর পদ্ধতিটা অসাধারণ, যথাসময়ে তিনি এটার পেটেন্টও নিয়েছেন। তিনি দাবি করছেন তাঁর পদ্ধতিতে কাজ করলে অ্যান্টি-গ্রাভিটি শুধুমাত্র একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল হয়ে থাকবে না, শিল্পক্ষেত্রেও একে প্রয়োগ করা যাবে।

হয়তো। কিন্তু কাজটা তখনও অসম্পূর্ণ ছিল এবং তিনি অসম্পূর্ণ কাজ নিয়ে সচারচর হৈ-চৈ করেন না। মরিয়া হয়ে কিছু একটা প্রদর্শনের তাগিদ না থাকলে তিনি এতটা হুড়হুড়ি কারতেন না।

আমি বললাম, 'আমার মনে হচেছ, সেবার ওই প্রাথমিক

pathagar.net

ডেমনস্টেশনে আপনি ০.৮২ জি-এ নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন। ব্রাজিলে গত বসন্তে যে সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল, এটা তার তুলনায় ভালো।'

'তাই কি? হ্যাঁ, ব্রাজিল এবং এখানে শক্তি আহরণের ব্যাপারটা হিসেব করে কিলোওয়াট-ঘণ্টা পিছু মাধ্যাকর্ষণের হ্রাসের তফাতটা আমাকে বলুন। আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

'কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি কি জিরো-গ্রাভিটিতে পৌঁছুতে পারবেন? সে কারণেই প্রফেসর প্রিসের ধারণা ওটা সম্ভব নয়। সবাই জানে যে শুধু ক্ষেত্রের তীব্রতা কমানোতে কোনো কৃতিত্ব নেই।'

ব্লুমের হাতের মুঠি শক্ত করলেন। আমার মনে হলো সেদিনই একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ভুল হয়েছে এবং বিরক্তি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মহাবিশ্বের কাছে হেরে যাওয়াটা ব্লুমের কাছে ঘৃণিত ব্যাপার।

তিনি বললেন, 'তাত্ত্বিকরা আমার মেজাজ খারাপ করে দেয়।' কথাটা তিনি নিচু গলায় বললেন যেন বলতে কষ্ট হচ্ছে। মনের কথাটা বলে তাঁকে কোন ঝামেলায় পড়তে হয়। 'প্রিস কয়েকটা ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করে দুটো নোবেল পেয়েছেন। কিন্তু সেগুলো নিয়ে সে করছো কী? কিছুই না! আমি কিছু একটা করেছি এবং আমি আরো কিছু করতে যাচ্ছি। প্রিস পছন্দ করুক বা না করুক।

'আমাকেই লোকে মনে রাখবে। আমাকেই লোকে কৃতিত্ব দেয়। সে তার ওই সব খেতাব, পুরস্কার এবং পণ্ডিতদের বাহবা নিয়ে থাকুক। শুনুন, তার কোথায় লেগেছে সেটাই বলছি আপনাকে।স্রেফ সনাতনি ঈর্ষা। আমি কাজ করে পুরস্কার পাচ্ছি তার সহ্য হচ্ছে না, সে শুধু চিন্তা করেই এটা পেতে চায়।

'একবার আমি তাকে বলেছিলাম— আমরা একসঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলি জানেন তো— '

ঠিক এই মুহূর্তেই বিলিয়ার্ড নিয়ে প্রিসের মন্তব্য ব্লুমকে জানিয়ে দিলাম। পাল্টা বিবৃতিও পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। দুজনের কারোর কথাই আমি প্রকাশ করি নি নসমক্ষে। তুচ্ছ কথা ছাড়া কিছুই নয়।

'আমরা বিলিয়ার্ড খেলি,' ব্লুম বললেন। খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছেন

pathagar.net

তিনি। 'আমি আমার খেলায় জিতেছি। ব্যাপারটা বন্ধু হিসেবেই নিয়েছি। কলেজে সে কীভাবে কী করেছে তা আমি জানি না। ফিজিক্সে সে ভালো ছিল এবং অঙ্কে ওর মাথাটা ভালোই ছিল কিন্তু সে কোনো রকমে পাশ করেছিল মানবিক বিদ্যার বিষয় গুলিতে।'

'আপনি তো কোনো ডিগ্রি পান নি, তাই না, মিস্টার ব্লুম?' দুষ্টুমি করার ঝোঁকটা সামলাতে পারলাম না। আমি তাঁর প্রতিক্রিয়াটা উপভোগ করছিলাম।

'ব্যবসা করার জন্য আমাকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছিল। তিন বছরের বেশি কলেজে পড়াশোনায় আমি সবসময় গড়পড়তায় ভালোই নম্বর পেতাম। এটা নিয়ে অন্য কিছু ভাবতে যাবেন না, বুঝেছেন? ঠিক সেই সময় প্রিস পি.এইচ.ডি. পেল এবং আমি তখন বিশ লাখ নিয়ে ব্যবসা করছি।'

তিনি বলে চললেন তবে বিরক্তির ঝাঁঝ স্পষ্ট, 'যাই হোক, বিলিয়ার্ড খেলার সময় আমি একদিন তাকে বললাম, "জিম সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে না তুমি কেন নোবেল পেলে এবং আমি তখন হাতেনাতে ফল পাই। দুটো পুরস্কার নিয়ে তুমি কী করবে? একটা আমাকে দিয়ে দাও!" কিউটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে প্রিস ওর আধো আধো গলায় বলল, "তোমার তো দুই কোটি টাকা আছে, এড। আমাকে এক কোটি দাও।" দেখতেই পাচ্ছেন সে টাকা চাইছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি উনি যে সম্মান পেয়েছেন তাতে আপনি কিছু মনে করছেন না?'

কথাটা বলেই ভাবলাম, আমাকে ঘর থেকে এবার বের করে দেবেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। উল্টো হেসে উঠলেন। একটা হাত নাচালেন মুখের সামনে যেন তাঁর সামনে একটা অদৃশ্য ব্ল্যাকবোর্ডের গা থেকে তিনি কিছু একটা মুছে ফেলতে চাইছেন। বললেন, 'বাদ দিন ওসব কথা। এসব আবার লিখবেন না। শুনুন, আপনি কি কোনো স্টেটম্যান্ট চান? ঠিক আছে। আজকের গবেষণায় একটু গড়বড় হয়েছে, সেজন্যে আমার মেজাজটা চড়ে আছে। তবে শিগ্রীই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি কোথায় ভুলটা হয়েছে। না ধরতে পারলেও, আমি ধরতে পারব।

pathagar.net

'দেখুন আপনি জানাতে পারেন যে, আমি বলেছি ইনফিনিট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনটেনসিটি তীব্রতার প্রয়োজন নেই; আমরা রাবারের চাদরকে চ্যাপ্টা করব; এবং জিরো গ্রাভিটিতে পৌঁছতে পারব। আর তা যখন পারব তখন একটা ডেমনস্ট্রেশনের আয়োজন করব যা এর আগে আপনি দেখেন নি। ডেমনস্ট্রেশনটা হবে শুধুমাত্র প্রিস এবং সাংবাদিকদের জন্যে এবং আপনাকেও আমন্ত্রণ জানান হবে। সেটা খুব একটা দূরে নয়। ঠিক আছে?'

ঠিক আছে!

এরপর আমার সাথে দুজনের দু-একবার দেখা হয়েছে। একবারতো দুজনের সাথে দেখা হয়েছে বিলিয়ার্ড খেলার সময়। আগেও বলেছি, তাঁরা দুজনই ভালো খেলেন।

কিন্তু ডেমনস্ট্রেশনের আমন্ত্রণটা অত তাড়াতাড়ি আসে নি। ব্লুমের স্টেটম্যান্ট দেওয়ার ছয় সপ্তাহ কম এক বছর পর আমন্ত্রণটা এলো। এটা অবশ্য দ্রুত আশাও করা যায় না।

আমাকে চমৎকার একটি কার্ডের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ব্লুম। তাতে লেখা ছিল একটা ককটেল পার্টিরও আয়োজন আছে। ব্লুম যা করেন তা ভালোভাবেই করেন এবং তিনি চেয়েছিলেন রিপোর্টারদের খোজামেজাজে রাখতে। ত্রিমাত্রিক টিভি-রও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্লুম ছিলেন পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী। সে আত্মবিশ্বাস তাঁর আবিস্কার নিয়ে এই গ্রহের প্রত্যেকটি প্রাণী বিশ্বাস করবে।

আমি প্রফেসর প্রিসকে ফোন করলাম জানার জন্যে যে তিনি আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন কিনা। হ্যাঁ, তিনি পেয়েছেন।

'আপনি যাচ্ছেন তো, স্যার?'

কিছুক্ষণ বিরতি এবং তারপর টেলি-স্ক্রিনে দেখে বোঝা গেল তিনি এখনও মনস্থির করতে পারেন নি। 'যেখানে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত সেখানে এমন ডেমনস্ট্রেশনের দরকার নেই। এ ধরনের ব্যাপারকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না।'

আমার আশঙ্কা হলো তিনি হয়তো যাবেন না, এবং তিনি উপস্থিত

না থাকলে নাটকটা জমবে না। কিন্তু তারপর হয়তো ভাবলেন তিনি না গেলে তাঁকে দুনিয়ার মানুষ কাপুরুষ ভাববে। আগ্রহ না দেখিয়ে তিনি বললেন, 'অবশ্যই, এড ব্লুম বিজ্ঞানী নয় একদিন মানুষ সেটা বুঝবে। আমি যাব।'

'আপনার কি মনে হয় মিস্টার ব্লুম জিরো গ্র্যাভিটি তৈরি করতে পারবে?'

'উ: ... মিস্টার ব্লুম আমার কাছে তার ডিভাইসের একটা নকশা পাঠিয়েছে এবং...আমি নিশ্চিত নই। হয়তো সে পারবে, যদি...উ:...সে তো বলেছে পারবে। অবশ্য'— তিনি একটু থামলেন বেশ কিছুক্ষণের জন্য— 'আমার দেখার ইচ্ছে সে কি করে।'

দেখার আগ্রহ আছে আমার, এবং আমার মতো অনেকের।

ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ছিল না। পাহাড়ের চূড়ায়— ব্লুম এন্টারপ্রাইজের প্রধান ভবনের একটি ফ্লোর পরিষ্কার করে রাখা হয়েছিল। পানীয় এবং খাদ্যের অঢেল ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সঙ্গীতের মৃদু মূর্ছনা ভেসে আসছিল। চমৎকার করে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল। চমৎকার পোশাক পরে এডওয়ার্ড ব্লুম সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। কয়েকজন পরিচারক পানীয় ভরা গ্লাস নিয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক। সব কিছু যেন সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে।

জেমস প্রিসের আসতে দেরি হলো এবং আমি দেখলাম ব্লুম ভিড়ের ভেতর কাকে যেন খুঁজছেন। সেই বিশেষ জনটি যে কে সেটা সকলেই জানেন। তারপর প্রিস এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন একরাশ বিবর্ণতা। আজ তাঁর মাত্রাটা যেন একটু বেশি। ঝলমলে ঘরটা (এছাড়া আর কোনভাবে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়— কিংবা আমার পেটে দুই গ্লাস মার্টিনি পড়াতে এমন হতে পারে) কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

তাঁকে দেখে ব্লুমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। ছোট খাটো মানুষটার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন বারের দিকে।

'জিম! তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। কী ভাবে বলো? তুমি না

pathagar.net

এলে আজকের অনুষ্ঠান বাতিল করে দিতাম। তোমাকে ছাড়া এই অনুষ্ঠান হয় কি করে, তুমিই তো অনুষ্ঠানের স্টার।' তিনি প্রিসের হাত ঝাঁকাতে লাগলেন। 'এটা তোমার থিয়োরি, তুমি তো জানো। তোমাদের মতো অসাধারণ কয়েকজনকে বাদ দিয়ে আমরা এক পাও এগুতে পারি না। তোমরা কয়েকজনই তো আমাদের পথ দেখাচ্ছ।'

ব্লুম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তোষামোদ করে যাচ্ছেন, কারণ তিনি এ সুযোগ পাবেন না। তিনি প্রিসকে জব্দ করার জন্যেই তোষামোদ করে যাচ্ছেন।

প্রিস পানীয় নিলেন না। তারপরেও ব্লুম তাঁর হাতে একটা গ্লাস জোর করে ধরিয়ে দিয়ে গলা ছেড়ে বলে উঠলেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আসুন আইনস্টাইনের পর সবচেয়ে প্রতিভাবান, দুবার নোবেল বিজয়ী, টু-ফিল্ড থিয়োরির জনক এবং এই ডেমনস্ট্রেশনের উৎসাহদাতা— যদিও তাঁর ধারণা ওটা কাজ করবে না এবং সে কথা জনসমক্ষে প্রচার করেছেন, সেই প্রফেসর প্রিসের স্বাস্থ্য পান করি।'

একটা মৃদু হাসির শব্দ উঠে মিলিয়ে গেল এবং প্রিস দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা গম্ভীর করে রাখলেন।

'কিন্তু আজ প্রফেসর প্রিস আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন,' ব্লুম বললেন, 'এবং আমাদের পানীয় পান শেষ হয়েছে, চলুন গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার সাথে সাথে আসুন।'

যে ঘরে পার্টি হলো, ডেমনস্ট্রেশন রুমটা তার চেয়ে বড়। এবার দালানের একেবারে ওপর তলায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। বিভিন্ন আকারের চুম্বক রাখা আছে,— কোনোটা বড় কোনোটা ছোট— কিন্তু বলতে কী সেই এম.ই.ব্যালান্সও দেখা গেল।

তবে একটা নতুন ব্যাপার দেখা গেল, আর সেটা দেখে সবাই চমকে উঠলাম। ঘরের ভেতর সেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওটা একটা বিলিয়ার্ড টেবিল, আর সেটা ছিল চুম্বকের এক মেরুতে। তার নিচে আরেকটি মেরু। টেবিলের ঠিক মাঝখানে গোলাকার

একটি গর্ত। গর্তের ব্যাস প্রায় এক ফুট। বোঝা গেল জিরো-গ্রাভিটি যদি তৈরি করতে হয় তাহলে সেটা হবে বিলিয়ার্ড টেবিলের ঠিক মাঝখানের গর্ত দিয়ে।

পুরো ডেমনস্ট্রেশনটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন প্রিসকে হারিয়ে ব্লুমের বিজয় বুঝিয়ে দেয়। এটা তাঁদের বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় একটা সংসস্করণ এবং সেই খেলায় জয়ী হতে চলেছেন ব্লুম।

অন্য সব সাংবাদিকরা ব্যাপারটা ওভাবে নিয়েছিল কিনা জানিনা, তবে প্রিস ব্যাপারটা ওভাবেই নিয়েছিলেন। আমি প্রিসের দিকে তাকালাম, দেখলাম তাঁর হাতে জোর করে যে পানীয়ের গ্লাস ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা তখনও তাঁর হাতেই ধরা আছে। আমি জানি এ ধরনের কোনো পানীয়তে তাঁর কোনো রুচি নেই, কিন্তু তিনি ঠোঁটের কাছে গ্লাসটা তুলে ধরলেন এবং দুই ঢোকে শেষ করে দিলেন। তিনি বিলিয়ার্ড টেবিলটার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তাঁর মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল পুরো ব্যাপারটা তিনি এমনভাবে নিচ্ছেন, যেন তাঁর নাক ঘষে দেওয়া হচ্ছে, এটা বোঝার জন্য আমার কোনো ই.এম.পি ক্ষমতার প্রয়োজন নেই।

টেবিলের তিন দিকে কুড়িটা আসল এবং চতুর্থ দিকটায় কোনো আসন রাখা হয়নি। প্রিসকে এমন একটা আসন দেওয়া হলো যেখান থেকে পুরো ব্যাপারটা ভালোভাবে দেখা যায়। প্রিস চকিতে একবার ত্রিমাত্রিক ক্যামেরাগুলোর দিকে তাকিয়ে নিলেন। ক্যামেরাগুলো ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমার মনে হলো, তিনি বোধ হয় কেটে পরার চিন্তা করছেন কিন্তু সারা বিশ্ব যেখানে তাকিয়ে আছে তখন কেটে পরাটা ঠিক হবে না বলেই সিদ্ধান্ত নিলেন।

স্বভাবতঃই ডেমনস্ট্রেশনটা ছিল খুবই সাদামাটা; এর কর্মটাই ছিল আসল। শক্তি ব্যয়ের পরিমাপের ডায়ালগুলো সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। এম.ই. ব্যলান্সের রিডিং-এর খুটিনাটি বিবরণ এমন অবস্থায় রূপান্তরিত করা হচ্ছিল, যাতে সেটা সবার চোখে পড়ে। সবকিছু আয়োজন করা হয়েছিল সহজ ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার কথা ভেবেই।

ব্লুম সহজ ভঙ্গিতে প্রতিটি পর্যায়ের বর্ণনা দিয়ে গেলেন। মাঝে

pathagar.net

মধ্যে থেমে প্রিসের দিকে তাকাচ্ছিলেন যাতে তাঁর অনুমোদন পাওয়া যায়। সব সময়ই যে তিনি প্রিসের অনুমোদনের জন্য থামছিলেন তা নয়, কিন্তু এমন এক একটা জায়গায় থামছিলেন তাতে প্রিস খোঁচা খান। আমি যেখানে বসে ছিলাম, সেখান থেকে টেবিলের ওপারে প্রিসকে দেখা যাচ্ছিল।

তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল রীতিমত নরকযন্ত্রণায় ভুগছেন তিনি।

আমরা যা জানতাম, ব্লুম সফল হলেন। এম.ই.ব্যালান্সে দেখলাম ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ফীল্ড বাড়াতে মাধ্যাকর্ষণের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে গেল। ০.৫২ জি দাগে নীচে নেমে গেল তখন একটা হর্ষধ্বনি উঠল। একটা লাল রেখা নির্দেশ করল ডায়ালে।

'০.৫২ জি সম্পর্কে আপনারা জানে,' ব্লুম আত্মবিশ্বাসী গলায় বললেন, 'এর আগে মাধ্যাকর্ষণ তীব্রতা ০.৫২ জি পর্যন্ত নামানো গিয়েছিল। আমরা এখন তারও নিচে নামিয়ে এনেছি। আগে যে বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে তা নামাতে তার চেয়েও দশ শতাংশ কম খরচ হয়েছে। এবং আমরা আরো নিচে নামতে পারব।'

ব্লুম— আমার মনে হলো কৌতূহল সৃষ্টির জন্যে শেষের দিকে হ্রাসের হারটা ইচ্ছে করে মন্থর করে দিলেন। ত্রিমাত্রিক ক্যামেরাগুলোর চোখ বিলিয়ার্ড টেবিল এবং এম.ই.ব্যালান্সের ডায়ালের ওপর ঘুরছিল।

হঠাৎ করে ব্লুম বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আপনাদের চেয়ারের পাশে পাউচে রাখা কালো গগলস দেখতে পাবেন। দয়া করে চশমা পরে নিন সবাই এখন। জিরো-গ্র্যাডিটি ফীল্ড শিগ্গীই তৈরি হবে এবং সেখান থেকে ল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বিকিরিত হবে।'

তিনি নিজেও একটা কালো গগলস পরে নিলন, এবং তাঁর দেখাদেখি সকলেই কালো গগলস চোখে লাগালেন।

যে মুহূর্তে ডায়ালে দেখা গেল গ্র্যাভিটি জিরোতে নেমে এলো, সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো কেউই দম ফেলতে পারেন নি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিলিয়ার্ড টেবিলের গর্ত দিয়ে এক ঝলক আলো এক মেরু থেকে আরেক মেরুতে ছিটকে গেল।

তা দেখে কুড়িজনই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কে একজন বলে উঠলেন,

'মিস্টার ব্লুম, ওই আলো বের হবার কারণটা কি?'

'জিরো-গ্র্যাভিটি ফীল্ডের ওটাই বৈশিষ্ট্য,' শান্ত গলায় বললেন ব্লুম। ওটা কোনো উত্তর হলো না।

রিপোর্টাররা আসন ছেড়ে উঠে টেবিলের ধারে গিয়ে ভিড় করেছেন। ব্লুম তাদের হাত নেড়ে বললেন, 'প্লীজ, আপনারা সরে দাঁড়ান।'

একমাত্র প্রিস তাঁর আসন ছেড়ে নড়েন নি। মনে হলো গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন তিনি। আমার মনে হলো এরপর যা কিছু ঘটল তার ব্যাখ্যা ওই কালো গগলস-এর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। আমি তাঁর চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। তারমানে, ওই কালো গগলস-এর আড়ালে কী ঘটছে তা অনুমান করা আমার কিংবা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য গগলস না থাকলে যে বুঝতে পারতাম তাও বলা যায় না। কিন্তু কে এটা সঠিক বলবে?

ব্লুম গলা চড়িয়ে বললেন, 'প্লীজ! ডেমনস্ট্রেশন এখনও শেষ হয় নি। এর আগে আমি যা করেছি তারই পুনরাবৃত্তি হলো মাত্র। এখন আমি জিরো-গ্র্যাভিটি ফীল্ড তৈরি করেছি এবং সেটা যে বাস্তবে করা সম্ভব সেটা দেখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি ডেমনস্ট্রেশন করতে চাই, যা এর আগে কখনও দেখি নি, এমনকি আমি নিজেও দেখি নি। আমি এই পরীক্ষাটা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা করি নি। কারণ আমার ধারণা প্রফেসর প্রিসের এই সম্মানটা প্রাপ্য— '

প্রিস ঝট্ করে চোখ তুলে তাকালেন। 'কী— কী— '

'প্রফেসর প্রিস,' মুখে একগাল হাসি নিয়ে বললেন, 'আমি চাই জিরো-গ্রাভিটি ফীল্ডের সঙ্গে একটা কঠিন বস্তুর সম্পর্ক নিয়ে প্রথম পরীক্ষাটা তুমিই করো। লক্ষ্য করে দেখ, বিলিয়ার্ড টেবিলের মাঝখানে ওই ফীল্ডটা তৈরি করা আছে। সারা বিশ্ব জানে বিলিয়ার্ডে তোমার দক্ষতার কথা। থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স-এ তোমার বিস্ময়কর প্রতিভার পরেই বিলিয়ার্ডে তোমার দক্ষতার স্থান। তুমি কি একটা বিলিয়ার্ড বল জিরো-গ্রাভিটি আয়তন পাঠাবে না?'

বেশ আগ্রহের সাথে ব্লুম একটা বল এবং কিউ প্রফেসরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। প্রিসের চোখ কালো গগলস-এ ঢাকা, তিনি ওই দুটোর

pathagar.net

দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে অনিশ্চিত ভঙ্গীতে ওই দুটো নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমি তাঁর চোখের ভাষা বুঝতে পারছিলাম না। বিলিয়ার্ড খেলা নিয়ে প্রিসের মন্তব্যে ব্লুম রেগে গিয়ে এই খেলার আয়োজন করলেন কিনা, তাও বুঝতে পারলাম না। প্রিসের মন্তব্য আমিই ব্লুমের কাছে জানিয়েছিলাম। তাহলে কি এরপর যা ঘটল তার জন্য আমি দায়ী?

'আসুন প্রফেসর,' ব্লুম বললেন, 'আমি বরং আপনার আসনে গিয়ে বসছি। প্রদর্শনী এখন আপনার হাতে। গো অ্যাহেড!'

ব্লুম চেয়ারে বসার পরও কথা বলে যাচ্ছেন। প্রতিমুহূর্ত তার গলা আরো যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। 'প্রফেসর প্রিস বলটাকে জিরো-গ্রাভিটি আয়তনে পাঠানো মাত্রই পৃথিবীর গ্রাভিটেশনাল ফীল্ডে কোনো প্রভাব পড়বে না। ওটা হয়ে পড়বে একেবারে নিশ্চল। কিন্তু পৃথিবী তার নিজের কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। এই অক্ষাংশে এবং দিনের সময়ে আমি হিসেব করে বের করেছি পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে নেমে যাবে। আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকব, এবং বল থাকবে নিশ্চল। আমাদের মনে হবে বলটা ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে চলে এসেছে। লক্ষ করুন।'

টেবিলের সামনে দাঁড়ান প্রিসকে দেখে মনে হলো তাঁর সারা শরীর প্যারালাইন হয়ে গেছে। এটা কি বিস্ময়ে? চমকে? আমি জানি না। কখনও জানতে পারব না। ব্লুমের সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাঝে তিনি কি একটু নড়ে উঠেছিলেন, অথবা তার প্রতিপক্ষ জোর করে তাঁকে এই অপমানকর ভূমিকা নিতে বাধ্য করেছে তাতে তিনি ক্ষুব্ধ এবং অনিচ্ছুক?

যাই হোক প্রিস বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে গেলেন। প্রথমে টেবিলের দিকে পরে ব্লুমের দিকে তাকালেন। প্রতিটি রিপোর্টটার ভালো করে দেখার জন্যে টেবিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন। একমাত্র ব্লুম চেয়ারে বসে ছিলেন এবং হাসছিলেন একা একা। তিনি অবশ্য টেবিল অথবা বল কিংবা জিরো-গ্রাভিটির দিকে তাকাচ্ছিলেন না। গগলসের ভেতর দিয়ে যতদূর মনে হয় প্রিসকেই লক্ষ করছিলেন তিনি।

হয়তো তিনি ভাবছেন, এছাড়া তাঁর কোনো উপায় নেই। কিংবা

pathagar.net

হয়তো—

কিউ-র নিশ্চিত স্ট্রোকে তিনি বলটাতে গতি আনলেন। বলটা দ্রুত গতিতে গেল না। প্রতিটি চোখ বলটাকে অনুসরণ করছে। বলটা টেবিলের প্রান্তে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। গতি আরো কমে গেল এখন। প্রিন্স নিজেই যেন কৌতুহল বাড়িয়ে দিয়ে ব্লুমের বিজয়কে আরো নাটকীয় করে তুলছেন।

আমি সবকিছু নিখুঁতভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম কারণ প্রিন্সের ঠিক উল্টো দিকে টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, বলটা জিরো-গ্রাভিটি ফীল্ডের ঝিলিক দেওয়া অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার ওদিকে বসে থাকা ব্লুমের কিছুটা অংশ দেখতে পেলাম যা আলোর ঝিলিকে হারিয়ে গেল।

বলটা জিরো-গ্রাভিটি অঞ্চলের দিকে এগিয়ে গেল। মনে হলো তার প্রান্ত ঘেঁষে একমুহূর্তের জন্য থেমে গেল। তারপরই এক ঝলক আলোর ঝলকানি দিয়ে আর বাজ পড়ার মতো শব্দ ও পোড়া কাপড়ের গন্ধ সৃষ্টি করে বলটা হারিয়ে গেল।

আমরা সবাই চিৎকার করে উঠলাম।

পরে আমি টেলিভিশনে সেই দৃশ্য দেখেছিলাম— সারা বিশ্বও দেখেছে। তুমুল উত্তেজনাকর পনেরো সেকেণ্ডের সেই মুহূর্তে নিজের ছবিও দেখেছি, তবে নিজের চেহারাটা চিনতে পারি নি।

পনেরো সেকেণ্ড!

এবং তারপরই আমরা ব্লুমকে আবিষ্কার করলাম। তিনি তখনও হাত গুটিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। কিন্তু তাঁর বাহু, বুক ও পিঠে বিলিয়ার্ড বলের আকারে একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। পরে ময়না তদন্ত করে জানা গেছে তাঁর হৃৎপিণ্ডের বড় একটা অংশ উড়ে গেছে।

তাঁরা ডিভাইসটি বন্ধ করে দিলেন। পুলিশ ডাকা হলো। প্রিন্সকে ধরাধরি করে আনা হলো, তখন তিনি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছেন। সত্যি বলছি আমার অবসস্থাও ভালো ছিল না। উপস্থিত রিপোর্টারদের মধ্যে কেউ যদি বলেন যে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় পুরো দৃশ্যটা দেখেছেন তাহলে তিনি একজন ডাহা মিথ্যাবাদী।

pathagar.net

কয়েকমাস আগে প্রিসের সাথে আমার দেখা করতে হয়েছিল। ওজন কমেছে তাঁর তবে ভালোই দেখাচ্ছিল তাঁকে। গালে রঙ লেগেছে এবং তাঁকে আত্মপ্রত্যয়ী মনে হচ্ছিল। ভালো কাপড় পরেছেন তিনি, এর আগে তাঁকে এমন পোষাক পরতে দেখা যায় নি।

তিনি বললেন, 'সেদিন কি ঘটেছিল এখন আমি তা জানি। চিন্তা করার সময় পেলে সেদিনও এটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমার মাথাটা খোলে দেরিতে। আর বেচারা ব্লুম একটা কিছু দেখানোর উৎসাহের জোয়ারে আমাকেও অভিভূত করে ফেলেছিল। আমার অজান্তে যে ভুলটা হয়েছিল সেটা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করছি।'

'কিন্তু আপনি তো আর ব্লুমকে ফিরিয়ে আনতে পারছেন না,' শান্ত গলায় আমি বললাম।

'না, আমি তা পারব না,' তিনি বললেন শান্ত গলায়। 'কিন্তু "ব্লুম এন্টারপ্রাইজ-র কথাও তো ভাবতে হবে। সারা বিশ্বের সামনে সেদিনের ডেমনস্ট্রেশনে যা ঘটল তা হলো জিরো-গ্রাভিটির সবচাইতে খারাপ বিজ্ঞাপন। আর তাই সমস্ত ঘটনাটা পরিষ্কার হওয়া জরুরী। সেজন্যেই আপনাকে ডেকেছি।'

'জ্বী?'

'আমি যদি তাড়াতাড়ি ভাবতে পারতাম তাহলে তখনই বুঝতে পারতাম, বিলিয়ার্ড বলটা জিরো-গ্রাভিটি ফীল্ডে আস্তে আস্তে উঠবে বলে ব্লুম যে মন্তব্য করেছে তার কোনো ভিত্তি নেই। এটা হতেই পারে না। থিয়োরির ব্যাপারে ব্লুম যদি ঘৃণা না করত, থিয়োরি না জানা নিয়ে গর্বিত না হতো, তাহলে সে নিজেই ব্যাপারটা ধরতে পারত।

'শত হলেও পৃথিবীর গতিই তো আর একমাত্র গতি নয়। সূর্য বিশাল কক্ষপথ নিয়ে মিল্কিওয়ে গ্যালক্সির কেন্দ্রে ঘুরছে। গ্যালক্সিও ঘুরছে, যদিও তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। বিলিয়ার্ড বলকে যদি জিরো-গ্রাভিটি করা যায় তাহলে আপনি হয়তো ধরে নেবেন ওটার ওপর গতির কোনো প্রভাব পড়ছে না। তাই ওটা হঠাৎ থেমে যাবে— কিন্তু থেমে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই।'

প্রিস ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। 'আমার ধারণা এড একটা জায়গায়

ভুল করেছিল, সে এমন এক জিরো-গ্রাভিটির কথা ভেবেছিল যা স্পেসশীপ পতনের সময় দেখা যায়, মানুষ তখন বাতাসে ভাসে। সে আশা করেছিল বলটা শূন্যে ভাসবে। সে যা হোক, স্পেসশীপে জিরো-গ্রাভিটি হওয়ার জন্যেই মাধ্যাকর্ষণহীনতা ঘটছে না। ঘটছে দুটো জিনিস থেকে, একটি স্পেসশীল অন্যটি তার ভেতরের মানুষ, পড়ছে একই হারে এবং ঠিক একই হারে তাদের ওপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পড়ছে। সুতরাং এরা পরস্পরের ক্ষেত্রে নিশ্চল অবস্থায় আছে।

'এড যে জিরো-গ্র্যাভিটি ফীল্ড তৈরি করেছিল, সেটা সেই রাবারের চাদরের মহাবিশ্বকে টানটান করার ব্যাপার। এর মানে কোনো ভর থাকবে না। সবকিছু ওই ফীল্ডে প্রত্যেকটি বস্তু, এমনকি বাতাসে আটকে যাওয়া অণু এবং আমি যে বিলিয়ার্ড বল গর্তে পাঠিয়েছিলাম সেটা যতক্ষণ ওখানে ছিল ততক্ষণ ভরশূন্য ছিল। পুরোপুরি ভরশূন্য বস্তু এক দিকে চলে।'

তিনি থামলেন, প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'সেই গতিটা কী হবে?'

'আলোর গতি। ভরশূন্য যে কোনো বস্তুকে যেমন নিউট্রিন অথবা ফোটন আলোর গতিতে ছুটতে থাকবে; যতক্ষণ ওটার শক্তি থাকবে ততক্ষণ ছুটবে। আসলে আলো যে ওই গতিতে ছোটে, তার কারণ হলো আলো ফোটন দিয়ে তৈরি। বিলিয়ার্ড বল যেইমাত্র জিরো-গ্রাভিটি ফীল্ডে প্রবেশ করল এবং তার ভর হারিয়ে ফেলল। আর ঠিক তখনই আলোর গতি পেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।'

আমি মাথা নাড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু জিরো-গ্রাভিটি অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওটা আগের ভর ফিরে পাবে না?'

'অবশ্যই ফিরে পাবে, এবং তখনই গ্রাভিটেশনাল ফীল্ডের প্রভাব তার ওপর পড়তে থাকে। বাতাস ও বিলিয়ার্ড টেবিলের ঘর্ষণে তার গতি কমে আসতে থাকে। কিন্তু যে বিলিয়ার্ড বল আলোর গতিতে ছুটে যাচ্ছে তার গতি কমানোর জন্য কী পরিমাণ ঘর্ষণের প্রয়োজন তা একবার ভেবে দেখুন। একশো মাইল ঘন আমাদের আবহাওয়ার এই বলটা এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতরেই হারিয়ে যায়।

pathagar.net

সেটা পার হতে গিয়ে সেকেন্ডে কয়েক মাইলের বেশি গতি তার কমেনি আমার ধারণা। ১৮৬,২৮২ মাইলের ভেতর মাত্র কয়েক মাইল। যাবার পথে বলটা বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর পুড়িয়ে টেবিলের কোনাটা নিখুঁতভাবে ভেঙ্গে ব্লুমের বুক এবং জানালা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় যে সব জিনিসের সাথে তার স্পর্শ লেগেছে, সবকিছু ছিন্নভিন্ন এবং টুকরো টুকরো করে গেছে।

'আমাদের সৌভাগ্য এই যে জনবিরল এলাকার এক বহুতল বাড়ির ওপর তলায় ছিলাম। আমরা যদি শহরের ভেতর থাকতাম তাহলে বলটা কয়েকটা বাড়ি ভেতর দিয়ে যেত এবং তাতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল, এখন বিলিয়ার্ড বলটি মহাকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে। অনন্তকাল এইভাবেই ছুটতে থাকবে। গতি প্রায় আলোর গতির মতো। ওটাকে থামাতে পারে বড় কোনো বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেলে। ধাক্কা খেয়ে থামলেও সেই বস্তুর গায়ে বিশাল এক গর্তের সৃষ্টি করবে।'

তাঁর কথাটা আমার ঠিক মনে ধরল না। 'এটা কীভাবে সম্ভব? জিরো-গ্রাভিটি অঞ্চলে বিলিয়ার্ড বলটি ঢুকেছিল, কিন্তু তখন সেটা ছিল একেবারে নিশ্চল। আমি সেটা দেখেছি। আর আপনি বলছেন, বিলিয়ার্ড বলটা অবিশ্বাস্য একটা শক্তি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এই শক্তিটা এলো কোথা থেকে?'

প্রিস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ওটা কোথাও থেকে আসে নি। সাধারণ রিলেটিভিটি যেখানে কাজ করছে সেখানে শক্তি সংরক্ষণের নিয়মটা কাজ করে; অর্থাৎ গর্তে ভরা রাবারের চাদর মহাবিশ্বে। গর্তটা যেখানে টানটান করে দেওয়া হয়, সেখানে সাধারণ রিলেটিভিটি কাজ করে না। এবং শক্তি অবাধে সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংসও হয়। জিরো-গ্রাভিটি অঞ্চলে সিলিন্ডারের মতো আলোর বিচ্ছুরণের কারণও এটা। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে এই বিচ্ছুরণের কোনো ব্যাখ্যা কিন্তু ব্লুম দেয় নি। আমার আশঙ্কা, সে দিতে পারত না। তার আরো পরীক্ষা করা উচিত ছিল; ডেমনস্ট্রেশনটা সে যদি বোকার মতো দেখাতে না যেত— '

'বিচ্ছুরণের কারণটা কি, স্যার?'

'জিরো-গ্রাভিটি অঞ্চলে যে বাতাস থাকে তার অণুগুলোর এর কারণ।

pathagar.net

প্রতিটি অণু আলোর গতি পেয়ে ছিড়েফুড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ওগুলো শুধু অণু, বিলিয়ার্ড বল নয়। তাই ওগুলো থেমে যায় কিন্তু গতির শক্তিটা রূপান্তরিত হয় শক্তির বিচ্ছুরণে। এটা চলতে থাকে, কারণ নতুন নতুন অণু সবসময়ই ঢুকছে আলোর গতি পেয়ে এবং ভেঙ্গে চুড়ে বেরিয়ে আসছে।'

'তাহলে শক্তি ক্রমাগত তৈরি করা হচ্ছে?'

'ঠিক তাই। আর এটা মানুষকে পরিষ্কারভাবে জানানো দরকার। স্পেসশীপ কিংবা যান্ত্রিক চলাচলের ব্যাপারটাকে বৈপ্লবিক করে তোলার জন্যে অ্যান্টি-গ্রাভিটিই প্রাথমিক কোনো ডিভাইস নয়। বরং অবাধ শক্তি সরবরাহের একটা উৎস। এই কারণে উৎপন্ন শক্তির অংশ বিশেষকে ফীল্ডের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে লাগানো যায়, যা মহাবিশ্বের এই অংশকে চ্যাপ্টা করে রাখে। এড ব্লুম না জেনে যা আবিষ্কার করেছিল, তা অ্যান্টি-গ্রাভিটি নয় তবে সে আবিষ্কার করেছিল প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী গতি-মেশিন, যা শক্তি উৎপন্ন করে কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই।'

আমি ধীরে ধীরে বললাম, 'সেদিন আমরা যে কেউ বিলিয়ার্ড বলের আঘাতে নিহত হতে পারতাম, তাই না প্রফেসর? একটা যে কোনো দিকে ছুটে যেতে পারত?'

প্রিস বলল, 'ঠিক তাই, ভরশূন্য ফোটন যে কোনো উৎস থেকে আলোর গতিতে সবদিকে ছুটে বেরিয়ে আসে। সে কারণেই একটা মোমবাতি সবদিক আলো দেয়। ভরহীন বাতাসের অণু অ্যান্টি-গ্রাভিটি ফীল্ডের ভেতর থেকে সব দিকে বেরিয়ে আসে। তাই পুরো সিলিন্ডারটা বিকিরিত হয়। কিন্তু বিলিয়ার্ড বল তো মাত্র একটা বস্তু। ওটা যে কোনো দিকে ছুটে আসতে পারে, কিন্তু সেটা অসংখ্য দিকে যেকোনো একটা দিক বেছে নিতে হবে। এবং দেখা গেল বেছে নেওয়া দিকটাতেই এড ছিল।'

এই হলো ঘটনা। পরিণতি সবারই জানা। মানুষ পেল মুক্ত শক্তি সে কারণেই আমরা আজকের বিশ্ব পেয়েছি। প্রফেসর প্রিসকে দেওয়া হয়েছে ব্লুম এন্টারপ্রাইজের ডেভলপমেন্টের দায়িত্ব। এডওয়ার্ড ব্লুমের মতোই তিনি ধনী ও বিখ্যাত হয়ে উঠেন অল্প দিনেই। তার ওপর তাঁর

pathagar.net

রয়েছে দুটো নোবেল পুরস্কার।

একমাত্র...

আমি ভাবছিলাম। আলোর উৎস থেকে ফোটন চারিদিকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল কারণ তারা সেই মুহূর্তের সৃষ্টি। তাই তাদের একটা দিক ছাড়া একাধিক দিকে ছুটে যাবার কোনো কারণ নেই। বাতাসে অণু জিরো-গ্রাভিটি ফীল্ড থেকে সব দিকে বেরিয়ে আসে, কারণ তারা ওই ফীল্ডের সব দিক দিয়ে ঢোকে।

কিন্তু বিশেষ একটি দিক দিয়ে জিরো-গ্রাভিটি ফিল্ডে বিলিয়ার্ড বল ঢুকছে তার বেলায়? ওটা কি বিশেষ পথটি দিয়ে বেরিয়ে আসে, না কি অন্য কোনো পথে?

আমি উত্তরটা জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিকরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেন নি। এবং আমিও খুঁজে পাই নি জিরো-গ্রাভিটি ফীল্ড নিয়ে একমাত্র ব্লুম এন্টারপ্রাইজই গবেষণা করেছে। তবে এই অর্গানাইজেশনের একজন আমাকে বলেছেন, অনিশ্চয়তা নীতি অনুযায়ী যে কোনো দিক দিয়ে ঢোকা কোনো বস্তু যে কোনো দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা সেটা পরীক্ষা করে দেখেন নি কেন?

তাহলে কি...

তাহলে কি প্রিসের মাথা প্রথমবারের মতো দ্রুত কাজ করেছিল? এটা কি সম্ভব যে ব্লুম তাঁকে দিয়ে যা করতে চাইছিলেন তার চাপে পড়ে প্রিসের সামনে পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায়? তিনি হয়তো জিরো-গ্রাভিটি অঞ্চলের রেডিয়েশনটা ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন। বিচ্ছুরণের কারণটা তিনি চট করে বুঝে ফেলেছিলেন যে কোনো বস্তু ওই অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করলে সেটা আলোক গতি লাভ করে।

তাহলে তিনি কেন কিছুই বললেন না?

একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিলিয়ার্ড টেবিলে প্রিস আকস্মিক কিছু করেন নি। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং বিলিয়ার্ড বলটাকে দিয়ে তিনি যা করাতে চেয়েছিলেন তিনি তাইই পেয়েছেন। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে দেখেছি। আমি দেখেছি, একবার তিনি ব্লুমের দিকে তারপর টেবিলের দিকে তাকালেন যেন কৌণিক অবস্থানগুলো বিচার করে

pathagar.net

দেখছিলেন।

দেখলাম তিনি বলটাকে আঘাত করলেন। দেখেছি বলটা টেবিলের একপ্রান্তে বাউন্স খেয়ে জিরো-গ্রাভিটি অঞ্চলের দিকে গড়িয়ে গেল, এগিয়ে গেল বিশেষ একটা দিকের দিকে।

প্রিস যখন বলটাকে জিরো-গ্রাভিটি অঞ্চলের দিকে পাঠালেন— ত্রিমাত্রিক ছবি আমার এ কথার সাক্ষ্য দেবে— তখনই সেটা ব্লুমের হৃৎপিণ্ড বরাবর তাক করা ছিল।

দুর্ঘটনা? কাকতালিয়?

...খুন?

রূপান্তর: হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

ড্রিমিং ইজ আ প্রাইভেট থিং

বিশ্ববিখ্যাত ড্রীমস্ ইনকর্পোরেশনের মালিক জেসি উইল চোখ তুলে তাকাল। বুড়ো মানুষ, ক্ষীণ স্বাস্থ্য। চোখা নাক, চোখ কোটরে বসা। চুল সব ধপধপে সাদা। 'ছেলেটা এসেছে, জো?' বলল সে।

'হ্যাঁ। ওর মা-বাপও এসেছে,' বলল জো ডুলি। খাটো, মোটা মানুষ সে। ঠোঁটে চুরুট ঝুলছে।

'ছেলেটার ব্যাপারে তুমি শিওর?'

'একদম শিওর। স্কুল গ্রাউন্ডে বাস্কেটবল খেলছিল ও। ওর খেলার ধরন দেখেই বুঝেছি একদিন স্টার প্লেয়ার হবে।'

'কথা বলেছিলে ওর সাথে?' প্রশ্ন করল উইল।

'অবশ্যই! তুমি তো আমাকে চেনোই। ওকে বললাম, আমি আফ্রিকা থেকে এসেছি। ওর...'

'আচ্ছা, বেশ,' হাত তুলে বাধা দিল উইল। 'তুমি যখন বলছ ছেলেটা ড্রীমার, তখন ও ড্রীমার না হয়েই যায় না। যাও, নিয়ে এসো ওদের।'

মা-বাবার সাথে ভেতরে ঢুকল ছেলেটা। বয়স দশ, কিন্তু সেই তুলনায় বাড়েনি। উঠে দাঁড়িয়ে ওর বাবা-মার সাথে হ্যান্ডশেক করল জেমিউইল। তাদেরকে বসতে বলে ছেলেটার দিকে ফিরে হাসল। 'তুমি টমি স্লাটস্কি?'

নীরবে মাথা দোলাল টমি।

'তুমি ভাল ছেলে?'

মা আদর করে ছেলের মাথায় হাত বোলাল। 'আমাদের টমি খুব ভাল ছেলে।'

'টমি, যারা স্বপ্নদর্শী, তাদের ভাল লাগে তোমার?'

pathagar.net

'মাঝেমধ্যে। সব সময় না।'

'কেন?'

'কিছু কিছু মনে হয় স্থূল।'

'তুমি কি মনে করো ওদের চেয়ে ভাল স্বপ্ন দেখতে পারো তুমি?'

হাসি ফুটল ছেলেটার মুখে।

'আমার জন্যে একটা স্বপ্ন তৈরি করতে পারো?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করল উইল।

'না,' তৎক্ষণাৎ জবাব এল।

'কেন? কাজটা তো খুব সহজ।'

ডুলি একটা পর্দা সরিয়ে দিল, গড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে এল একটা ড্রীম রেকর্ডার। 'ওটা কি, জানো?'

চোখ কুঁচকে মাথা নাড়ল টমি। 'না।'

'জিনিসটার নাম থিঙ্কার। ওটা মাথায় পরে মানুষ ভাবে।'

'তাতে কি হয়?' প্রশ্ন করল ছেলেটা।

'কিছু না,' মাথা দোলাল উইল। 'ভাল লাগে, এই আর কি! পরবে?'

'না।'

মা ঝুঁকল ছেলের দিকে। 'সে কি, টমি! পরো। ওটা পরলে ব্যথা লাগে না। নাও, পরো।'

উইল নিজে সেটা পরিয়ে দিল টমির মাথায়, কিছুক্ষণ সময় দিল ওকে জিনিসটার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে নিতে। ওটার ফাইব্রিল মৃদু ভাবে এঁটে বসে আছে টমির খুলির সাথে। মৃদু গুঞ্জন করছে জিনিসটার অল্টারনেটিং ফিল্ড ভরটিসিজ। শুধু ওর নাক আর মুখটা দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের জন্যে কিছু ভাবছ তুমি, টমি?' বলল সে।

'কি?'

'যা খুশি। স্কুল ছুটি থাকলে কি করতে ভাল লাগে তোমার?'

'স্ট্রাটোজেটে করে ঘুরে বেড়াতে।'

'অবশ্যই!' উৎসাহ জোগাল জোসে উইল। 'তাই করো।' ডুলিকে কিছু ইঙ্গিত করল, ফ্রীজারের সার্কিট চালু করে দিল সে। পাঁচ মিনিট পর টমিকে তার মায়ের সাথে অন্য রুমে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

pathagar.net

'এবার,' ওর বাসার দিকে ঝুঁকে বসল উইল, 'মি. স্লাটস্কি। এই টেস্টে আপনার ছেলে যদি ভাল ফল করে, তাহলে ওর স্কুল জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা পাঁচশো ডলার করে দিয়ে যাবো। প্রতি বছর। বিনিময়ে সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টার জন্যে ওকে এখানে আসতে হবে।'

'কোন কন্ট্রাক্টে সই করতে হবে আমাকে?' ফ্যাসফেঁসে শোনাল লোকটার কণ্ঠ।

'নিশ্চই। এটা ব্যবসা।'

'কি জানি। শুনেছি ড্রীমার নাকি খুব বিরল। পাওয়া যায় না।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু আপনার ছেলে এখনও ড্রীমার হয়ে উঠতে পারেনি। হয়তো হবেও না কোনদিন। তবু আমি বাজি ধরতে চাই। আপনাকে কোন বাজি ধরতে হবে না। প্রতিবছর পাঁচশো ডলার করে পেতে থাকবেন শুধু। যদি স্কুল শেষ হতে দেখা যায় টমি আদৌ ড্রীমার না, তাতেও সমস্যা নেই। টাকা ফেরত দিতে হবে না আপনাকে। লস হলে আমাদের হবে। আপনার হবে শুধুই লাভ। ততদিনে অন্তত ৪ হাজার ডলার পাবেন আপনি।'

'ওর জন্যে বিশেষ ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। মোস্ট ইন্টেনসিভ ট্রেনিং দেয়া হবে টমিকে।' একটা ছাপানো ফরম ও কলম এগিয়ে দিল উইল। 'এটায় সই করুন। এ জন্যে আলাদা একশো ডলার পাবেন এখনই, বাড়তি কোন শর্ত ছাড়াই। আমরা আপনার ছেলের ভাবাচ্ছন্নতা পরখ করে দেখবো। যদি দেখা যায় ওকে দিয়ে কাজ চলবে, ফোন করা হবে আপনাকে। তখন পাবেন পাঁচশো।'

পাঁচ মিনিট পর আনফ্রীজারটা নিজের মাথায় পরল উইল, ছেলেটার দিবাস্বপ্ন মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। সাধারণ ছেলেমানুষী স্বপ্ন—একটা প্লেনের কন্ট্রোলে হাঁত রেখে বসে আছে ফার্স্ট পারসন। ওটা খুলতেই ডুলিকে সামনে বসা দেখল সে।

'ওয়েল, কি মনে হলো, মি. উইল?' বলল সে।

'সম্ভাবনা আছে এর, জো। ছেলেটার ওভারটোন আছে, দশ বছরের শিশুর জন্যে এটা খুব আশার কথা। প্লেনটা মেঘের ভেতর দিয়ে যাওয়ার

সময় নরম বালিশের ছোঁয়া পেলাম আমি। কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাদরের গন্ধও পেয়েছি। মনে হচ্ছে টমিকে দিয়ে চলবে।'

ভেতরে এসে নিজের ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিল যুবক। গাল আপেলের মত লাল তার, চোখে চশমা। কার্ডটা পড়ল জেসি উইল: জন, জে. বিরনি, এজেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অভ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস।

'গুড আফটারনুন, মি. বিরনি। বলুন, কি সাহায্য করতে পারি?'

পকেট থেকে একটা ছোট, তোবড়ানো সিলিন্ডার বের করল লোকটা। জিনিসটা এক পলক দেখে মাথা নাড়ল উইল। 'আমাদের প্রোডাক্ট নয়।'

'আমিও তাই ভেবেছি,' যুবক বলল। 'এক মিনিটের জন্যে এটার অটোম্যাটিক কাটঅফ করতে চাই আমি। দেখে বলুন, এটা কাদের হতে পারে।'

ডেস্কে রাখা ফ্রীজারের আনফ্রীজ কম্পার্টমেন্টে সিলিন্ডারটা ঢোকাল উইল। বলল, 'দেখে তো ভাল জিনিস মনে হচ্ছে না। অ্যামেচারিশ জব।' আনফ্রীজার হেলমেট মাথায় দিল সে, টেম্পল কন্ট্যাক্ট অ্যাডজাস্ট করে অটো কাটঅফ সেট করল। একটু পরই ফ্রীজার খুলে ফেলল সে, চেহারা রাগ। 'পর্নোগ্রাফিক ড্রীমিস। জঘন্য! আমাকে কি করতে বলেন?'

'এটা কাদের তৈরি বলতে পারেন?'

'কোন নামকরা স্বপ্ন পরিবেশক নয় নিশ্চই!' উইল বলল। 'খুব বাজে। ওভারটোনের বালাই নেই।'

'ওভারটোন কি?'

'ওভারটোনই হচ্ছে আসল জিনিস,' উইল বলল। 'ওভারটোন না থাকলে এসব হয় ফ্ল্যাট, স্বাদহীন। একজন অভিজ্ঞ ড্রীমি যখন আচ্ছন্ন হয়, তখন সে নানান স্বপ্ন দেখে। তবে সে সব সিনেমার গল্পের মত স্বপ্ন নয়। সেগুলো হয় একরাশ ছোট ছোট ভিশনের মত। একেকটার অনেক অর্থ থাকতে পারে। সেগুলোকে আপনি যদি সতর্কতার সাথে স্টাডি করেন, হয়তো পাঁচ-ছয়টার খোঁজ পাবেন। যেমন-তেমন ভাবে স্টাডি করলে অবশ্য একটারও খোঁজ পারবেন। ওসব ছাড়া কিছুই বুঝবেন না।

'আজ সকালেই দশ বছরের এক ছেলের আচ্ছন্নতার স্বাদ নিয়েছি।

pathagar.net

তার কাছে মেঘ শুধু মেঘ নয়, বালিশও। ছেলেটা এসবের জন্যে খুবই ছোট, কিন্তু ওর স্কুল জীবন যখন শেষ হবে, তখন সে অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে এ লাইনে। অতীতের সমস্ত ক্লাসিক স্বপ্নদর্শীদের স্টাডি করতে পারবে সে। জানতে পারবে কিভাবে নিজের চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে হয়।

'মোট কথা আমি যা বলতে চাইছি, তা হলো, প্রত্যেক পেশাদার ড্রীমারের নিজস্ব ধরনের ওভারটোন আছে যা সে চাইলেই চেপে রাখতে পারে না। এবং একজন এক্সপার্ট দেখামাত্র বুঝে ফেলবে কাজটা কার। এটা দেখে আমি কিছুই বুঝিনি। এটা যে বানিয়েছে,তার ট্যালেন্ট বলে কিছু নেই।'

'যাক্, তাহলে বোঝা গেল এটা কোন প্রফেশনালের কাজ নয়,' এজেন্ট বিরনি বলল।

'অবশ্যই না!'

'তবে এরকম চলতে থাকলে ড্রীমিদের ওপর কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করতে হতে পারে আমাদের।'

হুড়মুড় করে জেসি উইলির অফিসে এসে ঢুকল ফ্রান্সিস বেলাঙ্গার। লাল চুল চুল এলোমেলো হয়ে আছে লোকটার। চেহারায় উদ্বেগ। 'বস!' বলল সে। 'ওই সরকারী লোকটা কেন এসেছিল?'

'সেন্সরশিপের হুমকি দিতে। সস্তা বটল পার্টির ড্রীমির একটা স্যাম্পল দেখাতে এসেছিল। তা তুমি কি মনে করে?'

পকেট থেকে একটা সিলিন্ডার বের করল ফ্রান্সিস 'এটা দেখুন।'

ওটা তুলে নিল উইল। গায়ের লেখাটা পড়ল: অ্যালং দ্য হিমালয়ান ট্রেইল। লেখাটার পাশে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নামও লেখা আছে। লাস্টার থিঙ্ক। 'প্রতিপক্ষের মাল দেখছি,' বলল সে। 'কোথায় পেলে?'

'নেভার মাইন্ড, বস্। আগে দেখুন ওটা।'

'নোংরা কিছু নয় তো?'

'ওটার আপনার ফ্রিউডিয়ান সিম্বল আছে, বস্। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার সরু এক গিরিখাত আছে। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

pathagar.net

'আমি বুড়ো হয়েছি,' উইল বলল। 'দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগেই। দেখি, কি এনেছ তুমি।'

আবার সেই রেকর্ডার, ফ্রীজার। এবার ধৈর্যের সাথে পনেরো মিনিট দেখল উইল। তারপর হেডপীস খুলে রেখে মাথা নাড়ল। 'এসব আমার জন্যে নয়। এসব যারা তৈরি করে, তাদেরকে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে রাজি নই।'

'ভুল করছেন, বস্,' বেলাঙ্গার জোর দিয়ে বলল। 'লাস্টার থিঙ্ক এই জিনিস দিয়েই বাজার মাত করতে যাচ্ছে।'

'ভুল।'

'ভুল?'

'হ্যাঁ, ভুল', জোর দিয়ে বলল উইল। সিলিন্ডারটা দু'আঙুলে তুলে ধরল। 'এটা অ্যামেচারের কাজ, এক জিনিস বারবার টেনে আনা হয়েছে। ওভারটোনও সুবিধের নয়। তুষারের স্বাদ লেবুর শরবতের মত লেগেছে। দশ বছর আগের হলে কথা ছিল না। কিন্তু আজকাল তুষারের রাজ্যে বসে কে লেবুর শরবত খায়? এসব আজকাল চলে না।'

'আপনার তাই মনে হয়, বস্, কারণ আপনি পুরনো দিনের মানুষ। লাস্টার থিঙ্ক এই দিয়েই বাজার দখল করেছে, এবং এখনও দিনদিন তার বাজার প্রসারিত হচ্ছে। ওরা ড্রীমিং প্যালেস বানাতে যাচ্ছে ন্যাকাভিলে। তিনশো আসনের, বস্। দর্শকদের একসাথে একই স্বপ্ন দেখাবে ওরা।'

'আমি শুনেছি, ফ্যাঙ্ক,' শান্ত গলায় বলল উইল। 'এ কাজ ওরা আগেও করেছে, কাজ হয়নি। এবারও হবে না। কেন জানো? কারণ স্বপ্ন হচ্ছে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া ড্রীম প্যালেসে স্বপ্ন দেখানো শুরু হবে নির্দিষ্ট একটা সময়ে। অর্থাৎ মানুষ যখন স্বপ্ন দেখতে চায়, তখন দেখতে পারবে না, যখন লাস্টার থিঙ্ক দেখাবে, তখন দেখবে। তাছাড়া একজন যে স্বপ্ন দেখতে চায়, আরেকজনের তা পছন্দ নাও হতে পারে। অথচ ওই প্যালেসে তিনশোজন দর্শককে একসাথে একই স্বপ্ন দেখতে হবে। যে তাতে সন্তুষ্ট হবে না, সে আর কখনও ওখানে যাবে না।'

pathagar.net

'বস্‌, আপনি ভেবে কথা বলছেন না,' বেলাঙ্গার বলল। 'এর ফলে ওদের ব্যবসা বাড়ছে, বিশ্বাস করুন। আজ খবর পেলাম, ওরা সেইন্ট লুইতে এক হাজার আসনের আরেক প্যালেস তৈরির প্ল্যান করছে।'

'ফ্র্যাঙ্ক, আমি কাজের মানের ব্যাপারে কোন আপোষ করতে চাই না। যেখানে আছি, সেখানেই থাকতে চাই। সেরকম বুঝলে আমরাও হয়তো কোনদিন ড্রীম প্যালেস খুলব, তবে...' ইন্টারকমের সঙ্গে থেমে গেল সে। 'কি হয়েছে, রুথ?'

'মি. হিলারি এসেছেন, স্যার,' সেক্রেটারি বলল। 'এখনই দেখা করতে চান আপনার সাথে।'

'তাই নাকি!' বিস্মিত হলো উইল। 'পাঁচ মিনিট, রুথ।' বেলাঙ্গারের দিকে ফিরল। 'একজন ড্রীমারের জায়গা হচ্ছে তার বাড়িতে, থিঙ্কার মাথায় দিয়ে সময় কাটবে তার। সে এখানে কেন?'

'কার কথা বলছেন, বস্‌?'

'আমাদের সেরা ড্রীমার, হিলারি। দেখা করতে এসেছে আমার সাথে। খুব নাকি জরুরী। ভাল কথা, ওর লেটেস্ট স্বপ্নটা কেমন ছিল?'

'ভাল না, বস্‌। এ গ্রেডের হয়নি। তবে চলে যাবে।'

শেরম্যান হিলারির সময় ৩১, চাউনি স্বাভাবিক নয়। নতুন কেউ দেখলে ভাববে হয় তার চশমার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, নয়তো সে ইচ্ছে করেই কোন কিছুর দিকে ভাল করে তাকায় না। স্বাস্থ্য ভাল না। চুলে কাঁচি পড়েনি বহুদিন। সরু থুত্‌নি, ফ্যাকাসে চামড়া।

'হ্যালো, শেরম্যান! মাই বয়!' আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল জেমি উইল।'বোসো। হঠাৎ এই অসময়ে যে?'

বসল লোকটা জড়সড় হয়ে। যেন ধমক খেলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে পারে। 'আমি এসেছি তোমাকে জানতে...জানতে যে...'

'কি?'

'আমি আর এসবের মধ্যে নেই। মানে, আমি আর স্বপ্ন দেখতে চাই না। কারণ আমার দ্বারা আর সম্ভব নয়।'

'কেন, শেরম্যান?' নরম কণ্ঠে বলল উইল।

pathagar.net

'কারণ এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। আমি আসলে বেঁচে থেকেও মৃত। আমার মেয়ে আমাকে চেনে না। বউ সারাদিন খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে। প্রথমদিকে পরিস্থিতি এত খারাপ ছিল না। যখন ইচ্ছে হতো স্বপ্ন দেখতাম। সন্ধ্যায় বা ছুটির দিনে, যখন খুশি। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। দেখতে না চাইলেও সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখি।

'গত সপ্তাহে সারাহ্‌কে নিয়ে একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার কিছুই মনে নেই। সারাহ্ বলেছে আমি নাকি সারাক্ষণ হাবার মত একদিকে তাকিয়ে ছিলাম আর গুণ গুণ করেছিলাম। সবাই তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। বাসায় ফিরে সারারাত কেঁদেছে সারাহ্। সেদিনই ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, এসবের সাথে আর থাকছি না আমি। ছেড়ে দেবো। আজ সে কথা জানাতে এসেছি আমি।'

'যেতে চাইলে যাও,' উইল বলল। 'কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা বলেনিই তোমাকে। একজন স্বপ্নদ্রষ্টা কি, তুমি জানো, শেরম্যান? আমি, বেলাঙ্গার, সারাহ্, কোন ধরনের মানুষ জানো? পঙ্গু। আমাদের কোন স্বপ্ন নেই। কোন স্বপ্ন গড়তে পারি না আমরা। আগের দিনে বই ছিল, নাটক, সিনেমা, রেডিও, টিভি ছিল। ওগুলো মানুষকে কষ্টকল্পিত স্বপ্ন দেখাতো, কিন্তু তোমরা, যারা সত্যিকারের ড্রীমার, তারাই এ যাবৎ কল্পনা শক্তিহীন মানুষকে কল্পনা করতে, স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছ। আমরা যা নই, তাই ভাবতে শিখিয়েছ। তোমাদের স্বপ্ন ধার করে আমরা কত কি না হয়েছি!

'তোমাদের মত হাতে গোনা কয়েকজন ড্রীমারের স্বপ্ন রেকর্ড করে বিক্রি করা হচ্ছে বাজারে, মানুষ সেসব পাগলের মত কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা কেবল নিজের জন্যেই স্বপ্ন দেখো না, দেখো লক্ষ-কোটি সাধারণ মানুষের জন্যে। এ এক মহান কাজ, মাই বয়।'

মাথা নাড়ল হিলারি। 'কিন্তু আমি আর নেই এসবের মধ্যে, উইল। আমি মুক্তি চাই।'

'বেশ,' বলে ইন্টারকমের ওপর ঝুঁকে বসল বৃদ্ধ। 'রুথ, মি. হিলারির কন্ট্র্যাক্ট ফরমটা নিয়ে এসো।'

দু'মিনিট পর ওটা ছিঁড়ে বসল বৃদ্ধ। 'রুথ, মি. হিলারির কন্ট্র্যাক্ট

pathagar.net

ফরমটা নিয়ে এসো।'

দু'মিনিট পর ওটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ট্র্যাশ বাস্কেটে ফেলে দিল জেসি উইল। 'এবার খুশি?'

আনন্দে কেঁদে ফেলার জোগাড় করল লোকটা।

'আপনার কি মাথা খারাপ হলো, বস্?' বেলাঙ্গার বলল। 'ও বলল আর কন্ট্রাক্ট ফরম ছিঁড়ে ফেললেন?'

উইল হাসল। 'ওটা ভুয়া ফরম ছিল, মাই বয়। রুথ খুব ভাল সেক্রেটারি। এরকম কিছু চাইলে কি দিতে হয়, ও জানে। আসলটা জায়গামত আছে।'

'অ্যাঁ?'

মাথা দোলাল উইল। 'আমি বা তুমি, যখন খুশি এখানকার কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারি, কিন্তু শেরম্যান চাইলেও পারবে না। কারণ ও একজন জন্ম স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বপ্ন ও সারাক্ষণই দেখবে, এবং তা বেচতে এখানেই আসবে। না এসে উপায় নেই শেরম্যানের। কেননা মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর জন্যেই ওর জন্ম হয়েছে।

রূপান্তর : আবু আজহার

pathagar.net

দ্য ফিলিং অব পাওয়ার

জিহান শুম্যান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। দীর্ঘদেহী। যুদ্ধ সংক্রান্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করে সে, তাই সিভিলিয়ান হলেও সরকারের উঁচু পর্যয়ে অবাধ আনাগোনা আছে। জেনারেল এবং কংগ্রেস লাল কমিটির হেডদের সাথে দহরম মহরম।

একদিন এক আগন্তুককে নিয়ে কংগ্রেসম্যান ব্র্যান্ট ও জেনারেল ওয়েডাবের সাথে দেখা করতে এল সে। আগন্তুককে পরিচয় করিয়ে দিল মেইরন আয়ুব বলে। ছোটখাট মানুষ সে, দেখে দুর্বলচিত্তের মনে হয়। হাত কচলায় সব সময়।

'এ বোধহয় সেই প্রতিভা,' জেনারেল বলল। 'যাকে তুমি দুর্ঘটনাবশত খুঁজে পেয়েছ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' শুম্যান বলল। এক সময় টেকনিশিয়ান ছিল আয়ুব কিন্তু বর্তমানে শুধুই শ্রমিক। তার দিকে ফিরল শুম্যান। 'আয়ুব, নয় গুণ সাত কত হয়?'

'তেষট্টি,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল লোকটা।

'সত্যি নাকি?' কংগ্রেসম্যান বলল। পকেট থেকে পকেট কম্পিউটার বের করে তাতে হিসেবটা চেক করল। 'তাই তো!' বিস্মিত হলো। শুম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল। 'কে ও? জাদুকর নাকি?'

'তারচেয়েও বেশি কিছু, স্যার। কিছু কিছু অপারেশন মুখস্থ করে রেখেছে আয়ুব, কাগজে সেসব নিয়ে হিসেব করে।'

'তার মানে ও পেপার কম্পিউটার?' বলল জেনারেল।

'না,' শুম্যান বলল ধৈর্যের সাথে। 'পেপার কম্পিউটার নয়, শুধু কাগজের শীটে। পরীক্ষা করে দেখুন। আপনারা দু'জনে সংখ্যা বলুন।'

pathagar.net

'সতেরো,' জেনারেল বলল।

'তেইশ,' কংগ্রেসম্যান বলল।

'গুড!' আয়ুবের দিকে ফিরল শুম্যান। 'সংখ্যাগুলো গুণ করে ভদ্রলোকদের দেখিয়ে দাও।'

'আচ্ছা,' বলে পকেট থেকে একটা ছোট প্যাড ও একটা আর্টিস্টদের স্টাইলাস বের করল ছোটখাট মানুষটা। লিখতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল সে। 'উত্তর তিনশো একানব্বই, স্যার।

আরেকবার নিজের পকেট কম্পিউটার বের করে চাবি টিপতে শুরু করল। কংগ্রেসম্যান। 'বাই গড, ঠিকই তো আছে হিসাব। কিন্তু লোকটা বুঝল কি করে?'

'বোঝেনি, অংক কষে বের করেছে,' শুম্যান বলল। 'ওই কাগজে সংখ্যা দুটো গুণ করেছে আয়ুব।'

'তা কি করে সম্ভব?' জেনারেল বলল। 'কম্পিউটার এক জিনিস আর কাগজে লিখে হিসাব বের করা অন্য জিনিস।'

'আয়ুব, এঁদের বোঝাও,' শুম্যান বলল।

'ঠিক আছে,' মাথা দোলাল মানুষটা। 'ওয়েল, জেন্টলমেন, প্রথমে ১৭ লিখেছি আমি। তার নিচে লিখেছি ২৩। এরপর...'

কংগ্রেসম্যান বাধা দিল। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ২৩কে? ১৭ দিয়ে গুণ করা নিয়ে।'

'জানি,' আয়ুব বলল। 'কিন্তু অংক শুরু করেছি আমি। ডানদিকের দুই সংখ্যা, অর্থাৎ ৩ ও ৭ নিয়ে, যার গুণফল হয় ২১।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'আমার মনে আছে। কম্পিউটারে সব সময় তাই হয়।'

'বেশ, তারপর?'

'তিন সাতা একুশ হয়, তাই একুশ লিখেছি। তারপর তিন এককে তিন, তাই একুশের ২-এর নিচে লিখেছি তিন।'

'নিচে কেন?' কংগ্রেসম্যান বলল।

'কারণ...' অসহায়ের মত শুম্যানের দিকে তাকাল লোকটা। 'ব্যাখ্যা করে বোঝানো মুশকিল।'

pathagar.net

'আচ্ছা, বলে যাও।'

'তিন যোগ দুই পাঁচ হয়, কাজেই একুশ দাঁড়ায় একান্নতে। তারপর সাত দু'গুণে চোদ্দ হয়, এবং দুই গুণ এক হয় তিন। ওগুলোকে একইভাবে নিচে বসালে হয় চৌত্রিশ। এই চৌত্রিশকে একান্নর নিচে বসান, তাহলে গুণফল হবে তিনশো একানব্বই।'

'অবিশ্বাস্য!' একটু পর বলল জেনারেল ওয়েডার। 'খুবই জটিল মনে হচ্ছে সবকিছু।'

'না, স্যার,' আয়ুব বলল। 'আপনার তাই মনে হচ্ছে কারণ আপনি এভাবে হিসেব করে অভ্যস্ত নন। আসলে নিয়মটা খুবই সহজ। যে কোন সংখ্যার গুণফল এই নিয়মে বের করা সম্ভব।'

'যে কোন সংখ্যা?' বলল জেনারেল। নিচের জিআই মডেলের পকেট কম্পিউটার বের করে একনাগাড়ে চাবি টিপতে লাগল। 'এসো তাহলে। লেখো, ৫৭৩৮।'

'লিখেছি, স্যার।

'এবার সংখ্যাটাকে ৭২৩৯ দিনে গুণ করে দেখাও।'

'একটু সময় লাগবে, স্যার।'

'লাগুক। তুমি করে দেখাও।'

ঝুঁকে বসে কাজ শুরু করে দিল আয়ুব। একটুপর হাতঘড়ি দেখলেন জেনারেল। 'ম্যাজিক-মেকিং শেষ হয়েছে তোমার, টেকনিশিয়ান?'

'হয়েছে, স্যার। গুণফলটা হবে ৪১ মিলিয়ন ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৩শ ৮২। এই যে,' কাগজটা এগিয়ে দিল সে।

কম্পিউটারে সংখ্যাটা চেক করে তিক্ত হাসি হাসলেন ওয়েডার। বললেন, 'গ্রেট গ্যালাক্সি। ঠিকই বলেছে লোকটা।'

টেরেস্ট্রিয়াল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট খবরটা শুনে রীতিমত বোকা বনে গেলেন। 'কম্পিউটার ছাড়া কম্পিউটিং?' বললেন চিন্তিত মনে। 'সবসময় একই রকম কাজ করে?'

'সব সময়, স্যার,' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল জেনারেল। 'একেবারে নির্ভুল কাজ করে।'

'শিখে নেয়া কি খুব কঠিন?'

pathagar.net

'আমার এক সপ্তা লেগেছে, স্যার। আপনার বেলায় হয়তো কিছু কম লাগবে।'

'কিন্তু এর প্রয়োজন কি? না হলে কি হয়?'

'সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর প্রয়োজন কি, স্যার?' জেনারেল বলল। 'জন্মের পর ওর স্রেফ বোঝা হয়ে থাকে মানুষের, কাজে লাগে পর। এক্ষেত্রে লেগে থাকলে এক সময় হয়তো মেশিনের হাত থেকে মুক্তি পাবো আমরা। ডেনেবিয়ান যুদ্ধ হচ্ছে কম্পিউটারের সাথে কম্পিউটারের। আমাদের কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা যে কৌশল খাটাবো, ওরা খাটাবে তার উল্টোটা।'

'এখন আমরা যে জিনিস হাতে পেয়েছি, তার ক্ষমতা কম্পিউটারের চেয়েও বেশি, মেশিনকে মানুষের বুদ্ধির সাথে যুক্ত করে আরও বুদ্ধিমান কম্পিউটার তৈরি করতে সক্ষম হবো। তার ফল হবে আমাদের অবিশ্বাস্য বিজয়।'

'তাহলে এখন কি করতে বলছেন?' প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

'প্রশাসনিক ক্ষমতা হিউম্যান কম্পিউটেশন নামে কোন গোপন প্রজেক্টের হাতে ছেড়ে দিন,' বলল কংগ্রেসম্যান।

'কিন্তু হিউম্যান কম্পিউটেশন কতদূর সফল হবে?'

'তার কোন সীমা নেই, মি. প্রেসিডেন্ট। প্রোগ্রামার শুম্যান বলেছে, কম্পিউটার এমন কিছু করতে পারে না যা মানুষের দ্বারা অসম্ভব। কম্পিউটার তার মেমোরিতে ধারণ করা ডাটার ভিত্তিতে সীমিত কাজ করে, মানুষ করে তারচেয়েও বেশি কাজ।'

'কম্পিউটার ঠিক কিভাবে কাজ করে?' প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন। ব্যান্ট হাসল। 'এই প্রশ্নটা আমিও করেছিলাম শুম্যানকে। সে যা ব্যাখ্যা দিয়েছে, আমি তার সাথে একমত। ব্যাপার হলো, এক সময় কম্পিউটার নির্মাণ করত মানুষ। সেগুলো ছিল সাধারণ মানের কম্পিউটার। তারপর এল অ্যাডভান্সড্ কম্পিউটারের যুগ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে যান।'

'টেক্‌নিশিয়ান আয়ুবের সখ ছিল, পুরনো দিনের কম্পিউটার নতুন করে পুণনির্মাণ করা। এই করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে ওগুলো কি ভাবে কাজ করে। লোকটার গুণ অংক করার এই অবিশ্বাস্য ক্ষমতা

সেখান থেকেই অর্জন করা।'

'সত্যি অবিশ্বাস্য!'

খুক করে কাশল কংগ্রেসম্যান। 'আরেকটা পয়েন্ট, মি. প্রেসিডেন্ট। এই ব্যাপারটাকে আমরা যত উন্নত করতে পারবো, কম্পিউটার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আমাদের চাপও তত কমবে।'

'বুঝতে পেরেছি। ঠিকই বলেছেন আপনি। কিন্তু কৌশলটা আরেকবার দেখান আমাকে। দেখি, সব ঠিকমত বুঝতে পারি কি না।'

শুম্যান কোন তাড়াহুড়ো করল না, খুব ধীরেসুস্থে এগোল। কেননা সে জানে, তার প্রতিপক্ষ, লোয়েসার এসব ক্ষেত্রে খুবই রক্ষণশীল। কম্পিউটার নিয়ে নতুন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেতে চায় না।

'প্রগ্রেস?' শুম্যানের অনুরোধের জবাবে বলল সে। 'এতে কি প্রগ্রেস হবে আশা করেন আপনি? গুণ অংক কষা ছাড়া আর কি কাজ হবে? যে সমস্ত কাজের কোন সীমা নেই, সেসবের সমন্বয় ঘটাতে পারবে আপনার হিউম্যান কম্পিউটার?'

'পারবে, স্যার,' শুম্যান বলল। 'এমনকি ইন্টিগ্রাল ভাগফল আর ডেসিমাল ভাগফলও বের করতে পারবে।'

'ডেসিমাল ভাগফল?' চোয়াল ঝুলে পড়ল লোয়েসারের। 'কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়া?'

'হ্যাঁ।'

'করে দেখান। সাতাশকে তেরো দিয়ে ভাগ করুন।'

পাঁচ মিনিট পর শুম্যান বলল, 'টু পয়েন্ট ওহ্ সেভেন সিক্স নাইন টু থ্রী।'

লোয়েসার চেক করে দেখল। তারপর বলল, 'ওয়েল, নাউ, দ্যাট'স অ্যামেইজিং।'

'শুধু এই নয়, স্কয়ার রুটও ব্রেক করতে পারবো আমরা।'

'স্কয়ার রুটস!'

'এবং কিউব রুটস্ও। এবার বলুন, আপনি আছেন আমাদের সাথে?'

'অবশ্যই! অবশ্যই আছি।'

সিক্রেট প্রজেক্ট, প্রজেক্ট নাম্বারের একদল সিভিলিয়ান সায়েন্টিস্টের

pathagar.net

উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে জেনারেল ওয়েডার। প্রজেক্টর হেড সে। 'স্কয়ার রুটস সব ঠিক আছে,' বলল সে। 'কাজটা আমি করিনি এবং এর মেথড সম্পর্কেও আমি কিছু জানি না, কিন্তু হিসাব ঠিকই আছে। যুদ্ধ শেষ হলে যেভাবে খুশি গ্র্যাফিটিক্সের সাথে খেলতে পারবেন আপনারা, কিন্তু এ মুহূর্তে কিছু নির্দিষ্ট ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

টেকনিশিয়ান আয়ুব একা এক কোণায় বসে জেনারেলের ভাষণ শুনছে। এখন আর টেকনিশিয়ান নয় সে, দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে প্রজেক্টে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে ভাল পদ ও মোটা বেতনে। কিন্তু উঁচু পদের বিজ্ঞানীরা তাকে তাদের সমপর্যায়ের বলে ভাবতে পারছে না। পারছে না সে নিজেও। এরকম কিছু ঘটবে, চায়নি সে।

'আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, জেন্টলমেন,' বলল জেনারেল। 'কম্পিউটারকে স্থানান্তর করা। কম্পিউটার ছাড়া চলতে পারে, এরকম এক স্পেসশিপ নির্মাণ করতে আমাদের সময় লাগবে পাঁচগুণ কম এবং খরচ বাঁচবে দশ গুণ। বর্তমানের তুলনায় দশগুণ, বিশগুণ বড় ফ্লীট নির্মাণ করতে পারবো আমরা এই বেঁচে যাওয়া টাকায়। তাছাড়া; শুনতে যত অবিশ্বাস্যই মনে হোক, ভবিষ্যতে আমরা মানুষচালিত মিসাইলও তেরি করতে পারবো।'

একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল।

'বর্তমানে আমাদের মূল সমস্যা,' বলে চলল জেনারেল, 'মিসাইলের স্বল্পমাত্রার বুদ্ধি। যে কম্পিউটার ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলো এত বড় যে জন্যে মিসাইলগুলো অ্যান্টি-মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের বিরুদ্ধে কার্যকর কিছু করতে পাবে না। সে আমাদের মিসাইলই হোক, বা শত্রুর মিসাইলই হোক।

'অন্যদিকে একজন, বা দু'জন মানুষচালিত মিসাইল হলে গ্রাফিটিক্সের সাহায্যে তার ফ্লাইট যেমন নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তেমনি তার ওজন হবে কম। এর ফলে সহজে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হবো আমরা। সবচেয়ে বড় কথা, জেন্টলমেন, একটা কম্পিউটারের তুলনায় একজন মানুষের মূল্য অনেক কম।'

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরও অনেকক্ষণ ভাষণ দিল জেনারেল, আয়ুব

pathagar.net

সবটা শুনল না। নিজের কোয়ার্টার্সে ফিরে এসে নোট লিখতে বসল সে। যা লিখল, তা এরকম :

এখন যাকে গ্রাফিটিক্স বলা হচ্ছে, সেটা একসময় আমার হবি ছিল। ব্যাপারটাকে আমি মনের ব্যায়াম বা মজাদার এক খেলা ছাড়া কিছু ভাবতাম না। প্রজেক্ট ওয়ানের কাজ যখন শুরু হলো, ভেবেছি সংশ্লিষ্টরা আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তারা একে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাবে। কিন্তু আজ জানলাম তা কেবল নরহত্যার কাজে ব্যবহার হবে। আমি এর দায়-দায়িত্ব নিতে চাই না।

লেখা শেষ করে একটা পোর্টেইন-ডেপোলারাইজারের ফোকাস নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল আয়ুব। তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

ছোটখাট মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার কবর ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। প্রোগ্রামার শুম্যামও নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে। অনড়। টেকনিশিয়ান তার কাজ করে চলে গেছে পৃথিবী থেকে, এখন আর থাকলেও তার প্রয়োজন পড়ত না। কাজ শুরু হয়ে গেছে, এখন তা চলতেই থাকবে।

সাত গুন নয়, ভাবল শুম্যান, তেষট্টি হয়। এটা জানতে তার কম্পিউটারের প্রয়োজন পড়বে না। কম্পিউটার আমার মাথার মধ্যে আছে। ক্ষমতার এই অনুভূতি উজ্জীবীত করে তুলল তাকে।

রূপান্তর : আবু আজহার

pathagar.net

আন টু দ্য ফোর্থ জেনারেশন

সকাল দশটা, স্যাম মারটেন ট্যাক্সি ক্যাব থেকে লাফিয়ে নামল। এক হাতে ক্যাবের দরজা খোলার চেষ্টা করল, অন্য হাতে ব্রীফকেসটা চেপে ধরে তৃতীয় হাত দিয়ে ওয়ালেটটা বের করতে গেল। কিন্তু দুই হাত থাকাতে কাজটা তার জন্যে সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠল। এর ফলে তার হাটু ধাক্কা খেল ক্যাবের দরজায় এবং তখনও পর্যন্ত সে ওয়ালেটটা অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছিল যখন সে ফুটপাথে পা রাখল।

ম্যাডিসন স্কোয়ারে প্রচন্ত ট্রাফিক জ্যাম। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগুচ্ছে যেন। একটা লাল ট্রাক ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল, তারপর যখন সিগন্যাল বাতির রঙ পরিবর্তন হলো তখন ঘর ঘর শব্দ তুলে এগিয়ে গেল। ট্রাকটির গায়ে কোম্পানির নাম লেখা : এফ. লেভকোউইজ এণ্ড সন্স, হোলসেল ক্লথারস্।

লেভকোউইজ, নামাটা নিয়ে অল্পক্ষণ ভাবল এবং সে শেষপর্যন্ত ওয়ালেটটা প্যান্টের পকেট থেকে বের করতে পারল। গাড়ির মিটারের দিকে একবার তাকিয়ে তার ব্রীফকেসটা বগলদাবা করল। পঁয়ষট্টি ডলার ভাড়া হয়েছে। টিপস্ হিসেবে আরো বিশ সেন্ট।

'এই নাও,' সে বলল, 'একশো পঁচাশি বের করো ভাংতি হিসেবে'।

'ধন্যবাদ,' যান্ত্রিক গলায় ক্যাবড্রাইভার বলল এবং ভাংতি ফেরত দিল।

মারটেন ভাংতিগুলো ওয়ালেটে ঢুকিয়ে ব্রীফকেসটা নিয়ে ফুটপাথের জনারর্ণ্যে মিশে গেল। এগিয়ে গেল ওর সামনের দালানের কাঁচের দরজার দিকে।

লেভকোউইজ? তীক্ষ্মভাবে ভাবল নামটা নিয়ে, তারপরই থমকে

pathagar.net

গেল। একজন পাথিক তার কনুই-এর গুঁতো খেল।

'দুঃখিত', বিড়বিড় করে বলল মারটেন তারপর আবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

লেভকোউইজ? ট্রাকটির গায়ে নামটা ওভাবে বোধ হয় লেখা ছিল না। লেখা ছিল বোধ হয় লিউকোইজ, লু-কো-ইটজ। তাহলে সে কেন লেভকোউইজ পড়েছিল? এমনকি কলেজে জার্মান ভাষা ক্লাসে সে দেখেছে "ডব্লউ" পরিবর্তিত হয়ে"ভি" হয়েছে, তাহলে সে "ইজ" পেল কোথায়?'

লেভকোউইজ? মাথা ঝেড়ে পুরো ব্যাপারটা বের করে দিতে চাইল। একটা সুযোগ পেলে সারাটি দিন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

ব্যাবসার কাজে মন দিল। সে এখানে এসেছে নেইলর নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে লঞ্চের নেমন্তন্ন পেয়ে। সে একটা কন্ট্রাক্ট সই করবে এখানে এবং তারপর শুরু। তেইশ বছর বয়সে ব্যবসা তড়তড় করে ওপরে উঠতে থাকবে। যেমনটা সে পরিকল্পনা করেছিল, দুই বছরের মধ্যে এ্যালিজাবেথকে বিয়ে করবে এবং দশ বছরের ভেতরে শহরতলিতে বসবাস শুরু করবে।

স্মার্টভঙ্গিতে সে লবিতে ঢুকলো। এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। যাবার পথে তার চোখে পড়ল সাদা অক্ষরে লেখা নির্দেশক গুলোতে।

এটা তার একটা অদ্ভুত অভ্যেস, হেঁটে যাবার সময় না থেকে স্যুইট নম্বার পড়া, কিংবা থেকে যাওয়া। না থেমে সে এগিয়ে যেতে যেতে মনে মনে নিজেকে বলল, স্মার্টভঙ্গিটা ধরে রাখতে হবে। সে জানে তার অভ্যেসের কথা। এটা একজন মানুষের জন্য বেশি জরুরী যার কাজে যখন অন্য মানুষের সঙ্গে।

কুলিন-এটস্ নামটাই সে খুঁজছিল। এই নামটা তাকে হাসাল। ফার্মটি রান্নাঘরের জিনিসপত্রের তৈরির জন্যে স্পেশালাইজড। নামেই তার পরিচয়।

হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পড়ল 'এম' অক্ষর, তারপর উপরের দিকে উঠতে লাগল দৃষ্টি। ম্যান্ডেল, লাস্ক, লিপ্পার্ট পাবলিশিং কোম্পানি (দুটো তলা নিয়ে অফিস) লাফকোইজ, কুলিং-এটস্। পাওয়া গেছে, দশ তলায় ১০২৪নং স্যুইট।

pathagar.net

তারপরই সে হাঁটা বন্ধ করে থেকে গেল। আবার সে নামগুলো পড়তে লাগল। এমনভাবে তাকিয়ে রইল, সে যেন এই শহরের কেউ নয়।

লাফকোইজ?

এটা কি ধরনের বানান হলো?

পরিস্কার লেখা আছে। লাফকোইজ, হেনরি জে, ৭০১। সঙ্গে একটা 'এ' আছে। একেবারে বাজে। অর্থহীন।

অর্থহীন? কিন্তু কেন? মাথাটা জোরে ঝাঁকি দিল ধোঁয়াশা চিন্তা মাথা থেকে বের করে দেওয়ার জন্যে। জাহান্নামে যাক। কিভাবে বানান লিখতে হবে তাতে তার কি? ঘুরে হাঁটা দিল। বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে আছে। এ্যালিভেটরের দরজার দিকে এগুলো। সে ঢোকার আগেই এ্যালিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

তখনই আরেকটি এ্যালিভেটরের দরজা খুলে গেল এবং সে সেটায় ঢুকল। ব্রীফকেসটা রেখে সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা করল— জুনিয়ার এক্সিকিউটিভের ভাবভঙ্গি। এল্যাক্স নেইলরকে তার বাগিয়ে ফেলতে হবে। তার সাথে সে যোগাযোগ করেছিল ফোনের মাধ্যমে। তাই ডেকোউইজ এবং লেফকোউইজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় তাহলে সে শেষ—

সাত তলায় এসে এ্যালিভেটরের দরজা শব্দহীন ভাবে খুলে গেল। একজন যুবক ট্রে করে কফি এবং স্যান্ডউইচ নিয়ে নেমে গেল।

এ্যালিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার সময় তার চোখে পড়ল ব্যাপারটা। ঘোলাটে গ্লাসে কালো অক্ষরে লেখা চোখে পড়ল তার। তাতে লেখা রয়েছে : ৭০১— হেনরি জে, লেফকোউইজ— ইম্পোর্টার। পড়ার পরই দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

মারটেন উত্তেজনায়, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। বলতে যাচ্ছিল সে : সাত তলায় নিয়ে যাও।

কিন্তু অন্য একজন লোক এ্যালিভেটরে উঠেছে। এবং তার ফিরে যাবার কোনো কারণ তো নেই।

তারপরেও উত্তেজনাটা তার ভেতর রয়ে গেল। নির্দেশিকায় নিশ্চয়ই

pathagar.net

বানান ভুল ছিল। 'এ' হবে না, হবে 'ই'। বানান জানে না এমন কোনো উজবুক ওটা লিখেছে।

লেফকোউইজ। ব্যাপারটা যদিও ঠিক নয়।

মাথা নাড়লো সে আবার। দুবার। ঠিক নয় কোনটা?

এ্যালিভেটর দশ তলায় এসে থামল। নেমে গেল মারটেন।

কুলিন-এটস্-এর এল্যাক্স নেইলরকে দেখে বেশ ধাক্কা খেল সে। মাঝ বয়সী মানুষটার মাথার চুল সব সাদা। হাসিটা বেয়ারা রকমের বড়। হাতের তালু শুকনো এবং খসখসে। করমর্দন করলেন বেশ জোরে চেপে ধরে। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে অন্য হাতটি কাঁধের ওপর রাখলেন।

বললেন, 'দুই মিনিটের মধ্যে আসছি। এই বিল্ডিং-এর রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া করলে কেমন হয়? খুব ভালো রেস্তোরাঁ একটা বয় আছে যে খুব ভালো মার্টিনি বানাতে পারে। অসুবিধা নেই তো?'

'না, না, অসুবিধা কিসের।' মারটেন তার ভেতর থেকে হাসি জোর করে বের করে হেসে হেসে বলল।

দুই মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট চলে গেছে। মারটেন অচেনা এক মানুষের অফিসে অস্বস্তি নিয়ে বসে রইল। তাকিয়ে দেখল চেয়ারের ওপর গৃহসজ্জার জিনিসপত্র পরে আছে এবং একজন সুইচর্বো অপারেটরকেও দেখতে পেল সে। দেয়ালে ঝোলান ছবিগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে টেবিলের ওপর রাখা বিজনেস জানালাগুলোর দিকে দৃষ্টি খোয়াল।

সে যা ভাবতে চাইছিল না তাই ভাবলো, লেভ—

না আর ভাবতে চায় না সে।

রেস্তোরাঁটা ভালো। মারটেন অস্বস্তিতে না থাকলে হয়তো চমৎকার ভাবে উপভোগ করা যেত। সৌভাগ্যবশতঃ তাকে কিছুই বলতে হচ্ছে না। নেইলর কথা বলে যাচ্ছে। অনর্গল এবং জোরে জোরে। ম্যানুতে অভ্যস্তচোখে দৃষ্টি বোলালেন একবার, তারপর আবহাওয়া, এবং ট্রাফিক জ্যামের কথা বললেন।

মারটেন মাঝেমধ্যে একটা দুটো কথা বলার চেষ্টা করেছে মনোযোগ

pathagar.net

না থাকায় ধরতে পারছিল না। যেই হারিয়ে ফেলেছে বারবার। কোথাও একটা গোলামাল হয়েছে। নামটার ভুল আছে।

সে তার পাগলামী দূর করে দিয়ে বাস্তবতায় ফিরে আসতে চাইল। আলোচনার মোড় ঘোরাতে চায় ইলেকট্রিক ওয়েরিং-এর দিকে।এটা তার জন্য হঠকারিতার মতো। এর কোনো ভিত্তি নেই। পরিবর্তনটা হঠাৎ করেই যেন হলো।

যাহোক লাঞ্চটা ভালোই হলো। খাওয়া শেষে মিষ্টি জাতীয় খাবার এলো। নেইলর তৃপ্তির সাথে খেলেন।

পুরো ব্যবস্থাটা নিয়ে তার ভেতর অস্বস্তি ছিল। তারপরেও তিনি মারটেনের দৃঢ়তা লক্ষ্য করলেন এবং ভাবলেন একে দিয়ে হবে। একটা ভালো সুযোগ আছে যে—

একটা হাত নেইলরের কাঁঠে চাপড় মারল। লোকটা তার চেয়ারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। 'কেমন চলছে, এল্যাক্স?'

নেইলর চোখ তুলে তাকালেন। তৈরি হাসি মুখে এনে বললেন, 'আরে লেফক্ যে, ব্যবসা কেমন চলছে?'

'চলছে আরকি, এখন পর্যন্ত সমস্যায় পড়িনি। তোমার সাথে দেখা হবে— ' চলে যেতে বলল লোকটা।কথাও মিলিয়ে গেল সেই সাথে।

মারটেন শুনতে পেল না। দেখল তার দুই হাঁটুতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে। অল্প উঠে দাঁড়িয়েছে সে। 'লোকটা কে?' জানতে চাইল।

'কে? লেফক্? জেরি লেফকোউইজ। আপনি তাকে চেনেন নাকি?' নেইলর হালকা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল তার লাঞ্চ সামলাতে সামলাতে।

'না, চিনি না। আপনি ওর নামে বানানটা করবেন কিভাবে?'

'এল-ই-এফ-কে-ও-ভি-আই-টি-জেড। কিন্তু কেন?'

'ভি থাকবে?'

'একটা এফ... ওহ্ একটা 'ভি'-ও আছে দেখছি।' নেইলরের চেহারা থেকে ভদ্রতা দূর হয়ে গেছে।

মারটেন বলল, 'এই দালানে একজন লেফকোউইজ আছে, তার নামে একটা 'ডব্লইউ' আছে। অর্থাৎ লেফ-কাউ-ইজ।'

pathagar.net

'তাই নাকি?'

'রুম নং ৭০১। এটা একই রুম নয়।'

'জেরি এই দালানে কাজ করে না। রাস্তার ওপারে কাজ করে। এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আপনি জানেন এই দালানটা অনেক বড়। সবার সাথে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। এই হলো সব কিছু।'

মারটেন মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। সে বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে এসব। কি করে ব্যাখ্যা করবে ব্যাপারটা। সে কি বলবে: আজ সারাটা দিন লেফকোউইজ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

বলল, 'আমরা ওয়েরিং নিয়ে কথা বলছিলাম।'

নেইলর বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আপনার কোম্পানী ব্যাপারে বিবেচনা করব। এবং প্রডাকশনের লোকদের সাথে কথা বলে আমি পরে জানাব, আপনাকে।'

'অবশ্যই,' মারটেন বলল হতাশ হয়ে। নেইলর তাকে কিছু বলবে না এখন। তারমানে পুরো ব্যাপারটাই হাতছাড়া হয়ে গেছে।

তারপরেও বিষন্নতা ছাপিয়ে উত্তেজনা বেড়ে গেল। অস্থিরতা বেড়ে গেল তার।

জাহান্নামে যাক নেইলর। ব্যাপারটা মিমাংসা করতে চায় মারটেন। (কি নিয়ে মিমাংসা করতে চায়? কিন্তু প্রশ্নটা ফিসফিসিয়ে করা হলো। যা কিছু প্রশ্ন তার মনের ভেতর রইল তার সবই যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে...)।

লাঞ্চ একসময় শেষ হলো। তারা যেন অনেক দিন পর দুই বন্ধুকে একত্রিত হয়ে দেখে তা মনে হলো এবং বিদায় নিল অপরিচিত আগন্তুক হিসেবে।

মারটেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সে যখন বিদায় নিল তখন তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল যেন, টেবিলগুলো পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো ভুতুড়ে বাড়ি থেকে, তারপর ভুতুড়ে রাস্তায় এসে পড়ল।

তাড়িয়ে বেড়াল? দুপুর ১২টার সময় মেডিসন এ্যাভিনিউ যেন সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে এবং দশ হাজার পুরুষ এবং মহিলা ছুটে চলেছে রাস্তা দিয়ে।

pathagar.net

কিন্তু মারটেনের মনে হলো তাকে যেন কেউ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হাতে ব্রিফকেসটা চেপে ধরে সে উত্তর দিকে প্রায় ছুটে চলল। শেষ পর্যন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার মনে পড়ল ৩৬তম রাস্তায় বিকেল তিনটার সময় একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা। যাক গে। শহরতলীর দিকে ছুটে চলল। উত্তর দিকে।

৫৪তম রাস্তায় এসে সে মেডিসন স্ট্রিট পেরিয়ে হাঁটা দিল পশ্চিম দিকে। থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়, উপরের দিকে তাকাল।

তিনতলার এক জানালায় একটা লেখা তার চোখে পড়ল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল : এ. ই. লেফকেউইচ, সার্টিফাইড এ্যাকাউনটেন্ট।

নামটিতে আছে একটি এফ এবং ডব্লিউ, এবং শেষ তিনটি অক্ষর হলো, — 'ইচ'। সে এগিয়ে গেল। সে আবার উত্তর দিকে ৫ম এ্যাভিনিউর দিকে ঘুরল। অবাস্তব শহরের অবাস্তব রাস্তা দিয়ে দ্রুত এগুচ্ছে সে, কিছু একটা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। লোকজন তার কাছে যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

একতলার একজানালার একটা নামফলক দেখল, এম. আর. লেফকোউইজ, এম. ডি.।

একটি চকলেটের দোকানে সোনালী হরফেলেখা ; জ্যাকব লেভকোও।

(হিংস্রভাবে সে দেখল নামটা অর্ধেক। ওই অর্ধেক নাম আমাকে কেন বিরক্ত করছে?)

রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা শুধু সারি সারি নামফলক ছাড়া। লেফকোউইজ, লেভকোউইজ, লেফকোউইচ।

দেখতে পেল সামনে একটা পার্ক। নিথর সবুজ ঘাসের পার্ক, পশ্চিম দিকে ঘুরল। চোখের কোণে দেখতে পেল একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে রাস্তায়। নীরব নিথর পরিবেশে একমাত্র সচল বস্তু। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ওটার সামনে, তুলে নিল হাতে।

ইয়েদ্দিস খবরের কাগজ, অর্ধেকটা ছেঁড়া।

সে এক বর্ণও পড়তে পাড়ল না। ঝাপসা হয়ে যাওয়া হিব্রু শব্দগুলো কিছুই বুঝতে পারল না, পরিস্কার ছাপা থাকলেও সে পড়তে পারত

না।তবে একটা শব্দ পরিস্কার পড়া যাচ্ছে। গোটা গোটা অক্ষরে কাগজের ঠিক মাঝখানে ছাপা। প্রতিটি অক্ষর পরিস্কার। তাতে লেখা রয়েছে লেফকোভিচ। সে নামটার সম্পর্কে জানে বলেই উচ্চারণ করল: লেফ-কুহ-ভিচ।

কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পার্কে ঢুকে পড়ল। গাছগুলো স্থির, এবং পাতাগুলো অদ্ভুতভাবে ঝুলে আছে। সূর্যের আলোয় তাপ নেই।

সে দৌড়ে ঢুকল, কিন্তু পায়ের আঘাতে ধুলো উড়লো না এবং যেখানে যেখানে তার পা পড়ছে সেখানকার ঘাসগুলো চেপ্টে যাচ্ছে না।

দেখল একটা বেঞ্চে একজন বৃদ্ধ লোক বসে আছেন; সারা পার্কে একমাত্র লোক। তার মাথায় গাঢ় ফেল্ট ক্যাপ, চোখের ওপর ছায়া পড়েছে। টুপির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে সাদা ধবধবে চুল। লম্বা দাড়ি এসে শেষ হয়েছে তার জ্যাকেটের ওপরের বোতামের কাছে। পরনের প্যান্টে শত তালি এবং পায়ে আকৃতিহীন জুতো।

মারটেন থামল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। সে কেবল একটা কথাই উচ্চারণ করতে পারল : 'লেভকোভিচ?'

লোকটা উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে নিজে দুই পায়ে; বাদামী চোখ দুটো তার দিকে তাকিয়ে।

'মারটেন', দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুড়ো বলল, 'স্যামুয়েল মারটেন। শেষ পর্যন্ত তুমি এলে।' মারটেন দেখল ইংরেজি উচ্চারণে তার কষ্ট হচ্ছে। 'স্যামুয়েল' উচ্চারণটা করছে 'সেমু-এল।'

বুড়ো তার খসখসে প্রাচীন হাতটা বাড়িয়ে দিল এবং পরমুহূর্তেই সরিয়ে নিল যেন তার হাত ধরতে ভয় হচ্ছে। 'আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু এই শহরের বিচিত্র গোলকধাঁধায় কত যে মানুষ আছে। কত মার্টিন, মার্টিনেস এবং মর্টন এবং মেরটনেস পেয়েছি। শেষ এই পার্কটা দেখতে পেয়ে এখানে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে—আমি প্রায় আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এবং তারপরই তুমি এলে।'

'আমি এলাম', মার্টেন বলল। 'আপনি হলেন ফিনহেজ লেভকোভিচ। আমরা এখানে মিলিত হয়েছি কেন?'

'আমি ফিনহেজ বেন জেহুদাহ এবং লেভকোভিচ নামটা উক্কেসের

pathagar.net

জারের নির্দেশে পারিবারিক নাম হয়েছে।' শান্ত গলায় বুড়ো বলল। 'আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, কারণ আমার প্রার্থনার ফলে। আমি যখন বুড়ো হয়ে গেলাম তখন আমার একমাত্র মেয়ে লিয়া আমেরিকা পাড়ি জমাল তার স্বামীর সঙ্গে নতুন এক আশার আলো দেখিয়ে আমার ছেলেরা মারা গেল এবং সারাহ আমার স্ত্রী অনেকদিন হয় মারা গেছে। এরপর আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম। এদিকে আমার সময় হয়ে এলো মৃত্যুর। লিয়ার চলে যাওয়ার পর থেকে আমি তাকে আর দেখি নি। কদাচিৎ চিঠিপত্র আসত। আমার আত্মা বলছিল আমার মেয়ের সন্তানকে আমি দেখতে পাব। আমার বংশের ছেলে। সেই ছেলেকে আমি না দেখে মরব না।

ধীরস্থির গলায় বুড়ো বলল কথাগুলো। তার কথাগুলো অতীতকালের ভাষার মতো মনে হলো।

'এবং এর পরিণতিতে আমাকে দুইঘণ্টা সময় দেওয়া হলো যাতে আমি আমার বংশের প্রথম সন্তানকে দেখতে পাই যে জন্ম নিয়েছিল অন্য এক ভূমিতে অন্য এক সময়ে। আমার মেয়ের, মেয়ের পুত্র। যাকে আমি খুঁজে পেয়েছি শেষ পর্যন্ত এই সুন্দর শহরের মাঝে।'

'কিন্তু খুঁজতে হলো কেন? কেন আমাদের আবার একত্রিত করা হলো না?'

'কারণ খুঁজে নেওয়াটার মাঝে একটা আনন্দ আছে,' বুড়ো বলল, 'আমাকে দুই ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে খুঁজে পাওয়ার জন্যে এবং পেতেই হবে...আমার প্রার্থনা সফল হয়েছে। আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছি।'

'আমার পিতা, শেষ পর্যন্ত আমাকে পেয়েছে,' মারটেন হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। 'আমাকে দোয়া করুণ, আমার পিতা, যেন আমার ভবিষ্যত মঙ্গলময় হয়। ধরে রাখতে পারি আপনার বংশের ধারা। যাতে পুত্রের পর পুত্র জন্ম নেয় এই বংশে।'

মারটেন অনুভব করল তার মাথায় বুড়ো একটা হাত স্পর্শ করল এবং ফিসফিস গলায় আওড়ালেন দোয়া।

মারটেন উঠে দাঁড়াল।

বুড়ো দূরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তিনি কি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছেন?

pathagar.net

'আমি এবার শান্তিতে বিদায় নিতে চাই, আমার পুত্র,' বলল বুড়ো। তারপরই মারটেন দেখল সে পার্কে একা দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর সবকিছু পাল্টে গেল। সূর্য তার তাপ ছড়াতে লাগল, বাতাস বইতে শুরু করল এবং মুহূর্তের মধ্যে পুরানো দৃশ্য ফিরে এলো—

সকাল দশটা, স্যাম মারটেন ট্যাক্সি ক্যাব থেকে লাফিয়ে নামল এবং একহাতে ওয়ালেট বের করতে গিয়ে আবার গুবলেট করে ফেলল। এদিক গাড়িগুলো সামনের দিকে এক ইঞ্চি এগিয়ে গেল।

লাল ট্রাকটা এসে থামল তারপর আবার চলতে শুরু করল। সাদা রঙে গায়ে লেখা: এফ. লিউকোউইজ এ্যাণ্ড সন্স, হোলসেল ক্লোথার।

মারটেন সেদিকে তাকাল না। কেমন করে যেন সে জানে তার আগামী দিন গুলো ভালো যাবে। কেমন করে যেন সে জানে আগের থেকে ভালো যাবে...

রূপান্তর : হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

বাই জুপিটার

সে আসলে একটি প্রতিমূর্তি, তবে মানুষ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল তার সঙ্গে লেনদেন করা সম্ভব নয়, কারণ তার শক্তি অসীম। তাই তারা অপেক্ষা করছে পৃথিবী থেকে লক্ষ মাইল দূরে এক 'মহাকাশযানে'।

প্রতিমূর্তি, রাজকীয় সোনালী দাড়ি এবং গাঢ় বাদামী চোখ খুলে ভদ্রগলায় বলল, 'আমরা তোমাদের ইতস্তত: এবং সন্দেহের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি, তারপরেও আমরা বারবার আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা কখনোই কোনো ক্ষতি করব না। আমরা অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে, আমরাও-স্পেকট্রা তারায় কোরোনাল হ্যালোসে বাস করি। তোমাদের সূর্যের তাপমাত্রা আমাদের জন্য অপ্রতুল। তোমাদের গ্রহ-নক্ষত্র কঠিন পদার্থে তৈরি এবং সম্পূর্ণভাবে অন্যজগত মনে হয়।'

পৃথিবীর মধ্যস্ততাকারী (তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সেক্রেটারি অব সায়েন্স নির্বাচিত হয়েছেন এবং ভীনগ্রহীদের সাথে মধ্যস্ততা করার দায়িত্ব পেয়েছেন) বললেন, 'কিন্তু তোমরাই তো বললে তোমাদের একটা প্রধান বাণিজ্যে পথের ওপর আমরা রয়েছি।'

'হ্যাঁ, আমরা আমাদের নতুন জগত কিম্মোনোসেককে প্রোটনিক ফ্লুইডে রূপান্তর করেছি।'

সেক্রেটারি বললেন, 'পৃথিবীর নিয়মে, বাণিজ্যপথগুলো সবসময় সামরিক গুরুত্ব রয়েছে। তাই আমি আবার বলছি, আমাদের আশ্বস্ত করতে হলে ঠিক কেন জুপিটার তোমাদের প্রয়োজন তা বুঝিয়ে বলতে হবে।'

সবসময় দেখা গেছে, প্রশ্ন করা কিংবা কিছু জিজ্ঞেস করলেই

প্রতিমূর্তির চেহারায় বেদনার ছাপ ফুটে উঠে। 'গোপনীয়তা জরুরী। যদি লাম্বার্জের লোকেরা— '

'ঠিক তাই,' সেক্রেটারি বললেন, 'শুনেই আমাদের মনে হয়েছে এতে যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ আছে। তোমরা এবং তুমি যাদের লাম্বার্জের লোক বলছ— '

প্রতিমূর্তি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কিন্তু আমরা তোমাদের তার বদলে কি দিচ্ছি। তোমরা তো শুধু সূর্যের কাছের গ্রহগুলোতে বসতি করেছ এবং আমাদের তাতে বিন্দু মাত্র আকর্ষণ নেই। আমরা শুধু চাইছি যাকে তোমরা জুপিটার বলো। আমার মনে হয় তোমরা কখনই ওই গ্রহে বসবাস করবে, কিংবা গ্রহের পৃষ্ঠে নামবেও না। ওই গ্রহের আয়তন (একটু মুচকি হাসল সে) তোমাদের জন্যে বিশাল।'

সেক্রেটারি ওর তাচ্ছিল্যের ভাবটা পছন্দ হলো না, তাই তিনি কড়া উত্তর দিলেন, 'জুপিটারের উপগ্রহগুলোতে আমরা বাস করতে পারি এবং খুব শিঘ্রীই তার কাজ শুরু হবে।'

'কিন্তু উপগ্রহগুলোতো তোমাদের থাকছে। ওগুলো শুধু তোমাদেরই। আমরা চাইছি শুধু জুপিটার গ্রহটাকে, যে গ্রহটা তোমাদের প্রয়োজনই নেই, এবং এই ব্যাপারে আমরা অনেক উদার। তোমরা জানো আমরা ইচ্ছে করলে তোমাদের অনুমতি ছাড়াই জুপিটার দখল করে নিতে পারতাম। তার বদলে আমরা নিজে থেকেই এর দাম দিতে চাই এবং চুক্তি স্বাক্ষর করতে চাই। এর ফলে ভবিষ্যতে কোনো মতভেদের সম্ভাবনা থাকবে না। লক্ষ্য করে দেখ,আমরা কিন্তু সব কিছু খোলাখুলিই বলেছি।'

সেক্রেটারি আবার বললেন, 'তোমাদের জুপিটার গ্রহটা প্রয়োজন কেন?'

'ওই ল্যাম্বার্জ—

'তোমরা কি ল্যাম্বার্জদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইছ?'

'না, তা ঠিক নয়— '

'কারণ যুদ্ধ যদি হয় এবং তোমরা জুপিটারের যদি কোনো সামরিক প্রস্তুতি নাও তাহলে ল্যাম্বার্জরা তা পছন্দ করবে না। এর ফলে ওরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে এই ভেবে যে আমরা তোমাদের সাথে

pathagar.net

যোগ দিয়েছি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে চাই না আমরা।'

'না,না তোমরা এ ধরনের পরিস্থিতিতে কখনই পড়বে না। কথা দিচ্ছি, আমাদের কাছ থেকে তোমাদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। অবশ্যই' (আবার সে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল) তার বদলে আমরা অনেক উদার মনোভাব দেখাচ্ছি। তোমাদের পুরো গ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির বাক্স সরবরাহ করতে পারি যা তোমাদের সারা বছরের শক্তির প্রয়োজন মেটাবে।'

সেক্রেটারি বললেন, 'আমাদের শক্তির চাহিদা বাড়লে কি সেটাও মেটানো হবে।'

'হ্যাঁ। বর্তমান চাহিদার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি।'

'বেশ, তাহলে আমার কথা শোনো। আমি সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার। আমাকে তোমাদের সাথে চুক্তিতে আসার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে— কিন্তু সে ক্ষমতারও সীমা আছে। আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করছি, কিন্তু এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না তোমরা আমাকে বুঝিয়ে বলছ ঠিক কেন তোমাদের জুপিটার গ্রহটাকে প্রয়োজন ।তবে তোমাদের কথা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলেই আমি সরকারকে এবং পৃথিবীর মানুষকে রাজী করাতে পারব এই চুক্তি সম্পাদন করানোর জন্যে। আর যদি তোমাদের কাছ থেকে সব কথা না জেনে চুক্তি সই করি তাহলে আমাকে বাধ্য করানো হবে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে এবং পৃথিবী এই চুক্তিকে অস্বীকার করবে। তারপর তোমরা শক্তি প্রয়োগ করে জুপিটার দখল করতে পার, কিন্তু সে দখল হবে বে-আইনী এবং তা তো তোমরা চাইছই না।'

প্রতিমূর্তি অধৈর্য হয়ে বলল, 'এইভাবে ক্রমাগত: তর্ক করতে চাই না। ল্যাম্বার্জরা— ' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি কি আমাকে কথা দিতে পারেন যে আমাদের এই তর্কের মাঝে ল্যাম্বার্জদের কোনো ফন্দি নেই, যাতে ওরা আমাদের দেরী করিয়ে— '

'আমি কথা দিচ্ছি,' সেক্রেটারি বললেন।

সেক্রেটারি অফ সায়েন্স যখন মাথার ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন

pathagar.net

তখন তাকে দেখে মনে হলো তাঁর বয়স যেন দশবছর কমে গেছে। তিনি মৃদুগলায় বললেন, 'আমি ওদের বলে দিয়েছি যে প্রেসিডেন্ট চুক্তি স্বাক্ষর করার সাথে সাথেই ওরা জুপিটারের দখল নিতে পারবে। আমার মনে হয় তিনি কিংবা কংগ্রেসের এতে আপত্তি থাকবে। ভদ্রমহোদয়গণ একবার ভেবে দেখুন; আমাদের হাতের মুঠোয় বিনামূল্যে অঢেল শক্তি শুধুমাত্র একটা গ্রহের বিনিময়।'

সেক্রেটারি অব ডিফেন্স রাগে বেগুনী হয়ে উঠলেন, বললেন, 'মিজ্জারে— ল্যাম্বার্জ যুদ্ধের জন্যেই ওদের জুপিটার গ্রহটা প্রয়োজন, তা আমরা বুঝতে পারছি। তাই অমন পরিস্থিতিতে, ওদের সামরিক শক্তির সঙ্গে তুলনা করলে, আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকা উচিত ছিল।'

'কিন্তু সেখানে তো কোনো যুদ্ধ নেই', সেক্রেটারি অব সায়েন্স বললেন। 'প্রতিমূর্তি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেছে ওদের কাছে জুপিটার কেন এত অত্যাবশ্যক। আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট আমার সাথে এক মত হবেন, আপনারাও সকলে একমত হবেন আমার সাথে যখন পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।আসলে, আমার কাছেই রয়েছে ওদের নতুন জুপিটারের পরিকল্পনা, যা খুব শিঘ্রীই রূপায়িত হতে যাচ্ছে।'

অন্যরা একটা সম্মিলিত আর্তনাদের মাধ্যমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'নতুন জুপিটার?' ঢোক গিললেন সেক্রেটারি অব ডিফেন্স।

'পুরানোটার চেয়ে খুব বেশি তফাৎ নেই নতুনটার।' সেক্রেটারি অব সায়েন্স বললেন। 'এই যে ওদের খসড়া, আমাদের মতো প্রাণীদের বোঝার মতো করে ওরা এঁকে দিয়েছে।'

খসড়াগুলো তিনি টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখলেন। পরিচিত গ্রহটাকে দেখা যাচ্ছে একটি ছবিতে : হলুদ, হালকা সবুজ এবং হালকা বাদামী সমান্তরাল কয়েকটি বেষ্টনী, তার সাথে রয়েছে ছাড়নো ছিটানো কোঁকড়ানো সাদা দাগ এবং পটভূমিকায় রয়েছে তারকাখচিত ঘন কালো মহাশূন্য। কিন্তু বেষ্টনীগুলোর উপর আঁকা রয়েছে মহাশূন্যের মতো কালো কুচকুচে কতগুলো দাগ. অদ্ভুত অচেনা প্যাটার্ণ

'এটা,' সেক্রেটারি অব সায়েন্স বললেন, 'হলো গ্রহের সকালবেলাকার দিকটা। আর রাতের বেলটার খসড়ায় আঁকা আছে। (আঁকা আছে, সরু

pathagar.net

একফালি চাঁদের মতো জুপিটার, অধিকাংশটাই অন্ধকারে ঢাকা এবং সেই অন্ধকারের একই রকম অদ্ভুত অচেনা প্যাটার্ন আঁকা, কিন্তু তার উপর জ্বলজ্বল করছে কমলা রঙের কত গুলো দাগ)।

'এই দাগ গুলো,' সেক্রেটারি অব সায়েন্স বললেন, 'আসলে একধরনের আলোর খেলা। আমাকে ওরা বলেছে, ওগুলো গ্রহের আবর্তনের সাথে ঘুরবে না, তবে আবহাওয়া মণ্ডলের উপরের দিকে স্থিরভাবে অবস্থান করবে।'

'কিন্তু এটা কি?' সেক্রেটারি অব কমার্স জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন,' সেক্রেটারি অব সায়েন্স বললেন, 'যে আমাদের সৌরজগতের পাশ দিয়ে ওদের প্রধান বাণিজ্যপথ গেছে। প্রতিদিন পৃথিবীর একশো কোটি মাইলের ভেতর দিয়ে ওদের সাতটি মহাকাশযান যায়, এবং প্রতিটি মহাকাশযান থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রহ পর্যবেক্ষণ করে। পর্যটকের দৃষ্টিতে ওরা দেখে। কঠিন গ্রহ ওদের কাছে বিস্ময়কর জিনিস।'

'কিন্তু এই দাগগুলোর সাথে ওগুলোর সম্পর্ক কি?'

'ওটা ওদের লেখার একধরনের পদ্ধতি। ওগুলো অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: "স্বাস্থ্য ও জ্বলজ্বলে তাপের জন্য ব্যবহার করুন মিজ্জরেট এর্গোন ভার্টিস।"

'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন জুপিটারকে ওরা বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড বানাবে?' চেঁচিয়ে বলে উঠলেন সেক্রেটারি অব ডিফেন্স।

'ঠিকই ধরেছেন। ল্যাম্বার্জরা মনে হয় এর্গোন টেবলেট বিক্রিতে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই মিজ্জারেটরা চুক্তির মাধ্যমে জুপিটারটা ব্যবহার করতে চাইছে— যাতে কোনো কারণে ল্যাম্বার্জরা কোনো মামলা করে ওদের বিজ্ঞাপনে ঝগড়া বসাতে না পারে। সৌভাগ্য বলতে হয়। বিজ্ঞাপন ব্যবসায় মিজ্জারেটরা অনেক কাঁচা।'

'একথা বলছেন কেন?' সেক্রেটারি অব ইন্টেরিয়র জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন ওরা অন্য কোনো গ্রহের কথা উল্লেখ করে নি চুক্তিতে। জুপিটারকে ওরা বিলবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করলে আমাদের সৌরজাগতেরও বিজ্ঞাপনের কাজ করবে। ঠিক তখনই ল্যাম্বার্জরা ছুটে

আসবে আমাদের কাছে যে মিজ্জারেটরা জুপিটারের উপর আইনত : অধিকার আছে কিনা খোঁজ নিতে। তখন আমরা ওদের কাছে শনিগ্রহ বিক্রি করতে পারব। বলয় সহ। আমরা তখন সহজেই বোঝাতে পারব যে শনিগ্রহ আয়তনে ছোট হলেও দেখতে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।'

'এবং তারপর', সেক্রেটারি অব ট্রেজারী হঠাৎ হাসি মুখে বলে উঠলেন, 'এর দাম হবে অনেক বেশি।'

এবং তারপর দেখা গেল ওরা সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

রূপান্তর : হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

pathagar.net

মিসবিগটেন মিশনারী

মানুষের চোখ এড়িয়ে শিপে উঠে পড়েছে ওটা। দু মিনিটের জন্যে ব্যারিয়ার শিথিল ছিল, এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে। জানত অপেক্ষা করে লাভ নেই। তার সাথে আরও ডজনখানেক ছিল। ওরা কেউ উঠতে পারেনি। তাতে অবশ্য সমস্যা হবে না, সে একাই একশো। আর কারও প্রয়োজন নেই।

একটু একা একা লাগছে অবশ্য। কোন লাইফ ফ্যাগমেন্টের একতাবদ্ধ অর্গানিজম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া দুঃখজনক।এইসব অ্যালিয়েনরা একা থাকে কি করে? ওদের জন্যে করুণা হয়। একাকীত্বের ভয় কাকে বলে, এখন বুঝতে পারছে সে। অ্যালিয়েনদের মধ্যে সর্বক্ষণ এই ভয় কাজ করে বলেই ওরা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটায়। তাদের শিপল্যান্ড করার আগে অন্তত এক মাইল এলাকা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। আগুনের ভয়াবহ উত্তাপে এমনকি দশ ফুট মাটির নিচের সংঘবদ্ধ প্রাণের অস্তিত্বও ধ্বংস হয়ে যায়।

রিসেপশন এনগেজ করল ওটা, শুনতে লাগল, অ্যালিয়েনদের চিন্তা-ভাবনা। ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। টের পাচ্ছে, শিপের কিছু কিছু লাইফ ফ্র্যাগমেন্ট খুব দ্রুত চিন্তা করতে সক্ষম। যদিও ওগুলো আদিম, অপূর্ণাঙ্গ।

'আমার অস্বস্তি লাগছে,' রজার ওল্ডেন বলল। 'নোংরা মনে হচ্ছে নিজেকে। বারবার হাত ধুচ্ছি, তবু কাজ হচ্ছে না।'

জেরি থর্ন নাটুকেপনা পছন্দ করে না। তাই চোখ তুলল না। এ মুহূর্তে সেব্রুক প্ল্যানেটের কাছাকাছি রয়েছে তারা, প্যানেল ডায়ালে নজর

pathagar.net

রাখা জরুরী এখন। নোংরা মনে হওয়ার কোন কারণ নেই,' বলল সে।

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তাহলে ও কথা আসে কেন?'

'জানি না। হয়তো ব্যারিয়ার শিথিল হওয়ার কারণে এরকম মনে হচ্ছে।'

'ওটা দুর্ঘটনাবশত ঘটেছে।'

'জানি,' মাথা দোলান ওল্ডেন। 'কিন্তু ঘটনার সময় আমি ছিলাম সেখানে।ওই সময়ে পাওয়ার লাইনে ওভারলোড হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাইনি। কোন কারণ ছিল না, সত্যি আমি ভাবছি আমাদের লোকজন ওই সময়ে সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল কি না। বাইরের ওই জিনিসগুলোর প্রভাবে।'

'তেমন কিছুই ঘটেনি,' শান্ত গলায় বলল জেরি থর্ন। 'ঘটলে আমাদের ব্যাকটেরিয়া কালচারে, ধরা পড়ত। কাজেই তোমার এইসব আজগুবি চিন্তার কোন অর্থ নেই।'

একটু পর কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ওল্ডেন। জিনিসটার দু'ফুটের মধ্যে দিয়ে গেল সে, অথচ দেখতে পেল না ওটাকে।

শিপের অন্য সব অংশের ওপর নজর বোলাল ওটা। প্রতিটা জিনিস, যত ছোটই হোক, তার জন্যে যথেষ্ট। সেখানে ইচ্ছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম ওটা। কিছু লাইফ ফ্র্যাগমেন্ট আছে তারের খাঁচায় বন্দী। ওগুলোর একটা হলুদ রঙের কি এক ফল খাওয়ায় ব্যস্ত। সে-ও খেতে চাইছে, কিন্তু নেটিঙের জন্যে তা সম্ভব নয়।

এইসব ফ্র্যাগমেন্ট খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে! ভাবল সে।

রিসেপশন ডিসএনগেজ করে নিজের পরিবেশের শান্তির কথা ভাবল, কিন্তু ততক্ষণে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছে শিপ। কাজ হলো না।

খাঁচার লাইফ ফ্র্যাগমেন্টগুলোর দিকে তাকাল আবার। খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ওগুলো। এসব নোংরামী ওরা করে না। ফ্র্যাগমেন্টগুলোর সে পরিচিত, কারণ এর সবই আছে তার জন্মস্থানে। বিভিন্ন আকার-আকৃতির ওগুলো—কোনটা দৌড়বিদ, কোনটা সাঁতারু। কোনটা আবার আকাশে ওড়ে।

pathagar.net

কিছু অনড়ও আছে, তার জন্মস্থানে যেমন আছে। সবুজ সেগুলো। কেবল পানি, বাতাস ও মাটি ওদের বাঁধিয়ে রাখে। মানসিক দিক থেকে ফাঁকা ওরা, বোধবুদ্ধিহীন। আলো, আর্দ্রতা ও গ্র্যাভিটি ছাড়া কিছু বোঝে না।

তাকে এখনও দেখেনি ওগুলো। পাইলট রুমের এক কোণায় বসে আছে সে ঘাপটি মেরে। দেখতে অনেকটা কেঁচোর মত, বড়জোর ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ। এবার নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হয়। পাইলট রুমে কেউ নেই এ মুহূর্তে, এখনই উপযুক্ত সময়।

বর্মের ফুটো খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না ওটার। এক জায়গায় কিছু অয়্যারিং দেখতে পেয়ে এগোল। ওটার দেহের সামনের অংশটা উখার মত, তাই দিয়ে ঘষে ঘষে একটা তার কেটে ফেলল। ছয় ইঞ্চি দূরে আবার কাটল। আলাদা করে ফেলা ছয় ইঞ্চি তার সরিয়ে রেখে সেই ফাঁকা জায়গাটায় নিজে বসে পড়ল। তারের কভারিং বাদামী ইলাষ্টিক ধরনের পদার্থের, প্রায় তার গায়ের রঙের মতই।

এখন আর চিন্তা নেই। কেউ খুঁজে পাবে না ওটাকে। অবশ্য খুব কাছ থেকে মন দিয়ে তাকালে অন্য কথা। তাকে দেখতে না পেলেও তারের গায়ে দুটো খুদে ফোঁটার মত পট্টি, দেখতে পাবে। মোলায়েম, সবুজ পশমের ফোঁটা।

'ছোট ছোট সবুজ, চুলগুলোর এত ক্ষমতা,' ড. ওয়েস বলল। 'চিন্তাই করা যায় না।'

'আপনি তাহলে শিওর ওগুলো তাদের সেন্স অর্গ্যান?' ক্যাপ্টেন লোরিং গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে বলল।

'হ্যাঁ,' ওয়েস বলল। 'পরীক্ষাটা চালাতে যথেষ্ট সমস্যা হয়েছে যদিও।'

ক্যাপ্টেন হাসল। 'আমি অমন কাজ করার সাহস পেতাম না।'

'কি যে বলেন। এখানে আমরা সবাই বীর, সবাই সাহসী।'

'কিন্তু ব্যারিয়ারের বাইরে পা রাখার সাহস একমাত্র আপনিই দেখিয়েছেন,' বলল ওয়েস।

pathagar.net

'সেটা তেমন ঝুঁকির কাজ ছিল না,' একটু থামল ক্যাপ্টেন। 'রিফিল?'

'না, ধন্যবাদ। দিনের কোটা পুরো করে ফেলেছি আমি।'

'আর একবার হোক, স্পেসবেয়ডের স্মরণে।' সেব্রুকের দিকে নিজের গ্লাস তুলে ধরল ক্যাপ্টেন। 'টু দ্য লিটল গ্রীন হেয়ারস, যেগুলোর জন্যে সেব্রুকের খোঁজ জানা গেছে।'

ওয়েস মাথা নাড়ল। 'ভাগ্যমান জিনিস। 'প্ল্যানেটটাকে' কোয়ারেন্টাইন করতে হবে।'

'সেটা যথেষ্ট হবে না। যে কোনদিন যে কেউ ল্যান্ড করতে পারে, যার মধ্যে সে ব্রুকের অর্ন্তদৃষ্টি বা দুঃসাহস, কোনটাই হয়তো থাকবে না। সেব্রুকের মত নিজের শিপ হয়তো ধ্বংস করবে না সে। হয়তো কোন বসতিপূর্ণ জায়গায় বলে যাবে।'

'আপনি ভাবছেন ওরা নিজেরাই নিজেদের ইন্টারস্টেলার ভ্রমন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবে?'

'সন্দেহ আছে,' ক্যাপ্টেন বলল। 'কারণ ওদের কাজকর্ম একদম উল্টো। যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না ওদের। সারা প্ল্যানেটে একটা পাথরের কুঠারও খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'আপনার ধারনাই যেন সত্যি হয়।'

ব্যাপার সুবিধের লাগছে না তার। একটু আগে, মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হয়েছিল সে বোধহয় ধরা পড়ে গেছে। চিন্তার কথা, তাই সে ব্যাপারটার সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্যে মানুষের মন সার্চ করে দেখেছে। মানুষের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ম। অসাধারণ।

ভ্রমনের ক্লান্তি ছেঁকে ধরেছে তাকে। মনে হচ্ছে শিপটা ব্যাপক বিস্তীর্ণ মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে, ওরা যাকে বলে হাইপার স্পেস, তার মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে।

শিপটার কথা ভাবল ওটা। নির্মাণের কাজে এইসব লাইফ ফ্র্যাগমেন্ট খুবই দক্ষ। ওদের চাওয়ার কোন শেষ নেই। কিন্তু এবার তাদের চাওয়া পূরণ হবে না। চিন্তাটা কিছুটা স্বস্তি এনে দিল মনে, আড়মোড় ভাঙ্গল সে।

তাদের গ্রহে লাইফ ফ্র্যাগমেন্টদের প্রথম শিপ যেবার ল্যাণ্ড করে,

pathagar.net

সেবারের কথা মনে পড়ল। প্রচুর চিন্তাশীল ফ্র্যাগমেন্ট ছিল সেটায়। দুই ধরনের। প্রাণ উৎপন্নকারী এবং নিস্ফলা। আনন্দের সাথে ওটাকে নিজেদের গ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল তারা। এরপর এল প্রথম ধাক্কা, যখন বোঝা গেল ওরা সব ফ্র্যাগমেন্ট এবং অসম্পূর্ণ।

কিন্তু হিসেবে ভুল ছিল তাদের। ফ্র্যাগমেন্টদের চিন্তাভাবনার লাইন সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। চিন্তাশীলরা যখন কাজ শুরু করে দিল, তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিল ওরা।

প্রথমেই ব্যারিয়ার তৈরি করল ফ্র্যাগমেন্টরা, তারপর নিজেদের ধ্বংস করে দিল। শিপটাকেও।

বোকা ফ্র্যাগমেন্ট।

গ্যালাকটিক প্রেসের জন ড্রেক নিজের ফটো টাইপার স্কিলের জন্যে বেশ গর্বিত। ট্রাভেল কিট টাইপের ক্যামেরা রয়েছে তার সাথে। সিক্স বাই এইট। যে কোন হাতে ওটা অপারেট করতে পারে ড্রেক। জিনিসটার ওজন এক পাউন্ড। এক রোল থিন পেপারও আছে ওটার সাথে। ছবির সাথে ছবির বর্ণনাও লেখা হয়ে যায়।

'আপনি এর সাথে প্রথম থেকেই জড়িত?' ড. ওয়েসকে প্রশ্ন করল সে।

'না। সেব্রুকের রিপোর্ট পাওয়ার পর থেকে। চিন্তায় তলিয়ে গেল সে। সেব্রুকের প্রথম কলোনাইজেশন শিপ যখন পৌছল, তখন নিশ্চয়ই চমৎকার লাগছিল ওটাকে দেখতে। একদম পৃথিবীর মত দেখতে। লাইফ বলতে ছিল প্ল্যান্ট আর ভেজিটেবল।

সবকিছুর সাথে ছিল ছোট দুটো সবুজ লোমের পট্টি, অদ্ভুত কাণ্ড। প্রাণ আছে, এমন কোন কিছুরই চোখ ছিল না। তার জায়গায় ছিল ওই পট্টি। সবকিছুর মধ্যে। এরপর সেব্রুক অবাক হয়ে দেখলেন, খাদ্যের কোন অভাব নেই সে গ্রহে। পশুরা ফল লতাপাতার যেটুকু খেয়ে ফেলে, কয়েক ঘণ্টায় তা আবার জন্মায়। অদ্ভুত নিয়মে চলে সেখানকার প্রকৃতি।

পোকামাকড় যা ছিল, ছিল সীমিত। এক সময় ঘটল সাদা ইঁদুরের ঘটনা।

pathagar.net

'বহির্বিশ্বের খাবার পরীক্ষার জন্যে প্রত্যেকটি কলোনাইজিং শিপে এক গ্রুপ করে ইঁদুর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুধু মেয়ে ইঁদুর।'

'শুধু মেয়ে?' ড্রেক বলল। 'পুরুষ ইঁদুর নয় কেন?'

'মেয়েরা বেশি সহনশীল, তাই। পরে দেখা গেল সবগুলোর পেটে বাচ্চা এসেছে। বাচ্চার জন্মের পর দেখা গেল একটারও চোখ নেই। চোখের জায়গায় আছে কেবল সবুজ দুটো পট্টি।'

'কিন্তু পুরুষ সঙ্গী ছাড়া ওগুলো গর্ভবতী হলো কি ভাবে?'

'খাবারের মাধ্যমে। ইঁদুরের পর একটা বিড়ালও গর্ভবতী হয়। সেটার বাচ্চাগুলোরও চোখের জায়গায় চোখ ছিল না। ছিল সেই পট্টি।'

'আমি সেব্রুক প্ল্যানেট থেকে সুভেনিয়ার হিসেবে একটা শিলাগুটি নিয়ে এসেছি, ডক,' ড্রেক বলল।

সতর্ক হয়ে উঠল ড. ওয়েস। 'শিলাগুটি! কাজটা ঠিক হয়নি। আপনি জানেন এরকম কিছু সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।'

অস্বস্তি আরও বেড়েছে ওটার। শিপের বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। তার উপর স্থিতির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে। তা হয় কি ভাবে? সে তো সন্দেহ জাগানোর মত কিছু করেনি। তার মত আর কেউ ওঠেনি তো শিপে? ধরা পড়ে গেছে অসর্তক থাকায়? কিন্তু সে জানে তা হতে পারে না। তার অজান্তে এরকম কিছু ঘটতে পারে না।

একটু একটু করে সন্দেহের মাত্রা কমে এল ওটার। কিন্তু একেবারে দূর হলো না। অন্তত: একজন চিন্তাশীল ভাবছে ব্যাপারটা নিয়ে, সত্যের দিকে এগিয়ে আসছে, একটু একটু করে।

ল্যান্ডিঙের আর কত দেরি?'

নিজের রুমে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে ড. ওয়েস। এর মধ্যে সোলার সিস্টেমে ঢুকে পড়েছে তারা, তিন ঘন্টা পর ল্যান্ড করবে। ভেবে দেখতে হবে তাকে। তিন ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ড্রেক যে শিলাগুটি নিয়ে এসেছে, সেটা সেব্রুকের অর্গানাইজড্ লাইফের অংশ হলেও এখন মৃত। হাইপার অ্যাটনিক মোটরের সাহায্যে

pathagar.net

পরীক্ষা করে দেখেছে। কাজেই তা নিয়ে ভাবছে না ড. ওয়েস। ভাবছে যে সময়ে সে জিনিসটা সংগ্রহ করেছে, তখনকার কথা। সেক্রুকে অবস্থানের শেষ মুহূর্তে ব্যারিয়ার ব্রেক ডাউনের সময় ওটা সংগ্রহ করেছে সে। ওই সময় আর কোন জ্যান্ত 'শিলাগুটি' শিপে উঠে পড়েনি তো সবার অলক্ষে?

ভেবে দেখতে হবে। ল্যান্ডিঙের সময় এসে গেছে, তার আগেই যা করার করতে হবে তাকে। ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই।

কি হলো? ভাবল জেরি থর্ন, সমস্যাটা কোথায়?

ক্যাপ্টেন লরিঙের দিকে ফিরল সে। 'দুঃখিত। মনে হচ্ছে কোথাও পাওয়ার ব্রেক ডাউন ঘটেছে। লক খুলছে না।'

'তুমি শিওর? লাইট তো জ্বলছে।'

'আমি শিওর স্যার। দেখি, কোথায় কি ঘটল।'

'এয়ার-লাক ওয়ারিং বক্সের কাছে রজার ওল্ডেনকে দেখে সেদিকে এগোল জেরি। কি সমস্যা!'

'দাঁড়াও। দেখতে দাও,' বলল লোকটা। একটু পর উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'আরে টোয়েন্টি এএমপি লীডে দেখছি ছয় ইঞ্চির মত একটা গ্যাপ!'

'কি? তা হয় কি করে?'

কাছেই পড়ে থাকা কাটা তারটুকু তুলে দেখাল সে। একই মুহূর্তে ড. ওয়েস যোগ দিল তারের সাথে। 'কি হয়েছে?'

তাকে ঘটনা খুলে বলল ওরা। চোখ কুঁচকে ঝুকে দাঁড়াল লোকটা। কম্পার্টমেন্টের ফ্লোরে কালো রঙের কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। আঠাল লাগল জিনিসটা। ভাবল তারের খোয়া যাওয়া অংশ দখল করে নেয়নি তো কিছু? জীবন্ত কিছু, দেখতে তারের মত? 'ব্যাকটেরিয়ার কি খবর?' প্রশ্ন করল সে।

এক ক্রু চেক করে এসে রিপোর্ট করল, 'স্বাভাবিক, ডাক।'

কাটা তারের দুই অংশ এক করে আটকে দেয়া হলো, খুলে গেল এয়ার লক্। বাইরে এসে দাঁড়াল ড. ওয়েস। অ্যানার্কি,' বলে একটু হাসল সে। 'ওভাবেই থাকুক।'

রূপান্তর : আবু আজহার

pathagar.net

আই এ্যাম ইন মাসপোর্ট উইথ আউট হিলডা

এক অ্যাসাইনমেন্ট, শেষ করে আরেকটা শুরু করার আগে এক মাসের ছুটি, গ্যালাকটিক সার্ভিসে এটাই নিয়ম। আমি এখন সেই ছুটিতে আছি। এ সময় আমার মিষ্টি, সুন্দরী স্ত্রী হিলডার থাকার কথা মারসপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে, কিন্তু আমি এখানে পৌঁছার দু'দিন আগে আমার শ্বাশুড়ি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ও আসতে পারেনি। শ্বাশুড়ির খবর স্পেসগ্রামে জানিয়েছে আমাকে হিলডা। বলেছে, এ মুহূর্তে মারসপোর্টে আসতে পারছে না বলে দুঃখিত। মায়ের দেখাশুনার জন্যে পৃথিবীতে থাকতে হবে।

মারসপোর্টে তিনদিন থাকব আমি। আমি থাকব অথচ হিলডা নেই। অতএব ফ্লোরাকে কল করার জন্যে একটা ভিডিও বুদে ঢুকলাম পোর্টে পৌঁছেই। অতীতে মেয়েটার সাথে সম্পর্ক ছিল আমার। প্রথমে ভাবলাম, সম্ভবত নেই, অথবা ওর ভিডিও ফোনের সংযোগ কাটা। অথবা এমনও হতে পারে ফ্লোরা বেঁচে নেই।

কিন্তু দেখা গেল আছে ও, এবং বহাল তবিয়তেই। ভিডিওর পর্দায় মেয়েটাকে আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী লাগল।

'ম্যাক্স।' চেঁচিয়ে উঠল ফ্লোরা। 'এত বছর পর মনে পড়ল?'

'হ্যাঁ, ফ্লোরা। তুমি ফ্রী আছ?' মারসপোর্টে এবার আমি একা। হিলডা নেই।'

'চমৎকার! চলে এসো তাহলে।'

একটু সন্দেহ হলো। হুট্ করে পাওয়া যাবে, এমন মেয়ে তো নয়, 'তুমি সত্যি ফ্রী আছে?'

'কাজ একটা অবশ্য আছে,' বলল ফ্লোরা। তবে সে আমি পরে

pathagar.net

সামাল দেব। তুমি চলে এসো।'

'ঠিক আছে, আসছি।'

ফ্লোরা বিশেষ এক শ্রেণীর মেয়ে, ০. ৪ আর্থ নরমালের নিচে মারসিয়ান গ্র্যাভিটিতে ওর বিলাসবহুল বাড়ি। ভাড়া অবিশ্বাস্য, কিন্তু ফ্লোরার তাতে কোন সমস্যা হয় না। ০.৪ জী-এর নিচে কোন সুন্দরী রমনীকে যদি কখনও নিজের বাহুডোরে পাওয়ার সুযোগ আপনার হয়ে থাকে, তাহলে আপনি বুঝবেন কেন হয় না। যদি সে সুযোগ না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা করলেও বুঝবেন না আপনি। আমি সে জন্যে দুঃখিত।

বুদ থেকে বের হতেই টেকো রগ ক্রিনটনের সাথে দেখা। মারস অফিসের একজন এক্সিকিউটিভ সে। ফ্যাকাসে নীল, চকচকে চোখ, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হলুদ। বাদামী গোঁফ আছে।

'কি চাও?' আমি বললাম। 'আমার তাড়া আছে, জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে একটা।'

'তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমার সাথে,' রগ বলল। 'তোমার জন্যে ছোট্ট একটা কাজ জোগাড় করেছি আমি।'

হেসে উঠলাম। 'ছোট কাজটা' আপাতত সে কোথায় রাখবে, তার বিস্তারিত অ্যানাটমিক্যাল বর্ণনা দিয়ে বললাম,'আজ থেকে আমার এক মাস অফ, বন্ধু।'

সে বলল, 'এটা রেক ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট ,বন্ধু।'

চুপ্‌সে গেলাম আমি। হয়ে গেছে কাজ। ছুটি বাতিল। তবু বললাম, 'একটু সদয় হও, রগ। আমি এখন নিজের ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট নিয়ে ব্যস্ত। আর কারও ঘাড়ে চাপাও না কেন?'

'এখানে এখন একমাত্র তুমিই "এ" ক্লাস এজেন্ট আছ, ম্যাক্স।'

'পৃথিবী থেকে কাউকে আনিয়ে নেয়া যায় না?' প্রায় অনুনয়ের সুরে বললাম এবার।

'এখন বাজে প্রায় সাড়ে সাতটা। এগারোটা, অর্থাৎ তিন ঘন্টার মধ্যে কাজটা হতে হবে,' একঘেঁয়ে সুরে বলল রগ।

বুঝলাম উপায় নেই। ফ্লোরাকে কল করতেই হবে আবার।

pathagar.net

যোগাযোগ করতেই চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কি? আমি অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দিয়েছি তা জানো?'

'ফ্লোরা, বেবি, আমি আসব। সত্যি বলছি, আমি আসব। ছোট্ট একটা কাজে আটকে গেছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।' কোনমতে ওকে শান্ত করে বুদ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ক্রুদ্ধ চোখে রগের দিকে তাকালাম। এবার বলোম, 'কি কাজ?'

'লুব্ধক থেকে অ্যান্টারিস জায়ান্ট আসছে, ঠিক আটটায় ল্যান্ড করবে এখানে,' বলল সে।

'তো?'

'ওটার তিনজন লোক থাকবে অন্য যাত্রীদের মধ্যে, খুবই প্রভাবশালী। এগারোটার স্পেস ইটারের চড়ে পৃথিবীতে যাবে। একবার স্পেস ইটারে চড়ে বসতে পারলে আমাদের মুঠোর বাইরে চলে যাবে লোকগুলো।'

'তা আমাকে কি করতে হবে ?

'এদের মধ্যে একজনের কাছে নিষিদ্ধ মাল থাকবে,' রগ বলে চলেছে। 'সে কে,এই তিন ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে।'

'মালটা কি?'

'অল্টারড স্পেসোলাইন।'

'অল্টারড স্পেসোলাইন!' সমস্যা, বুঝলাম আমি। জানি জিনিসটা কি। স্পেসে চলাফেরার সুযোগ হয়ে থাকলে আপনিও চিনবেন। অনেকের প্রথম স্পেস সফরেই প্রয়োজন হয় স্পেসোলাইনের, কিছু মানুষ আছে, যাদের প্রয়োজন হয় অন্তত এক ডজনবার। কিছু লোকের তো প্রত্যেকবারই লাগে। ওই জিনিস না হলে মাথা ঝিমঝিম করে, পৃথিবীর মানুষের পাকা ফলের মত শিপ থেকে পড়ে যাওয়ার অনুভূতি হয়। আতঙ্কিত হয়ে ওঠাসহ অস্থায়ী সাইকোসিসেও আক্রান্ত হয় মানুষ। স্পেসোলাইন নিলে এসবের কিছুই হয় না। কোন অস্বাভাবিক অনুভূতি জাগবে না। ওটার সবচেয়ে বড় সুবিধা, নেশা হয় না। একবার নিলে যে আবারও নিতে হবে, সেরকম কিছু নয় জিনিসটা।

'হ্যাঁ, অল্টারড্,' রগ ক্রিনটন বলল।

pathagar.net

সেটা কি জিনিস, তাও জানা আছে আমার। বিশেষ এক কেমিক্যালের সাহায্য নিয়ে বেআইনী, মাদক, অল্টারড, স্পেসোলাইনে পরিণত করা হয় জিনিসটাকে। যে কেউ করতে পারে কাজটা।

'এই তিনজনের একজনের কাছে থাকবে জিনিসটা। সে কে, খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে। তবে সাবধান, ভুল লোককে ধরেছ কি মরেছ। প্রত্যেকে যে যার গ্রহের অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ এরা। এডওয়ার্ড হারপোনাস্টার, জোয়াকিন লিপস্কি এবং অ্যান্ডিয়ামো ফেরুচ্চি। শুনেছ এদের নাম?'

অজান্তে মাথা দোলালাম, শুনেছি। এরা একেকজন মহা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। বললাম, 'এরা কেন এমন নোংরা কাজ, করতে যাবে? পয়সার অভাব আছে কারও?'

'এর সাথে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ক্রেডিট জড়িত, কেন করবে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল রগ। 'ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল জ্যাক হক। তাই তাকে মরতে হয়েছে।'

চমকে উঠলাম আমি। 'জ্যাক মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। এই তিনজনের মধ্যে যে এর সাথে জড়িত, তাকে খুন করার আয়োজনও সে-ই করেছে। এগারোটার মধ্যে ধরতে হবে তাকে। তাহলে প্রমোশন, বেতন বৃদ্ধি, সবই হবে। আর যদি ভুল করেও ভুল লোককে ধরেছ, তাহলে ওসব তো দূরের কথা, চাকরিই থাকবে না তোমার।'

'যদি কাউকেই না ধরি?'

'সেটাকেও ব্যর্থতা ধরে নেয়া হবে। পরিণতি, চাকরি নট্।'

'অর্থাৎ তাকে ধরতেই হবে,' তিক্ত কণ্ঠে বললাম আমি। 'এবং ভুল করলে চলবে না। সে ক্ষেত্রে ধড় থেকে আমার মাথাটা কেটে হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে, এই তো?'

'আস্ত নয়, সরু সরু স্লাইস করে।'

ঠিক সময়ে ল্যাণ্ড করল অ্যান্টারিস্ জায়ান্ট। প্রথমে ওটা থেকে বের হলো লিপস্কি। পুরু ঠোঁট মানুষটার, গোল চোয়াল। ভুরু কুচকুচে কালো, চুল ধূসর হতে শুরু করেছে। একবার আমার দিকে তাকিয়ে বসে পড়ল

pathagar.net

লোকটা।

'গুড ইভনিং, স্যার!' বললাম আমি।

'সারেয়ালিসমাস অভ পানামি হার্টর্স্ ইন থ্রী কোয়ার্টার টাইম ফর এ কাপ অভ কফিডম অভ স্পীচ,' জবাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল মানুষটা। পুরোটাই স্পোসোলাইন।

ফেরুচ্চি এল এবার। দীর্ঘদেহী, কালো গোঁফ আছে। বসল সে। বললাম, 'নাইস ট্রিপ, স্যার?'

সে বলল, 'ট্রিপ দ্য লাইট ফ্যান্টাসটিক টক দ্য ক্লক ইজ, ক্রোইংস অন দ্য বার্ড।'

লিপস্কি বলে ওঠল, 'বার্ড টু দ্য ওয়াইজ গাইড (guyed) বুক টু অল প্লেসেস এভরিবডি।'

আমি হাসলাম। এখন শুধু হারপোনাস্টার বাকি। আমার ম্যাগনেটিক কয়েল তাকে পাকড়াও করার জন্যে রেডি। নীড্ল গানও। একটু পর এল লোকটা। শুকনো, প্রায় টেকো, তবে বয়সে অন্য দু'জনের চেয়ে বেশ ছোট। 'ড্যামইয়াণ্ডিক নোট স্পীচ টু হিজ লাস্ট টাইম আই স উড (wood) ইউ সে সো,' বলল লোকটা।

ফেরুচ্চি বলল, 'সো (sow) দ্য সীড দ্য টেরিটোরি আন্ডার ডিসপিউট ডু ওয়েল টু কাম অ্যালং লং রোড টুনাইটিঙ্গেল।'

'গে লর্ডস হপিং পং বলস্,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল লিপস্কি।

আমি বোকার মত একবার এর দিকে তাকাচ্ছি, একবার তার দিকে। এক সময় অর্থহীন কথাবার্তা থেমে গেল। তিনজনের একজন যে ভান করছে, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না একটুও। নিজেকে খুব চতুর ভাবছে সে। ধরে নিয়েছে স্পেসোলাইন উল্লেখ না করলেই ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু কে সে? সাড়ে আটটা বাজে, আর কতক্ষণ লাগবে তাকে ধরতে? ফ্লোরা নিশ্চয়ই আমার জন্যে তিন ঘণ্টা...

'দ্য ফ্লোর ইজ কাভারড্ উইল এ নাইস সলিড রাগ,' বললাম আমি। শেষ শব্দ দুটো এমনভাবে উচ্চারণ করলাম শোনাল 'সলি ড্রাগ' এর মত।

pathagar.net

লেপস্কি বলে উঠল, 'ড্রাগ ফ্রম আন্ডারনিথ দ্য ডাউ রে মি ফা সল টু বি সেভড্।'

আবার শুরু হলো অর্থহীন সমস্ত বাক্য। খুব চেষ্টা করছি সে সবের মধ্যে কোন সঙ্কেত আছে কি না ধরতে। কিন্তু বৃথা। কি করি?

হঠাৎ করে মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বলে উঠলাম, 'জেন্টলমেন, এই শহরে একটা মেয়ে থাকে। তার নাম বলব না, তবে সে দেখতে কেমন, তাই এখন বলব আপনাদের।'

থেমে থেমে বলতে লাগলাম আমি। চুপচাপ শুনছে তারা। তেমন বাধা দিচ্ছে না। স্পেসোলাইনের অধীন মানুষের একটা গুণ আছে, তারা বেশিরকম ভদ্র। একজনের কথার মধ্যে কখনও কথা বলে না। বলে তার কথা শেষ হলে অথবা সে বিরতি দিলে।

আমি বলে চলেছি, ইচ্ছে করেই দীর্ঘ করছি বক্তব্য। একই সাথে তিন মহারথীর ওপর সতর্ক নজরও রাখছি।

'এই যুবতী, জেন্টলমেন, লো গ্র্যাভিটির উপযোগী অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। হয়তো আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাতে হয়েছে কি, বা লো গ্র্যাভিটিতে থাকার প্রয়োজন কি? জেন্টলমেন, মারসপোর্টের কোন সুন্দরী। যুবতী প্রাইমা ডোনার সাথে একান্তে এক সন্ধ্যা কাটানোর অভিজ্ঞতা যদি আপনার না থাকে, তাহলে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না...'

আরও অনেক কথাই বলে গেলাম আমি, তাদেরকে কিছুই কল্পনা করার সুযোগ দিলাম না। এমনভাবে ব্যাখ্যা করলাম সব, যেন তারা ভাবে সেই বাড়িতে আছে তারা, সেই মেয়ের একান্ত সান্নিধ্যে। অবশেষে সময় শেষ হলো, স্পেস ইটারের আগমন ঘোষণা করা হলো।

'রাইজ, জেন্টলমেন,' চড়া গলায় বললাম আমি।

একযোগে উঠল তারা। পা বাড়াল। পাশ কাটাবার সময় ফেরুচ্চির কাঁধে টোকা দিলাম। 'তুমি না,' বললাম আমি। 'জ্যাক হককে হত্যার এবং অল্টারড্ স্পেসোলাইন বহনের অভিযোগে তোমাকে গ্রেফতার করছি আমি।'

কোন সুযোগ দিলাম না, ব্যাটা দ্বিতীয়বার দম নেয়ার আগেই আমার

pathagar.net

ম্যাগনেটিক কয়েল তার কব্জিতে এঁটে বসল।

সার্চ করে ফেরুচ্চির উরুর ভেতরের অংশে পাওয়া গেল স্পেসোলাইন। চামড়ার রঙের প্লাস্টিক ব্যাগে ছিল। ব্যাগের রং এতই নিখুঁত যে খালি চোখে দেখা যাচ্ছিল না, ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে নিশ্চিত হতে হয়েছে।

'কি করে ধরলে ব্যাটাকে,' রগ ক্রিনটন জানতে চাইল।

'অশ্লীল গল্প বলে,' আমি বললাম। 'অনেক নোংরা কথা বলেছি কিন্তু বাকি দুজনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। দেখা গেছে শুধু ফেরুচ্চির মধ্যে। বুঝে ফেললাম ওই ব্যাটাই খুনী। তোমার কাজ শেষ, এবার চললাম আমি। ও ভাল কথা, রগ, এক হাজার ক্রেডিটের একটা বিট সই করে দিতে পারো? ফেরত পাবে না, কোন রেকর্ডও রাখা চলবে না। ছুটিতে থেকে সার্ভিসের জন্যে যে সার্ভিস দিলাম, তার বিনিময়ে?'

'নিশ্চই,' বলল টেকো। 'এক হাজার কেন, তুমি চাইলে দশ হাজারও দিতে পারি।'

'আমি চাই,' বললাম আমি। 'একশোবার চাই।'

'আমি বাইরে যাচ্ছি,' ভিডিও ফোন ধরেই ঝাঁঝিয়ে উঠল ফ্লোরা। 'তোমার জন্যে আর এক সেকেণ্ডও নষ্ট করতে রাজি নই আমি। তিন তিনটা ঘণ্টা নষ্ট করেছ তুমি আমার। দয়া করে আর বিরক্ত কোরো না।'

আমি কিছু বললাম না, শুধু রগের দেয়া চিটটা তুলে ধরলাম যাতে মেয়েটা স্পষ্ট দেখতে পায়। দেখল ও, সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাড়ভ্যাড়ানি থেমে গেল। 'ম্যাক্স! আমার জন্যে?'

'নয়তো কার জন্যে?'

'ওহ, ম্যাক্স! তুমি কি ভাল! ঠিক আছে, এখনই চলে এসো। আমি আসলে ঠাট্টা করছিলাম।'

'কিন্তু তুমি না কোথায় যাচ্ছিলে?'

'বললাম তো, ঠাট্টা করে বলেছি। চলে এসো।'

'আচ্ছা!'

লাইন কেটে দিয়ে বেরোতেই শুনি কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে।

Pathagar.net

দৌড়ে আসছে আমার দিকে। 'ম্যাক্স! ম্যাক্স! মা এখন সুস্থ আছে, তাই স্পেস ইটারে স্পেশাল প্যাসেজ নিয়ে চলে এলাম তোমার কাছে। ওটা কি? দশ হাজার ক্রেডিট?'

'হ্যালো, হিলডা!' বললাম আমি। ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এরকম মুহূর্তের সবচেয়ে কঠিন কাজটি করলাম।

মৃদু হাসলাম।

রূপান্তর: আবু আজহার

pathagar.net

অল দ্য ট্রাবলস্ অব দ্য ওয়ার্লড

মাল্টিভ্যাক কম্পিউটার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান— মাল্টিভ্যাক, বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিল্প কারখানা। গত ৫০ বছরের সেটার পরিধি এতই বেড়েছে যে ওয়াশিংটন ডি.সি ছাড়িয়ে উপশহর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। পৃথিবীর সমস্ত শহরে আছে সেগুলো।

একদল সিভিল সার্ভেন্ট প্রতিমুহূর্তে ডাটা ফেড করে মাল্টিভ্যাকে, আরেকদল সে সবের জবাব বের করে। একদল এঞ্জিনিয়ার কারখানার ভেতরে সারাক্ষণ টহলে থাকে, অন্যদিকে দেশের সমস্ত মাইন ও কারখানা নিজেদের রিজার্ভ স্টক জমা রাখে মাল্টিভ্যাকে। মাল্টিভ্যাক বিশ্ব অর্থনীতিকে পরিচালনা করে, বিশ্বের বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। সবচেয়ে বড় কথা, পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের যাবতীয় ব্যক্তিগত ডাটা সংরক্ষিত আছে মাল্টিভ্যাকের মেমোরি ব্যাঙ্কে। প্রতিদিন তা চেক করে সেন্ট্রাল বোর্ড অভ কারেকশন।

এ মুহূর্তে বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছে বার্নার্ড গালিম্যান। প্রতিদিন সকালে অফিসে পৌঁছেই তাকে সে তালিকায় চোখ বোলাতে হয়। রোজকার মত সেদিনই তাই করছিল গালিম্যান। হঠাৎ এক ঝাঁকি খেল সে তালিকায় দুটো ফার্স্ট ডিগ্রী খুনের এন্ট্রি দেখে। একটা নয়, দুটো। একই সঙ্গে দুটো হত্যার ঘটনা এই প্রথম চোখে পড়েছে তার। তৎক্ষণাৎ কো-অর্ডিনেটর আলি ওথম্যানকে ডেকে পাঠাল সে।

'এসব কি, আলি? একদিনে দুটো খুন? কোন অস্বাভাবিক সমস্যা দেখা দিয়েছে নাকি?'

'না, স্যার,' বলল সমন্বয়কারী। 'দুটো খুনই লো প্রোব্যাবলিটির।'

'জানি। কোনটার প্রোব্যাবলিটিই ১৫ পার সেন্টের ওপরে নয়।

pathagar.net

কিন্তু মাল্টিভ্যাক যেখানে নিজের প্রভাব খাটিয়ে পৃথিবী থেকে সব ধরনের অপরাধ প্রায় নির্মূলই করে দিয়েছে। সেখানে একদিনে এই দুই হত্যাকাণ্ডকে মানুষ নিশ্চই ভাল চোখে দেখবে না।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। আমি বুঝতে পারছি।'

'তোমাকে এ-ও বুঝতে হবে যে এরকম ঘটনা আর ঘটা চলবে না আমার টার্মে,' গম্ভীর গলায় বলল চেয়ারম্যান।

'ইয়েস, স্যার। এই দুই খুনের ঘটনার সাথে ডিস্ট্রিক্ট অফিস এরইমধ্যে জড়িয়ে গেছে। অপরাধী দুজনকে অবজার্ভেশনে রেখেছে তারা।'

'গুড।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' আলি ওথম্যানের সহকারী, রেফ লীমি বলল।

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না,' আলি বলল ঝাঁঝের সাথে। 'একটা-দুটো খুনের ঘটনায় চাঁদি গরম হয়ে আছে চেয়ারম্যানের, আমার নয়।'

'কিন্তু এসব কেস আমরা হ্যান্ডেল করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। বরং তাঁকে জানিয়ে দেয়াই ভাল। তবে তাতেও সমস্যা হতে পারে।'

'কি আর হবে?' আলি বলল। 'প্রোব্যাবলিটি এমুহূর্তে মাত্র ১২.৩। খুনের ঘটনা না ঘটলে এসব আপাতত চেপে রাখাই ভাল।'

'আমার কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না,' সহকারী বলল শুকনো গলায়।

'আমারও না। কিন্তু আপাতত ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেই চাপা থাকুক। একা একা কেউ এরকম খুনের পরিকল্পনা করতে পারবে না। সাহায্যকারী কেউ না কেউ আছেই।'

'মাল্টিভ্যাক তো সেরকম কিছু বলেনি,' বলল লীমি।

'জানি, তবু...'

একটা অপরাধের গোপন রেখে সেদিনের তালিকা চেয়ারম্যানের অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেটা ফার্স্ট ডিগ্রী মার্ডারের চেয়েও বড় অপরাধ। মাল্টিভ্যাকের জীবনে এরকম অপরাধ ঘটানোর পরিকল্পনা কখনও নেয়নি কেউ।

বেন ম্যানারসের খুব খুশি খুশি লাগছে আজ। নিজেকে বাল্টিমোরের সবচেয়ে সুখী মনে হচ্ছে তার। কারণ আজ তার বড় ভাই মাইকেল আঠারো বছরে পা দিয়েছে। বাল্টিমোরে যত আঠারো বছর বয়সী ছেলে-মেয়ে আছে, প্রত্যেকে আজ শপথ নিতে যাচ্ছে।

সে উপলক্ষে বাল্টিমোরের স্টেডিয়ামে বিশাল আয়োজন চলছে। শত শত তালিকাভুক্ত যুবক-যুবতী হাজির হয়েছে এখানে। ছেলেরা বসেছে ডানদিকের গ্যালারিতে, মেয়েরা বাঁ দিকে। বেন এসেছে ভাইয়ের সাথে, তার পারিবারিক প্রতিনিধি হিসেবে। মা-বাবা আসতে চেয়েছিল, কিন্তু মাল্টিভ্যাক তাদের 'ওকে' করেনি, করেছে বেনকে।

ডানদিকের মাথাগুলোর ওপর চোখ বোলাল বেন, মাইকেলকে খুঁজল। নাহ্, দেখা নেই তার। কোথায় বসেছে কে জানে! মাঠে, গ্যালারির কাছাকাছি পাতা মঞ্চে উদয় হলো এক লোক। সমাবেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন, শপথ গ্রহণকারী ও অতিথিবৃন্দ। আমি র‍্যানডলফ টি, হচ, এ বছরের সেরিমনি ইন-চার্জ। আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম কাজ হচ্ছে, শপথ গ্রহণেচ্ছুদের মাল্টিভ্যাকের জন্যে নিজের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বিশেষ এক ফরমে লিখে দেয়া।

'এটা প্রত্যেক শপথ গ্রহণেচ্ছুর জন্যে অবশ্য করণীয়। এতে কিছুটা সমস্যা হয়তো হবে, ফরমের কোন কোন প্রশ্নে কেউ কেউ বিব্রত বোধ করতেও পারে, তবু কাজটা করতেই হবে। কাজ শেষ হলে মাল্টিভ্যাক প্রত্যেকের প্রকৃতি সম্পর্কে অ্যানালিসিস করে তা নিজের ফাইলে ভরে রাখবে। ওটা তোমাদের মনের কথা জানতে পারবে এর ফলে, তোমাদের কার কেমন মানসিকতা, তাও। এমনকি তোমরা ভবিষ্যতে কে কি করবে, সে সম্পর্কেও অনুমান করতে পারবে।

'এখনই নির্দিষ্ট ফরম বিতরণ করা হবে তোমাদের মধ্যে। সতর্কতার সাথে পূরণ করবে সেটা, এবং অবশ্যই প্রতিটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখবে। কিছু লুকাবার চেষ্টা করবে না।

'হয়তো তোমাদের কারও কারও মনে ভুল বা মিথ্যে দেয়ার ইচ্ছে জাগবে, কিন্তু দয়া করে কেউ তা করতে যেয়ো না। মাল্টিভ্যাক ধরে ফেলবে। সে ক্ষেত্রে তাকে শপথ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ঘোষণা

pathagar.net

করা হবে। এবং...

অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল দু'ভাইয়ের। ফিরেই বড় ধরনের এক ধাক্কা খেল তারা। ইউনিফর্ম পরা এক লোক প্রথমে বাধা দিল বাড়িতে ঢুকতে, কাগজপত্র চেক করে অবশ্য ঢুকতে দিল। ভেতরে ঢুকতে আরেক ধাক্কা। দেখল বিমর্ষ মুখে লিভিং রুমে বসে আছে মা-বাবা।

'আমাকে খুব সম্ভব গৃহবন্দী করা হয়েছে,' দু'ভাইয়ের নীরব প্রশ্নের জবাবে বলল বাবা, জোসেফ ম্যানারস।

পুরো রিপোর্ট কোনদিনই পড়ে না বার্নার্ড গালিম্যান, আজও পড়ল না। তবে তার সামারি পড়ে খুশি হলো। অপরাধের মাত্রা অনেক কম দেখা যাচ্ছে— প্রায় শতাংশ কম। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে মনে মনে। আলি ওথম্যানকে ইন্টারকমে অভিনন্দন জানাতেও ভুলল না।

শ্রাগ করল ওথম্যান। 'যাক্, লোকটা খুশি হয়েছে।'

'আসল কথাটা কখন জানাবেন?' প্রশ্ন করল সহকারী। 'ম্যানারসকে পর্যবেক্ষণে রাখায় প্রোব্যাবিলিটিজ তো বেড়েছে। হাউস অ্যারেস্ট তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

'আমি তা জানি না ভেবেছ? অবশ্য কেন বেড়েছে তা জানি না।'

'ম্যানারসের সমস্যার কারণে হয়তো তার সাহায্যকারীরা একজোট হয়ে কিছু ঘটাতে চাইছে।'

'উল্টোও তো হতে পারে,' ওথম্যান বলল। 'পালের গোদাকে আটক করায় তারা হয়তো পালিয়েছে। তাছাড়া মাল্টিভ্যাক তো তাদের কারও নাম বলেনি এখন পর্যন্ত।'

'পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগে চেয়ারম্যানকে সব জানালে বোধহয় ভাল হতো।'

'না,' মাথা নাড়ল সমন্বয়কারী। 'প্রোব্যাবিলিটি এখন মাত্র ১৭.৩। আরও বাড়লে দেখা যাবে।'

pathagar.net

'এসব কি, কেন ঘটছে, পপ?' বড় ছেলে মাইকেল প্রশ্ন করল।

'ঈশ্বরের কসম, সান,' বলল জোসেফ। 'আমি কিছু জানি না। কিছুই করিনি আমি।'

'নিশ্চই কিছু করোনি তুমি,' মাইক মাথা দোলাল। 'হয়তো কিছু করার কথা ভেবেছ!'

'তাও না।'

'এমন কথা নিজের বাপ সম্পর্কে কি করে ভাবছ তুমি?' রেগে উঠল মা এলিজাবেথ। 'তাছাড়া এমন কি-ই বা ভাবতে পারে যার জন্যে ওকে গৃহবন্দী করতে পারে অথরিটি?'

'ওরা কিচ্ছু বলেনি?' ইঙ্গিতে বাইরের গার্ডকে বোঝাল মাইক।

'না, বলেনি,' ঘনঘন মাথা নাড়ল এলিজাবেথ। 'আমরা জিজ্ঞেস করেছি। বলেছি, এভাবে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তোমরা আমাদেরকে সমাজের চোখে ছোট করছ। অভিযোগটা কি, বলো। দেখি, আমরা তার জবাব দিতে পারি কি না।'

'তবু বলেনি?'

'না।'

'কিন্তু, মা,' মৃদু গলায় বলল মাইক। 'মাল্টিভ্যাক কখনও এরকম ভুল তো করে না!'

ক্রুদ্ধ চেহারায় কিছু বলতে যাচ্ছিল জোসেফ, এমন সময় নক্ করে ভেতরে ঢুকল ইউনিফর্ম পরা এক লোক। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল গৃহকর্তার দিকে। 'জোসেফ ম্যানারস, সরকারের নির্দেশে আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করছি। আমার সঙ্গে আসুন।'

'কেন? কি করেছি আমি?' রেগে উঠল সে।

'দুঃখিত। আমার সে কথা বলার অধিকার নেই।'

স্বামীকে হাতকড়ি পরাতে দেখে চিৎকার করে উঠল মিসেস ম্যানারস। জ্ঞান হারিয়ে কাউচে ঢলে পড়ল।

হ্যারল্ড বইমবি মাল্টিভ্যাকের কুল্টিমোর সাবস্টেশনের কমপ্লেইন বিভাগের হেড। তার অফিসে রোজ শত শত সাধারণ প্রশ্নকারী আসে মাল্টিভ্যাককে

pathagar.net

প্রশ্ন করে তার সমাধান পাওয়ার আশায়। ছোট ছোট বুদে বসে কম্পিউটারকে প্রশ্ন করে তারা, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তার জবাব পেয়ে যায়।

ম্যানারস পরিবারের ছোট বেনও সেই আশায় এসেছে এখানে। তার ধারণা, মাল্টিভ্যাক যদি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তার সমাধানও নিশ্চয়ই করতে পারবে। এই জন্যে পিছন দরজা দিয়ে সবার অলক্ষে বেরিয়ে এসেছে ও বাড়ি ছেড়ে। এখন পুরুষ মহিলার দীর্ঘ সারির সাথে দুরু দুরু বুকে কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছে। হাতে একটা ফরম, এখানকার নির্দিষ্ট। প্রত্যেক প্রশ্নকারীকে পূরণ করতে হয়।

মুখ না তুলে ছেলেটার হাত থেকে ফরম নিল কুইমবি। 'বুদ ৫-বি।'

'কি ভাবে প্রশ্ন করতে হয়, স্যার?'

অপরিণত পুরুষ কণ্ঠ শুনে মুখ তুলল হেড। একটু বিস্মিত হলো বেনকে দেখে। এত অল্পবয়সী কেউ সাধারণত তাদের কাছে আসে না। 'আগে কখনও এসেছ তুমি, সান?'

'না, স্যার।'

'ঠিক আছে। আমি বলে দিচ্ছি...

'প্রোব্যাবিলিটি এখনও বেড়েই বলেছে,' নিজের অফিসে পায়চারীর ফাঁকে বলল আলি ওথম্যান। 'ড্যাম! জোসেফ ম্যানারসকে অ্যারেস্ট করার পরও সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে!'

টেলিফোন রেখে মুখ তুলল সহকারী লীমি। 'লোকটা এখনও জবানবন্দী দেয়নি, স্যার। সাইকিক প্রোবিং দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে তাকে, কিন্তু তারপরও ক্রাইমের কোন আভাস পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে কি মাল্টিভ্যাকের মাথা খারাপ হয়েছে?' আরেকটা ফোন বেজে উঠতে সে নিজে ধরল। 'হ্যালো!'

'আমি কারেকশন অফিসার, স্যার। ম্যানারস ফ্যামিলি সম্পর্কে নতুন কোন নির্দেশ আছে? নাকি অন্যরা আগের মত চলাফেরা করতে পারবে?'

'অন্যরা?'

pathagar.net

'পরিবারের বাকি সদস্যদের কথা বলছি, স্যার। তাদের ব্যাপারে তো কিছু বলা হয়নি।'

'ও। ঠিক আছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকেও হাউস অ্যারেস্ট করে রাখতে হবে।'

'কিন্তু সমস্যা হয়ে গেছে, স্যার,' কারেকশন অফিসার বলল। 'ফ্যামিলির ছোট ছেলেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওথম্যানের। 'ছোট ছেলে! বয়স কত?'

'ষোলো।'

'ও কোথায় গেছে জানা নেই আপনাদের?'

'ন্যা, স্যার। নির্দেশ তো ছিল কেবল জো ম্যানারসের ওপর...'

'লাইনে থাকুন,' কর্কশ গলায় বাধা দিল ওথম্যান। 'দেখছি...'

'কি হলো?' প্রশ্ন করল সহকারী।

'হয়েছে আমার মাথা! ওই ব্যাটার ষোলো বছরের এক ছেলে আছে। অপরিণত বয়সের বলে মাল্টিভ্যাকের ফাইলে তার সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। নেই সে নিজেও। বাড়ি থেকে হাওয়া।'

'তার মানে মাল্টিভ্যাক জোসেফ ম্যানারসের কথা বলেনি?'

'না,' ওথম্যান বলল। 'এই পুত্রধনটির কথা বলেছে।' রিসিভার কানে লাগাল ব্যস্ত হয়ে। 'অফিসার এই ছেলেটিকে যে করে হোক খুঁজে বের করুন। যত লোক প্রয়োজন হয় পিছনে লাগিয়ে দিন।'

'ইয়েস, স্যার।'

মাল্টিভ্যাকের জবাব পড়ল বেন ম্যানারস। ওতে লেখা: এক্সপ্রেসওয়েতে চড়ে এই মুহূর্তে ওয়াশিংটন ডি.সি চলে যাও। কানেক্টিকাট অ্যাভিনিউ স্টপেজে নামলে 'মাল্টিভ্যাক' লেখা একটা স্পেশাল এক্সিট পাবে। গার্ড আছে সেখানে। তাকে বলবে, ড. টার্মবুলের বিশেষ কুরিয়ার তুমি, তাহলে ছেড়ে দেবে সে তোমাকে। এরপর একটা করিডর পড়বে, ওটা ধরে সোজা চলে যাবে, দেখবে একটা...'

'হ্যাঁ, একটা ছেলে,' বলল কারেকশন অফিসার। 'ষোলো বছর বয়স।'

pathagar.net

ওকে ট্রেস করেছি আমরা। কিন্তু এক ঘন্টা আগে চলে গেছে সে।'

'কোথায় গেছে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ওথম্যান।

'জানা যায়নি, স্যার।'

মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার দশা হলো সমন্বয়কারীর।

'খুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর!' ভুরু কুচকে ওথম্যানকে দেখল চেয়ারম্যান। 'তার মানে? কোন হাই গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালকে...'

মাথা নাড়ল সে। 'না স্যার। স্বয়ং হেডকে হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

'সেক্রেটারি জেনারেলকে?'

'মাল্টিভ্যাককে, স্যার।'

'হোয়াট!'

'মাল্টিভ্যাক তাই দাবী করেছে,' বিড়বিড় করে বলল ওথম্যান।

'সে কথা প্রথমেই আমাকে জানানো হয়নি কেন?'

'স্যার, ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য, ভাবলাম আপনাকে বলার আগে ভালমত সত্য-মিথ্যে যাচাই করে দেখি।'

'মাল্টিভ্যাক এখন নিরাপদ তো?'

'হ্যাঁ, স্যার। ছেলেটা ধরা পড়েছে শেষ মুহূর্তে।' কোথায়, কিভাবে বেন ধরা পড়েছে, খুলে জানাল ওথম্যান। 'কিন্তু মাল্টিভ্যাক কেন আত্মহত্যা করতে চাইল, তা আমার মাথায় ঢুকছে না, স্যার।'

'আত্মহত্যা! মাল্টিভ্যাক! কি বলছ তুমি?'

'আমার ধারণা আমি ঠিকই বলেছি।'

'কিন্তু কেন? একটা মেশিন...কেন আত্মহত্যা করতে চাইবে?'

'ওটাকে এখন শুধু মেশিন ভাবতে রাজি নই আমি, স্যার। ওটা এখন আমাদের মতই প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কাল ধরে মানুষের যত সমস্যা, সব চাপিয়ে আসছি আমরা। পদে পদে ওটার সমস্যার বোঝা কেবল বাড়িয়েই আসছি। এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে মাল্টিভ্যাকের সাহায্য ছাড়া আমাদের চলে। সর্বশেষ আমরা আমাদের অসুখ-বিসুখের ভারও ওটার কাঁধে চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

এক মুহূর্ত বিরতি দিল সে। 'মি. গালিম্যান, আমাদের এত সমস্যা

pathagar.net

বইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মাল্টিভ্যাক। তাই নিজেই নিজের মৃত্যুর আয়োজন করেছে।'

'কিভাবে?'

'শুধু শুধু জোসেফ ম্যানারসকে গ্রেফতার করিয়ে। মাল্টিভ্যাকের ওয়ার্নিং না পেলে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করতাম না, তাহলে এই সমস্যার সৃষ্টিই হতো না। ছোট ছেলে তার কাছে সাহায্যের আশায় ছুটে যেতো না, সেটাও তাকে ওয়াশিংটন ডি.সিতে গিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের কাছে পৌছার পথ বলে দিতো না।'

'বাজে কথা!' যথেষ্ট জোর দিয়েই বলতে চেষ্টা করল চেয়ারম্যান, কিন্তু গলায় দৃঢ়তার অভাব স্পষ্ট টের পাওয়া গেল। 'পাগলের মত যতসব...'

'বেশ, তাহলে এখনই প্রমাণ হয়ে যাক,' ওথম্যান বলল।

'কি?'

'আপনার অফিসের মাল্টিভ্যাক সার্কিট লাইন ব্যবহার করতে পারি?'

'কেন?'

'ওটাকে একটা প্রশ্ন করব। যে প্রশ্ন কেউ কোনদিন করেনি।'

একটু ইতস্তত করল চেয়ারম্যান। 'মাল্টিভ্যাকের কোন ক্ষতি হবে না তো?'

'প্রশ্নই আসে না। আমি শুধু একটা প্রশ্নই করব, আর কিছু না।'

'ঠিক আছে।'

গালিম্যানের টেবিলের যন্ত্রটার দিকে এগোল কোঅর্ডিনেটর। আগে থেকে ঠিক করে রাখা প্রশ্নটা পাঞ্চ করল। সেটা এরকম: 'মাল্টিভ্যাক, তুমি কি চাও?'

একটু পর ভেতর থেকে লাফ দিয়ে একটা কার্ড বেরিয়ে এল। তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা: আমি মরতে চাই।

রূপান্তর: আবু আজহার

pathagar.net

দ্য ডাইং নাইট

এটা অনেকটা ক্লাসের পুণর্মিলন উৎসব, যদিও তা ছিল উৎসব মুখরবিহীন। তাই বলে একটা বিয়োগান্ত ঘটনা দিয়ে শেষ হবে তাও ভাবা যায় না।

এডওয়ার্ড ট্যালিয়াফেরো সদ্য চাঁদ থেকে ফিরে এসেছে। মাধ্যাকর্ষণ পা যদিও তার পায় ছিল না তারপরেও সে অন্য দুজনের সাথে স্ট্যানলি কাউনার রুমে দেখা করল। কাউনা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাল। কিন্তু বাটারসলি রাইগার আসনে বসে থেকে মাথা নাড়ল শুধু।

ট্যালিয়াফেরো সাবধানে কাউচে বসল। ভীত তার অস্বাভাবিক ওজনের জন্য। চুল এসে আছড়ে পড়েছে ঠোঁটের ওপর। চুল তার মুখ, গাল এবং চিবুক ঢেকে রেখেছে।

ওদের একে অন্যের সাথে সেদিন সকালেই একবার একসঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন ওরা সকলেই খুব ব্যস্ত ছিল। এখন তাদের ব্যস্ততা নেই এবং ট্যালিয়াফেরো বলল, 'এটা এক ধরনের উৎসবের মতো। প্রায় দশ বছরে প্রথম বারের মতো আমাদের দেখা হচ্ছে। সেই গ্রেজুয়েশেন করার পর এই প্রথম।'

রাইগার নাকটা একটু কেঁপে উঠে। গ্রেজুয়েশেনের আগেই তার নাকটা ভেঙ্গে ছিল এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে ডিগ্রী নেওয়ার সময় তার ভাঙ্গা নাকে ব্যান্ডেজ বাধা ছিল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'কেউ কি শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়েছ? কিংবা অন্য কিছু?'

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'শান্ত হও! ইতিহাসে প্রথম আন্তগ্রহ জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাসম্মেলন হতে যাচ্ছে। এবং সেই সাথে পুরানো

pathagar.net

বন্ধুদেরও!'

কাউনা বলল হঠাৎ করে, 'এটা পৃথিবী। আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। আমি এর জন্য অভ্যস্ত নই।' সে মাথা নাড়ল কিন্তু তার মনমরা ভাবটা চাপা দিতে পারলনা।

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'আমি জানি। আমি খুব মোটা। এই শরীরে হাঁটা চলা করলে দম ফুরিয়ে যায়। আমার থেকে তোমরা অনেক ভালো, কাউনা। বুধের মাধ্যাকর্ষণ স্বাভাবিকের মাত্র ০.৪ ভাগ। চাঁদে হলো মাত্র ০.১৬ ভাগ।' রাইগা তাকে থামানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে বলে চলল, 'আর সেরেস-এর কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ হলো ০.৮ ভাগ। তোমার কোনো সমস্যা হবে না, রাইগা।'

সেরিয়ান জ্যোতির্বিদ বিরক্তি চোখে তাকাল, 'এখানে তো উন্মুক্ত বাতাস। স্যুট ছাড়া বাইরে যেতে আমার অস্বস্তি লাগে।'

'ঠিক বলেছ,' কাউনা সমর্থন করল, 'সূর্যের আলো যেন গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। স্রেফ সহ্য করে যাও।'

ট্যালিয়াফেরো লক্ষ্য করে দেখল ওরা অনেক পিছিয়ে আছে। ওদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এমন কি তার নিজেরও। ওদের সকলের দশ বছর বেড়েছে। রাইগার ওজন বেড়েছে এবং কাউনার শুকনো মুখে একটু মাংস লেগেছে, তারপরেও সে ওদেরকে চিনতে পারত আগের থেকে না বলা থাকলে।

সে বলল, 'আমার মনে হয় না পৃথিবী আমাদের ক্ষতি করবে। চল তার মুখোমুখি হই।'

তিক্ষ্ণ চোখে কাউনা তার দিকে তাকাল। ছোট খাটো মানুষটার ভয়ে হাত কাঁপছে। যে কাপড়টা তার পরনে সেটা তার তুলনায় অনেক বড়।

সে বলল, 'ভিলিয়ার্সকে মনে আছে! আমি তার জন্য ভাবি মাঝে মাঝে।' তার চেহারায় আবার হতাশা ফুটে উঠল, তারপর বলল, 'তার একটা চিঠি পেলাম সেদিন।'

রাইগার সোজা হয়ে বসল তার জলপাই রং-এর চেহারাটা আরো গাঢ় হয়ে গেল, 'তুমি চিঠি পেয়েছ? কবে?'

pathagar.net

এক মাস আগে।'

রাগার ট্যালিয়াফেরোর দিকে তাকাল, 'তোমার খবর কি?'

ট্যালিয়াফোরো চোখ পিট পিট করতে করতে মাথা নাড়ল।

রাইগার বলল, 'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে দাবী করছে সে নাকি মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে মাস ট্রান্সফারেন্সের বাস্তব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে— তোমাদেরকেও কি তাই বলেছে?— তাই হবে। সবসময় সে একটু কুঁজো ছিল। এখন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।'

নাকটা একবার ঘসে নিল রাইগার এবং ট্যালিয়াফেরোর মনে পড়ল দশ বছর আগে ভিলিয়ার্সের ঘুসিতে নাকটা ভেঙ্গে ছিল।

গত দশবছর ধরে ওরা তিনজন ভিলিয়ার্সের ব্যাপারে একটা অপরাধ বোধে ভুগেছে যদিও তারা এরজন্য কোনোভাবেই দায়ী নয়। ওরা চারজনই এক সাথে গ্রেজুয়েশেন করেছে এবং ওদের চারজনকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল আন্তগ্রহ ভ্রমণের একটা বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানমন্দির খোলা হয়েছিল বায়ুশূন্য পরিবেশে।

চাঁদের মানমন্দির থেকে পৃথিবী এবং অন্য গ্রহগুলো পর্যবেক্ষণ করা। নীরব একটা জগত মহাশূন্যে ঝুলে আছে।

বুধের মানমন্দির, সূর্যের কাছাকাছি ছিল। বুধের প্রায় নিশ্চল উত্তর মেরুতে অবস্থিত মানমন্দির থেকে স্থির সূর্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সেরেস-এর মানমন্দিরের নতুন এবং সর্বাধুনিক, তার আওতায় ছিল বৃহস্পতি গ্রহ থেকে গ্যালক্সির বহুদূর পর্যন্ত।

এর আবার অসুবিধাও ছিল, অবশ্যই। আন্তগ্রহ ভ্রমণে ছিল সমস্যা, সাধারণ জীবনযাপন ছিল অসম্ভব কিন্তু তারপরেও তারা ছিল ভাগ্যবান।

ট্যালিয়েফেরো, রাইগার, কাউনা, এবং ভিলিয়ার্স ভাগ্যবান এই চারজনের স্থান ছিল গ্যালিলিওর মতো।

কিন্তু রওনা হওয়ার আগে রোমরা ভিলিয়ার্স অসুস্থ হয়ে পড়ল রিউম্যাটিক ফিভারে। এর জন্য দায়ী কারা? অসুস্থতায় হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

pathagar.net

এরফলে তার পক্ষে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি; মহাকাশযানের গতির ধাক্কা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

ট্যালিয়াফেরোকে চাঁদে পাঠানো হলো, রাইগারকে সেরেস-এ, কাউনাকে বুধ গ্রহে। একমাত্র ভিলিয়ার্স সারাজীবনের জন্য পৃথিবীতে বন্দি হয়ে রইল।

ওরা তিনজন ভিলিয়ার্সকে সহানুভূতি জানানোর চেষ্টা করল কিন্তু ভিলিয়ার্স ওদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করল, সে তাদেরকে অভিশাপ দিল। রাইগার যখন রাগ সামলাতে পারল না তখন সে হাত তুলল মারার জন্য। কিন্তু ভিলিয়ার্স তার আগে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে, এবং রাইগার নাক ভেঙ্গে দেয় এক ঘুষিতে।

রাইগার সে ঘটনা ভুলতে পারেনি। সে তার নাকে হাত বুলাচ্ছিল।

কাউনার কপালে ভাঁজ পড়ল অজানা দুশ্চিন্তায়। 'ও কনভেনশনে এসেছে, তোমরা জানো। হোটেলে একটা রুম পেয়েছে— নাম্বার ৪০৫।'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না,' রাইগার বলল।

'সে এখানে আসতে চাইছে। ও আমাদের সাথে দেখা করতে চায়। আমার মনে হয় সে নয়টার কথা বলেছিল। যে কোনো মুহূর্তে ও এসে পড়বে।'

'সেক্ষেত্রে,' রাইগার বলল, 'তোমরা যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।' বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'দাঁড়াও না। একবার দেখা করলে ক্ষতিটা কি?'

'কারণ এর কোনো যুক্তি নেই। ও একটা পাগল।'

'এতে কোনো ভালো ফল হলো না। তুমি কি তাকে ভয় পাচ্ছ?'

'ভয়!' রাইগার রাগত দৃষ্টিতে তাকাল।

'তাহলে ঘাবড়াচ্ছ। ঘাবড়ানোর কি আছে?'

'আমি ঘাবড়াচ্ছি না,' রাইগার বলল।

'তুমি নিশ্চিত। আমরা ওর জন্য অপরাধ বোধ করছি কোনো কারণ ছাড়াই। যদিও আমাদের কোনো দোষ ছিল না।' সে কিন্তু কথা বলছিল প্রতিবাদী গলায়। সেটা সে নিজেও জানে।

pathagar.net

ঠিক সেই সময় দরজার বেল বেজে উঠে। ওরা তাকাল অস্বস্তির সাথে দরজার দিকে যা ওদের এবং ভিলিয়ার্সের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজাটা খুলে গেল এবং ভিলিয়ার্স ঘরের ভেতর প্রবেশ করল। অন্যরা উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়াল করমর্দনের জন্য। তারপর অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ভিলিয়ার্স।

ও বদলে গেছে, ট্যালিয়াফেরো ভাবল মনে মনে।

সত্যি তাই। ওর শরীর আরো শুকিয়েছে। তাকে যেন আরো খাটো খাটো লাগছে। ঘন চুলের মাঝে তার মাথার চামড়া চক চক করছে। হাতের চামড়া ভেদ করে রগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অসুস্থ অসুস্থ চেহারা। অতীতে কোনো কিছুই তার ভেতর লক্ষ্য করা গেল না, শুধু একহাত দিয়ে চোখের ওপর ছায়া সৃষ্টি করা ছাড়া। যখন সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকায় তখন সে ওভাবে হাত দিয়ে ছায়ার সৃষ্টি করে। এবং যখন সে কথা বলে তখন গম্ভীর গলায় কথা বলে।

সে বলল, 'বন্ধুরা! আমার মহাকাশচারী বন্ধুরা! আমাদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল অনেকদিন।'

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'হ্যালো ভিলিয়ার্স।'

ভিলিয়ার্স ওর দিকে তাকাল, 'তুমি কি ভালো আছো?'

'অনেক ভালো।'

'এবং তোমরা দুজন?'

কাউনা দুর্বল একটা হাসি দিল এবং বিড়বিড় করে কি যেন বলল। রাইগার বাধা দিয়ে বলল, 'ভালো আছি, ভিলিয়ার্স। এখানকার খবর কি?'

'রাইগার রাগত পুরুষ,' ভিলিয়ার্স বলল। 'সেরেস-এর খবর কি?'

'আমি ছেড়ে আসার সময় ভালোই তো দেখে এসেছি। পৃথিবীর খবর কি?'

'নিজের চোখেই দেখতে পাবে,' ভিলিয়ার্স কথাটা বলার সময়

নিজেকে দেখে নিল।

সে বলে চলল, 'আমার ধারণা আগামী পরশু কনভেনশনে আমার বক্তৃতা শুনতেই তোমরা তিনজন পৃথিবীতে এসেছ।'

'তোমার বক্তৃতা? কি বিষয়ের?' ট্যালিয়াফেরো জিজ্ঞেস করল।

'আমিতো তোমাদের সকলকেই বিষয়টা নিয়ে লিখেছিলাম। আমার আবিষ্কৃত পদ্ধতি মাস ট্রান্সফারেন্স।'

ঠোটের এক কোন দিয়ে হাসল রাইগার। 'হ্যাঁ, তুমি লিখেছিলে। তুমি বক্তৃতার ব্যাপারে কিছুই লেখনি এবং আমার মনে পরছে না বক্তার তালিকায় তোমার নাম দেখেছি। তোমার নাম থাকলে আমার মনে থাকত।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। তালিকায় আমার নাম নেই। এমনকি বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো নোটও ছাপি নি।'

ভিলিয়ার্সের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং ট্যালিয়েফেরো বলল হালকাভভাবে, 'সহজভাবে নাও ব্যাপারটা, ভিলিয়ার্স। তোমার শরীর এমনিতেই ভালো নয়।'

ভিলিয়ার্স সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে। সামলে নিয়ে বলল, 'আমার হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসছিল, তোমাকে ধন্যবাদ।'

কাউনা বলল, 'শোনো ভিলিয়ার্স, তোমার নাম যদি তালিকায় না থাকে এবং নোট ছাপা না— '

'শোনো। আমি গত দশবছর ধরে অপেক্ষা করছি। তোমরা মহাশূন্যে কাজ নিয়ে চলে গেলে আর আমি পৃথিবীতে স্কুল টিচার হয়ে পড়ে থাকলাম। কিন্তু আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি উপযুক্ত ছিলাম।'

'মানলাম— ' ট্যালিয়েফেলো শুরু করতে গেল।

'আমি তোমাদের সান্ত্বনা চাই না। ম্যান্ডেল সব দেখেছে। আমার মনে হয় তোমরা ম্যান্ডেলের নাম শুনেছ। যাহোক, সে এই কনভেনশনের এ্যাস্ট্রোনটিক্স ডিভিশনের চেয়ারম্যান। আমি তাকে মাস-ট্রান্সফারেন্স দেখিয়েছি। ওটা একটি অপরিণতও ডিভাইস এবং একবার ব্যবহারের পর ওটা জ্বলে গিয়েছিল— তোমরা কি শুনছ?'

'আমরা শুনছি,' রাইগার ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তাতে কি হলো?'

pathagar.net

'সে আমাকে আমার মতো কথা বলতে অনুমতি দিয়েছে। তুমি বাজি ধরতে পার সে দিয়েছে। কোনো সাবধানবাণী দেয়নি। কোনো প্রচার করা হয়নি। আমি একটা বিস্ফোরণ ঘটাব পরশুর কনভেনশনে। আমি যখন তাদেরকে এর সাথে মৌলিক সম্পর্ক জড়িত বোঝাব তখন কনভেনশন ভেঙ্গে যাবে। সবাই যার যার ল্যাবে ছুটে যাবে এবং আমার আবিষ্কার নিয়ে কাজ করবে। তৈরি করবে একটা ডিভাইস। এবং দেখবে ওটা কাজ করছে। আমি একটা ইঁদুরকে আমার ল্যাবে একজায়গা থেকে অদৃশ্য করে অন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে বের করেছি। ম্যান্ডেল সব দেখেছে।'

ভিলিয়ার্স তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একে একে সবার ওপর চোখ ঘুরিয়ে আনল। বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই আমার কথা বিশ্বাস করোনি, তাই না?'

রাইগার বলল, 'তুমি প্রচার যদি না চাও, তাহলে আমাদেরকে বললে কেন?'

'তোমরা আলাদা। তোমরা আমার বন্ধু, আমার ক্লাসম্যাট। তোমরা আমাকে রেখে মহাশূন্য চলে গিয়েছিলে।'

'সেটা কোনো পছন্দের ব্যাপার হলো না,' কাউনা চিকন অথচ চড়া গলায় বলল।

ভিলিয়ার্স পাত্তা দিল না। বলল, 'তাই, আমি এখন তোমাদের সব জানালাম। একটা ইঁদুরের ওপর যেটা কাজ করে সেটা মানুষের ওপরও রবে। আজ একটা ইঁদুরকে দশমিটার দূরে পাঠানো যাচ্ছে আর কাল একজন মানুষকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে মহাশূন্যে পাঠান সম্ভব হবে। আমি চাঁদে যেতে পারব, বুধ গ্রহে যেতে পারব, সেরেস-ও যেতে পারব এবং যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারব। আমি তোমাদের মতোই কাজ করতে পারব এবং বেশিই কারতে পারব। এবং আমি জ্যাতির্বিজ্ঞান নিয়ে বেশি কাজ করতে স্কুলে পড়াতে গিয়ে এবং বেশি ভাবতে পারব। তোমাদের মানমন্দির, টেলিস্কোপ, ক্যামেরা এবং মহাকাশযানের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারব।'

'বেশ,' ট্যালিয়াফেরো বলল, 'আমি খুশি হলাম শুনে। তোমার ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি হোক। আমি কি তোমার গবেষণার কাগজপত্র দেখতে পারি?'

'না, কখোনোই না।' ভিলিয়ার্স হাত দিয়ে চেপে ধরল তার বুকের কাছে যেন ভুতুড়ে কাগজপত্র সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে। 'তোমাদের অন্যদের মতো অপেক্ষা করতে হবে। ওটার মাত্র একটা কপি আছে এবং আমি কনভেনশনে না পড়া পর্যন্ত কেউ দেখতে পাবে না। এমনকি ম্যান্ডেলও না।'

'মাত্র একটা কপি,' আশঙ্কা গলায় বলল ট্যালিয়াফেরো। 'যদি ওটা হারিয়ে যায়— '

'হারাবে না। পুরোটাই আমার মাথার ভেতর আছে।'

'তুমি যদি— ' ট্যালিয়াফেরো 'মারা যাও' কথাটা দিয়ে শেষ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে থেমে গেল। তার বদলে সে বলল একটু থেমে, '— তোমার নিশ্চয়ই বুদ্ধি আছে, কপিটা স্ক্যান করে রাখতে পার। সাবধানতার জন্য।'

'না,' ভিলিয়ার্স বলল ছোট্ট করে। 'পরশুদিন সব শুনতে পারবে। দেখবে মানুষ্য জগত একলাফে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে যা আগে ঘটেনি।'

আবার সে সবার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে আনল। 'দশ বছর,' সে বলল। 'বিদায়।'

'বদ্ধ পাগল,' রাগত গলায় বলল রাইগার, তাকিয়ে রইল দরজার দিকে, ভিলিয়ার্স তখনও দরজার ওপাশে ছিল।

'তাই কি?' চিন্তিত গলায় বলল ট্যালিয়াফেরো। 'আমার মনে হয়, সে একটা পথ পেয়েছে, সে আমাদের ঘৃণা করে যুক্তিহীন ভাবে। এবং সে তার কাগজপত্র সাবধানতার জন্যেও স্ক্যান করবে না— '

ট্যালিয়াফেরো তার ছোট্ট স্ক্যানারটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ওটার রং হালকা এবং আলাদা করা যায় না এমন একটি সিলিন্ডার, কিছুটা মোটা এবং কিছুটা ছোট সাধারণ পেন্সিলের মতো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই আবিষ্কারটি হলো বিজ্ঞানীদের উৎকর্ষ। ডাক্তাররা যেমন স্টেথোস্কোপ এবং পরিসংখ্যানবিদরা যেমন মাইক্রো-কম্পিউটার ব্যবহার করে ঠিক তেমন বিজ্ঞানীরা স্ক্যানার ব্যবহার করে।

pathagar.net

স্ক্যানারটি জ্যাকেটের পকেটে রাখা যায়। সার্টের বুক পকেটে ঝোলানোটাই ফ্যাশান। কেউ কেউ আবার কানে ঝুলিয়ে রাখে।

ট্যালিয়াফেরো মাঝমধ্যে দার্শনিকের মতো ভাবুক হয়ে যায়। একসময়ে যাঁরা রিসার্চ করতেন তাঁরা খাটাখাটনি করে প্রচুর লেখালেখি করে একটা রিসার্চ পেপার দাঁড়া করাতেন। তারপর সেটা আবার কপি করতেন। তার আয়তনও হতো বিশাল।

এখন সোজাসুজি খসড়া করে স্ক্যান করে মাইক্রো নেগেটিভ আকারে রেখে দেওয়া যায়। ট্যালিয়াফেরো কনভ্যানশনের প্রোগ্রাম লিস্ট এবং অন্যান্য সবকিছু স্ক্যান করে রেখে দিয়েছে। অন্য দুজনও তাই করেছে।

ট্যালিয়েফেরো বলল, 'এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্ক্যান না করে রাখাটা পাগলামো।'

'মহাশূন্য!' রাগত গলায় রাইগার বলল। 'এ ব্যাপারে কোনো কাগজপত্র নেই। ছাই আবিস্কার। আমাদেরকে মিথ্যা বলে হতবাক করাটাই তার কাজ ছিল।'

'কিন্তু পরশুদিন সে কি করবে?' কাউনা জিজ্ঞেস করল।

'কি করে জানব? সে একটা বদ্ধ পাগল।'

ট্যালিয়েফেরো তখনও স্ক্যানারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, বলল, 'ভিলিয়ার্সকে আন্ডারএ্যাস্টিমেট করো না। তার মেধা আছে।'

'দশ বছর আগে ছিল হয়তো,' রাইগার বলল। 'এখন সে একটা উন্মাদ। আমার প্রস্তাব, ওকে ভুলে যাব আমরা।'

সে এমন ভাবে এবং জোরে জোরে কথাটা শেষ করল যেন কথার জোরেই ভিলিয়ার্সের নাম মুছে ফেলতে চায়। সে সেরেস সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করল যেখানে ও কাজ করে— কেমন করে মিল্কি ওয়েতে রেডিও প্লটিং করেছে নতুন রেডিও স্কোপের মাধ্যমে। যার দ্বারা তারাকে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করা যায়।

কাউনা মাথা নাড়তে নাড়তে শুনছিল। তারপর সে তার থিসিস পেপারের কথা বলল। সূর্যের বিশাল বিশাল হাইড্রোজেন শিখার সাথে প্রোটন ঝড়ের সম্পর্ক নিয়ে সে থিসিস করেছে।

ট্যালিয়েফেরোর কিছু বলার নেই। চাঁদে কাজ করায় এখন আর

pathagar.net

গ্ল্যামার নেই। দূরপাল্লার আবহাওয়া বার্তা নিয়ে গবেষণা করায় এখন আর উৎসাহীত হয়না কেউ।

তারপরেও তার মাথা থেকে ভিলিয়ার্সের চিন্তাটা মাথা থেকে গেল না। ভিলিয়ার্সের প্রতিভা আছে। ওরা সবাই সেটা জানে। এমন কি রাইগার জানে যে মাস ট্রান্সফারেন্স যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে সেটা ভিলিয়ার্সের পক্ষেই সম্ভব।

তাদের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, ওরা কেউই তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ করেনি। ট্যালিয়েফেরোর সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান ভালো।

স্কুল জীবনের শুরুতে ওদের যতটা প্রতিশ্রুতিবান মনে হয়েছিল সে তুলনায় কিছুই করতে পারেনি। তারা শুধু রুটিন কাজ করে গেছে। এর চেয়ে বেশি কিছু না। তারা সেটা ভালো করেই জানে।

ভিলিয়ার্স তাদের তুলনায় বেশি কাজ করেছে। সেটাও তারা জানে। তাদের অপরাধবোধকেই তাদেরকে শত্রু করে তুলেছে।

ট্যালিয়েফেরো অস্তস্তি বোধ করছিল ভিলিয়ার্সকে নিয়ে। অন্যরাও তাই বোধ করছে। তাদেরকে পুরো ব্যাপারটা অসহ্য করে তুলছে। মাস ট্রান্সফারেন্সের ওপর পেপারটা পাস হয়ে গেলে ভিলিয়ার্স অমর হয়ে যাবে। আর তারা এত সুযোগ পাবার পরও কিছুই করতে পারল না। ওদের কাজ হবে শুধু দর্শকদের গ্যালারিতে বসে হাততালি দেওয়া।

তার লজ্জা হলো ঈর্ষার কথা ভেবে।

ওদের আলোচনা থেমে গিয়েছিল। কাউনা বলল, 'ভিলিয়ার্সের ওখানে গেলে কেমন হয়?'

সবাই বুঝতে পারছিল শত্রুতা করে কোনো লাভ নেই। কাউনা আরো বলল, 'বাজে অনুভূতি মনে রেখে কোনো লাভ নেই— '

ট্যালিয়েফেরো ভাবল: আরেকবার দেখা হলে মাস ট্রান্সফারেন্সের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেত। সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা স্রেফ পাগলামো। তারপরেও জানতে পারলে রাতের ঘুমটা ভালো হতো।

সে যেতে চাচ্ছে তাই কোনো বাধা দিল না। এমনকি রাইগার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কেন যাব না?'

তখন বাজে রাত এগারোটা।

pathagar.net

ট্যালিয়াফেরোর ঘুম ভাঙ্গল ক্রমাগত কলিংবেলের আওয়াজে। একহাতের কনুইর ওপর ভর দিয়ে উঠল বিছানায়। মেজাজটা বিগড়ে গেল তার। ছাতের হালকা আলোতে বোঝা গেল ভোর চারটার কম হবে না।

চেঁচিয়ে বলল, 'কে?'

জবাবে বেল বেজেই চলল।

বিরক্ত হয়ে ট্যালিয়াফেরো বাথরোবটা গায়ে চড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজাটা খুলে করিডোরের দিকে পিট পিট করে তাকাল। দরজার গোড়ায় দাঁড়া লোকটাকে সে চিনতে পারল, যদিও তাকে খুব কম দেখেছে।

লোকটা ফিসফিস করে তাকে বলল, 'আমার নাম হুবার্ট ম্যান্ডেল।'

'জ্বী বলুন,' ট্যালিয়াফেরো বলল। ম্যান্ডেল জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা স্বনামধন্য নাম। ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ব্যুরোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক এক্সিকিউটিভের দায়িত্বে বহাল আছেন। এই কনভেনশনের অ্যাস্ট্রোনটিকস সেকশেনের চেয়ারম্যান তিনি।

হঠাৎ ট্যালিয়াফেরোর মনে পড়ল ভিলিয়ার্স এঁকে মাস ট্রান্সফারেন্স ডেমনস্ট্রেশনটা দেখিয়েছিল। ভিলিয়ার্সের কথা মনে হতেই ওর ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল।

ম্যান্ডেল বললেন, 'আপনি কি ড. এডওয়ার্ড ট্যালিয়াফেরো?'

'জ্বী, স্যার।'

'তাহলে পোশাক পাল্টে আমার সঙ্গে আসুন। খুব জরুরী দরকার। ব্যাপারটা আপনার পরিচিত জনকে নিয়ে।'

'ড. ভিলিয়ার্স?'

ম্যান্ডেলের চোখ দুটো একবার পিট পিট করল। ভ্রু জোড়া ওপরে উঠে গেল, চোখ জোড়া বেরিয়ে এলো যেন। তাঁর মাথার চুল সিল্কি এবং পাতলা। পঞ্চাশের মতো বয়স তাঁর।

বললেন, 'ভিলিয়ার্সের কথা মনে হলো কেন?'

'সে গত সন্ধ্যায় আপনার কথা বলেছিল। আর তাছাড়া পরিচিত জন বলতে আমি তাকেই চিনি।'

ম্যান্ডেল মাথা নাড়লেন। অপেক্ষা করছেন ট্যালিয়াফেরোর কাপড় পরার জন্য। দ্রুত সে কাপড় পরে নিল। তারপর তারা রওনা হলো।

pathagar.net

রাইগার এবং কাউনা আরো একতলা ওপরের একটা ঘরে অপেক্ষা করছিল, ঠিক ট্যালিয়াফেরোর ঘরের ওপরে। কাউনার চোখ দুটো লাল। রাইগার অস্থিরভাবে সিগারেট টানছিল।

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'আমরা সবাই আবার একত্রিত হলাম। আরেকটা পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে।'

একটা আসন দেখে সে বসে পড়ল। তিনজনই একে অন্যের দিকে চাওয়া চাওয়ি করল। রাইগার কাঁধ ঝাকাল।

ম্যান্ডেল পকেটে হাত রেখে পায়চারী করছেন। বললেন, 'আপনাদের অসুবিধের জন্যে আমি দুঃখিত। আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আমি আরো সহযোগিতা চাই আপনাদের কাছ থেকে। আমাদের বন্ধু, রোমেরো ভিলিয়ার্স মারা গেছেন। এক ঘণ্টা আগে হোটেল থেকে তার লাশ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মেডিকেল চেকআপের পর জানা গেছে হার্টফেল করেছে।'

সকলেই স্তম্ভিত। ঘরের ভেতর ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা। রাইগারের ঠোঁটে সিগারেটটা ঝুলে রইল। তারপর পরে গেল মাটিতে।

'হতভাগা,' ট্যালিয়াফেরো বলল।

'অবিশ্বাস্য,' ফিসফিস করে বলল কাউনা। 'সে ছিল— ' কথাটা মাঝপথেই থেমে গেল।

রাইগার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওর হার্টটা খারাপ ছিল। এখন কি করার আছে।'

'একটা ছোট কাজ আছে,' শান্ত গলায় ম্যান্ডেল শুধরে দিলেন। 'উদ্ধার।'

তীক্ষ্ণ গলায় রাইগার জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে কি?'

'আপনারা তিনজন তাকে শেষ কখন দেখেছেন?' ম্যান্ডেল জিজ্ঞেস করলেন।

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'গত সন্ধ্যায়। অনেকটা পুনর্মিলনীর মতো। প্রায় দশ বছর পর দেখা হয়েছিল সবার সাথে। তবে ব্যাপারটা আনন্দের ছিল না। ভিলিয়ার্স আমাদের ওপর ক্ষেপে ছিল। তাই বাজে ব্যবহার করল সবার সাথে।'

pathagar.net

'ওটা কখন ঘটেছিল?'

'প্রথমবার— নয়টার সময়।'

'প্রথমবার?'

'আমরা আবার তার সাথে দেখা করি রাতে।'

কাউনা অস্বস্তি বোধ করছিল। 'সে আমাদের রাগ দেখিয়ে চলে গিয়েছিল। আমরা ওভাবে ব্যাপারটা রাখতে চাইনি। চেষ্টা করেছি। শত হলেও আমরা একসময় স্কুলের বন্ধু ছিলাম। তাই তার ঘরে যাই, এবং— '

ম্যান্ডেল তাকে হাত নেড়ে থামলেন। 'আপনারা সকলেই তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।' কাউনা বলল আশ্চর্য হয়ে।

'কখন?'

'এগারোটা, হবে হয়তো।' অন্যদের দিকে তাকাল সে। ট্যালিয়াফেরো মাথা ঝাঁকাল।

'কতক্ষণ ছিলেন তার ঘরে?'

'দুই মিনিট,' এবার রাইগার উত্তর দিল। 'ও আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে বলল। বোধহয় ভেবেছিল আমরা ওর গবেষণার কাগজ দেখতে গিয়েছি।' রাইগার থামল, ভাবল ম্যান্ডেল কাগজ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলেন না। রাইগার বলে চলল, 'আমার মনে হলো ও কাগজগুলো বালিশের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। সে বালিশটা বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে আমাদের বেরিয়ে যেতে বলেছিল।'

'হয়তো তখনই সে মারা যাচ্ছিল,' কাউনা ফিসফিস করে অসুস্থ গলায় বলল।

'তখন নয়,' ছোট্ট করে ম্যান্ডেল বললেন। 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনারা সকলেই তার ঘরে ফিঙ্গার প্রিন্ট রেখে এসেছেন।'

'হয়তো,' ট্যালিয়াফেরো বলল। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ম্যান্ডেলের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ নেই হয়ে গেল। ভোর চারটার সময় ম্যান্ডেলকে তার আর ভালো লাগছিল না। বলল, 'এখন আমাদের কি করার আছে?'

'আছে, ভদ্রমহোদয়গণ,' ম্যান্ডেল বলল, 'ভিলিয়ার্সের মৃত্যুর চেয়ে

আরো একটি ঘটনা আছে। আমি যতটুকু জানি ভিলিয়ার্সের গবেষণা কাগজের মাত্র একটি কপি ছিল, সেটার পুরোটা উদ্ধার করতে পারিনি। সিগারেট ফ্ল্যাশের ভেতর থেকে আধপোড়া কাগজ উদ্ধার করা গেছে। আমি আগে কখনো দেখিনি বা পড়িনি, কিন্তু আমি আদালতে শপথ করে বলতে পারি ওই আধপোড়া কাগজের টুকরোটা তার গবেষণা কাগজের অংশ। সে এই কাগজটিই কনভেনশনে পড়ত।— আপনি কি অন্য কিছু ভাবছেন, ড. রাইগার।'

রাইগার তিক্ত একটা হাসি দিল। 'ওটার অস্তিত্বই তো সন্দেহজনক। আমার মত জানতে চাইলে আমি বলবো সে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল। দশ বছর পৃথিবীতে বন্দী থাকাকালীন সে মাস ট্রান্সফারেন্সের কাল্পনিক একটা আইডিয়া নিয়ে ভেবেছে। হয়তো ওটা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সে সম্ভবত ফল্‌স ডেমনস্ট্রেশন দেখিয়েছিল। আমি বলছি না এটা সে ইচ্ছে করেই করেছিল। এছাড়া পাগলের আর কি করার আছে। গতরাতে শেষ ক্লাইম্যাক্সটা হয়েছিল। সে আমাদের রুমে এসেছিল— পৃথিবীর বাইরে যাওয়ার জন্য সে আমাদের ঘৃণা করত— এবং সে আমাদের উল্টোপাল্টা বলে গেল। গত দশ বছর ধরে সে এটার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল। ওই ঘটনার পরই বোধ হয় ওর পাগলামো সেরে গিয়েছিল। সে জানত সে কাগজ দেখাতে পারবে না; কাগজ বলতে কিছুই ছিল না। তাই সে কাগজটা পুড়িয়ে ফলল এবং সেই সাথে ওর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক।'

সেরেয়ান জ্যোতির্বিদের একটানা কথাগুলো শুনলেন ম্যান্ডেল। তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'কথাগুলো সহজ সরল, ড. রাইগার, কিন্তু বাস্তব অন্যরকম। আমি কোনো জাল ডেমসস্ট্রেশনে বোকা হয়নি যেমনটা আপনি ভাবছেন, রেজিস্ট্রেশন ডাটা ঘেঁটে আমি জানতে পারলাম কলেজে আপনারা তিনজনই তার সহপাঠী ছিলেন। ঠিক তো?'

ওরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

'আপনারা ছাড়া আর কোনো সহপাঠী এই কনভেনশনে উপস্থিত আছেন কি?'

'না,' কাউনা বলল। 'আমরা চারজনই সে বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানে ডক্টরেট করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেও কোয়ালিফাই করতে পারত, যদি— '

'আমি জানি,' ম্যান্ডেল বললেন। 'সেক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন কাল রাতে দ্বিতীয়বার তার ঘরে গিয়েছিলেন।'

খানিক নিস্তব্ধতা। তারপর রাইগার ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি যাইনি।' কাউনার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকাল জোরে জোরে।

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আপনাদের মধ্যে কেউ একজন মাঝরাতে তার রুমে ঢুকেছিলেন এবং গবেষণা কাগজটি দেখার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। কারণ আমার জানা নেই। মনে হয় ওই চাপাচাপির ফলে তার হার্ট এ্যাটাক হয়। যখন ভিলিয়ার্সের হার্ট এ্যাটাক হয় তখন অপরাধী, অপরাধীই বলা যায় তাকে, প্রস্তুত ছিল। সম্ভবত অপরাধী কাগজটা ছিনিয়ে নেয়, আমি বলতে চাচ্ছি সেটা সে বালিশের তলা থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং স্ক্যান করে ফেলে। তারপর কাগজটাকে নষ্ট করে ফ্ল্যাশে ফেলে দেয়, কিন্তু তাড়াহুড়োর কারণে সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারেনি।'

রাইগার বাধা দিয়ে বলল, 'আপনি এসব কি করে জানলেন? আপনি কি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলেন?'

'অনেকটা তাই,' ম্যান্ডেল বললেন। 'ভিলিয়ার্স তখনও মারা যায়নি হার্ট এ্যাটাকের সাথে সাথে। অপরাধী বলে যাবার পর সে কোনো রকমে ফোনের কাছে পৌঁছে আমাকে ফোন করে। খুব কষ্ট করে সে কয়েকটা কথা বলেছিল, সেই কথা থেকে সে কি বলেছিল তার বিবরণ বের করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত সে সময় আমি ঘরে ছিলাম না। একটা কনফারেন্সে আটকে গিয়েছিলাম। সে যাহোক, আমার রেকর্ডিং এটাচমেন্ট টেপ হয়ে গিয়েছিল কথাগুলো। আমার আবার একটা অভ্যাস আছে অফিস থেকে কিংবা বাইরে থেকে ফিরেই রেকর্ডিং টেপ বাজিয়ে দেখা। বুরোক্রেটিক অভ্যাস। আমি তার রুমে ফোন করলাম। কিন্তু ততক্ষণে সে মারা গেছে।'

'বেশ বুঝলাম,' রাইগার বলল, 'ও কি কারো নাম বলেছে?'

'না সে বলেনি। সে যদি বলেও থাকে, কথাগুলো ছিল দুর্বোধ্য।

pathagar.net

তবে একটা কথা পরিস্কার শোনা গেছে। সেটা হলো "ক্লাশমেট"।'

ট্যালিয়াফেরো তার স্ক্যানারটা জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে বের করে ড. ম্যান্ডেলের হাতে দিল। শান্ত গলায় বলল, 'আপনি যদি আমার স্ক্যানার থেকে ফ্লিম ডেভেলপ করে দেখতে চান দেখতে পারেন আমার আপত্তি নেই। এতে আপনি ভিলিয়ার্সের কাগজ পাবেন না।'

প্রায় সাথে সাথে কাউনা এগিয়ে দিল তারটা এবং রাইগার বিরক্তির সাথে তারটাও এগিয়ে দিল।

ম্যান্ডেল তিনটি স্ক্যানার হাতে নিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'আমাদের মধ্যে যে অপরাধী সে ইতিমধ্যে ফ্লিম সরিয়ে ফেলেছেন। তারপরেও—

ট্যালিজাফেরোর ভ্রুজোড়া ওপরে উঠে গেল। 'আপনি আমাকে সার্চ করতে পারেন কিংবা আমার রুমেও সার্চ করতে পারেন।'

রাইগা তখনও রেগে ছিল, 'এক মিনিট, এক মিনিট দাঁড়ান। আপনি কি পুলিশের ভূমিকা নিচ্ছেন?'

ম্যান্ডেল তার দিকে তাকালেন, 'আপনি কি পুলিশের লোক চান? আপনি কি চান একটা স্ক্যান্ডেল কিংবা একটা হত্যার অভিযোগ উঠুক? আপনি কি চান কনভেনশেন বন্ধ হয়ে যাক কিংবা সিসটেম প্রেসের লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ুক? ভিলিয়ার্সের মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তার হৃদৎপিণ্ড দুর্বল ছিল। আর আপনাদের ভেতর যেই কাজটা করেছেন তিনি হঠাৎ করে ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলেছেন। সম্ভবত ভেবেচিন্তে কাজটা করেনি। সেক্ষেত্রে নেগেটিভটা ফেরত দিলেই আমরা বিশাল বড় ঝামেলা এড়াতে পারি।'

'এমনকি অপরাধীকে ছেড়ে দিতেও চান?' ট্যালিয়াফেরো জিজ্ঞেস করল।

ম্যান্ডেল কাঁধ ঝাঁকালেন। 'সেটা অপরাধীর ঝামেলা হতে পারে। আমি এখন কিছুই বলতে পারছি না। তবে জনসমক্ষে অপদস্থ হওয়া এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হওয়ার কথা দেওয়া যেতে পারে যদি পুলিশকে এর ভেতর না ডাকা হয়।'

সবাই চুপচাপ।

pathagar.net

ম্যান্ডেল বললেন, 'আপনাদের মধ্যে কেউ কি অপরাধী?'

সবাই তখনও চুপচাপ।

ম্যান্ডেল বলে চললেন, 'আমি বোধ হয় অপরাধীর উদ্দেশটা ধরতে পেরেছি। কাগজটা নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছিল। আমরা চারজন শুধু জানি মাস ট্রান্সফারেন্সের কথা এবং একমাত্র আমিই দেখেছি এর ডেমনস্ট্রেশন। আপনারা ওই উন্মাদের মুখে শুনেছিলেন, সে আমাকে ডেমনস্ট্রেশন দেখিয়েছে। ভিলিয়ার্সের হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যু এবং তার কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়া,এ থেকে ড. রাইগারের থিওরিটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে মাস ট্রান্সফারেন্সের কোনো ডাটা ছিল না। এক বছর কিংবা দুইবছর পেরিয়ে যাবে এবং অপরাধী একটু একটু করে মাস ট্রান্সফারেন্স ডাটা নিয়ে লিখতে শুরু করবে এবং এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করবে। এ থেকে সে বিখ্যাত এবং পয়সাওয়ালা হয়ে যাবে। এমনকি তার সহপাঠীরাও সন্দেহ করবে না। তারা ভাববে ভিলিয়ার্সের ঘটনাটাই তাকে এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছে। এর পরিণাম ভালো হবে না।'

ম্যান্ডেলে প্রত্যেকের চেহারার দিকে তীক্ষ্ণ চেখে তাকালেন।'কিন্তু সে কাজ এখন আর হবে না। আপনাদের তিনজনের ভেতর কেউ যদি মাস ট্রান্সফারেন্সের তত্ত্ব হাজির করেন তাহলে তিনি নিজেকে অপরাধী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আমি ডেমনস্ট্রেশনটা দেখেছি। আমি জানি ওটা খাঁটি ছিল। আমি এটাও জানি আপনাদের ভেতর কেউ একজন কাগজটা সরিয়েছেন। এরপর আর কোনো লাভ হবে না। তাই নিজেকে ধরিয়ে দিন।'

আবারও সবাই চুপচাপ।

ম্যান্ডেল দরজার দিকে যেতে যেতে ফিরে তাকালেন, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করুন। সময় বেশি নেব না। আমার মনে হয় অপরাধীকে পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্যে সময় দেওয়া দরকার। যদি অপরাধী ভেবে থাকে স্বীকার করলে তার চাকরি চলে যাবে, তাহলে তার ভেবে দেখা দরকার পুলিশের হাতে পড়লে ব্যাপারটা আরো করুণ হতে বাধ্য।' তিনি স্ক্যানার তিনটি হাতে নিলেন পকেট থেকে বের করে। চেহারা দেখে মনে হলো তাঁর ঘুম দরকার। 'আমি

ডেভেলপ করে দেখছি।'

কাউনা হাসার চেষ্টা করল। 'আপনি চলে যাওয়ার পর আমরা যদি পালিয়ে যাই?'

'আপনাদের ভেতর শুধু একজনই সে চেষ্টা করতে পারেন,' ম্যান্ডেল বললেন। 'আমার বিশ্বাস বাকি দুজন তৃতীয়জনকে ওই কাজ করতে দেবেন না। যদি নিজের গা বাঁচাতে চান।'

তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ভোর পাঁচটা। রাইগার তার ঘড়ির দিকে তাকাল বিরক্তির দৃষ্টিতে। 'অসহ্য। ঘুমটা মাটি করে দিল।'

'আমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে আটকে,' ট্যালিয়াফেরো দার্শনিকের মতো কথা বলল। 'কেউ কি স্বীকারোক্তির পরিকল্পনা করছ?'

কাউনা চোখ ফিরিয়ে নিল এবং রাইগারের ঠোঁট খুলেছিল।

'জানি স্বীকারোক্তি কিছু নেই,' ট্যালিয়াফেরো চোখ বন্ধ করে বলল। চেয়ারে তার মাথাটা এলিয়ে দিয়ে ক্লান্ত গলায় সে বলল, 'চাঁদে এখন প্রচুর কাজ। আমরা দুই সপ্তাহ রাত পাই এবং সে সময় প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটে। তারপর দুই সপ্তাহ ধরে সূর্য, তখন নিজেদের মধ্যে আলাপ ছাড়া কিছু করার থাকে না। সে সময়টা একটা জঘন্য সময়। আমি ঘৃণা করি ওই সময়টা। তাও যদি বেশি মেয়ে মানুষ থাকত, কিংবা নিজে থেকে স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে পারতাম— '

ফিসফিস করে কাউনা জানাল, 'বুধ থেকে লম্বা টেলিস্কোপে সূর্যকে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি পাওয়া যায় না। আবার শিগ্রী দুই মাইল লম্বা রাস্তা বসছে অবজাভেটরিটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এর ফলে সোলার এ্যানার্জি ব্যবহার করা যাবে সরাসরি— ওটা ম্যানেজ করতে হবে। সম্ভবত হয়েও গেছে।'

অন্য দুজনের ফিস ফিস করে কথা বলা দেখে রাইগারও সেরেস সম্পর্কে বলতে শুরু করল। সমস্যাটা হলো দুই ঘণ্টা পর পর আবর্তিত হওয়া। এই আবর্তনের স্পীড এত বেশি যে পৃথিবীর আকাশে তারাদের যতক্ষণ দেখা যায় তার বারোগুণ বেশি ওখানে। তিনটি লাইট স্কোপ,

pathagar.net

তিনটি রেডিও স্কোপ, তিনটি অন্যান্য জিনিস দিয়ে সব সময় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

'তোমরা কি কখনও মেরুতে গিয়েছ?' কাউনা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি কি বুধ এবং সূর্যের কথা বলছ,' অস্বস্তি নিয়ে বলল রাইগার। 'এমনকি মেরুতেও আকাশ ঘুরতে থাকে। এর অর্ধেকটা সবসময়ের জন্যে লুকিয়ে থাকে। আর সেরেসে সূর্যের একটা দিক দেখা যায়। বুধে সবসময়ের জন্য রাত থাকে এবং তারাগুলো ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে প্রতি তিনবছর একবার।'

বাইরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে সকাল হচ্ছে।

ট্যালিয়াফেরোর তন্দ্রার মতো এসেছিল, তবে সে অর্ধচেতন ছিল। পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়েনি। নিজেকে জেগে থাকতে হবে অন্যদের জাগিয়ে রাখার জন্যে। ওরা তিনজই, সে ভাবছিল, বিস্মিত হয়েছিল। 'কে? কে?'— অবশ্যই এদের মধ্যে একজন অপরাধী।

ম্যান্ডেল ঘরের ভেতর ঢোকার সাথে সাথে ট্যালিয়াফেরো চোখ খুলল। জানালা দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। জানালা বন্ধ আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলো সে। হোটেলটা এয়ারকন্ডিশন্ড অবশ্যই, তারপরেও জানালাগুলো খোলা হয় কারণ পৃথিবীর মানুষ খোলা বাতাস পছন্দ করে বেশি। ট্যালিয়াফেরোর গা শিরশির করে উঠল এই ভেবে যে চাঁদের ভ্যাকুয়ামে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ম্যান্ডেল বললেন, 'আপনারা কেউ কি কিছু, বলতে চান?'

ওরা তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রাইগার মাথা নাড়ল।

ম্যান্ডেল বললেন, 'আমি আপনাদের স্ক্যানারের ফ্লিমগুলো ডেভেলপ করে দেখেছি।' তিনি স্ক্যানারগুলো এবং সিলভার ফ্লিমগুলো বিছানার ওপর রাখলেন। 'কিছুই পাইনি! নিজেদের ফ্লিমগুলো খুঁজে বার করতে আপনাদের সমস্যা হবে খুব। সেজন্যে আমি দুঃখিত। হারিয়ে যাওয়া ফ্লিমগুলো কোথায় আছে সেটা এখনও পর্যন্ত জানা গেল না।'

'আদৌ যদি,' হাই তুলতে তুলতে রাইগার বলল।

ম্যান্ডেল বললেন, 'আপনাদেরকে ভিলিয়ার্সের রুমে নিয়ে যেতে

pathagar.net

চাই আমি।'

কাউনা চমকে উঠে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'সাইকোলজি? অপরাধীকে অপরাধের স্থানে নিয়ে গেলে তার ভেতর একটা পরিবর্তন আসতে পারে। তা থেকে সে তার অপরাধ স্বীকার করে নেবে, এই তো?'

ম্যান্ডেল বললেন, 'অতটা নাটকীয়তা নেই এর মধ্যে, তবে আমি আশা করছি আপনাদের ভেতর যে কোনো দুজন কাগজ খুঁজে বার করার ব্যাপারে সাহায্য করবেন।'

'আপনার ধারণা ওটা ওখানেই আছে?' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল রাইগার।

'থাকতেও পারে। শুরু তো করতে হবে। তারপর আপনাদের প্রত্যেকের রুম সার্চ করা হবে। অ্যাস্ট্রোমনিক্সের ওপর সিম্পোজিয়াম শুরু হবে আগামীকাল সকাল দশটায়। তাই আমাদের হাতে প্রচুর সময় আছে।'

'এবং তারপর যদি?'

'তখন পুলিশ ডাকতে হবে।'

সকলেই অস্বস্তির সাথে ভিলিয়ার্সের রুমে ঢুকল। রাইগার রাগে লাল হয়ে আছে, কাউনাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ট্যালিয়াফেরো নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে।

গতরাতে ওরা দেখছে কৃত্রিম আলোর নিচে ভিলিয়ার্স ওদের দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। বুকের নিচে বালিশ নিয়ে সে শুয়ে ছিল। ও তাদেরকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। আর এখন সেখানে গন্ধহীন এক মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে ওরা।

ম্যান্ডেল ঘরে আরো বেশি আলোর জন্যে উইন্ডো-পোলারাইজার চালু করে দিলেন। এ্যাডজাস্ট করার পর পুব দিকের সূর্যের আলো ঘরে এসে আছড়ে পড়ল।

কাউনা চিৎকার করে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বলল, 'ওহ্ সূর্য!' সবাই চমকে উঠল।

কাউনার চেহারা দেখে মনে হলো সে আতঙ্কিত যেন বুধগ্রহের সেই

pathagar.net

সূর্যটা তার চোখের ওপর আছড়ে পড়ছে।

ট্যালিয়াফেরের মনে পড়ল খোলা বাতাসের সংস্পর্শে এলেই তার শরীরে কাঁপনি ধরে। দশ বছর পৃথিবীর বাইরে কাটানোর ফলে তাদের ভেতর বিচিত্র এক অভ্যেস তৈরি হয়েছে।

কাউনা জানালার দিকে দৌড়ে গেল। পোলারাইজারের জন্যে হাতড়াতে লাগল এবং তারপরই একটা গোঙানির মতো শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে।

ম্যান্ডেল তার পাশে গিয়ে দাড়ালেন। 'কি হলো?' অন্য দুজনও এগিয়ে গেছে।

জানালার নিচে শহরটা দেখা যাচ্ছে। সূর্যের আলো যেন গোসল করিয়ে দিচ্ছে। ট্যালিয়াফেরো অস্বস্তিতে তাকিয়ে রইল সে দিকে।

কাউনার সারা শরীর কাঁপছে। একটা জিনিস এক দৃষ্টিতে দেখছে। জানালার বাইরের সিলে সিমেন্টের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ফাটল দেখা যাচ্ছে। সেই ফাটলের ভেতর একটা ইঞ্চি খানেক লম্বা এবং চিকন দুধের মতো সাদা এবং ধূসর ফ্লিম দেখা যাচ্ছে। সূর্যের নরম আলোয় ফ্লিমটার গায়ে চকচক করছে।

ম্যান্ডেল রেগে গেলেন। চিৎকার করে জানালাটা খুলে ফ্লিমটাকে টান দিয়ে বের করলেন ফাটল থেকে। তিনি ফ্লিমটাকে এক হাতের মুঠোয় নিয়ে গরম এবং লাল চোখে সূর্যের দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন, 'আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন!'

কারো কিছু বলার ছিল না। ম্যান্ডেল ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরই তারা ধপ করে বসে পড়ল এবং একে অন্যের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

কুড়ি মিনিট পরে ম্যান্ডেল ফিরে এলেন। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'ফাইলের ভেতরে যেটুকু ছিল সেটুকু ছাড়া পুরো ফ্লিমটা ওভার এক্সপোজড হয়ে গেছে। আমি কিছু লেখা পড়তে পেরেছি। এটা ভিলিয়ার্সের কাগজ। পুরো জিনিসটাই নষ্ট হয়ে গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিরাট একটা আবিষ্কার নষ্ট হয়ে গেল।'

'এরপর কি হবে?' ট্যালিয়াফেরো জিজ্ঞেস করল।

ম্যান্ডেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এখন এই মুহূর্ত থেকে আর মাথা ঘামাতে চাই না। মাস ট্রান্সফারেন্সের কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। কাউকে ওটা আবিষ্কার করতে হলে ভিলিয়ার্সের মতো মগজ থাকতে হবে। কাগজটা নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আপনারা তিনজন অপরাধী, না অপরাধী নন, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। এতে কোনো পার্থক্য আছে?' তাঁর পুরো শরীরটা যেন ভেঙ্গে পড়ল এবং নিজেকে সোফায় এলিয়ে দিলেন তিনি।

ট্যালিয়াফেরোর গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল। 'এক মিনিট। আপনার দৃষ্টিতে আমাদের তিনজনের ভেতর একজন অপরাধী। আমার একটা অনুরোধ আছে। আপনার ফীল্ডে আপনি অনেক বড় মাপের লোক এবং আপনি আমাদের সম্পর্কে কখনই ভালো কিছু বলবেন না। স্বাভাবিক ভাবেই সবার মনে ধারণা জমতে পারে যে আমি অযোগ্য এবং বাজে। আমি নিজেকে ধ্বংস করতে চাই না যে অপরাধ আমি করিনি তার ছায়ায় থেকে। এখন আসুন ব্যাপারটা মীমাংসা করি।'

'আমি ডিটেকটিভ নই,' ম্যান্ডেল ক্লান্তস্বরে বললেন।

'তাহলে পুলিশ ডাকুন।'

রাইগার বলল, 'এক মিনিট, ট্যাল। তুমি কি আমাকে অপরাধী ভাবছ?'

'আমি বলেছি যে আমি নির্দোষ।'

কাউনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'তারমানে সাইকিক প্রোব হবে আমাদের প্রত্যেকের ওপর। মনের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে— '

ম্যান্ডেল তাঁর দুই হাত তুলে ধরলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ! প্লিজ, শান্ত হোন। আমাদের পুলিশ ছাড়াই কাজ সারতে হবে। আপনি ঠিকই বলেছে ড. ট্যালিয়াফেরো যে ব্যাপারটা এখানে ছেড়ে দিলে যারা অপরাধী নয় তাদের ওপর অবিচার করা হবে।'

তারা সকলেই ম্যান্ডেলের দিকে ঘুরে তাকাল। রাইগার বলল, 'আপনি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?'

'আমার এক বন্ধু আছে, নাম ওয়েন্ডেল উর্থ। আপনারা হয়তো চিনতে পারেন, হয়তো না। সে যা হোক আমি আজ রাতে তার সাথে

pathagar.net

দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারি।'

'তাতে আমাদের কি লাভ হবে?' জানতে চাইল ট্যালিয়াফেরো।

'অদ্ভুত একজন মানুষ তিনি,' ম্যান্ডেল ইতস্তত করে বললেন, 'ভারি অদ্ভুত এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি পুলিশকে অনেক সময় সাহায্য করেন এবং তিনি হয়তো আমাদেরকেও সাহায্য করতে পারেন।'

দুই

এডওয়ার্ড ট্যালিয়াফেরো তার ঘর দেখে অবাক যত না হয়েছে ঘরের মালিককে দেখে অবাক হয়েছে বেশি। নিজেকে যেন একেবারে আলাদা এক জগতের বাসিন্দা করে রেখেছে লোকটা। পৃথিবীর কোনো শব্দ ঘরের ভেতর ঢোকে না। জানালা বিহীন একটা ঘর। কৃত্রিম আলোয় আলোকিত ঘরটা।

ঘরটা বেশ বড়। ওরা একটা কৌচ দেখে সেখানে গিয়ে বসল। বই, ফ্লিম এক কোণে ডাম্প করে রাখা।

ঘরের মালিকও দেখতে বিশাল, গোলগাল চেহারা। শরীরটাও গোলাকৃতি। ছোট ছোট পায় দ্রুত চলাফেলা করতে পারেন। হাঁটার সময় চোখের হাই পাওয়ারের চশমা নাচতে থাকে নাকের ওপর। তিনি বসে আছেন তার নিজের আসনে। একটা আলো ঝুলছে ঘরের ভেতর।

'আপনার আসার জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি। ঘরের এই অবস্থার জন্যে ক্ষমা চাইছি।' তিনি মোটা মোটা আঙ্গুলগুলো নাড়তে নাড়তে বললেন। 'আমি এলক্সট্রাটেরোলজিক্যাল জিনিসপত্রের ক্যাটালগ করা নিয়ে ব্যস্ত আছি। বিশাল বড় কাজ ওটা। আমি চাই— '

তিনি তাঁর আসন থেকে বেরিয়ে এসে একটা জিনিস বের করলেন টেবিল থেকে। জিনিসটার রং ধোঁয়ার মতো সাদা এবং ঈষৎ স্বচ্ছ। আকারটা সিলিন্ডারের মতো। 'এটা,' তিনি বললেন, 'একটা ক্যালিস্টান বস্তু। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এই জিনিস থেকে বোঝা যায় মানুষ ছাড়াও বুদ্ধিমান প্রাণ আছে। এটা এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এক ডজনের কম উদ্ধার করা হয়নি এই পর্যন্ত এবং এটাই হলো সবচাইতে নিখুঁত একক নমুনা।'

তিনি ওটাকে টেবিলের একপাশে রাখলেন এবং ট্যালিয়াফেরো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপর। 'ওটা ভঙ্গুর নয়,' বলেই তিনি তার আসনে বসলেন। 'এবার বলুন আপনাদের জন্য কি করতে পারি?'

ঘটনার ভূমিকা বলে গেলে হুবার্ট ম্যান্ডেল আর ট্যালিয়াফেরো বিস্তারিত বলল। সত্যি কথা বলতে কি ওয়েন্ডেল উর্থ সম্প্রতি একটা বই লিখেছেন। বইটির নাম হলো 'কম্পেরেটিভ এ্যাভলুশনারি প্রসেসেস অন ওয়াটার-অক্সিজেন প্লান্টস'।

সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কম্পেরেটিভ এ্যাভলূশনারি প্রসেসের লেখক ড. উর্থ?'

বিগলিত এক হাসি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চেহারায়। 'আপনি কি পড়েছেন বইটা?'

'না, পড়িনি তবে— '

উর্থ-এর অভিব্যক্তি পরিবর্তন হতে লাগল। 'তাহলে আপনাকে পড়তে হবে। এখনই এখানে। আমার কাছে একটা কপি— '

চেয়ার থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি এবং ম্যান্ডেল চেঁচিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, উর্থ, আগের কাজ আগে। এটা খুবই জরুরী।'

জোর করে উর্থকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন ম্যান্ডেল এবং কোনো সুযোগ না দিয়ে পুরো ঘটনাটা বলে গেলেন। সংক্ষেপে অথচ খুঁটিনাটি কোনো কথা বাদ দিলেন না।

শুনতে শুনতে উর্থ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চোখের চশমা ঠিক করে নাকের ওপর বসালেন। 'মাস ট্রান্সফারেন্স!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি ওটার ডেমনস্টেশন,' বললেন ম্যান্ডেল।

'অথচ তুমি আমাকে বলোনি।'

'আমি গোপনীয়তার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলাম। মানুষটা ছিল— অদ্ভুত। আমি খুলে বলেছি আগেই।'

উর্থ টেবিলে চাপড় কষালেন। 'এমন একটা আবিষ্কার মৃতপ্রায় অসুস্থ মানুষের একার সম্পত্তি হয়ে থাকে, ম্যান্ডেল? সাইকিক প্রোব করে তার কাছ থেকে পুরো তত্ত্বটা বের করে নেওয়া উচিত ছিল।'

pathagar.net

'তাহলে সে মারা যেত,' ম্যান্ডেল প্রতিবাদ করে বললেন।

কিন্তু গালে দুই হাত চেপে ধরে মাথা নাড়তে লাগলেন উর্থ। 'মাস ট্রান্সফারেন্স। সভ্য মানুষের ঘুরে বেড়াবার জন্যে চমৎকার একটা ব্যবস্থা। একমাত্র ব্যবস্থা। আমি যদি যানতাম। আমি যদি ডেমনস্ট্রেশনের সময় থাকতে পারতাম। কিন্তু হোটেলটা এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে।'

রাইগার কথা শুনছিল একরাশ বিরক্তি নিয়ে। বলল, 'আমি জানতাম কনভেনশন হল পর্যন্ত ফ্লিটার লাইন আছে। ওখানে যেতে আপনার দশ মিনিট সময় লাগত।'

উর্থ শক্ত হয়ে বসলেন এবং অবাক হয়ে রাইগারের দিকে তাকালেন। গাল দুটো স্ফীত হয়ে উঠল। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

রাইগার বলল, 'কি হলো?'

ম্যান্ডেল বিড় বিড় করে বললেন, 'যত্তসব। আমার সাবধান করা উচিত ছিল।'

'কি ব্যাপারে?'

'ড. উর্থ কোনো যানবাহনে চলাফেলা করেন না। ফবিয়া আর কি। চলাফেলা করেন দুই পায় হেঁটে।'

কাউনা চোখ পিট পিট করে তাকাল। 'কিন্তু তিনি তো একজন এক্সট্রা টেরোলজিস্ট, তাই নয় কি? অন্য গ্রহের প্রাণী বিশেষজ্ঞ?'

ট্যালিয়াফেরো উঠে দাঁড়াল এবং প্যাডেস্টাল গ্যালাকটিক ল্যান্সের দিকে এগিয়ে গেল। তারা মণ্ডলী দেখতে পেল তার ভেতর। এর আগে এত বড় ল্যান্স দেখে নি সে এত বিস্তারিত ভাবে।

ম্যান্ডেল বললেন, 'তিনি একজন এক্সট্রাটেরোলজিস্ট এটা ঠিক, কিন্তু তিনি কোনো সময়, যে সব গ্রহের ব্যাপারে অভিজ্ঞ সে সব গ্রহে, যাননি। এবং ভবিষ্যতেও যেতে পারবেন না। গত তিরিশ বছরেও আমার সন্দেহ ঘর থেকে বেরিয়ে এক মাইলেরও বেশি যাননি।'

রাইগার হেসে উঠল।

ম্যান্ডেল রাগের সাথে বাধা দিলেন। 'হয়তো আপনার কাছে পুরো ব্যাপারটায় মজা লাগছে, তবে আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ড.

উর্থ ফিরে আসার পর বুঝে শুনে কথা বলবেন।'

অল্পক্ষণ পরে উর্থ ফিরে এলেন। 'ক্ষমা চাইছি আমার ব্যবহারের জন্যে,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'এবার যাওয়া যাক আমাদের মূল সমস্যায়। হয়তো আপনাদের ভেতর একজন দোষ স্বীকার করতে চাইছেন।'

ট্যালিয়াফেরো ঠোঁট দুটো হঠাৎ করে বিষণ্ন হয়ে উঠল। এই মোটা মতো এক্সট্রাটেরোলজিস্ট লোকটা জোর করে কারো অপরাধ স্বীকার করাতে চাচ্ছেন। সৌভাগ্যবশত এর জন্য তাঁকে ডিটেকটিভ টেলেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই।

ট্যালিয়াফেরো বলল, 'ড. উর্থ, আপনার সাথে কি পুলিশের সংযোগ আছে?'

অসম্ভব ফিটফাট উর্থকে হঠাৎ করে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'আমার সাথে কোনো অফিসিয়াল কানেকশেন নেই ড. ট্যালিয়াফেরো, কিন্তু আমার বেসরকারি সম্পর্কটা অনেক ভালো।'

'তাহলে, আমি আপনাকে কয়েকটি তথ্য দেব যা আপনি পুলিশকে দেবেন।'

উর্থ তাঁর সার্টটা টেনে নিয়ে চশমার গ্লাসটা পরিস্কার করলেন। পরিস্কারের পর তিনি সেটাকে আবার নাকের ওপর বসালেন। বললেন, 'তথ্যগুলো কি?'

'ভিলিয়ার্স মারা যাবার সময় কে উপস্থিত ছিল সেটা আমি আপনাকে বলতে পারি। কে তার কাগজগুলো স্ক্যান করেছে সেটাও বলতে পারি।'

'আপনি কি রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন?'

'আমি সারাদিন ধরে বিষয়টা নিয়ে ভেবেছি। আমার মনে হয় সমাধান করতে পেরেছি।' ট্যালিয়াফেরো মজা পেল রোমাঞ্চকর কথাটা বলে।

'বেশ, তাহলে বলুন?'

ট্যালিয়াফেরো লম্বা একটা শ্বাস টানল। ব্যাপারটা অত সহজ হবে না, যদিও সে ঘণ্টাখানেক ধরে মনে মনে গুছিয়ে নিয়েছে। 'অপরাধী,' সে বলল, 'হচ্ছেন ড. হুবার্ট ম্যান্ডেল।'

ম্যান্ডেল চমকে উঠে ট্যালিয়াফেরোর দিকে তাকালেন, তারপর চিৎকার

pathagar.net

করে বললেন, 'ড. ট্যালিয়াফেরো আপনি আপনার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনার কাছে এই অদ্ভুত তথ্যের প্রমাণ আছে— '

উর্থ-এর গলা সবার গলাকে ছাপিয়ে গেল। 'তাঁকে কথা বলতে দাও হুবার্ট। ওর কথা আমাদের শুনতে হবে। ওদের সন্দেহ করেছ তুমি, আর কোনো আইনে লেখা নেই যে ওরা তোমাকে সন্দেহ করতে পারবে না।'

ম্যান্ডেল চুপ করে গেলেন রাগের সাথে।

ট্যালিয়াফেরো তার গলা কাঁপতে দিল না। বলল, 'এটা নিছকই সন্দেহ, ড. উর্থ। সহজ সরল প্রমাণ আমি দেব। আমরা চারজনই মাস ট্রান্সফারেন্স সম্পর্কে জানতাম। কিন্তু আমাদের ভেতর একজন মাত্র, ড. ম্যান্ডেল, ডেমনস্ট্রেশনটা দেখেছেন। তিনিই জানতেন ব্যাপারটা সত্য। তিনি জানতেন এ সংক্রান্ত কাগজপত্র আছে। আমরা তিনজন জানতাম ভিলিয়ার্স একজন বদ্ধ পাগল। আমরা ভেবেছিলাম মাস ট্রান্সফারেন্স-এর ব্যাপারটা সত্যও হতে পারে। তবে সেই ধারণাটা ছিল খুবই ক্ষীণ। আমরা ভিলিয়ার্সের রুমে দেখা করতে গেলাম ঠিক এগারোটার সময়। এটা কিছুই না, শুধু সত্যতা যাচাই করতে যাওয়া, কিন্তু সে আমাদেরকে সাথে পাগলের মতো আচরণ করল।

'অপরাধের মোটিভ ম্যান্ডেলের বেলায় অন্য কারুর চেয়ে সবচেয়ে জোরালো। এবার ড. উর্থ লক্ষ্য করে দেখুন। যেই-ই সে রাতে ভিলিয়ার্সের ঘরে গিয়ে ওই অপকর্মটা করেছে সে দেখেছে ভিলিয়ার্স মারা গেছে। সথে সাথে সে কাগজগুলো স্ক্যান করে ফেলে। ভিলিয়ার্স তখনও মারা যায়নি, জ্ঞান হারিয়েছিল। তাই যখন ভিলিয়ার্সের ফোন পেয়ে দারুণ ঘাবড়ে যায়। আমাদের অপরাধী ঘাবড়ে গিয়ে বুঝতে পারল স্ক্যান করা ফ্লিমটা তার কাছে রাখাটা নিরাপদ নয়। তিনি কি করলেন। তিনি করলেন ডেভেলপ করা হয়নি এমন ফ্লিমগুলো টুকরো টুকরো করে নষ্ট করে ফেললেন কিংবা এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন যাতে যখন তাঁকে কেউ আর সন্দেহ করবে না তখন বের করে আনবেন। জানালার বাইরের সিল হলো লুকানোর জন্যে আদর্শতম জায়গা। দ্রুত তিনি ভিলিয়ার্সের ঘরে জানালা খুলে ফেললেন। দেয়ালের ফাটলে ফ্লিমটা লুকিয়ে রেখে

pathagar.net

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।এখন ভিলিয়ার্স যদি বেঁচে যেত কিংবা তার ফোনে কোনো কাজ হতো তখন কে তার কথা বিশ্বাস করত। তার সব কথাই তার বিরুদ্ধে যেত। সবাই ভাবত সে বদ্ধ পাগল।'

ট্যালিয়াফেরো এই পর্যন্ত বলে থামল। তার কথাগুলো অখণ্ডনীয়।

ওয়েন্ডল উর্থ পিটপিট করে তার দিকে তাকালেন। নিজের মাটির কোনা চেপে ধরে বললেন, 'লক্ষণীয় ব্যাপারটা কি?'

'লক্ষণীয় ব্যাপারটা হলো যে, জানালা খুলে খোলা জায়গায় ফ্লিমটা লুকানো ছিল। রাইগার গত দশ বছর ধরে সেরেসে বসবাস করছে, কাউনা বুধ গ্রহে এবং আমি চাঁদে— যেখানে আলো বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে সেটা আমরা নিজেরা গতকাল আলোচনা করেছি।

'আমাদের কাজের জায়গাগুলো কোনো মুক্ত পরিবেশ নেই। আমরা কেউই বাইরে স্যুট ছাড়া বের হই না। নিজেদেরকে খোলামেলা জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়াটা আমরা ভাবতেই পারি না। আমাদের ভেতর কেউই জানালা খুলতে যাবে নিজের সাথে যুদ্ধ না করে। ড. ম্যান্ডেল পৃথিবীতেই বাস করেন। জানালা খোলাটা তার কাছে মামুলি ব্যাপার। তিনি পারেন। আমরা পারি না।'

ট্যালিয়াফেরো চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল এক চিলতে হাসি ঠোঁটে নিয়ে।

'খোলা আকাশ, ব্যাস এইটুকই!' রাইগার উত্তেজিত গলায় বলে উঠল।

'সব কিছু নয়,' স্যান্ডেল চেঁচিয়ে বললেন। দাঁড়িয়ে পড়েছেন তিনি, যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন ট্যালিয়াফেরোর ওপর। 'আমি পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করছি। ভিলিয়ার্সের ফোন কলের রেকর্ড সম্পর্কে কি বলবেন? তিনি কিন্তু "সহপাঠী" কথাটা বলেছে। পুরো টেপ থেকে বোঝা যায়— '

'সে তখন মারা যাচ্ছিল,' ট্যালিয়াফেরো বলল। 'আপনি তো বলেছেন ওর বেশিরভাগ কথা বোঝা যাচ্ছিল না। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি ডক্টর ম্যান্ডেল, যদিও আমি টেপটা শুনিনি, ওর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে

গিয়েছিল, তাই না?'

'গিয়েছিল— ' ম্যান্ডেল বিভ্রান্ত হয়ে বললেন।

'এখন আমি নিশ্চিত। আপনি যে আগে থেকে টেপটা জাল করেননি তার প্রমাণ কি? "সহপাঠী" শব্দটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন তার ভেতর।'

ম্যান্ডেল বললেন, 'হায় খোদা আমি কি করে জানব যে ওর কোনো সহপাঠী কনভেনশনে আছে? এটাই বা জানব কি করে যে তারা সবাই মাস ট্রান্সফারেন্স সম্পর্কে জানে?'

'ভিলিয়ার্স হয়েতো বলেছে আপনাকে? আমি নিশ্চিত সে বলেছে।'

'দেখুন,' ম্যান্ডেল বললেন, 'আপনারা তিনজনই তাকে রাত এগারোটার সময় জীবিত দেখেছিলেন। মেডিকেল এক্সামিনার রাত তিনটার সময় ভিলিয়ার্সের ডেডবডি পরীক্ষা করে বলেছেন যে দুই ঘণ্টা আগে তিনি মারা গেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে তাঁর মৃত্যুর সময়টা হলো রাত এগারোটা থেকে রাত একটার ভেতর। আমি গতরাতে এক কনফারেন্সে ছিলাম। এ সম্পর্কে আমি প্রমাণ দিতে পারব। হোটেল থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলাম। রাত দশটা থেকে রাত দুইটা পর্যন্ত কোথায় ছিলাম এবং কি করছিলাম তা ডজনখানেক পত্যক্ষদর্শী আমাকে দেখেছে। এবার পরিস্কার তো?'

ট্যালিয়াফেরো অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সে দৃঢ়গলায় বলল, 'হয়তো। ধরে নিলাম রাত আড়াইটার সময় আপনি হোটেলে ফিরে এসে ভিলিয়ার্সের রুমে গিয়েছিলেন। আপনি তার রুমের দরজা খোলা পান, কিংবা চাবি ডুপ্লিকেট করেছিলেন। যাইহোক, আপনি তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। সেই সুযোগে তার কাগজপত্র স্ক্যান করে ফেলেন— '

'তিনি যদি আমি যাবার আগেই মারা যেয়ে থাকেন, এর ফলে তিনি ফোন কলও করতে পারবেন না, তাহলে আমি কেন ফ্লিম লুকাতে যাব?'

'সন্দেহ দূর করার জন্যে। আপনার কাছে ওই ফ্লিমের দ্বিতীয় কপি আছে নিরাপদে। আর শুধুমাত্র আপনার মুখেই শুনেছি যে কাগজগুলো পুড়ে গেছে।'

'অনেক হয়েছে,' উর্থ চেঁচিয়ে বললেন। 'ডক্টর ট্যালিয়াফেরো,

pathagar.net

চমৎকার একটা হাইপোথিসিস শুনিয়েছেন, কিন্তু এর কোনো ভিত্তি নেই।'

ট্যালিয়াফেরো ভ্রূ কুচকাল। 'ওটা আপনার মতামত হতে পারে, তবে— '

'এটা যে কারো মতামত হতে পারে। যে কারো সাধারণ মানুষের চিন্তা শক্তি থেকেই হতে পারে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, হিউবার্ট ম্যান্ডেল নিজেকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্যে অনেক বেশি কষ্ট করে ফেলেছেন?'

'না,' ট্যালিয়াফেরো বলল।

ওয়েন্ডেল উর্থ হাসলেন, 'একজন বিজ্ঞানী হিসেবে, ডক্টর ট্যালিয়াফেরো, আপনি তো জানেন কখনই প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নিজের থিওরির প্রেমে পড়তে হয় না। আমাকে ডিটেকটিভের মত কাজ করতে হচ্ছে বলে আমার আনন্দ লাগছে।

'ধরে নিলাম ডক্টর ম্যান্ডেল ভিলিয়ার্সের মৃত্যুর জন্যে দায়ী এবং একটা ফ্যাক এলিবি দাঁড় করিয়েছেন, অথবা তিনি ভিলিয়ার্সের মৃত্যুর ফলে সুযোগ নিলেন এবং কতটা নিয়েছেন। তাই যদি হয় তাহলে তিনি কেন স্ক্যান করে পুরো ঝামেলাটা কাঁধে নিতে গেলেন? তিনি তো শুধু কাগজটা নিয়ে গেলেই তো হতো। অন্য কেউ কি এর অস্তিত্ব জানত না? সত্যি সত্যি কেউ জানত না। এটা ভাবার কেনো যুক্তি নেই যে ভিলিয়ার্স জনে জনে বলে বেরিয়েছে। ভিলিয়ার্স গোপনীয়তার ব্যাপারে বাতিকগ্রস্থ ছিলেন। অনেকগুলো প্রমাণ উপস্থিত করা যায় যে ভিলিয়ার্স কাউকে কিছু বলেনি।

'ডক্টর ম্যান্ডেল ছাড়া কেউ জানত না ভিলিয়ার্স প্রবন্ধটা পড়তে যাচ্ছে। যদিও ঘোষণা দেওয়া হয়নি। কোনো অংশও প্রকাশ করা হয়নি। সেক্ষেত্রে ডক্টর ম্যান্ডেল কাগজটা নিয়ে সোজা সরে পরতে পারতেন।

'এমন কি তিনি যদি জানতে পারতেন যে ভিলিয়ার্স তার সহপাঠীদের ওই কাগজ সম্পর্কে বলেছেন তাতেই বা কি হতো? কি প্রমাণ আছে যে, সহপাঠীদের কথায় সবাই কান দিত, যেখানে তারা তাঁকে বদ্ধ উন্মাদ ভেবে বসে আছেন?

'কিন্তু ডক্টর ম্যান্ডেল প্রথমে ঘোষণা দিলেন যে ভিলিয়ার্সের কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে, তারপর বললেন যে ভিলিয়ার্সের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

pathagar.net

হারানো ফিল্মের খোঁজে তছনছ করে ফেললেন। পরিস্থিতিটা এমন করে তুললেন যে তিনি নিজেকে সন্দেহের তালিকায় এক নম্বরে নিয়ে এলেন। তিনি যদি অপরাধী হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আসলে একজন বোকা এবং এমন বোকা আমি আমার জীবনে একজনকেও দেখিনি, ডক্টর ম্যান্ডেল আসলে তা নন।'

ট্যালিয়াফেরো কিছুক্ষণ ভাবল, কিন্তু কিছু বলল না।

রাইগার বলল, 'তাহলে কে করেছে কাজটা?'

'আপনাদের তিনজনের ভেতর একজন। এটা আমার কাছে পরিস্কার।'

'কিন্তু কে?'

'সেটা তো আরো পরিস্কার। আমি ডক্টর ম্যান্ডেলের কাছে সব শোনার পর থেকে জানি অপরাধী কে।'

ট্যালিয়াফেরো ঘৃণার দৃষ্টিতে মোটা এক্সট্রাটেরোলজিস্টের দিকে তাকাল। ধাপ্পাবাজিতে সে ভয় পেল না। তবে অন্য দুজনকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। রাইগারের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে এবং কাউনার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। দেখতে দুজনকে মাছের মতো লাগছে।

সে বলল, 'নাম বলুন? কে করেছে?'

উর্থ পিট পিট করে তাকাল। 'প্রথমে আমি মাস ট্রান্সফারেন্স সম্পর্কে পরিস্কার হতে চাই। ওটা উদ্ধার করা সবচেয়ে বেশি জরুরী।'

ম্যান্ডেল রাগত স্বরে বললেন, 'আপনি কি যা তা বলছেন, উর্থ?'

'যে লোকটা কাগজটা স্ক্যান করেছে সে অবশ্যই কাগজে চোখ বুলিয়েছে। আমার সন্দেহ সে ভালোভাবে পড়তে পারেনি, তাই কোনো কিছুই মনে করতে পারবে না। যাই হোক সাইকিক প্রোবের সময় সেটার প্রয়োজন হবে না। যদি সে চোখ বুলিয়ে থাকে তাহলে সেটা প্রোব করলেই তার রেটিনা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব।'

একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

উর্থ আবার বলতে শুরু করলেন, 'প্রোব নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। যাকে করা হবে সে যদি সহযোগিতা করে তাহলে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এর আগে যে সব ক্ষতি হয়েছে তার জন্য দায়ী

অসহযোগিতা। তাই যিনি অপরাধী তিনি যদি নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং আমার কাছে আত্মসম্পর্ণ করেন—'

ট্যালিয়াফেরো হেসে উঠল। তার হাসি শব্দটা হঠাৎ করে ঘরের ভেতর তীক্ষ্ম ভাবে শোনা গেল। সাইকোলজিটা খুবই সহজ এবং সরল।

ওয়েন্ডেল উর্থ সবার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। তিনি ট্যালিয়াফেরোর দিকে চশমার ওপরের ফাঁক দিয়ে তাকালেন। বললেন, 'পুলিশের ওপর আমার অনেক প্রভাব আছে, যার ফলে প্রোবের ফলাফল চাপা দিয়ে রাখা যাবে।'

রাইগার অনেকটা আক্রমণাত্মকভাবে বলল, 'আমি করিনি।'

কাউনা মাথা নাড়ল।

ট্যালিয়াফেরো কোনো জবাব দিল না। পুরো ব্যাপারটা অবজ্ঞা করল।

উর্থ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তাহলে আমিই খোলসা করে দেই কে অপরাধী। ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হতে পারে। ব্যাপারটা অনেকের কাছে শক্ত আঘাতও হতে পারে।' পেটের ওপর রাখা দুইহাতের আঙ্গুল দিয়ে খেলছেন তিনি। 'ড. ট্যালিয়াফেরো বলেছেন যে জানালার বাইরের দিককার সিলে লুকানো ছিল ফিল্মটা। উদ্দেশ ওটা নিরাপদে রাখা এবং লুকিয়ে রাখা। আমি তাঁর সাথে একমত।'

'ধন্যবাদ,' ট্যালিয়াফেরো শুকনো গলায় বলল।

'যাই হোক, কেউ কেন ভাববে যে জানালার বাইরের সিলে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার জন্যে নিরাপদ? পুলিশও তো সেখানে খোঁজ করতে পারত। এমনকি পুলিশের অবর্তমানে ওখানে ওটা খুঁজে পাওয়া গেছে। তাহলে কার পক্ষে এটা ভাবা সম্ভব যে চারদেয়ালের বাইরে লুকিয়ে রাখার জন্যে নিরাপদ? অবশ্যই এমন কারুর পক্ষে সম্ভব যে দীর্ঘকাল বায়ুশূন্য জগতে বাস করেছে। তাই তার মনে হয়েছে চার দেয়ালের বাইরে সাধারণত কেউ যায় না এবং গেলেও অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়।

'চাঁদে যে থাকে সে লুনার ডোমের বাইরে রাখাটাই নিরাপদ মনে করবে। মানুষ ডোমের বাইরে যায় কদাচিৎ। তাই সে কষ্ট করে নিজের অভ্যাসের বাইরে জানালাটা খুলবে এবং এখানকার খোলা আবহাওয়ায় সে অবচেতন মনে একটা ভ্যাকুয়াম বলে ভেবে নেবে। তাড়াহুড়োয় তার মাথায় একটা চিন্তাই আসবে যে "বসবাসের বাইরের জগৎটা নিরাপদ"।'

pathagar.net

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে ট্যালিয়াফেরো বলল, 'আপনি কেন চাঁদের কথা বলছেন, ডক্টর উর্থ?'

উর্থ বললেন শান্ত গলায়, 'ওটা একটা উদাহরণ মাত্র। আমি যা বলেছি তার সবই আপনাদের তিনজনের ক্ষেত্রে খাটে। কিন্তু এবার আসছে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। একটা রাতের মৃত্যুর কথা।'

ট্যালিয়াফেরো ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আপনি বলতে চাচ্ছেন যে রাতে ভিলিয়ার্স মারা গেছে?'

'আমি যে কোন রাতের কথা বলছি। দেখুন, আপনারা তিনজনই জানালার বাইরের সিলটাকে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার জন্যে উপযুক্ত ভাবছেন, যা কিনা একটা পাগলের মতো কাজ হবে একটা আন এক্সপোজড্ ফ্লিম ওখানে লুকিয়ে রাখা আর ওটা ওখানে রাখবেনই বা কেন? স্ক্যানার ফ্লিম ততটা সেনসেটিভ নয়। রাতের হালকা আলোয় স্ক্যানার ফ্লিমের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু দিনের আলোয় কয়েক মিনিটের মধ্যে ফ্লিমটা নষ্ট হয়ে যায়। এটা সকলেই জানে।'

ম্যান্ডেল বললেন, 'বলে যাও, উর্থ। এরপর কি?'

'তুমি আমাকে তাড়া দিচ্ছ,' বলল উর্থ। 'আমি তোমাদের পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছি। অপরাধী চাইছিল ফ্লিমটাকে অক্ষত রাখতে। এটা তার কাছে অমূল্য ধন ছিল এবং পৃথিবীরও। সে কেন ওটা অমন জায়গায় রাখল যা সূর্যের আলোয় নষ্ট হতে পারত?— একটা মাত্র কারণ, সে ভেবেছিল কোনোদিন সকাল হবে না। সে ভেবেছিল এই রাত অমর।

'কিন্তু রাত তো অমর নয়। পৃথিবীতে রাত মরে যায় এবং সূর্য ওঠে। এমন কি মেরু প্রদেশের ছয় মাসের রাতেরও অবসান ঘটে। সেরেসে রাতের আয়ু মাত্র দুই ঘণ্টা; চাঁদে রাতের মৃত্যু হয় দুই সপ্তাহ পর। অর্থাৎ রাত কোথাও অমর নয়। ডক্টর ট্যালিয়াফেরো এবং রাইগার জানতেন রাতের পর দিন আসবে।'

কাউনা উঠে দাঁড়িয়েছে। 'একটু দাঁড়ান— '

ওয়েন্ডেল উর্থ তার দিকে তাঁকালেন পূর্ণ দৃষ্টিতে। 'দাঁড়ানর কোনো দরকার নেই, ডক্টর কাউনা। বুধগ্রহ হচ্ছে এই সৌরজগতে একমাত্র গ্রহ যার একটিমাত্র দিক সূর্যের দিকে থাকে। সঠিকভাবে বলতে গেলে বুধের আটভাগের তিনভাগই থাকে রাত। অবজারভেটরিগুলো যেখানে রাতের

pathagar.net

মৃত্যু নেই সেই জায়গার একেবারে প্রান্তে অবস্থিত। গত দশবছর ধরে আপনার ধারণা হয়েছে রাতের কোনো মৃত্যু নেই। সব জায়গাতেই অন্ধকার থাকবে আপনার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে। তাই উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিলেন পৃথিবীর রাতে ফ্লিম নষ্ট হবে না। ভুলে গিয়েছিলেন পৃথিবীর রাতের মৃত্যু নেই— '

কাউনা কয়েক পা এগিয়ে গেল। 'দাঁড়ান— '

উর্থ বলে চললেন, 'আমি শুনেছি যে যখন ম্যান্ডেল পোলারাইজার এডজাস্ট করছিল, তখন সূর্যের আলো দেখে আপনি চিৎকার করে উঠেছিলেন। সূর্যের আলো অনভ্যস্ত শরীরে এসে পড়েছিল বলে? নাকি বুঝতে পেরেছিলেন, আপনার মারাত্মক ভুলটা বুঝতে পেরে? আপনি ছুটে গিয়েছিলেন। পোলারাইজারটা আবার এডজাস্ট করার জন্যে নাকি নষ্ট ফ্লিম বাঁচাতে?'

কাউনা হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। 'আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ ছিল না। আমি ওর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম, শুধু কথা বলতে চেয়েছিলাম। ও আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠে এবং মাটিতে পড়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম ও মারা গেছে। বালিশের নিচে হাত দিতেই কাগজগুলো বেরিয়ে আসে। তারপরে ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে যেতে থাকে। যখন বুঝতে পারলাম তখন এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না। তবে আমি কোনো খারাপ উদ্দেশ নিয়ে করিনি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন।'

ওরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে কাউনার চারপাশে। ওয়েন্ডেল উর্থ করুনার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটা অ্যাম্বুলেন্স এলো এবং গেল। ট্রালিয়াফেরো শেষ পর্যন্ত ম্যান্ডেলকে বলল, 'আশা করি, স্যার, যা কিছু বলেছি তার জন্য আপনি কিছু মনে করবেন না।'

জবাবে ম্যান্ডেল বললেন শান্ত গলায়, 'আশা করি গত চব্বিশ ঘণ্টায় যা কিছু ঘটেছে, তার সবই আমরা ভুলে যাবার চেষ্টা করব।'

দরজার মুখে ওরা দাঁড়িয়েছিল ফিরে যাবার জন্যে তখন ওয়েন্ডেল উর্থ হাসিমুখে বললেন, 'আমার পারিশ্রমিকটা কি হবে।'

pathagar.net

ম্যান্ডেল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

'টাকা পয়সা চাচ্ছি না,' উর্থ বললেন সঙ্গে সঙ্গে। 'যখন প্রথম মাস ট্রান্সফারেন্স মানুষের ভ্রমণের জন্য তৈরি হবে তখন আমি পারিশ্রমিক হিসেবে একটা ট্রিপ চাই।'

ম্যান্ডেল তখনও পর্যন্ত অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। 'দাঁড়াও। মাস ট্রান্সফারেন্সের মাধ্যমে মহাশূন্যে ভ্রমণ তো অনেক দেরি আছে।'

উর্থ দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন। 'মহাশূন্যে নয়। আমি নিউ হামশায়ারে যেতে চাই।'

'ঠিক আছে, কিন্তু কেন?'

উর্থ চোখ তুলে তাকালেন। ট্যালিয়াফেরো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল এক্সট্রাটেরোলোজিস্টের চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে।

উর্থ বললেন, 'অনেক অনেক আগে এক কিশোরীর সাথে আমার পরিচয় ছিল। বহু বছর পেরিয়ে গেছে—কিন্তু আমি একবার যেতে চাই—'

রূপান্তর: হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

বিগ গেম

'কাগজপত্রে দেখতে পাচ্ছি', বিয়ার শেষ করে বললাম আমি, 'একটা সাদা ইঁদুরসহ স্টানফোর্ডের একটা টাইম মেশিনকে দু'দিনের ভবিষ্যতে পাঠানো হয়েছে। কোন খারাপ প্রভাব পড়েনি।'

জ্যাক ট্রেন্ট গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল। বলল, 'ওদের উচিত মেশিনগুলোর একটাকে কয়েক মিলিয়ন বছর অতীতে পাঠিয়ে ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা।'

গত কয়েক মিনিট ধরে পাশের টেবিলে বসা হর্নবিকে লক্ষ্য করছিলাম আমি। জ্যাকের মন্তব্য শেষে চোখাচোখি হলো আমাদের। হর্নবি একা, সামনে সিকি পরিমাণ খালি একটা বোতল-পেটে চালান করে দিয়েছে ওপরেরটুকু। বোধহয় সেই কারণেই মুখ খুলল।

হেসে জ্যাকের দিকে ফিরে বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, বন্ধু। দশ বছর আগেই তার কারণ জেনে এসেছি আমি। লাইনের ওস্তাদদের মতে পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে ওদের বিলুপ্তি ঘটেছে। আসলে তা নয়।' গ্লাস তুলে নীরবে আমাদের উদ্দেশে টোস্ট করল সে।

পরস্পরের দিকে তাকালাম আমি ও জ্যাক। হর্নবিকে কেবল চোখের চেনা চিনি আমরা। ডান চোখ টিপল জ্যাক, মৃদু মাথা ঝাঁকাল। আমি হাসলাম, দু'জনে উঠে গিয়ে বসলাম লোকটার টেবিলে। দুটো বিয়ারের অর্ডার দিলাম।

'তুমিও তাহলে টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছ?' লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল জ্যাক।

'বহুদিন আগে।' হেসে গ্লাসে পানীয় ঢালল হর্নবি। স্টানফোর্ডের অ্যামেচারদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল আমারটা। ধ্বংস করে ফেলেছি

pathagar.net

অবশ্য। আগ্রহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

'ওগুলোর ব্যাপারে বলো আমাদের। তুমি বলতে চাইছ পরিবেশের কারণে বিলুপ্ত হয়নি ওরা?'

'কেন তা হবে?' আড়চোখে পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা। 'তার আগের কয়েক মিলিয়ন বছরে তো, তেমন কিছু ঘটেনি! তাহলে কোন জাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ করে সম্পূর্ন গায়েব হয়ে গেল ওইসব প্রাণী, যেখানে অন্যসব প্রাণী এখনও বহাল তবিয়তে আছে?' আঙুল তুলে শাসানোর ভঙ্গি করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সে। 'আমি কোন যুক্তি দেখি না ওই দাবীর।'

'তাহলে কিসের জন্যে বিলুপ্ত হলো?' আমি প্রশ্ন করলাম।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল হর্নবি। বোতল নাড়ল। 'সেই একই কারণ, বাইসন যে কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। বুদ্ধিমান প্রাণী!'

'মঙ্গল গ্রহের মানুষ?' আমি বললাম পরামর্শের সুরে। 'আটলাণ্টিসবাসীদের পক্ষে নিশ্চই তা সম্ভব ছিলো না।'

দ্রুত গম্ভীর হয়ে উঠল হর্নবি। ততোক্ষণে অর্ধেক বোতল শেষ করে ফেলেছে। 'সে জন্যে যারা দায়ী, আমি ওদের দেখেছি', রেগেমেগে বলল। 'ওরা ছিল সরিসৃপ, বেশি বড় নয়। লম্বায় চার ফুটের মতো, দুই পা ওয়ালা। নয় কেন? ওইসব ডাইনোসর বিলুপ্ত হতেও তো কয়েক মিলিয়ন বছর লেগেছে। বুকে হাঁটত ওরা, গাছে চড়তে পারত, উড়তে পারত, সাঁতারও কাটতে পারত। আকার-আকৃতির পার্থক্য ছাড়া প্রজাতিও ছিল প্রচুর। ওদের কোন একটার উন্নত মস্তিষ্ক থাকা কি অসম্ভব? ওদের হাতে অন্যদের বিলুপ্তি কি একেবারেই অবাস্তব?'

'হয়তো না,' আমি বললাম। 'তবে আজও এমন কোন প্রাণীর ফসিল খুঁজে পাওয়া যায়নি যার খুলিতে বিড়াল ছানার মগজের চেয়ে বেশি মগজ ধরে, বা ধরত।' জ্যাক কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা মারল আমার পাঁজরে— অর্থাৎ চালিয়ে যাও। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না।

হর্নবি অবজ্ঞার চোখে তাকাল আমার দিকে। 'বুদ্ধিমান প্রাণীদের ফসিল তেমন একটা পড়েনি তোমাদের হাতে। সাধারণ নিয়মে ওরা কাদার গর্তে পড়ে মরেনি, তোমরা জানো নিশ্চই। তাছাড়া হতে পারে ওরা ছোট মস্তিষ্কের ছিল, তাতে কি? তোমার মস্তিষ্ক কত বড়? তার

কতখানি খাটাও তুমি? পাঁচ ভাগের এক ভাগও না। অর্থাৎ বাদবাকি সব অর্থহীন। কিন্তু ওদের মস্তিষ্ক বেড়ালছানার আকারের হলেও তার পুরোটাই কাজে লাগাত ওরা। আবার যেন জিজ্ঞেস করে বোসো না আমরা কেন ওদের কোন শহর বা যন্ত্রপাতির দেখা পাইনি।

'দেখতে পাইনি কারণ আমার বিশ্বাস সে সব ওরা তৈরি করেইনি। ওরা নিজেদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজে খাটিয়েছে। অবশ্য আমাকে ওরা জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছে, আমি বুঝতে পারিনি। তবে দারুণ মজার বিগ গেম শিকারের ব্যাপারটা বুঝেছি।'

'ওরা কি ভাবে বলার চেষ্টা করেছে?' জ্যাক বলল। 'টেলিপ্যাথি?'

'অবশেষে তাই মনে হয়। ওদের ব্রেন আছে বলেছি না। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, ওরাও তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। কিছু শুনতে পাইনি, অনুভবও করিনি, তবু হঠাৎ মনে হলো আমি জানি। অনেক কিছু জানি ওদের ব্যাপারে। আজ তোমাদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না সে অনুভূতির কথা। আরেকদিন চেষ্টা করে দেখব।'

গ্লাসের দিকে ধ্যানমগ্নের মতো তাকিয়ে থাকল সে। শ্রাগ করে বলল, 'যদি আরও কিছুদিন থাকতাম ওখানে, অনেক কিছু জানতে পারতাম।'

'থাকলে না কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'নিরাপদ ছিল না জায়গাটা। আমি জানি। ওখানে অনাহূত ছিলাম আমি, আর ওরাও কৌতূহলী হয়ে উঠতে লাগল আমার ব্যাপারে। মানে ঠিক আমার ব্যাপারে নয়, আমার মস্তিষ্কের ব্যাপারে আর কি!'

বাঁকা হাসি হাসল হর্নবি। 'আমারটা ওদের অনেক বড় ছিল তো! ওরা ভাবছিল এত বড় মস্তিষ্ক আমি কি কাজে খাটাই। ওরা আমার খুলি কেটে পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিল, তাই আর থাকতে সাহস হয়নি।'

'কি করে পালালে?'

'ঠিক সেই কোত্থেকে বিশাল এক তিন শিংওয়ালা ট্রাইসেরাটপ এসে হাজির ওখানে, অমনি আমার কথা ভুলে ছোট ছোট ধাতব রড নিয়ে ওটার দিকে ছুটে গেল সব ক'টা। ওগুলো ওদের অস্ত্র, ইউ সী। বিগ

pathagar.net

গেম হান্টাররা যেমন মহানন্দে সিংহ মেরে ব্যাগে ভরে, ওই বুদ্ধিমান, খুদে সরিসৃপরাও তেমনি মারে অন্যদের। মেরেছে। তবে ব্যাগে ভরেনি, ওখানেই খেয়ে সাবাড় করেছে। করবে না কেন? ট্রাইসেরাটপ বা টাইরানোসোরাস খেতে নিশ্চই মজাদার ছিল। আর বিলুপ্ত প্রাণীও তাই। সে টেরোডেকটাইল হোক বা ইকথাইরোসোরাস, সবই সমান। ওদের কারও বাঁচার উপায় ছিল না খুদে বুদ্ধিমানদের হাত থেকে। ভীষণ ওস্তাদ ওরা শিকার করায়। আমরাই বা কম কিসে? মাত্র ত্রিশ বছরে মিলিয়ন মিলিয়ন বাইসন খতম করিনি আমরা?'

আবার আঙুল তোলার চেষ্টা করল লোকটা, তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'পরিবেশগত পরিবর্তন, যত্তোসব! কিন্তু ভেতরের কথা কেউ বিশ্বাস করবে আজ?'

নীরব হয়ে গেল হর্নবি। 'কিন্তু, বন্ধু', জ্যাক বলে উঠল। 'সে না হয় হলো। কিন্তু ওরা মরলো কি ভাবে? কেন বিলুপ্ত হলো খুদে বুদ্ধিমানরা?'

স্থির চোখে তাকে দেখল সে। 'সে খোঁজ নিতে যাইনি আমি, তবে জানি কি ঘটেছিল। ওদের জীবনে আনন্দ ছিল একটাই। বিগ হান্টিং গেম। তা ওদের চোখ দেখে প্রথমেই বুঝেছিলাম। যখন আর সব খাবার ফুরিয়ে গেল। তখন আরও বড় শিকারের দিকে মন দিল বুদ্ধিমানরা, স্ব-জাতীয়দের মেরে সাবাড় করতে লাগল।'

'করবে না কেন? মানুষও কি একই কাজ করে না?'

রূপান্তর : আরমান সিদ্দিক

pathagar.net

স্ট্রাইকব্রেকার

এলভিস ব্লেই দুই হাতের তালু ঘসতে ঘসতে বলল, 'স্বনির্ভরতাই হল আসল কথা।' অপ্রতিভ একটা হাসি দিয়ে পৃথিবী থেকে আসার স্টিভেন লেমোরাককে আলোতে নিয়ে আসতে সাহায্য করছিল সে। তার মসৃণ মুখটাতে অস্বস্তির ভাব স্পষ্ট। ঠিক তার দুই চোখেও।

লেমোরাক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর একটু আরাম করে বসল।

ওর মাথার চুল ধবধবে সাদা। চোয়াল শক্ত এবং বড়। এক মনে সিগারেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিজ্ঞেস করল 'এখানকার তৈরি?' অপরজনের অস্বস্তি না দেখার ভান করল সে।

'নিশ্চয়ই', ব্লেই জবাব দিল।

'অবাক হচ্ছি শুনে,' লেমোরাক বলল, 'আপনাদের এই ছোট জগতটাতে এমন ধরনের বিলাসী দ্রব্য তৈরির জায়গা আছে?'

(মহাকাশযানের ভিসিপ্লেটে প্রথম এলস্‌ভেয়ারের ছবি ভেসে ওঠার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল লেমোরাকের। একশো মাইল ব্যাসের ছোট রুক্ষ, বাতাসহীন গ্রহাণু— ঠিক একটি ধূসর পাথরের চাঙড়। ২০০,০০০,০০০ মাইল দূর থেকে সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। এক মাইলের চেয়ে কিছুটা বেশি ব্যাস বিশিষ্ট এই গ্রহাণু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং মানুষ এখন এই ক্ষুদ্র জগতে এসে বসতি গড়ে তুলেছে। সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে এই জগতের বাসিন্দারা কিভাবে অদ্ভুত পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করাই তার কাজ।)

অমায়িক একটা হাসি দিয়ে ব্লেই বলল, 'আমাদের এই জগতটা ছোট নয়, ড. লেমোরাক। আপনি আমাদেরকে দ্বিমাত্রিক মানদণ্ডে বিচার

pathagar.net

করছেন। নিউইয়র্কের তিন ভাগের এক ভাগ হল এলস্‌ভেয়ারের স্থল ভাগ। তবে ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক। মনে রাখবেন, আমরা ইচ্ছে করলেই গ্রহের ভেতরের সব জায়গা ব্যবহার করতে পারি। পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধের একটা গোলকের ঘনফল পাঁচ লক্ষ কিউবিক মাইলের চেয়েও বেশি। ৫০ ফুট দূরত্বের স্তর পর্যন্ত আমরা জায়গা দখল করি তাহলে আমাদের গ্রহের ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে ৫৬,০০০,০০০ বর্গ মাইল, যা পৃথিবীর স্থলভাগের সমান। এই জায়গায় কোন অংশই পতিত জমি হয়ে পড়ে থাকবে না, ড. লেমোরাক।'

'তাই নাকি!' অবাক চোখে তাকিয়ে লেমোরাক বলল। 'ঠিকই বলেছেন। আশ্চর্য, এইভাবে আমি ভেবে দেখিনি কখনও, তবে এটা ঠিক গোটা গ্যালাক্সিতে একমাত্র এলস্‌ভেয়ার গ্রহাণুর সমস্ত জায়গা জুড়ে বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমরা সকলে শুধুমাত্র দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের কথা ভেবে আসছি। সে যাই হোক, আপনাদের কাউন্সিল যে আমার পর্যবেক্ষণ কাজে সহযোগিতা করছেন তার জন্য আমি আনন্দিত।'

ব্লেই প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাল।

লেমোরাকের মনে হল ব্যাপারটা কি, ও অমনভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে কেন? ও এমন ভান করছে কেন? আমি আসাতে ও বেশি খুশি হয়নি। নিশ্চয়ই কোথাও গণ্ডগোল আছে।

ব্লেই বলল, 'অবশ্যই, আপনি লক্ষ্য, করে দেখবেন যে আমরা যতটা জায়গা কাজে লাগাতে পারতাম তার কিছুই করিনি এখনও। এলস্‌ভেয়ারের অল্প অংশ খুঁড়ে বাসযোগ্য করা হয়েছে মাত্র। বাসস্থান বাড়ানোর জন্য আমরা অতটা ব্যগ্র নই, আস্তে আস্তে এগুতে চাই আমরা। নকল অভিকর্ষ এঞ্জিন এবং সৌর শক্তি উৎপাদকের সীমিত ক্ষমতাই আমাদের দ্রুত উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।'

'বুঝতে পারছি। আচ্ছা, কাউন্সিলর ব্লেই, অবশ্য এটা আমার প্রজেক্টের ব্যাপারে জরুরী কিছু না। আপনাদের কৃষি এবং পশুপালন স্তরগুলো দেখাতে পারেন? এটা আমার কৌতূহল মাত্র। এই গ্রহাণুর ভেতরে কিভাবে গমের খেত এবং পশু দেখতে পাব তা ভাবতেই অবাক

pathagar.net

লাগছে।'

'আপনাদের গরু ছাগলের চেয়ে আমাদেরগুলো ছোট ছোট লাগবে, ডক্টর। আমরা এখানে গম তেমন ফলাই না। আমরা এখানে ইসট্ ফলাই বেশি। তবে কিছু গম আপনাকে দেখাতে পারব। ধান, তুলোও দেখাতে পারব। এমনকি ফলের গাছও।'

'চমৎকার। স্বনির্ভরতা। সবকিছুই আপনারা পুনঃসঞ্চালন করছেন।'

লেমোরাক তীক্ষ চোখে লক্ষ্য করে দেখল তার কথায় ব্লেইকে ঈষৎ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। এলস্‌ভেয়ারের অধিবাসী চোখ সরু করে তাকাল।

তারপর বলল, 'হ্যাঁ, পুনঃসঞ্চালন আমাদের করতেই হয়। বাতাস, পানি, খাবার, ধাতু— যা কিছু ব্যবহার করা হচ্ছে— তার সবই আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। বর্জ্য পদার্থকে কাঁচা মালে রূপান্তরিত করা হয়। আমাদের দরকার শুধু শক্তি এবং আমাদের তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। শতকরা একশো ভাগ পাওয়া যায় না অবশ্য, কিছুটা নষ্ট হয়। প্রতি বছর কিছু পানি আমদানী করি আমরা। চাহিদা বেড়ে গেলে কিছু কয়লা এবং অক্সিজেনও আমদানী করি।'

লেমোরাক জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কখন টুর শুরু করব, কাউন্সিলর ব্লেই?'

হালকা আন্তরিকতার ছাপ ছিল তা নিভে গেল ব্লেই-এর চেহারা থেকে। 'যত শিগ্রীই সম্ভব, ডক্টর। প্রথমে কিছু রুটিন মাফিক কাজ রয়েছে, তা সারতে হবে।'

রুটিন মাফিক কাজ? চিঠিপত্র লেখার সময় তো এমন ইতস্তত ভাব দেখা যায় না। তার চেয়ে এই গ্রহাণুর সাফল্যের প্রতি যে গ্যালক্সির দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে তাতে তাদের গর্ব হওয়া উচিত।

লেমোরাক বলল, 'আপনাদের এই ছোট দৃঢ় সংঘবদ্ধ সমাজে আমার উপস্থিতিটা হয়ত কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে ফেলেছে।' দেখল ব্লেই ঠোঁট ফাঁক হয়েছে কৈয়ফিত দেওয়ার জন্য।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, ' বলল ব্লেই। 'গ্যালক্সির চেয়ে আমরা একেবারে অন্যরকম। আমাদের নিজস্ব নিয়মকানুন আছে। প্রত্যেক

pathagar.net

এলস্‌ভেয়ারিয়ানদের স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। জাত গোত্রহীন কোনও ব্যক্তির আগমন হলে কিছুটা বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে।'

'জাতিভেদ বন্ধন এখানে খুব কড়া, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন', ব্লেই দ্রুত জবাব দিল। 'এর ফলে আত্মবিশ্বাস দেখা যায়। বিয়ে এবং বংশানুক্রমিক পেশার ব্যাপারে আমাদের কড়াকড়ি নিয়ম আছে। প্রত্যেক নারী, পুরুষ, শিশু এটা তার স্থান এবং তারা তা মেনে দিয়েছে। আমাদের ভেতর মানসিক অস্থিরতা নেই।'

'এই জায়গার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে, এমন মানুষ নেই?' লেমোরাক জিজ্ঞেস করল।

ব্লেই না বলতে গিয়েও বলল না। কপালে ভাঁজ পড়ল। বলল, 'ডক্টর, আপনার ট্যুরের ব্যাপারটা আমি দেখছি। আমার মনে হয় একটু বিশ্রাম নিন আপনি। ঘুমিয়ে নিতে পারেন।'

দুজনে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ব্লেই পৃথিবী থেকে আসা মানুষটিকে বিনয়ের সাথে বেরিয়ে যাবার দরজা দেখিয়ে দিল।

লেমোরাকের মনটা খচখচ করতে লাগল। আলোচনার মধ্যে কেমন যেন একটা সংকটের আভাস ছিল।

খবরের কাগজ পড়ার পর তার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। শুতে যাওয়ার আগে আট পাতার কৃত্রিম কাগজে ছাপা টেবলয়েড পত্রিকা পড়তে গিয়ে প্রথমে অনিচ্ছুক কৌতূহল নিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। পত্রিকার এক চতুর্থাংশ ব্যক্তিগত জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, রেকর্ড কোটা, বাসযোগ্য স্থানের প্রসারণ (ত্রি-মাত্রিক) নিয়ে লেখায় ভরা। বাকি অংশে লেখা রয়েছে জ্ঞান নির্ভর প্রবন্ধ, শিক্ষণীয় বিষয় এবং গল্প। যে ধরনের খবর লেমোরাক পড়ে অভ্যস্ত তেমন কোন খবর পত্রিকাটিতে নেই।

তবে একটি ছোট এবং অসম্পূর্ণ খবর তা দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার হাড় বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল যেন।

সংবাদটি ছোট একটা হেডলাইট দিয়ে লেখা :

দাবী অপরিবর্তিত

তার গতকালের মনোভাব অপরিবর্তিত রয়েছে।

pathagar.net

চিফ কাউন্সিলর তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের পর ঘোষণা করেছেন যে তাঁর দাবী অযৌক্তিক। কোন ভাবে তাঁর দাবী মেটানো সম্ভব নয়।

তারপরে অন্য এক টাইপে এই মন্তব্য ছাপা হয়েছে :

এই পত্রিকার সম্পাদকরা এই বিষয়ে একমত যে এলস্‌ভেয়ার তার কথায় নাচবে না। নাচতে পারে না।

লেমোরাক তিনবার পড়ল খবরটা। তার মনোভাব। তার কথা। তার দাবী। কে সে?

সে রাতে লেমোরাক খুবই অস্বস্তিতে কাটাল।

পরের দিন থেকে আর খবরের কাগজ পড়ার সময় পেল না লেমোরাক। তবু বিষয়টা তার চিন্তাধারায় বার বার খোঁচা দিচ্ছে।

টুরের প্রায় পুরো সময়টা ব্লেই তার গাইড হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আছে। তবে ব্লেই যেন আগের তুলনায় নিজেকে বেশি গুটিয়ে ফেলেছিল।

তৃতীয় দিনে (এখানকার ঘড়ি পৃথিবীর চব্বিশ ঘণ্টার সাথে মেলান) এক জায়গায় থেমে ব্লেই বলল, 'এখান থেকে শুরু হয়েছে রাসায়নিক শিল্প কারখানা। ওখানে তেমন জরুরী কিছু নেই— '

ব্লেই দ্রুত সে জায়গা থেকে কেটে পড়ার চেষ্টা করতেই লেমোরাক খপ করে তার হাত চেপে ধরল। 'এই সেকশেনে কোন প্রডাক্ট তৈরি হয়?'

'স্যার, কিছু জৈব পদার্থ,' আড়ষ্ট গলায় জবাব দিল ব্লেই।

লেমোরাক জায়গা ছেড়ে এক পাও নড়ল না। তাকে জানতে হবে ব্লেই তার কাছ থেকে কি আড়াল করতে চাইছে। খুব কাছেই দিগন্ত রেখা দেখতে পেল সে। রেখার ওদিকে সারি সারি পাথর এবং বাড়ি স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে।

লেমোরাক জিজ্ঞেস করল, 'থাকার বাড়ি মনে হচ্ছে যেন?'

pathagar.net

ব্লেই সেদিকে তাকাল না।

লেমোরাক বলল, 'এর আগে এত বড় বাড়ি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। বাড়িটা কারখানার সঙ্গে সমান স্তরে কেন?' এটাই লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। এলস্‌ভেয়ারে কৃষি, শিল্প এবং বাসস্থান আলাদা আলাদা স্তরে থাকে এটা আগেই দেখেছে সে।

পেছন ফিরে তাকাল সে, 'কাউন্সিলর ব্লেই।'

কাউন্সিলর দ্রুতবেগে ফিরে চলে যাচ্ছে। লেমোরাক লম্বা লম্বা পা ফেলে তাকে ধরে ফেলে বলল, 'কোন অঘটন ঘটেনি তো, স্যার?'

ব্লেই স্বগতোক্তি করে বলল, 'আমি একজন অভদ্র। আমি সত্যি দুঃখিত। একটা ব্যাপারে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি— ' দ্রুত পায়ে সে হাঁটতে লাগল।

'ওর দাবী নিয়ে?'

ব্লেই দাঁড়িয়ে গেল। 'এ বিষয়ে আপনি কি জানেন?'

'যতটুকু বললাম ততটুকুই জানি। খবরের কাগজে এই টুকুই লেখা ছিল।'

নিজের মনে কি যেন বলল ব্লেই।

লেমোরাক জিজ্ঞেস করল, 'রাগুস্‌নিক? ওটা আবার কি?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্লেই। বলল, 'আপনাকে সব খুলে বলাই উচিত। ব্যাপারটা বড় অপমানকর এবং লজ্জার। কাউন্সিল ভেবেছিল ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সমাধা হয়ে যাবে। তাই আপনার সফর নিয়ে ভাবছিলাম না, কারণ আপনার জানার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এক সপ্তাহ হতে চলল। আমি জানি না এরপর কি হবে। খারাপ দেখালেও, আপনার এখন চলে যাওয়াই উচিত। বাইরের জগতের একজনের প্রাণের উপর কোন ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসল পৃথিবীবাসী। 'প্রাণের উপর ঝুঁকি? এই ছোট সুন্দর শান্ত জগতে? আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

এলস্‌ভেরিয়ান কাউন্সিলর বলল, 'আমি বুঝিয়ে বলছি আপনাকে। আমার মনে আপনাকে বলাটাই ভাল।' মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে আবার বলল, 'আমি আগেও আপনাকে বলেছি যে, এলস্‌ভেয়ারে সবকিছু

পুনঃসঞ্চালিত হয়। আপনি সেটা বোঝেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ বুঝি।'

'এই পুনঃসঞ্চালনের ভেতর মানুষের বর্জ্য পদার্থও পড়ে।'

'ধারণা করেছিলাম আমি,' লেমোরাক বলল।

'সেই বর্জ্য পদার্থকে পাতন এবং বিশোষণের মাধ্যমে তার থেকে পানি বের করা হয়। বাকি যা পরে থাকে তা দিয়ে জৈব সার এবং অন্য রাসায়নিক বাইপ্রোডাক্ট তৈরি করা হয়। আপনার সামনে যে কারখানাগুলো দেখছেন এইসব কাজ এখানে হয়।'

'বেশ?' লেমোরাকের বেশ অসুবিধা হয়েছিল এলস্‌ভেয়ারে প্রথম এসে এখানকার পানি খেতে। পানি কোথা থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে আসছে তা আন্দাজ করেও প্রাথমিকভাবে দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছিল। এমনকি পৃথিবীতেও নানারকম বর্জ্য পদার্থ থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে পানি পরিশুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেল ব্লেই। বলল, 'ইগর রাগুস্‌নিক এইসব বর্জ্য পদার্থ যে পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করা হয় তার দায়িত্বে আছে। সেই প্রথম থেকে এলস্‌ভেয়ারে বসতি স্থাপনের সময় থেকে এই কাজটি একই পরিবারের লোকজন করে আসছে। এখানে প্রথম যারা আসে তাদের ভেতর ছিলেন মিখাইল রাগুস্‌নিক— এবং সে— সে— '

'বর্জ্য পদার্থ পরিশোধনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আপনি যে বাড়িটা দেখালেন সেটা রাগুস্‌নিকদের বাড়ি। এই গ্রহাণুর সবচেয়ে বড় এবং বিলাসবহুল বাড়ি ওটা। রাগুস্‌নিক অনেক সুযোগ সুবিধা পায়, যা আমরা কেউ পাই না। তবে,' কাউন্সিলের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবেগপূর্ণ হয়ে উঠল, 'আমরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বলি না।'

'কি বললেন?'

'সে চায় পূর্ণ সামাজিক অধিকার। ও চায় ওর ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সাথে মিশুক এবং আমাদের স্ত্রীরা তাদের বাড়ি— উহ!' তীব্র ঘৃণায় সে কথাটা শেষ করতে পারল না।

লেমোরাকের মনে পড়ল খবরের কাগজে তার নাম কোথাও লেখা হয়নি এমনকি তার দাবীদাওয়া সম্পর্কে বিশদভাবে কিছুই লেখেনি।

pathagar.net

লেমোরক বলল, 'তার পেশার কারণেই তাকে সমাজ থেকে বহিস্কৃত করেছে।'

'স্বাভাবিকভাবে। মানুষের বর্জ্য পদার্থ এবং'— ব্লেই-র কথা আটকে গেল। একটু পরে সে শান্ত গলায় বলল, 'পৃথিবীবাসী হিসেবে, আমার মনে হয় আপনি এটা বুঝবেন না।'

'একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমি বুঝতে পারছি।' প্রাচীন ভারতের অস্পৃশ্যদের কথা মনে পড়ে গেল লেমোরাকের। প্রাচীন জুড়িয়াদের শুয়োর পালকদেরও এমন অবস্থা ছিল।

লেমোরাক বলে চলল, 'এলস্‌ভেয়ারের কি ওর দাবী মানবে না?

'কখনই না', ব্লেই দৃঢ়কণ্ঠে বল। 'কখনই না।'

'তারপর?'

'রাগুস্‌নিক হুমকি দিচ্ছে কাজকর্ম বন্ধ করে দেবে।'

'অন্যভাবে বলা যায়, স্ট্রাইক করবে।'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি খুব গুরুতর ব্যাপার হবে?'

'কিছুদিন চলার মত খাদ্য এবং পানি আমাদের আছে। তাই পরিশোধনের কাজ এখন খুব জরুরী কোন ব্যাপার নয়। তবে আবর্জনা জমা হতে থাকলে এই গ্রহাণু বিষাক্ত হয়ে পড়বে। বহু প্রজন্ম ধরে অসুখ বিসুখ নিয়ন্ত্রণে রাখার ফলে আমাদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা একদম কমে গেছে। একবার রোগ মহামারির আকার ধারণ করলে দলে দলে লোক মারা যাবে।'

'এ ব্যাপারটা রাগুস্‌নিক বোঝে না?'

'অবশ্যই বোঝে।'

'তারপরও কি সে হুমকি দিয়ে যাবে? আপনি কি মনে করেন?'

'ও পাগল হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে সে কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি এখানে আসার দিন থেকেই কোন বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন হচ্ছে না।' নাক উঁচু করে সে কটু গন্ধ শুঁকলো।

লেমোরাক গন্ধ শুঁকার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন দুর্গন্ধ তার নাকে

pathagar.net

এল না।

ব্লেই বলল, 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এ কথাটা বলতে আমাদের লজ্জা করছে, কিন্তু কোন উপায় আমাদের নেই।'

কিন্তু লেমোরাক বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। এখনই না। পেশাগত দিক থেকে এ ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইন্টেরেস্টিং লাগছে। আমি কি রাগুস্নিকের সাথে কথা বলতে পারি?'

'একেবারেই না,' ব্লেই সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'কিন্তু আমি পরিস্থিতিটা বুঝতে চাই। এখনকার সামাজিক পরিস্থিতি খুবই উন্নত যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। বিজ্ঞানের নামে— '

'কিভাবে কথা বলতে চান? ইমেজ-রিসেপশনের মাধ্যমে?'

'তাও হয়।'

'ঠিক আছে কাউন্সিলকে জিজ্ঞেস করছি আমি', বিড় বিড় করে ব্লেই বলল।

লেমোরাকের চারদিকে ঘিরে গম্ভীর মুখে বসে আছে সবাই। সকলের চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। ওদের মাঝখানে ব্লেই বসে রয়েছে। পৃথিবীবাসীর চোখের দিকে না তাকানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

চিফ কাউন্সিলরের মাথার চুলগুলো সাদা। মুখে বলি রেখা স্পষ্ট। হাড্ডিসার ঘাড়। নিচু গলায় তিনি বললেন, 'আপনি যদি আমাদের সাহায্য ছাড়া নিজের যক্তি দিয়ে ওকে বোঝাতে পারেন তাহলে আমরা আপনার প্রস্তাবকে স্বাগত জানাব। একটা ব্যাপার লক্ষ্য রাখবেন যে, আমরা ওর দাবী দাওয়া মেনে নিচ্ছি এটা যেন আপনার কথায় কোনভাবে প্রকাশ না পায়।'

লেমোরাক এবং কাউন্সিলের মাঝে একটা পাতলা পর্দা যেন তাদেরকে আলাদা করে দিল। পর্দা থাকা সত্ত্বেও সে কাউন্সিলরদের আলাদা ভাবে চিনতে পারছিল। এখন সে মুখটা ফিরিয়ে নিল রিসিভারের দিকে। রিসিভারটায় প্রাণ ফিরে এসেছে। জ্বলজ্বল করে উঠল সেটা।

রিসিভারে একটা মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠল। শক্ত চোয়াল, দাড়ি কামানো

pathagar.net

হয়নি। লালচে ঠোঁট দুটো একে অপরকে চেপে ধরেছে।

ইমেজ-রিসেপশনের সন্দেহের সুরে বলল, 'আপনি কে?'

লেমোরাক বলল, 'আমার নাম স্টিভেন লেমোরাক। পৃথিবী থেকে এসেছি।'

'একজন বহির্জগতের মানুষ?'

'ঠিক বলেছেন। আমি এলস্‌ভেয়ারে বেড়াতে এসেছি। আপনি নিশ্চয়ই রাগুস্‌নিক?'

'ইগর রাগুস্‌নিক আপনার সেবায় নিয়োজিত', ইমেজ-রিসেপশনের মুখটা ঠাট্টার সুরে বলল, 'তবে এটা ঠিক আর কোন সেবা নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার এবং আমার পরিবারের সাথে মানুষের মত ব্যবহার করা হয়।'

লেমোরাক বলল, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন এলস্‌ভেয়ারে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসছে? মহামারি লেগে যেতে পারে?'

'চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে যদি ওরা আমাকে মানুষের মর্যাদা দেয়। সমাধান এখন ওদের হাতে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ।'

'তাতে কি?'

'আমি শুনেছি আপনার আরাম আয়েশের কোন অভাব নেই। আপনার বাড়ি, খাবার, কাপড়-চোপড় অন্যদের তুলনায় অনেক ভাল। আপনার ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে ভাল শিক্ষা পায়।'

'তা ঠিক। কিন্তু সবই সার্ভো-মেকানিজমের মাধ্যমে। এতিম বালিকাদের পাঠানো হয় আমাদের সেবা যত্ন করার জন্য। তারপর তারা বড় হলে আমাদের ছেলেদের সাথে বিয়ে হয়। সাথীর অভাবে তারা কম বয়সে মারা যায়। কেন এমন হবে?' প্রচণ্ড আবেগের সাথে কথাগুলো বলল সে। 'আমরা কেন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকব, ঠিক দানবের মত? কেন মানুষের কাছে আসার যোগ্য হব না? অন্যদের মত আমরাও কি মানুষ নই? ঠিক ওদের মত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং বোধ কি আমাদের নেই? আমরা যে কাজ করি তা কি প্রয়োজনীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ নয়?'

pathagar.net

লেমোরাকের পেছনে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। রাগুস্নিক শুনতে পেয়ে গলা উঁচু করল। 'আপনার পেছনে কাউন্সিলের সদস্যরা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। জবাব দিন, আমরা যে কাজ করি তা কি প্রয়োজনীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ নয়? আপনাদের বর্জ্য পদার্থ থেকে আপনাদের জন্য খাদ্য তৈরি করি। বর্জ্য যে তৈরি করে তার চেয়ে বর্জ্য যে পরিশোধন করে সে কি বেশি খারাপ লোক? শুনুন, কাউন্সিলরগণ, আমি নতি স্বীকার করব না। মাহামারিতে এলস্ভেয়ারের সকলে শেষ হয়ে যাক— এমনকি আমার পরিবারও শেষ হয়ে যাক— তবু আমি নতি স্বীকার করব না। এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার পরিবারের সকলে মহামারিতে মরে যাওয়া ভাল।'

লেমোরাক বাধা দিয়ে বলল, 'আপনি তো জন্ম থেকে এই জীবন চালিয়ে এসেছেন?'

'তাতে কি?'

'আপনি তো এতেই অভ্যস্ত?'

'কখনোই না। মেনে নিয়েছি হয়ত। আমার বাবা এই জীবন মেনে নিয়েছিলেন, আমিও কিছুদিন মেনে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সাথী ছেলেকে সঙ্গীহীন দেখেছি, খেলার সাথী নেই তার। আমার সাথী হিসেবে ছিল এক ভাই, কিন্তু আমার ছেলের কেউ নেই। না, আমি এ জীবন আর মেনে নিতে পারি না। অনেক বলেছি, আর না।'

রিসিভার বন্ধ হয়ে গেল।

চিফ কাউন্সিলরের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বয়সের ভারে। তিনি এবং ব্লেই লেমোরাকের বাঁ পাশে বসেছেন। চিফ কাউন্সিলর বললেন, 'লোকটা পাগল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি না ওর উপর কিভাবে জোর খাটাব।'

তাঁর পাশে এক গ্লাস ওয়াইন রাখা ছিল। ঠোঁটের কাছে গ্লাসটা তুলে চুমুক দিতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা তাঁর সাদা পেন্টের উপর পড়ল।

লেমোরাক বলল, 'তার দাবীগুলো কি একেবারেই অযৌক্তিক? তাকে কেন সমাজ গ্রহণ করছে না?'

ব্লেই-র চোখ দুটো যেন ধক্ করে জ্বলে উঠল রাগে। বলল,

pathagar.net

বর্জ্য পদার্থ ঘাঁটাঘাটি করে।' তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'আপনি তো পৃথিবী থেকে এসেছেন।'

লেমোরাক বলল, 'রাগুস্নিক সত্যি সত্যি বর্জ্য পদার্থ ঘাঁটে? আমি বলতে চাইছি, হাত দিয়ে ঘাঁটে? নিশ্চয়ই স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সব কাজ হয়।'

'হ্যাঁ, স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সব কাজ হয়,' চিফ কাউন্সিলর বললেন।

'তাহলে রাগুস্নিকের কাজটা কি?'

'সে মেশিন ঠিক মত চালু রাখার সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হাত দিয়ে ঠিক রাখে, মেরামতের প্রয়োজন হলে ইউনিটগুলো এদিকওদিক করার কাজটা করে। দিনের বিভিন্ন সময়ে কাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। চাহিদা অনুপাতে উৎপাদনের হার ঠিক করে।' তারপর দুঃখিত চেহারায় কাউন্সিলের বললেন, 'আমাদের জায়গা বেশি থাকলে মেশিনগুলো এর চেয়ে দশগুণ বেশি জটিল করে তৈরি করা যেত। তাহলে সবকিছুই স্বয়ংক্রিয় হয়ে যেত। কিন্তু সেটা হত মারাত্মক অপচয়।'

'কিন্তু,' লেমোরাক বলল, 'রাগুস্নিক তার কাজে যা করে তা হল বোতাম টিপে মেশিন চালু করা এবং বন্ধ করা। ব্যস এর বেশি কিছু না।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এলস্ভেয়ারের অন্যান্যদের পেশার চেয়ে ওর পেশার তফাৎটা কি?'

ব্লেই গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি তা বুঝবেন না।'

'এই কারণে আপনার এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন?'

'আমাদের আর কোনও উপায় নেই,' ব্লেই বলল। বোঝা গেল এই পরিস্থিতি ওদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। তবু লেমোরাকেরও কোন উপায় নেই।

বিরক্ত হয়ে লেমোরাক বলল, 'তাহলে স্ট্রাইক ভাঙুন। জোর করে ওকে কাজে পাঠান।'

'কিভাবে?' চিফ কাউন্সিলর জিজ্ঞেস করলেন। 'কে ওকে ছোঁবে বা

ওর কাছে যাবে? দূর থেকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওকে মেরে ফেললে আমাদের কি লাভ?'

একটু ভেবে লেমোরাক বলল, 'আপনাদের ভেতর কেউ কি ওর মেশিন চালাবার কৌশল জানেন?'

চিফ কাউন্সিলের উঠে দাঁড়ালেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি? আমি তার কাজ জানব?'

'আমি আপনার কথা বলিনি,' লেমোরাকও চেঁচিয়ে বলল। 'আমি সাধারণভাবে সকলের কথা বলেছিলাম। আপনাদের ভেতর কেউ কি ওর মেশিন চালাবার কৌশলটা শিখে নিতে পারেন?'

চিফ কাউন্সিলরের উত্তেজনা কমে এল। 'হ্যান্ডবুকে সব লেখা আছে। তবে আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, কোনদিন এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দেখিনি।'

'তাহলে কাউকে একজনকে কৌশলটা শিখে নিতে হবে। তারপর যতদিন পর্যন্ত না রাগুস্নিক রাজি না হয় ততদিন পর্যন্ত তাকে কাজটা চালাতে হবে।'

ব্লেই বলল, 'ওই কাজ করতে কে রাজি হবে? আমি অন্তত রাজি হব না।'

লেমোরাক এক মুহূর্ত ভাবল পৃথিবীতেও এই ধরনের কুসংস্কার যথেষ্ট প্রবল। বলল, 'কিন্তু রাগুস্নিকের অবর্তমানে কাজটা করবে কে? ধরুন সে মারা গেল, তখন?'

'তখন ওর ছেলে কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় কাজটা চালাবে।'

'যদি ওর কোন বয়স্ক আত্মীয় না থাকে, তাহলে? ওর পরিবারের সকলেই মারা গেল, তখন?'

'তেমন কখনও হয়নি, আর হবেও না।'

চিফ কাউন্সিলর আরও বললে, 'যদি তেমন সম্ভাবনা থাকলে আমরা সেখানে দুই একজন শিশু পাঠিয়ে সময়মত কাজের তালিম দিয়ে নিতাম।'

'শিশু নির্বাচন করবেন কিভাবে?'

'জন্মের সময় যে শিশুর মা মারা গেছে। রাগুস্নিকদের সাথে বিবাহের

pathagar.net

জন্য মেয়ে নির্বাচন এইভাবেই হয়।'

'তাহলে এখন রাগুস্‌নিকের একজন বিকল্প বেছে নিন,' বলল লেমোরাক।

চিফ কাউন্সিলর বললেন, 'না! অসম্ভব! কিভাবে আপনি এই উপদেশটা দিলেন? শিশু নির্বাচন করলে সে ওইভাবেই বড় হয়। এখন দরকার বয়স্ক একজনকে নির্বাচিত ওই পেশার পাঠানো। না ড. লেমোরাক তা হয় না। আমরা তো অমানুষ নই।'

কোন লাভ হবে না, লেমোরাক হতাশ হয়ে ভাবল। কোন লাভ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত—

সে ওই যতক্ষণের কথাটা তখনই বলল না।

সে রাতে, লেমোরাক ঘুমাতে পারল না। মানুষ্যত্বের ন্যূনতম অধিকারটুকু চাইছে রাগুস্‌নিক। তার বিরুদ্ধে তিরিশ হাজার এলস্‌ভেয়ারের মৃতুর‍্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

একদিকে তিরিশ হাজার এলস্‌াভেরিয়ানের মঙ্গল আর অন্যদিকে একটি পরিবারের ন্যূনতম ন্যায্য দাবী। এ ধরনের অন্যায় যারা বরদাস্ত করে সেই তিরিশটা হাজার এলস্‌ভেরিয়ানের মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয়? অন্যায় কিসের মানদণ্ডে হবে? পৃথিবী? এলস্‌ভেয়ার? আর লেমোরাক এর বিচার করার কে?

আর রাগুস্‌নিক? তিরিশ হাজারের মৃত্যুতে তার কোন আপত্তি নেই, তার ভেতর নর এবং নারী যারা এই অবস্থা মেনে নিয়েছে এবং পরিবর্তনের ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া শিশু বালক, বালিকা আছে যারা এসবের কিছুই বোঝে না।

একদিকে তিরিশ হাজার, অন্যদিকে একটি পরিবার।

নিরুপায় হয়ে লেমোরাক মনস্থির করল। সকালে সে চিফ কাউন্সিলরের কাছে গেল।

সে বলল, 'স্যার, আপনি যদি একজন বিকল্প খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে রাগুস্‌নিক দেখতে পাবে ওর দাবী মেনে নেওয়ার জোর আর নেই এবং তারপরই সে কাজে যোগ দেবে।'

pathagar.net

'তার কোন বিকল্প নেই,' কাউন্সিলর দুঃখিত গলায় বললেন, 'আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।'

'এলসভেরিয়ানদের ভেতর থেকে নয়। আমি এলসভেয়ারের বাসিন্দা নই। আমার কিছু আসে যায় না। আমিই বিকল্প হব।'

শুনে তারা খুবই উত্তেজনা হয়ে উঠল। কিন্তু লেমোরাক ততটা উত্তেজনা বোধ করছে না। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল ওরা, সে কি ভেবেচিন্তে কথাটা বলছে তো?

দাড়ি কামানো হয়নি লেমোরাকের। অসুস্থ বোধ করছে সে। 'আমি সবদিক ভেবেচিন্তে বলছি। এরপরে যদি কখনও রাগুস্‌নিক এরকমভাবে আপনাদের জিম্মি করে অন্য জগত থেকে বিকল্প আমদানী করতে পারেন। আর কোথাও আপনাদের মত কুসংস্কার নেই। টাকা দিলেই প্রচুর সাময়িক বিকল্প পেয়ে যাবেন।'

(একজন নিপীড়িত মানুষের প্রতি এটা বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে, মনে মনে ভাবল লেমোরাক। কিন্তু সামাজিক অস্পৃশ্যতা ছাড়া ওকে তো অন্য কোন নির্যাতন করা হচ্ছে না। খুব ভাল অবস্থাতে রাখা হয়েছে ওকে)

ওরা ওকে একটি হ্যাণ্ডবুক দিল। ছয় ঘণ্টা ধরে সে হ্যাণ্ডবুকটা ভাল করে পড়ল। ওদের প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। এলস্‌ভেরিয়ানদের মধ্যে কেউই এই কাজ সম্পর্কে কিছু জানে না, এমনকি হ্যান্ডবুকে কি লেখা আছে তাও জানে না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে অস্বস্তিতে ফেনা ছাড়া কিছুই হবে না।

'এ-টু গ্যালভ্যানোমিটারের শূন্য রিডিং রাখতে হবে যখন লাংহাউলারে লাল সংকেত দেবে,' লেমোরাক পড়ল হ্যাণ্ডবুক থেকে। 'লাং-হাউলার জিনিসটা কি?'

'নিশ্চয়ই কোথাও নিদের্শ থাকবে,' বিড় বিড় করে বলল ব্লেই।

অন্যরা মাথা নিচু করে যে যার আঙ্গুলের ডগার দিকে তাকিয়ে রইল।

হেডকোয়ার্টারের ছোট ঘরটাতে পৌছার অনেক আগেই ওরা লেমোরাককে

pathagar.net

একা ছেড়ে চলে গেছে। এই ছোট ঘরেই বংশানুক্রমিকভাবে রাগুস্‌নিকরা তাদের সেবা করে আসছে। কোথায় বাঁক নিতে হবে, কোন স্তরে যেতে হবে ইত্যাদি বিশদ নির্দেশ দিয়ে এলস্‌ভেয়ারিয়ানরা চলে গেছে। এখন লেমোরাক একাই এগিয়ে চলেছে।

প্রত্যেকটি ঘর একে একে পেরিয়ে যাচ্ছে ও এবং হ্যান্ডবুকে যেমন যেমন যন্ত্র এবং তার কন্ট্রোল, ডায়াগ্রাম সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে নিচ্ছিল।

ওইটাই বোধ হয় লাং-হাউলার। হ্যান্ডবুকে নির্দেশে তেমন লেখাও ছিল। অর্ধচন্দ্রাকৃতি চাকতির মধ্যে অনেকগুলো গর্ত। সম্ভবত বিভিন্ন রং-র আলো জ্বলে ওইসব গর্তে। ওটার নাম 'হাউলার' হল কেন তা কে জানে?

ইতোমধ্যে, কোথাও, লেমোরাক ভাবলম, বর্জ্য পদার্থের রাশি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। ঠেলা মারছে বেরুবার পথে, গিয়ারে এবং পাইপলাইনে। পঞ্চাশ রকম পদ্ধতিতে এই বর্জ্য পদার্থগুলোকে পরিশোধন প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে হবে। এখন শুধু জমেই যাচ্ছে।

ওর হাতটা একটু কেঁপে উঠল হয়ত। হ্যান্ডবুকে যেমন লেখা রয়েছে ঠিক নির্দেশ অনুসারে প্রথম সুইচটা টান দিল সে। মেঝে এবং দেওয়ালের ভেতর দিয়ে মেশিন চালু হবার শব্দ শুনতে পেল। লেমোরাক একটা নব ঘোরাতেই সবগুলো আলো জ্বলে উঠল।

প্রতিটি পদক্ষেপ, হ্যান্ডবুকে যেমন যেমন লেখা রয়েছে, ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। সে একের পর এক ধাপ এগিয়ে চলল এবং ঘর উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল। মেশিনের ঘর ঘর শব্দ ক্রমশ বেড়েই যেতে লাগল। ডায়ালের ইণ্ডিকেটরগুলো ঘুরতে লাগল।

কারখানার মধ্যে কোথাও জমে থাকা বর্জ্য পদার্থগুলো বিভিন্ন পাইপলাইনের মাধ্যমে চালিত হতে শুরু করে দিল।

হঠাৎ একটি তীক্ষ্ম শব্দে লেমোরাকের মনোযোগ কেটে গেল। যোগাযোগ করার সংকেত। লেমোরাক রিসিভারের সুইচ অন করল।

রাগুস্‌নিকের চেহারা ভেসে উঠল ইমেজ-রিসেপশনে। স্পষ্টতই সে

pathagar.net

বিস্মিত হয়েছে। তারপর আশ্চর্য ভাবটা কেটে গেল চোখের তারা থেকে। 'তাহলে এই ব্যাপার।'

'রাগুস্‌নিক, আমি এলস্‌ভেয়ারিয়ান নই। এ কাজ করতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? আর নাক গলাতে এসেছই বা কেন?'

'রাগুস্‌নিক, আমি তোমার পক্ষে, তবুও এটা আমাকে করতেই হবে।'

'আমার পক্ষে থাকার পরেও, কেন করতে হবে? তোমাদের জগতে কি মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করা হয়, ওরা যেমন আমার সাথে করছে?'

'না, তা করে না। তবু তোমার দাবী সঠিক হলেও এখানকার তিরিশ হাজার মানুষের কথা ভাবতে হবে।'

'তাহলে ওরা আমর দাবী মেনে নিত। আমার সব সুযোগ তুমি নষ্ট করে দিলে।'

'ওরা কোনভাবেই তোমার দাবী মানত না। একদিক দিয়ে তোমার জয় হয়েছে। ওরা জানল তুমি অখুশি। এতদিন পর্যন্ত ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি রাগুস্‌নিক অখুশি এবং সে বিদ্রোহ করতে পারে।'

'জেনে কি লাভ হল? এখন থেকে ওরা বাইরের জগত থেকে লোক ভাড়া করে নিয়ে আসবে এই কাজের জন্য।'

লেমোরাক মাথা নাড়ল তীব্রভাবে। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ও এ নিয়ে কম ভাবেনি। 'আসল ব্যাপারটা হল এই যে এলস্‌ভেরিয়ানরা এখন থেকে তোমার কথা ভাববে। কেউ কেউ ভাববে যে তোমার সাথে অন্যায় করা হচ্ছে। যদি ওরা বাইরের জগত থেকে লোক ভাড়া করে তাহলে বাইরের জগতে খবরটা ছড়িয়ে পড়বে। তার ফলে সারা গ্যালাক্সির জনমত তোমার পক্ষে যাবে।'

'তারপর?'

'অবস্থার পরিবর্তন হবে। দেখা যাবে তোমার ছেলের আমলে সবকিছু উন্নত হয়েছে।'

'আমার ছেলের আমলে,' রাগুস্‌নিক বলল। মুখটা ওর ঝুলে গেছে।

pathagar.net

'এখনই হতে পারত। সে যাকগে, হেরে গেলাম আমি। কাজে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি।'

লেমোরাক আশ্বস্ত বোধ করল সব শুনে। বলল, 'তাহলে স্যার, আপনি এখানে আসুন। কাজ শুরু করে দিন। আমি নিজেকে ধন্য মনে করব আপনার সাথে করমর্দন করতে পারলে।'

চমকে উঠে তাকাল রাগুস্নিক। তার বিষণ্ণ মুখে এক ধরনের অহংকারে ছাপ স্পষ্ট। 'আমাকে আপনি "স্যার" বললেন। আমার সাথে করমর্দন করতে চাইলেন। পৃথিবীর মানুষ, নিজের কাজে ফিরে যান। আমার কাজ আমাকে করতে দিন। আমি আপনার সাথে করমর্দন করব না।'

লেমোরাক ফিরে গেল যে পথে সে এসেছিল। সংকট কেটে গেছে বলে নিশ্চিন্ত লাগছে। তবে সেই সাথে মনটাও খারাপ হয়ে আছে।

সামনের করিডোরের বেড়া দেওয়া দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। যাবার রাস্তা বন্ধ। কোথা দিয়ে যাবে সেই পথ খুঁজল এদিক ওদিক তাকিয়ে। এমন সময় মাথার উপরে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ড. লেমোরাক, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আমি কাউন্সিলর ব্লেই।'

উপর দিকে তাকাল লেমোরাক। সম্ভবত পাবলিক এ্যাড্রেস সিস্টেম দিয়ে কণ্ঠস্বর আসছে। কিন্তু সে তার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না।

আবার ব্লেই-র কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কোন গোলমাল? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো?'

'আমি শুনতে পাচ্ছি।'

লেমোরাক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, কোন গণ্ডগোল হয়েছে নাকি? সব রাস্তা বন্ধ। রাগুস্নিক কি আবার গণ্ডগোল পাকিয়েছে?'

'রাগুস্নিক কাজে যোগ দিয়েছে। সংকট কেটে গেছে।'

ব্লেই-র কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'এবার আপনি বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হন।'

'বিদায়?'

'এলস্‌ভেয়ার থেকে বিদায়। আপনার জন্য একটা মহাকাশযান প্রস্তুত

pathagar.net

রয়েছে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' ঘটনার গতিতে লেমোরাক হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, 'আমার ডাটা সংগ্রহের কাজ তো এখনও শেষ হয়নি।'

ব্লেই-র কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তাতে কোন লাভ নেই। আপনাকে সোজা মহাকাশযানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সার্ভো-ম্যাকানিজমের মাধ্যমে আপনার জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বিশ্বাস করি— বিশ্বাস করি—

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছিল। জানতে চাইল লেমোরাক, 'কি বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস করি আপনি কোন এলস্‌ভেরিয়ানের সাথে কথা কিংবা দেখা করার চেষ্টা করবেন না। ভবিষ্যতে এলস্‌ভেয়ারে আসার চেষ্টা করে আমাদের অস্বস্তিতে ফেলবেন না। যদি ডাটা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার যে কোন সহকর্মীকে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা তাকে সব ধরনের সাহায্য করব।'

'বুঝতে পেরেছি,' লেমোরাক বলল ভাবলেশহীন গলায়। এখন সে নিজেই একজন রাগুস্‌নিক পরিণত হয়েছে। বর্জ্য পদার্থ পরিশোধনের নিয়ন্ত্রণ হাতলগুলো সে নাড়াচাড়া করেছিল। তাই সেও একজন অস্পৃশ্য।

লেমোরাক বলল, 'আচ্ছা আসি।'

ব্লেই-র গলা ভেসে এল, 'পথ দেখিয়ে দেওয়ার আগে ড. লেমোরাক— আমাদের এলস্‌ভেয়ারের কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য।'

'ধন্যবাদ,' তিক্ত গলায় বলল লেমোরাক।

রূপান্তর : হাসান খুরশীদ রুমী

pathagar.net

দ্য মেশিন দ্যাট অন দ্য ওঅর

মাল্টিভাকের আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে নীরব গভীরতার মাঝখানে, বাতাসে যেন ঝুলে রয়েছে অনুষ্ঠান উদযাপনের আনন্দ।

গত এক দশকে এই প্রথম দানব কম্পিউটারটি নিয়ে ব্যস্ত নয় টেকনিশিয়ানরা, অদ্ভুত ভঙ্গিতে দপদপ করে জ্বলছে না নরম আলোগুলো, ঘটছে না তথ্য প্রবাহ। সব যেন হঠাৎ থেমে গেছে।

তবে ব্যাপারটা থেমে যেত না যদি না শান্তির জন্যে চাপ প্রয়োগ করা হতো। এখন অন্তত একটি দিন, নিদেন এক হপ্তার জন্যে মাল্টিভাকও বিশেষ সময়টিকে উদযাপন করতে পারে।

লামার সুইফট তার মিলিটারি ক্যাপ খুলে ফেলল মাথা থেকে। তাকাল প্রকাণ্ড কম্পিউটারটির লম্বা, খালি মেইন করিডরের দিকে। টেকনিশিয়ানদের সুইংটুলে বসল। ভাঁজ পরল ইউনিফর্মে যে পোশাকটি পরতে কখনোই স্বচ্ছন্দ বোধ করে না সুইফট।

সে বলল, 'মনে করা কঠিন কবে থেকে আমরা ডেনেবদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলাম। এখন শান্তিতে বসবাস করাটাকে যেন প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে উদ্বেগ ছাড়া নক্ষত্রের দিকে তাকানো খাপছাড়া একটা ব্যাপার।'

ঘরে আরো দু'জন মানুষ আছে। সোলার ফেডারেশনের দুই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। দু'জনেরই বয়স সুইফটের চেয়ে কম। সুইফটের মত তাদের চুলে পাকও ধরেনি। তাদেরকে অত ক্লান্তও মনে হচ্ছে না।

পাতলা ঠোঁটের জন হেন্ডারসন স্বস্তির ভাবটা লুকাতে পারল না। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরা ধ্বংস হয়েছে! ওরা ধ্বংস হয়েছে!' এ কথাটা বারবার নিজেকে শুনিয়েছি আমি। আর এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস

pathagar.net

হতে চাইছে না আমার। আমরা অনেক বছর ধরে অশুভ শক্তিটাকে নিয়ে কথা বলেছি। সে শক্তিটা ছায়ার মত ঝুলে ছিল পৃথিবীর ওপর, পৃথিবীর মানুষের ওপর। আমরা এখনো বেঁচে আছি। ধ্বংস হয়ে গেছে ডেনেবিয়ানরা। আর কোনদিন অশুভ শক্তির মোকাবেলা করতে হবে না আমাদের।'

'মাল্টিভাককে ধন্যবাদ,' বলল সুইফট, চট করে একবার তাকাল ধীর এবং শান্ত জ্যাবলনস্কির দিকে। বিজ্ঞানের অমোঘ আভাস দিয়ে গেছে সে সমস্ত যুদ্ধের সময়। সে ছিল চিফ ইন্টারপ্রিটার। 'ঠিক, ম্যাক্স?'

শ্রাগ করল জ্যাবলনস্কি। অভ্যাস বসে হাত বাড়াল সিগারেটের দিকে। পরক্ষণে নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। মাল্টিভাকের টানেলে যারা থাকে, সেই হাজারজনের মাঝখানে একমাত্র তাকেই ধূমপানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুযোগটা এখনো নিতে চায় না জ্যাবলনস্কি।

সে বলল, 'ওরা তাই বলে,' চওড়া বুড়ো আঙ্গুলটা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে শূন্যে ইঙ্গিত করে দেখাল সে।

'জেলাস, ম্যাক্স?'

'এ কারণে-সে ওরা মাল্টিভাককে নিয়ে বেশি মাতামাতি করছে? এ কারণে যে মাল্টিভাক এ যুদ্ধে মানব সভ্যতার কাছে বিরাট হিরো হয়ে দেখা দিয়েছে?' জ্যাবলনস্কির কঠিন মুখখানা থমথমে। 'তাতে আমার কি আসে যায়? ওরা যদি খুশি হয় তাহলে মাল্টিভাক নামের মন্ত্রটাকে যুদ্ধ জয়ের ক্রেডিট দিলেই হলো।'

চোখের কোনা দিয়ে ঘরের অপর দু'জনকে দেখল হেন্ডারসন। সে বলল, 'বিজয়ের সাথে মাল্টিভাকের কোন সম্পর্ক নেই। ওটা স্রেফ একটা মেসিন।'

'বড় মেসিন,' বলল সুইফট।

'হ্যাঁ। বড় মেসিন।' বলল হেন্ডারসন।

জ্যাবলনস্কি তার মোটা মোটা আঙুল দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত কারল। বলল, 'তোমারই অবশ্য ব্যাপারটা ভাল জানা থাকার কথা। কারণ ওকে তুমিই ডাটা সাপ্লাই দিয়েছ। নাকি তুমি একাই শুধু ক্রেডিট নিতে চাইছ?'

pathagar.net

'না,' রেগে গেল হেন্ডারসন। 'এখানে ক্রেডিটের প্রশ নেই। মাল্টিভাক কি ডাটা ব্যবহার করেছে তার তুমি কি জান? মাল্টিভাক ডাটা নিয়েছে পৃথিবী, চাঁদ, মঙ্গল, এমনকি টাইটান থেকেও। টাইটান থেকে ডাটা সংগ্রহে সবসময় বিলম্ব হতো, একটা অনুভূতি হতো সে ফিগারগুলোর মধ্যে অপ্রত্যাশিত পক্ষপাতিত্বের ছায়া হয়তো থেকে যেতে পারে।'

'ব্যাপারটা যে কারো মাথা খারাপ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট,' সহানুভূতির সুরে বলল সুইফট।

মাথা নাড়ল হেন্ডারসন। 'ব্যাপারটা ওরকম নয়। স্বীকার করছি, আট বছর আগে যখন লিপন্টকে চিফ প্রোগ্রামার হিসেবে নিযুক্ত করি তখন আমি নার্ভাস ছিলাম। তবে ওই সব দিনগুলোতে এ নিয়ে উল্লাস করার যথেষ্ট কারণও ছিল। তখনো সেরকম কোন ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়নি আমাদেরকে। কিন্তু যখন সত্যিকার কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হলো---'

হেন্ডারসন বলল, 'যুদ্ধ শেষ হবার পরে ডাটার গুরুত্বও কমে গেল। ওগুলো হয়ে উঠল অর্থহীন।'

'অর্থহীন? তুমি আক্ষরিক অর্থেই ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল জ্যাবলনস্কি।

'হ্যাঁ। আক্ষরিক অর্থেই। তুমি কখনো মাল্টিভাক ছেড়ে যাওনি,ম্যাক্স। আর আপনিও মি. ডিরেক্টর। প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও যাননি শুধু রাষ্ট্রীয় সফরে যখন ওপর মহল থেকে আপনার ডাক পড়েছে ওই সময়টুকু ছাড়া।'

'হয়তো তুমি ভাবছ এসব ব্যাপারে আমি অসচেতন ছিলাম,' বলল সুইফট।' আসলে তা নয়।'

'আপনি কি জানেন,' বলে চলল হেন্ডারসন। 'যুদ্ধের শেষের বছরগুলোতে ডাটা ভিত্তিক আমাদের প্রডাকশন ক্যাপাসিটি, আমাদের রিসোর্স পটেনশিয়াল, আমাদের ট্রেইনড ম্যান পাওয়ার ইত্যাদি যুদ্ধক্ষেত্রে কি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল? আমাদের সিভিলিয়ান এবং মিলিটারি উভয়পক্ষ যুদ্ধ করেছে। যন্ত্র যাই করুক, মানুষই তাদের প্রোগ্রাম করেছে

এবং ফলাফল ব্যাখ্যা করে প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার বিশ্লেষণ করেছে।'

জ্যাবলনস্কি এতক্ষণে সিগারেট ধরাল। বলল, 'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি তুমি তোমার প্রোগ্রামিং-এ মাল্টিভাককে ডাটা দিয়ে সাহায্য করেছ। কিন্তু তুমি অবিশ্বাস্যতা সম্পর্কে তো কিছু বলনি।'

'কিভাবে বলব? বললেও কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করত?' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল হেন্ডারসন। 'আমার শুধু মাল্টিভাকের ওপরই নির্ভর করে থেকেছি যুদ্ধের সময়টাতে। ডেনেবিয়ানদের মুভমেন্টের ব্যাপারেও ভরসা করতে হয়েছে মাল্টিভাকের ওপর। কিন্তু মাল্টিভাককে ঠিক মত ডাটা খাওয়াতে না পারার জন্যে যে আমরা একবার মার খেয়েছিলাম সে কথা মনে নেই? সেটারতো আমরা জনগণকে জানতেও দিই নি।'

'ঠিক,' সায় দিল সুইফট।

'আমি যদি তখন বলতাম ডাটাটি আস্থাস্থাপনের অযোগ্য, তখন আপনারা আমাকে চাকরিচ্যুত করতেন। আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইতেন না। কিন্তু আমি তা হতে দিই নি।'

'কি করেছিলে তুমি?' প্রশ্ন করল জ্যাবলনস্কি।

'যেহেতু আমরা যুদ্ধে জিতে গেছি তাই এখন কথাটা বলা যায়। আমি ডাটা কারেকশন করেছিলাম।'

'কিভাবে?'

'ইনটুইশনের সাহায্যে। যতক্ষণ না ঠিক মনে হয়েছে ওদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি আমি। তবে প্রথমে ভয় লাগছিল কাজটা করতে। তারপর এখানে-সেখানে কিছু কারেকশন করেছি। তারপর যতটুকু প্রয়োজন সেই ডাটা আমি লিখে রাখি।'

'আমি কিন্তু তোমার সব খবরই পাচ্ছিলাম, হেন্ডারহসন,' মুচকি হাসে জ্যাবলনস্কি। 'তবে তোমাকে কিছু বলিনি তুমি বিব্রত হবে বলে। তবে তুমি কি করে ভাবলে তোমার দেয়া ডাটাতে মাল্টিভাকের ওয়াকিং অর্ডার চলছিল?'

'ওয়াকিং অর্ডার চলছিল না?'

pathagar.net

'না। আমার টেকনিশিয়ানরা যুদ্ধের শেষ বছরগুলো কোথায় ছিল? ওরা কম্পিউটারকে ডাটা খাওয়াচ্ছিল। তবে আমিও ইনটুইশনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ম্যাটারগুলো অ্যাডজাস্ট করি মাল্টিভাকের সাথে। এভাবে মেসিন জিতে যায় যুদ্ধে।'

'তবে মাল্টিভাকই কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার নয়, বন্ধুরা,' এতক্ষণে কথা বলল লামার সুইফট।

'আর মাল্টিভাকই যে আমাদের যুদ্ধে জিতিয়ে দিয়েছে তাও নয়। আসলে আমাদের সম্মিলিত শ্রম, বুদ্ধি এবং চেষ্টা খাটিয়ে আমরা যুদ্ধ জয় করেছি। মাল্টিভাক সেখানে নিমি মাত্র, ঠিক?'

রূপান্তর: রফিকুল ইসলাম

pathagar.net

নো বডি হিয়ার বাট

আমি বিল বিলিংস। আমি একজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। আমার বন্ধু ক্লিফ অ্যান্ডারসন। পেশায় অঙ্কশাস্ত্রবিদ। আমরা দু'জনেই মিডওস্টোর্ন ইন্সটিটিউট অভ টেকনোলজির ফ্যাকাল্টিতে আছি।

চাকরির ডিউটি শেষে দু'জনেই ক্যালকুলেটর মেসিন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি! আপনারা জানেন এগুলো কি জিনিস। নরবাট উইনার তার 'সাইবারনেটিক্স' বইটি এদের ওপর লিখে নিজে যেমন জনপ্রিয় হয়ে গেছেন, এগুলোকেও পরিচিত করে তুলেছেন। ক্যালকুলেটর মেসিন বিশাল জিনিস। দেয়াল জুড়ে থাকে। আর ভীষন জটিল, দামীও বটে।

আমরা এই অত্যন্ত দামী মেসিনের দিকে না গিয়ে নিজেরাই খেটেখুটে দু'বছরের মধ্যে একটি যন্ত্র তৈরি করে ফেললাম, ওটা তিন ফুট উঁচু, ছয় ফুট লম্বা আর দুই ফুট গভীর। দু'জন লোক লাগে ওটাকে বয়ে নিয়ে যেতে। তবে দেয়াল জোড়া ক্যালকুলেটরের চেয়ে ভাল কাজ দেখাতে পারে আমাদের যন্ত্র। যদিও গতি অত দ্রুত নয়। আমরা আমাদের মেসিনের গতি বৃদ্ধির জন্যে এখন কাজ করে চলেছি।

যন্ত্রটাকে নিয়ে অনেক বড় বড় আইডিয়া আছে আমাদের মাথায়। আমরা এটাকে জাহাজ বা প্লেনে বসাতে পারি। পরে গাড়িতেও ওটাকে স্থাপন করা সম্ভব।

আসলে যন্ত্রটাকে গাড়িতে বসাতেই আমরা বেশি আগ্রহী। সাপোজ, আপনার ড্যাশবোর্ডে একটি থিঙ্কিং মেশিন রয়েছে যা নিজেই চিন্তাভাবনা করে গাড়ি চালাতে পারে, এড়িয়ে যায় অন্যান্য বাহন, থেমে পড়ে ট্র্যাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠতে দেখলে, প্রয়োজনে সর্বোচ্চ স্পীড তুলতেও যার জুড়ি নেই। এমন একটি গাড়ি থাকলে তার আরোহীর

ব্যাক সিটে বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ থাকে? যেখানে মেসিনই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অ্যাক্সিডেন্ট হবার ভয় নেই।

পুরো ব্যাপারটাই বেশ মজার। মেসিনটিকে নিয়ে কাজ করি ততই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। কোথাও গেলেও জুনিয়রের কথা ভুলতে পারি না। জুনিয়র আমাদের মেসিনের নাম।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি মেরী অ্যানের বাড়িতে এসেছি— মেরী অ্যানের কথা কি বলেছি আপনাদেরকে? সম্ভবত: বলিনি।

মেরী অ্যান হলো সেই মেয়েটি যে আমার বাগদত্তা, এতদিনে হয়ে যেত। শুধু হয়নি দুটো 'যদি'র কারণে। এক যদি সত্যি তার বাগদত্তা হবার ইচ্ছে থাকে এবং দুই, আমার যদি তাকে প্রস্তাব করার সাহস থাকে। লাল চুলের মেরী অ্যানের ১১০ পাউণ্ডে ওজনের হালকা পাতলা শরীরের মাঝে কমপক্ষে দুই টন এনার্জি টগবগ করে ফুটছে। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা এই তন্বী তরুণীকে প্রস্তাব দেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে আছি আমি। কিন্তু যতবার ওকে দেখি আমি, বুক এমন ধড়ফড় শুরু করে যে কিছুই বলতে পারি না।

এমন নয় যে আমি দেখতে কুদর্শণ। লোকে আমার চেহারার প্রশংসাই করে। আমার মাথা ভর্তি চুল, আমি প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা; আমি নাচতেও পারি। কিন্তু শুধু সাহস করে কিছু বলতে পারি না মেরী অ্যানকে।

যাহোক, সেদিন সন্ধ্যায় আমি মেরী অ্যানের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি লিভিংরুমে। মেরী অ্যান ঢুকল ঘরে। আমি কিছু বলার মত খুঁজে না পেয়ে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালাম।

মেরী অ্যান বলল, 'আমি রেডি, বিল। চলো।'

আমি বললাম, 'এক মিনিট। ক্লিফের সাথে একটু কথা বলে নিই।' ভুরু কুঁচকে গেল তার। 'পরে কথা বললে হয় না?'

'ওকে আসলে আরো দু'ঘণ্টা আগে ফোন করার কথা ছিল আমার।'

দু'মিনিট লাগল ফোন করতে। আমি ল্যাবরেটরিতে ফোন করলাম। ক্লিফ সন্ধ্যাবেলায়ও কাজ করে। ফোন ধরল সে। আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম। ও জবাবে কিছু বলল। ওকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করলাম। উত্তরটা দিল ক্লিফ। কথা শেষ করে মাত্র ফোন রেখেছি, দরজায়

pathagar.net

কলিংবেলের শব্দ হলো।

মেরী অ্যানকে কেউ ডাকতে এল কিনা ভেবে শঙ্কিত হলাম। মেরী অ্যান এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। ক্লিফ এইমাত্র ফোনে যা বলেছে সেই কথাগুলো কাগজে লিখছি, দরজা খুলল মেরী অ্যান। ভেতরে ঢুকল ক্লিফ অ্যান্ডারসন।

বলল, 'ভেবেছিলাম তোমাকে এখানেই পাব— হ্যালো, মেরী অ্যান। তোমার না ছ'টার সময় আমাকে ফোন করার কথা ছিল? তুমি তো কার্ডবোর্ড চেয়ারের মতই বিশ্বস্ত বলে জানতাম হে।' ক্লিফ বেঁটেখাঁটো, মোটা। সবসময় ঝগড়া বাঁধানোর তালে থাকে। স্বভাবটা জানি বলে বিশেষ পাত্তা দিই না। আজও ওর কথায় গা করলাম না।

বললাম, 'কাজ ছিল। ভুলে গেছিলাম। কিন্তু আমি তো এইমাত্র ফোন করলাম তোমাকে।'

'ফোন করেছ? আমাকে? কখন?'

আমি ফোনের দিকে ইঙ্গিত করে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে শিরশির করে উঠল গা। ঠিক পাঁচ সেকেন্ড আগে ডোরবেল বেজে ওঠার সময়ও আমি ল্যাবে, ক্লিফের সাথে কথা বলছিলাম। আর ল্যাবটা মেরী অ্যানের বাড়ি থেকে ছয় মাইল দূরে। আমি বললাম, 'আ-আমি মাত্র তোমার সঙ্গে কথা বলেছি।'

ক্লিফ বলল, 'আমার সঙ্গে?'

ফোনের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করে বললাম, 'ফোনে কথা বলেছি। ল্যাবে ফোন করেছিলাম। এই ফোনে! মেরী অ্যান আমার কথা শুনেছে। মেরী অ্যান, আমি না কথা বলছিলাম— '

মেরী অ্যান বলল, 'আমি জানি না কার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে— যাকগে, আমরা কি এখন যাব?' এই হলো মেরী অ্যান। যা বলার সরাসরি বলবে।

আমি ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। শান্ত থাকার চেষ্টা করছি। বললাম, 'ক্লিফ, আমি ল্যাবের নাম্বারে ডায়াল করেছিলাম। তুমি জবাবও দিয়েছ। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বিস্তারিত কাজ করেছ কিনা। তুমি জবাব দিয়েছ হ্যাঁ। তারপর নোট দিয়েছ আমাকে। এই যে

pathagar.net

নোটগুলো। আমি লিখে রেখেছি। এগুলো ভুল না ঠিক?'

ইকুয়েশন লেখা কাগজটা ওর হাতে তুলে দিলাম। ক্লিফ কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল, 'ঠিকই আছে। কিন্তু এগুলো পেলে কোথায়? নিজে করোনি তো?'

'বললামই তো তুমি নিজেই তথ্যগুলো আমাকে দিয়েছ। ফোনে।'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ক্লিফ। 'বিল, সন্ধ্যা সোয়া সাতটা থেকে ল্যাবে আমি অনুপস্থিত। ওখানে কেউ নেই।'

'আমি তা হলে অন্য কারো সাথে কথা বলেছি।'

মেরী অ্যান অধৈর্য ভঙ্গিতে তার হাত মোজা ধরে টানাটানি করছিল। বলল, 'দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

আমি হাত তুলে ওকে ইশারা করলাম অপেক্ষা করার জন্যে। ক্লিফকে বললাম, 'দেখ, তুমি কি নিশ্চিত— '

'ল্যাবে কেউ নেই। জুনিয়র ছাড়া।'

আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম নির্নিমেষ। মেরী অ্যান টক টক করে হাই হিলের শব্দ তুলছে মেঝেতে। যেন টাইম বোমা বিস্ফোরিত হতে চলেছে।

হেসে উঠল ক্লিফ। বলল, 'একটা কার্টুনের কথা মনে পড়ে গেল। ওতে একটা রোবট ফোনে বলছিল, "বিশ্বাস করুন, বস, এখানে কেউ নেই শুধু আমরা জটিল কয়েকজন থিঙ্কিং মেসিন ছাড়া।"

তবে আমি হাসতে পারলাম না। বললাম,'চলো। ল্যাবে যাই।'

মেরী অ্যান বলল, 'আরে! শো ধরতে পারব না তো!'

আমি বললাম, 'শোনো, মেরী অ্যান। ব্যাপারটা খুব জরুরী। মাত্র এক মিনিট লাগবে। আমাদের সঙ্গে চলো। ওখান থেকে শোতে যাব।'

মেরী অ্যান বলল, 'শো শুরু হবে— ' কথা শেষ করতে পারল না সে। কারণ তার হাত ধরে টানতে টানতে আমি বেরিয়ে পড়েছি।

অন্য সময় হলে ব্যাপারটা কল্পনাও করতে পারতাম না। আসলে ওই সময় এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম— গাড়িতে ওঠার পর মেরী অ্যানকে কব্জি ডলতে দেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার লেগেছে, মেরী অ্যান।'

pathagar.net

আমাকে বোধহয় গরিলা-টরিলা বলে বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছিল মেরী অ্যান, মুখ ভেংচে বলল, 'না, না। লাগবে কেন। আমার হাতটা সকেট থেকে প্রতিদিন বের করে আনি মজা পাবার জন্যে।' তারপর আমার পায়ের নলিতে একটা লাথি মেরে বসল।

আমি অবশ্য এতে কিছু মনে করলাম না। লাল চুলের মেয়েদের রাগ একটু বেশিই হয়। তবে এমনিতে ভারী ভাল মেয়ে মেরী অ্যান।

আমরা বিশ মিনিটের মাথায় চলে এলাম ল্যাবরেটরিতে।

ইন্সটিটিউট ফাঁকা। দিনের বেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত করিডর এখন শূন্য। অস্বাভাবিক নীরব চারদিক। ভয় লাগছে আমার ল্যাবে গিয়ে হয়তো দেখব কেউ বসে আছে ওখানে। পায়ের শব্দ একটু যেন জোরেই উঠল শূন্য করিডরে। ছমছম করে উঠল গা।

ল্যাব-র দরজা খুলল ক্লিফ। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলাম আমি। নাহ্, কেউ নেই ভেতরে। জুনিয়র আছে অবশ্য। তবে ওকে শেষ বার যেমন দেখে গিয়েছিলাম তেমনটিই আছে।

ক্লিফ এবং আমি ওর দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ নড়ে উঠলে ঝাঁপিয়ে পড়ব ওর ওপর। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না জুনিয়রের মধ্যে। মেরী অ্যানও দেখছে ওকে। মধ্যমা আঙ্গল বাড়িয়ে জুনিয়রের মাথা ছুঁলো সে। ডগার দিকে তাকাল। বুড়ো আঙ্গুলের সাথে ঘঁষল মধ্যমা। ধুলো লেগে গেছে আঙুলে।

বললাম, 'মেরী অ্যান। ওটার কাছে যেয়ো না। ওই কোণায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।'

সে বলল, 'ওখানেও ধুলো।'

এর আগে আমাদের ল্যাবে আসে নি মেরী অ্যান। কাজেই ল্যাব যে বেবী রুমের মত ঝকঝকে তকতকে রাখা সম্ভব নয় তা সে বুঝবে কি করে? ঝাড়ুদার দিনে দু'বার এসে শুধু ওয়েস্টবাস্কেটগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। হপ্তায় একদিন আসে নোংরা একটা নেকড়া নিয়ে। মেঝে পরিষ্কার করার চেয়ে ময়লাই করে যায় বেশি।

ক্লিফ বলল, 'ফোনটা যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানে নেই

pathagar.net

দেখছি।'

বললাম, 'কি করে বুঝলে?'

'কারণ ফোনটা ওখানে রেখে গিয়েছিলাম,' হাত তুলে দেখাল সে। 'ওটাকে এখন এখানে দেখছি।'

ঠিকই বলেছে ক্লিফ। ফোনটা জুনিয়রের কাছে। ঢোক গিলে বললাম, 'তোমার হয়তো মনে নেই ঠিক কোথায় রেখেছিলে ফোনটা।' হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললাম, 'স্ক্রু ড্রাইভারটা কই?'

'কি করবে শুনি?'

'ভেতরটাতে একবার চোখ বুলাব।'

মেরী অ্যান বলল, 'তাহলে গায়ে ময়লা লেগে যাবে।'

একটা ল্যাব কোট পরে নিলাম। মেরী অ্যানের সব দিকে নজর আছে। লক্ষ্মী মেয়ে।

স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। কিন্তু স্ক্রু খুলতে পারলাম না। গলদঘর্ম হয়ে ক্ষ্যামা দিলাম। কপালের ঘাম মুছে স্ক্রু ড্রাইভারটা ক্লিফের হাতে দিয়ে বললাম, 'একবার চেষ্টা করে দেখবে?'

দেখল ক্লিফ। কিন্তু ব্যর্থ হলো ও-ও। বলল, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত!'

জানতে চাইলাম, 'কি অদ্ভুত?'

ক্লিফ বলল, 'একটা স্ক্রু ঘোরাচ্ছিলাম। ওটা এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ সরে গেল। তারপর পড়ে গেল স্ক্রু ড্রাইভার।'

'তাতে অদ্ভুতের কি আছে?'

পিছিয়ে এল ক্লিফ। দু'আঙ্গুলে স্ক্রু ড্রাইভার ধরে বলল, 'অদ্ভুত এ কারণে যে আমি দেখেছি স্ক্রুটা এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ সরে গিয়ে আবার প্যাঁচ খেয়ে গেল।'

আবার অস্থির হয়ে উঠেছে মেরী অ্যান। বলল, 'এটাকে নিয়ে এতই যদি দুশ্চিন্তা তোমাদের তাহলে ব্লো টর্চ ব্যবহার করছ না কেন?' একটা বেঞ্চির ওপর রাখা ব্লো টর্চটাকে দেখাল সে।

সত্যি বলতে কি জুনিয়রের ওপর ব্লো টর্চ ব্যবহারের কথা আমি ভাবতেই পারি না। তবে মনে মনে আমি যা ভাবছিলাম ক্লিফও বোধহয় তাই ভাবছিল। আমরা দু'জনেই ভাবছিলাম জুনিয়র চাইছে না তাকে

pathagar.net

খুলে ফেলা হোক।

ক্লিফ বলল, 'তোমার কি ধারণা, বিল?'

আমি বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মেরী অ্যান বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, বোকা ছেলে। শো মিস করব তো!'

আমি ব্লো টর্চটা নিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডারের গজ অ্যাডজাস্ট করলাম। এ যেন নিজের বন্ধুকে ছুরি মারার মতো।

কিন্তু মেরী অ্যান বাধা দিল। 'পুরুষরা এত বোকা হয় কেন? এই স্ক্রুগুলো ঢিলা। তোমরা নিশ্চয়ই উল্টোভাবে স্ক্রু ড্রাইভার ঘোরাচ্ছিলে।'

স্ক্রু ড্রাইভার উল্টোভাবে ঘোরানোর কোন অবকাশ নেই। আর মেরী অ্যানের সাথে তর্ক করার ইচ্ছেও আমার নেই। তাই শুধু বললাম, 'মেরী অ্যান, জুনিয়রের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িও না। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'

মেরী অ্যান বলল, 'ওই, দ্যাখো!' ওর হাতে একটি স্ক্রু আর জুনিয়রের সামনের অংশে ছোট একটি গর্ত। হাত দিয়ে স্ক্রুখানা ছুটিয়ে এনেছে মেরী অ্যান।

ক্লিফ বলল, 'আই ব্বাশ!'

ডজনখানেক স্ক্রু এবার এক সাথে মোচড় খেতে শুরু করল। নিজে নিজেই ঘুরছে, গর্ত থেকে যেন বেরিয়ে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে, মোচড় খেতে খেতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে নিচে। আমি সবগুলো তুলে নিলাম। একটা তখনো সামনের প্যানেলে ঝুলে ছিল। হাত বাড়াতেই ওটা পড়ে গেল আর প্যানেলটা যেন আলগোছে আমার হাতের ওপর ঢলে পড়ল। ওটাকে এক পাশে সরিয়ে রাখলাম।

ক্লিফ বলল, 'ইচ্ছে করেই ওটা কাজটা করেছে। শুনেছে আমরা ব্লো টর্চ ব্যবহার করব। তাই নিজেই গা ছেড়ে দিয়েছে।' ওর মুখখানায় সব সময় গোলাপি রঙ থাকে। এখন সাদা দেখাচ্ছে।

আমার কৌতুহল হচ্ছিল বেশ। বললাম, 'ওটা কি লুকোতে চাইছে?'

'জানি না।'

ঝুকলাম ওটার ভেতরে উঁকি দেয়ার জন্যে। কানে ভেসে এল মেরী অ্যানের হাইহিলের ঠকঠকানি। মেয়েটা আরো অধৈর্য হয়ে পড়েছে। অধৈর্য্য হবারই কথা। কারণ শো শুরু হতে বেশি দেরী নেই।

pathagar.net

ভেতরে তাকিয়ে বললাম, 'একটা ডায়াফ্রাগাম দেখতে পাচ্ছি।'

ক্লিপ বলল, 'কোথায়?' ও আরো ঝুঁকে এল।

আঙুল তাক করে দেখালাম। 'আর একটা লাউড স্পীকার।'

'তুমি ওগুলো ভেতরে রেখে দাওনি তো?'

'অবশ্যই না। কিছু রাখলে অবশ্যই সে কথা আমার মনে থাকত।'

'তাহলে ওগুলো ওখানে গেল কি করে?'

আমি বললাম, 'আমার ধারণা ওটা নিজেই ওগুলো বানিয়ে নিয়েছে। ওই যে দ্যাখো।'

বক্সের ভেতরে, দুটো আলাদা জায়গায় সরু, গার্ডেন হোসের মত কিছু একটা কুণ্ডুলি পাকিয়ে রয়েছে, তবে জিনিসটা ধাতব। চিৎ হয়ে পড়ে আছে মোচার মত কুণ্ডুলি। প্রতিটি কুণ্ডুলির শেষ প্রান্তের ধাতু ভাগ হয়ে গেছে পাঁচ/ছ'টি সরু ফিলামেন্টে, ওগুলো সাব-স্পাইরাল।

'তুমি ওগুলো রাখ নি তো?'

'না। আমি ওগুলো রাখি নি।'

'কিন্তু কি ওগুলো?'

এ প্রশ্নের জবাব ওর যেমন জানা আমিও তেমন জানি।

কিছু একটা জুনিয়রের জন্যে ওই পার্টস তৈরি কবার ম্যাটেরিয়াল এনে দিয়েছে; এই কিছু একটাই ফোন ধরেছে। ফ্রন্ট প্যানেল তুলে আবার উঁকি দিলাম। দুটো গোলাকার মেটাল কাটআউট দেখতে পেলাম। ওরাই হয়তো গর্তটা তৈরি করে রেখেছে যাতে সেই কিছু একটা ভেতরে ঢুকতে পারে।

মেরী অ্যান এমন সময় উঁকি দিল আমাদের দেখাদেখি। শুঁড়ের মত একটা তার ধরেই আর্তনাদ করে উঠল। শক্ খেয়েছে। হাত ডলতে ডলতে কঁকিয়ে উঠল সে। 'একই ট্রিটমেন্ট। প্রথমে তুমি। তারপর এটা।'

আমি বললাম, 'সম্ভবত! কোন লুজ কানেকশন। আমি দুঃখিত, মেরী অ্যান। কিন্তু তোমাকে তো বলেইছি— '

ক্লিফ বলল, 'দূর! লুজ কানেকশান না। জুনিয়র নিজেকে প্রটেক্ট করছে।'

একই কথা ভাবছিলাম আমিও। আরো অনেক কিছুই ভাবছিলাম।

Pathagar.net

জুনিয়র নতুন ধরনের মেসিন। এ ধরনের মেসিন নিয়ে কেউ এর আগে কাজ করেনি। হয়তো এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা পূর্ববর্তী মেসিনগুলোতে ছিল না। হয়তো এটা জ্যান্ত হয়ে উঠতে চায়, বড় হতে চায়। হয়তো এদের ইচ্ছে এদের মত লাখ লাখ মেসিন বানিয়ে তারপর মানব জাতিকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করবে।

কথা বলার জন্যে আমি মুখ হাঁ করেছি, ক্লিফ বুঝতে পারল কি বলতে চাইছি। সে বলে উঠল, 'না! না! ও কথা বোলো না!'

আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। বলে ফেললাম, 'জুনিয়রকে ডিস-কানেক্ট করে দাও— আরে, কি হয়েছে?'

তেঁতো গলায় ক্লিফ বলল, 'আমাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছে ওটা।'

'ব্লো টর্চের কথাও ও শুনেছে। শোনোনি? আমি ওর পেছনে যাচ্ছিলাম ওকে পাকড়াও করতে। কিন্তু এখন দেখছি সে চেষ্টা করতে গেলে ও আমাকে ইলেকট্রিক শক্ দেবে।'

মেরী অ্যান এখনো অসন্তোষ ভরে বলে চলছিল এ জায়গাটা কত নোংরা, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে ইত্যাদি। আমি শুধু বললাম আমাদের কিছু করার নেই। কারণ ঝাড়ুদার হপ্তায় মাত্র একদিন মেঝে মুছে দিয়ে চলে যায়।

মেরী অ্যান বলল, 'হাতে রাবার গ্লাভ পরে তোমরা কর্ডটা টেনে বের করে আনছ না কেন?'

মেরী অ্যানের পরামর্শ মনে ধরল ক্লিফের। সে হাতে রাবার গ্লাভ গলিয়ে এগোল জুনিয়রের দিকে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সাবধান!'

কথাটা না বললেও চলত। ক্লিফকে সাবধান হয়েই এগোতে হতো। একটা শুঁড় নড়ে উঠল। বুঝতে বাকি রইল না ওগুলো কি! মোচড় খেল শুঁড়, ক্লিফ এবং পাওয়ার কেব্‌লের মাঝখানে একটা দেয়াল তৈরি করল। ওখানেই থাকল ওটা, কাঁপছে শুঁড়ের ছ'টা আঙুল। জুনিয়রের ভেতরের টিউবগুলো আলোকিত হয়ে উঠল। শুঁড় পার হয়ে সামনে এগোতে সাহস পেল না ক্লিফ। পিছিয়ে এল। এক মুহূর্ত পরে শুঁড়টা আবার মোচড় খেল। রাবার গ্লাভ খুলে ফেলল ক্লিফ।

pathagar.net

'বিল,' বলল সে। 'আমরা যা কল্পনাও করেনি তারচে' অনেক বেশি স্মার্ট গ্যাজেট এটা। এটা আমার কণ্ঠও অনুকরণ করতে পারে। এটা এমনকি কিভাবে পাওয়ার উৎপাদন করতে হয় তাও শিখে গেছে।'

কাঁধ ঘুরিয়ে তাকাল ও, ফিসফিসিয়ে বলল, 'বিল, এটাকে আমাদের থামাতে হবে। নয়তো কেউ একদিন পৃথিবীতে ফোন করলে জবাব পাবে, 'বিশ্বাস করুন, বস, এখানে কেউ নেই। শুধু আমরা জটিল কয়েকজন থিঙ্কিং মেসিন ছাড়া।'

'পুলিশে খবর দাও,' বললাম আমি। 'আমরা ব্যাখ্যা করব ব্যাপারটা। গ্রেনেড বা অন্য কিছু দিয়ে।'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ক্লিফ। 'তাতে কাজ হবে না। ওরা আরেক জুনিয়র তৈরি করবে।'

'তাহলে কি করব?'

'জানি না।'

আমার শীত শীত লেগে উঠল। ওদিকে মেরী অ্যানের ফেটে পড়ার দশা। সে বলল, 'দ্যাখো, বোকা ছেলে। ডেট করলে করবে। না করলে নাই। যা সিদ্ধান্ত নেয়ার এখুনি নিতে হবে।'

আমি বললাম, 'দ্যাখো, মেরী অ্যান— '

সে বলল, 'কোন দ্যাখাদ্যাখি নেই। এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি। আমি রেডি হয়েছি নাটক দেখতে যাবার জন্যে, আর তুমি আমাকে নিয়ে এসেছ নোংরা একটা ল্যাবে একটা বোকা মেসিন দেখাতে। আর সারাটা সন্ধ্যা কাটিয়ে দিচ্ছ হাবিজাবি কথা বলে।'

'মেরী অ্যান, আমি— '

কিন্তু মেরী অ্যান আমাকে কথা বলারই সুযোগ দিল না।

আমি বারবার 'মেরী অ্যান' বলতে যাই, ও দাবড়ে ওঠে। শেষে আমার ডান পায়ে কষে একটা লাথি মেরে দরজার দিকে ছুটল সে। আমিও ওর পিছু পিছু ছুটলাম। বললাম, 'মেরী অ্যান— '

এমন সময় কথা বলে উঠল ক্লিফ। এতক্ষণ আমাদের দিকে নজর দেয়নি সে। এবার দিল। রীতিমত চেঁচিয়ে বলল, 'গর্দভ, মেরী অ্যানকে বলছ না কেন তোমাকে বিয়ে করতে?'

pathagar.net

দাঁড়িয়ে পড়ল মেরী অ্যান। দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছে ও। তবে ঘুরল না। থেমে দাঁড়ালাম আমিও। গলার মধ্যে যেন আঠার মত আটকে গেল কথাগুলো। 'কিন্তু মেরী অ্যান' ছাড়া কিছুই বলতে পারলাম না।

ওদিকে পেছন থেকে চিল্লাচ্ছে ক্লিফ। মনে হচ্ছে এক মাইল দূর থেকে কথা বলছে ও। বলছে 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

ঘুরে চাইল মেরী অ্যান। এত সুন্দর লাগল ওকে! আমি কি আপনাদেরকে বলেছি ওর সবুজ চোখে নীলের দ্যুতি আছে? ওকে এত সুন্দর লাগছিল যে দম বন্ধ হয়ে এল আমার, গলা দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ বেরিয়ে এল কথা বলার চেষ্টা করতেই।

মেরী অ্যন মধুর গলায় বলল, 'তুমি কি কিছু বলতে চাইছিলে, বিল?'

আমি এবার কর্কশ গলায় বললাম, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে, মেরী অ্যান?'

কথাটা বলেই যেন বেকুব বনে গেলাম। হায় হায় এ কি বললাম আমি? ও তো জীবনেও আর আমার সাথে কথা বলবে না। কিন্তু দু'মিনিট পরেই আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মেরী অ্যান। মুখ বাড়িয়ে দিল চুমু খাওয়ার জন্যে। আমিও ওকে চুমু খেতে লাগলাম। দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের চুম্বন পর্ব চলল। আরো চলত যদি না ক্লিফ এসে কাঁধে চাপড় মেরে ওর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না বলত।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলাম, 'কি হয়েছে?' কাজটা একটু আকৃতজ্ঞের মতই হয়ে গেল। শত হলেও শুরুটা ও-ই করিয়ে দিয়েছিল।

ক্লিফ বলল, 'দ্যাখো!'

ওর হাতে মেইন লিডটা। জুনিয়রের পাওয়ার সাপ্লাই দেয় এটা।

জুনিয়রের কথা ভুলেই গেছিলাম। আবার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'ওকে ডিসকানেক্ট করতে পারলে তা হলে। কিভাবে করলে?'

ক্লিফ বলল, 'তোমার আর মেরী অ্যানের মারামারি দেখতে ব্যস্ত জুনিয়র। এই ফাঁকে ওকে ডিসকানেক্ট করে ফেলেছি।'

আমি মেরী অ্যানকে বললাম, 'তোমাকে দেয়ার মত আমার কিছুই

pathagar.net

নেই, প্রিয়তমা। আমি স্কুল টিচারের সমান বেতন পাই। আর এইমাত্র জুনিয়রকেও নষ্ট করে ফেললাম। এখন আর— '

মেরী অ্যান বলল, 'তাতে আমার কিছু যায় আসে না, বিল। তোমাকে পেলে আর কিছু চাই না আমার। তোমাকে কতভাবে বোঝাতে চেয়েছি তোমাকে আমার চাই। কিন্তু তুমি কিছুই বুঝতে পারনি, বোকা গাধা।'

'কি করে বুঝব তুমি আমাকে ভালবাস। আমার পায়ের নালিতে যেভাবে লাথি মারলে— '

'তুমি কিছুতেই বুঝতে পারছ না দেখে রেগে গিয়ে কাজটা করেছি। কিছু মনে কোরো না, ডার্লিং।'

মেরী অ্যানের মত মেয়ের ওপর রাগ করে থাকা যায়? হঠাৎ শো-র কথা মনে পড়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মেরী অ্যান, এখন গেলে অন্তত: নাটকের পরের অংশটা দেখতে পারব।'

মেরী অ্যান বলল, 'কে চায় নাটক দেখতে?'

আবার ওকে চুমু খেলাম। সত্যি কে চায় নাটক দেখতে?

মেরী অ্যানকে বিয়ে করেছি আমি। খুব সুখেই আছি। আমার প্রমোশনও হয়েছে। আমি এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। ক্লিফ আরেকটি জুনিয়র তৈরির পরিকল্পনা করেছে যেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ক্লিফ ওর কাজে এগিয়ে গেছে অনেকদূর।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লিফকে যখন জানালাম আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি এবং ওকে ধন্যবাদ দিলাম বিয়ের আইডিয়াটা দেয়ার জন্যে। ক্লিফ আমার দিকে ঝাড়া এক মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল সে নাকি আমাকে বিয়ে করার কথাই বলেনি।

তার মানে সেদিন ল্যাবে ক্লিফের কণ্ঠে কেউ কথাটা বলেছিল। তবে এ ঘটনাটা আমি মেরী অ্যানকে জানাইনি। একটা মেসিন আমাকে বিয়ের বুদ্ধি না দেয়ার আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কথা বলতে সাহস পাইনি, একথা শুনলে কি ভাবত মেরী অ্যান?

রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

pathagar.net

এক্সাইল টু হেল

'রাশিয়ানরা সেকালে,' নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে বলল ডাউলিং। 'মানে মহাশূন্য ভ্রমণ এতটা সহজ হওয়ার আগে, বন্দীদের পাঠিয়ে দিত সাইবেরিয়ায়। ফরাসীরা একই কারণে ব্যবহার করত শয়তানের দ্বীপ। আর ব্রিটিশরা তখন বন্দীদের পাঠিয়ে দিত অস্ট্রেলিয়ায়।

ডাউলিং-র চোখ দুটো দাবাবোর্ডের ওপর ঘোরাফেরা করছে। বিবেচনা করছে অবস্থাটা। হাতির দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে খানিকটা ইতস্তত করল সে।

দাবাবোর্ডের অপর প্রান্তে বসে আছে পারকিনসন। দাবার ঘুঁটিগুলোর দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে সে। খেলাটার সাথে যদিও কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের পেশার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু এমুহূর্তে মন নেই খেলায়। বলতে গেলে, খানিকটা বিরক্তও সে। এমনকি ডাউলিং-র মন-মেজাজও ভাল নেই। আদালতের বিভিন্ন কেস নিয়ে প্রোগ্রাম করছে সে।

কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে কম্পিউটারের কিছু বৈশিষ্ট্য ঢুকে যায় প্রোগ্রামারের চরিত্রে। যেমন— আবেগ শূন্যতা, যুক্তি ছাড়া কোন কিছুকে বিবেচনায় না আনা। দুই প্রোগ্রামারের ভেতর ঢুকে গেছে এসব। ডাউলিং-র মূল আকর্ষণ তার নিখুঁত ছাঁটের চুল। এই চুলের জন্যে চেহারার উজ্জ্বল্য বেড়ে গেছে অনেকখানি। তার বেশভূষায়ও মার্জিত রুচির ছাপ।

পারকিনসনের পছন্দ আইন সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার প্রতিরক্ষামূলক প্রোগ্রাম। এ ধরনের প্রোগ্রাম তৈরিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে। ছোটখাট গড়নের এই মানুষটা সচেতনভাবেই তেমন একটা মাথা

pathagar.net

ঘামায় না নিজের পোশাক-আশাক নিয়ে।

সে বলল, 'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, নির্বাসন হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত একটা শাস্তি। কাজেই এখানে সেরকম নিষ্ঠুরতা নেই।'

'না, অবশ্যই এটা নিষ্ঠুর এক শাস্তি, কিন্তু এরপরেও শাস্তিটা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। এবং এই শাস্তি আজ তার যথার্থতা প্রমাণ করতে পেরেছে।'

ডাউলিং ওপরের দিকে না তাকিয়ে হাতির চাল ছিল। পারকিনসন দেখেও দেখল না। একদম মন নেই খেলায়। তারা দু'জনেই এমন এক ঘরের ভেতর রয়েছে, যেখানে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর মত আরামদায়ক আধুনিক সব উপকরণই, রয়েছে। তাদের এই, ছোট্ট ভুবন বাইরের অরক্ষিত পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। বাইরে ইতিমধ্যে রাত নেমে গেছে। রাতের আকাশ যথারীতি তার আপন আলোতে উদ্ভাসিত।

মনে মনে ওটার কথা ভাবল পারকিনসন। শেষবার কবে ওটাকে দেখেছে সে? খুব বেশিদিন আগে নয়। আচ্ছা, ওটার আকৃতি এ মুহূর্তে কেমন? একদম পরিপূর্ণ হয়ে ভরা পূর্নিমার আলো ছড়াচ্ছে?জানি খানিকটা ম্লান হয়ে গেছে দীপ্তি? ওটা কি এখন আধখানা? আঙুলের নখের মত দেখতে?

হয়তো বা বাইরে গেলে সুন্দর একটা দৃশ্য দেখা যাবে এখন। একসময় ওটার মায়াবী আলোতে মুগ্ধ হত সবাই। তবে সেটা আজ থেকে শত শত বছর আগের কথা, যখন মহাশূন্যে ভ্রমণ এখনকার মত এত সহজ এবং সস্তা ছিল না। সে সময় মানুষের জীবন যাত্রাও এত সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। চাইলেই পাওয়া যেত না সবকিছু। এখন ওটার উজ্জ্বল কোমল আলো আতঙ্কিত করে সবাই। ওটা এখন ঠিক শয়তানের দ্বীপের মত ঝুলছে আকাশে।

আজকাল ওটাকে নিয়ে মানুষের ঘৃণা এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে, ওটার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না কেউ। ওটা এখন স্রেফ একটা নিরেট জড়বস্তু। আর কিছু নয়।

পারকিনসন বলল, 'তুমি হয়তো বা তাবৎ নির্বাসনের বিরুদ্ধে একটা

pathagar.net

কেস প্রোগ্রাম করতে বলছ আমাকে।'

'কেন? নির্বাসন কি কোন ফলদায়ক নয়?'

'বর্তমানে কোন ফল পাওয়া না গেলেও, ভবিষ্যতের শাস্তিতে প্রভাব পড়বে এর। তখন হয়তোন বা নির্বাসনের বদলে মৃত্যুদণ্ডকেই প্রাধান্য দেয়া হবে।'

'কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সাজসজ্জা যারা নষ্ট করবে, তাদের কি সাজা হবে? এ ব্যাপারে তোমার চিন্তাভাবনা কি?'

'সাজসজ্জা নষ্ট করা তো অন্ধআক্রোশের ব্যাপার। মানুষ খুন করার পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু সাজসজ্জা পন্ড করায় কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ থাকে না।'

'কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। এ ধরনের কেসের বেলায় উদ্দেশ্য না থাকলেও ক্ষমা নেই। তুমি তো জানো সেটা।'

'এসব ক্ষেত্রে আসলে ক্ষমা পাওয়া উচিত। এটাই আমার পয়েন্ট। এই জিনিসটাকে আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।'

ঘোড়া বাঁচানোর জন্যে একটা বড়ে সামনে বাড়াল পারকিনসন। ডাউলিং চালটা বিবেচনা করে বলল, 'তুমি তাহলে মন্ত্রীর আক্রমণ নিয়েই থাকতে চাইছ, পারকিনসন। তবে আমি তোমাকে দিচ্ছি না সে সুযোগ। এই যে, দেখো এবার।'

বলতে বলতে খেলা থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে এল ডাউলিং। বলল, 'এটা তো আর আদিম যুগ নয়, পারকিনসন। মানুষে পরিপূর্ণ এমন এক সভ্যজগতে আমরা বাস করছি, যেখানে ভুল করার কোন অবকাশ নেই। আমাদের সামান্য একটু ভুলের কারণে ধস নেমে যেতে পারে বিশাল মানবগোষ্ঠির বড় একটা অংশে। রাগ যখন একটি পাওয়ার লাইনকে বিপন্ন এবং ধ্বংস করে, তখন পরিস্থিতি সাজ্ঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়।'

'আমি কিন্তু সে প্রশ্ন তুলিনি— '

'তোমার কাণ্ডকীর্তি কিন্তু তাই বলছে, যখন তুমি ডিফেন্স প্রোগ্রাম তৈরিতে ব্যস্ত।'

'তুমি যা বলছ, তা ঠিক নয়। দেখো, জেঙ্কিন্স যখন ফিল্ডওয়ার্পের

pathagar.net

ভেতর দিয়ে লেজার বীম কেটে দিল, তখন অন্য যে কারও মত মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। যদিও আমি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলাম, তবু আর মিনিট পনেরো দেরি হলেই শেষ হয়ে যেতাম। এক্ষেত্রে আমার পয়েন্টটা হচ্ছে— শুধুমাত্র নির্বাসনই এই অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি হতে পারে না।'

ঝোঁকের বশে দাবাবোর্ডের ওপর আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগল পারকিনসন। মন্ত্রীটা চলে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলল ডাউলিং। অস্পষ্ট সুরে বলল, 'সামলাতে হবে এটাকে, কিন্তু নড়ার কোন জায়গা তো দেখছি না।'

দাবা বোর্ডে সাজানো প্রতিটা ঘুঁটির ওপর ঘুরে এল ডাউলিংয়ের দৃষ্টি। কিন্তু তার দ্বিধা গেল না। বলল, 'তুমি ভুল করছ, পারকিনসন। তুমি যে অপরাধের কথা বলছ, নির্বাসনই এর উপযুক্ত শাস্তি। কারণ এতে ক্ষতিকর কিছু নেই। সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না— এটা হচ্ছে এ ধরনের একটা সাজা। দেখো, আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা একটা জটিল এবং অধিকতর পলকা প্রযুক্তির ওপর। যে কোন বিপর্যয় শেষ করে ফেলতে পারে আমাদের— তা সে বিপর্যয় স্বেচ্ছায় ঘটানো হোক, কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় ঘটুক বা ব্যর্থতার ফলে ঘটুক। এ ধরনের অপরাধের জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করে মানবজাতি এবং সেই শাস্তির একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাসন। মৃত্যুদণ্ড কখনোই এ ধরনের অপরাধের যথোপযুক্ত সাজা হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই হতে পারে। কারণ কেউ কখনও নিজের মৃত্যু কামনা করে না।'

'নির্বাসনও সহজে চায় না কেউ। এজন্যেই তো গত দশ বছরে মাত্র একটা এ ধরনের কেস পাওয়া গেছে— এবং নির্বাসনও দেয়া হয়েছে মাত্র একবার। হ্যাঁ— এবার এই চালটা সামলাও দেখি।'

মন্ত্রীটাকে ডানদিকে একঘর ঠেলে দিল ডাউলিং।

সহসা আলোর ঝিলিক দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল পারকিনসন। বলল, 'প্রোগ্রাম শেষ। এখন রায় দেবে কম্পিউটার।'

pathagar.net

ডাউলিং বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'রায়টা যে কি হবে, এ নিয়ে তো কোন সন্দেহ নেই আপনার, তাই না?— আচ্ছা, দাবার বোর্ডটা ঠিক এভাবেই যাক। পরে এসে খেলাটা শেষ করব আমরা।'

পারকিনসন ভাল করেই জানে, ফিরে এসেও খেলায় মন বসবে না তার। করিডর ধরে দ্রুত কোর্টরুমের দিকে ছুটল সে।

একটু পরেই আদালত কক্ষে এসে ঢুকল পারকিনসন এবং ডাউলিং। ইতিমধ্যে বিচারক বসে গেছে তার আসনে। দু'জন রক্ষী চ্যাংদোলা করে নিয়ে এল জেঙ্কিনসকে।

জেঙ্কিন্‌সকে বেশ জবুথবু দেখাচ্ছে, তবু চেহারাটা নির্বিকার রাখার চেষ্টা করছে সে। অন্ধ আক্রোশে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে জেঙ্কিন্‌স যখন অঘটনটি ঘটায়, তখন সে ভাল করেই টের পেয়েছিল, তার অপরাধ জগতের সকল অপরাধকে ছাড়িয়ে গেছে।

পারকিনসন কিন্তু নির্বিকার নেই। জেঙ্কিনস-র দিকে ভাল করে তাকাতে পারছে না সে। জেঙ্কিন্‌স-র জন্যে কষ্ট হচ্ছে তার। ভাল করে টের পাচ্ছে, এ মুহূর্তে কি কঠিন অনুভূতি খেলা করছে জেঙ্কিন্‌স-র মনের ভেতর। রাতের আকাশের দীপ্তিমান নরকে নিক্ষিপ্ত হয়ার আগে জেঙ্কিন্‌স কি তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে শুষে নিচ্ছে আরামদায়ক এই পরিবেশের শেষ মুহূর্তের ভাললাগা?

জেঙ্কিন্‌স কি এ মুহূর্তে নাক দিয়ে প্রাণ ভরে টানছে বিশুদ্ধ মিষ্টি বাতাস? অনুভব করছে নরম আলো আর নাতিশীতোষ্ণ উষ্ণতার আরামদায়ক পরশ?

আর সেখানে সেই নির্বাসনে রয়েছে—

বিচারক একটা বোতাম টিপে কম্পিউটার চালু করলেন। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সরব হলো কম্পিউটার। বলতে লাগল, 'আইনের আলোকে অ্যান্থোনী জেঙ্কিন্‌স-র অপরাধ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পর্যালোচনা করে তাকে ইকুইপমেন্ট ড্যামেজের জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হলো।'

আদালত কক্ষে মাত্র ছ'জন লোক। সবার চোখ কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে স্থির। শেষ মুহূর্তে বিচারকের গৎবাঁধা বুলি শোনা গেল, 'আসামীকে

এখানে থেকে নিয়ে যাওয়া হবে সবচে' কাছের স্পেসপোর্টে, এবং যে স্পেসশিপ পাওয়া যাবে, সেটার মাধ্যমে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হবে তাকে।'

রায় শুনে জেঙ্কিন্‌স যেন কুঁকড়ে গেল নিজের ভেতর, কিন্তু মুখে কোন স্বর ফুটল না।

পারকিনসন কেঁপে উঠল। অবাক হয়ে সে ভাবতে লাগল, কোন অপরাধের জন্যে এ ধরনের ভয়াবহ শাস্তি তার মত আর ক'জন ভাবিয়ে তুলবে এখন? নির্বাসনের এই নিষ্ঠুরতম আইনটাকে রদ করতে আর কতদিন লাগবে প্রয়োজনীয় জনসমর্থন আদায় করতে?

কেউ কি আঁচ করতে পারবে মহাশূন্যে জেঙ্কিন্‌স-র অনন্ত নির্বাসনের পরিণতি? সে পারবে, ভয়ে শিউরে উঠবে সে। জেঙ্কিন্‌স যেখানে নির্বাসনে যাচ্ছে, সারাটা জীবন তাকে অদ্ভুত এক বৈরী পরিবেশে বাস করতে হবে। সেখানে দিনের বেলা পুড়তে হবে প্রচণ্ড তাপে, আর রাতে জমে যেতে হবে প্রচণ্ড হিমে। সেখানে রয়েছে অসহ্য রকমের এক নীল আকাশ, এবং নিষ্প্রাণ নিরেট কর্কশ মাটি। সবুজের কোন দেখা নেই। ধূলিময় বাতাসে নেই কোন কোমলতা, ভীষণ সাগরে রয়েছে ঝড়ের তাণ্ডব। চারদিকে গিজগিজ করছে সব অসৎ মানুষ। এই নিয়ে সেখানে আমৃত্যু কাটাতে হবে জেঙ্কিন্‌সকে।

আর যে মাধ্যাকর্ষণ টান রয়েছে সেখানে, তা অসম্ভব ভারী— ভারী— ভারী— ভয়াবহ সেই টান!

চাঁদের বন্ধুসুলভ পরিবেশ থেকে কাউকে যদি আকাশের জীবন নরক— পৃথিবী নামের গ্রহে নির্বাসন দেয়া হয়, এই আতঙ্ক কে পারবে সহ্য করতে?

রূপান্তর: শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

pathagar.net

দ্য আগলি লিটল বয়

কলাপসিবল গেটের ওপাড়ে পা রাখবার আগে গায়ের অ্যাপ্রনটা ঠিকঠাক করে নিলেন মিস ফেলোস। এ অভ্যেসটা তার রুটিনমাফিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলাপসিবল গেট পেড়িয়ে এর পরেই সামনে পড়ল ছোট্ট দরজাটা। নোটবই আর কলমটা তার সাথেই আছে। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় না হলে আজকাল আর কিছুই হয়ে ওঠে না।

অবশ্য আজকে তার সাথে ছোট্ট একটি স্যুটকেস রয়েছে। ছোট্ট দরজাটা পেরিয়ে যেতে যেতে দরজায় দাড়ান প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন তিনি। 'বাচ্চাটার জন্য কিছু খেলনা আছে এতে। প্রথম দিকে হলে নিশ্চয়ই স্যুটকেসটা খুলতে বলত প্রহরীরা। কিন্তু এখন মিস ফেলোস এ প্রতিষ্ঠানের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। স্যুটকেসটা তাদের দৃষ্টিতেই পড়েনি এমন একটা ভাব দেখিয়ে প্রহরী দু'জন দরজার পাল্লা দুটো মেলে ধরতে ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দরজার চৌকাঠে তাকে দেখা মাত্রই দৌড়ে এল ছোট্ট বাচ্চাটি। তার লাল বাদামী চুলে আংগুল চালাতে চালাতে মিস এডিথ ফেলোস জিজ্ঞাসা করলেন, 'টিমি, তোমাকে আজ এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?'

'আচ্ছা মিস ফেলোস, জেরী কি আবার আমার সাথে খেলতে আসবে। যা ঘটে গেছে, তার জন্য খুবই দুঃখিত আমি।'

'টিমি লক্ষ্মীসোনা, ওটা নিয়ে মন খারাপ করো না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে, সবকিছু ভুলে জেরী তোমার সাথে আবার খেলতে এসেছে। ও, তাহলে এজন্যেই মন খারাপ তোমার?'

'না, মিস ফেলোস, শুধু সে কারণেই নয়। সেই স্বপ্নটাও আমি আবার দেখছি।'

pathagar.net

সেই একই স্বপ্ন? মিস ফেলোসের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। জেরীর সাথে ঘটে যাওয়া সেই অনাকাংখিত ঘটনার জের হিসেবেই সে তাহলে আবার স্বপ্নটা দেখতে শুরু করেছে।

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল টিমি। হাসতে চেষ্টা করায় তার বেখাপ্পা আকারের দাঁতগুলো বেড়িয়ে পড়ল। উপরের মাড়িটি বেশ উঁচু হয়ে ওঠায় ঠোঁট ব্যবহার করে তাকে আর ঢেকে রাখা গেল না। এরকম হাসি অন্য কারও কাছে কুৎসিত বলেই মনে হতো কিন্তু মিস ফেলোসের কাছে মনে হলো টিমির কিম্ভুতকিমাকার হাসিটার কোথাও যেন একটা মন কাড়া মায়া আছে।

'মিস ফেলোস, কবে নাগাদ আমি বাইরে যেতে পারব?'

'যখন তুমি বড় হব, মিস ফেলোস?'

'খুব শিঘ্রীই।' এই ছোট্ট কথাটি উচ্চারণ করতে ভীষণ বেগ পেতে হলো মিস ফেলোসকে।

হাত ধরে টিমিকে টেনে নিয়ে চললেন জানালার কাছে। পেড়িয়ে এলেন পাশাপাশি বড় তিনটে রুম। এই রুম তিনটি নিয়েই গঠিত হয়েছে স্ট্যাটিস সেকশন ওয়ান। ভেতরে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। কোন কিছুরই অভাব নেই। তবু সাত বছরের (আসলে কি সাত?) এই বাচ্চাটির কাছে তা স্রেফ জেলখানা বই আর কিছুই নয়।

জানালা হতে তাকলে দূরে চোখে পড়ে বনের কালো সীমারেখা। সেখানে উঁচু তারজালির গায়ে লাগান রয়েছে নিষেধ বাণী— 'অনুমতি ব্যতিত প্রবেশ নিষেধ।' জানালার গায়ে নাক চেপে ধরে বাইরে তাকাল টিমি।

'মিস ফেলোস, ঐ দূরেও কি যেতে পারব আমি?'

'এর চেয়ে আরও ভাল, আরও সুন্দর জায়গাতেই যেতে পারবে তুমি।' জানালায় চেপে থাকা বন্দী মুখটির দিকে চেয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন মিস ফেলোস।

তার বিস্তৃত কপালের ওপরের অংশটুকু বেশ খানিকটা সমতল। এলোমেলো চুলের গোছা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে সেই সমতল অংশটুকুতে। মাথার পেছনের প্রলম্বিত অংশটুকুর কারণে পুরো মাথাটিকে

অনেক বেশি ভারি বলে মনে হয়। চোখের ওপরে কপালের অংশটুকু বেশ খানিকটা বেড়িয়ে এসেছে সামনে। চিবুকের অংশটুকু ছিল সম্পূর্ণ গোল। বিস্তৃতমুখ, স্বল্প কেশ, বেখাপ্পা রকমের উর্ধ্ব মাড়ি, আর নিচের দিকে সরু হয়ে উঠা চোয়াল দুটো-সব মিলিয়ে টিমি ছিল দারুন কুৎসিত এক বালক তার এডিথ ফেলোস তাকে ভালোবেসে-ছিলেন একান্ত ভাবেই।

দূরে বনরাজির অস্পষ্ট অন্ধকারে একটা কিছু খুঁজছিলেন মিস এডিথ। আর ভাবছিলেন, না, কিছুতেই টিমিকে মরতে দিবেন না তিনি। তাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কিছু করতেই প্রস্তুত আছেন তিনি। যে কোন কিছুই।

স্যুটকেস খুলে ভেতরের জিনিসপত্রগুলো বের করতে শুরু করলেন মিস ফেলোস।

মাত্র তিনবছর আগে স্ট্যাটিস ইনকরর্পোরেশনের চৌকাঠ পেড়িয়েছেন মিস ফেলোস। সে সময়ে স্ট্যাটিসের কাজ বা এর ধরণ বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না তার। অবশ্য শুধু এডিথ কেন, স্ট্যাটিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ছাড়া বাইরের আর কেউ এ বিষয়ে একবিন্দুও জানত না। সে এখানে আসবার পরবর্তী দিনটিতেই বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারল সব।

স্ট্যাটিস কর্পোরেশনের পক্ষ হতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল একজন মহিলার আবশ্যকতার কথা, যার থাকবে শরীর তাত্ত্বিক ওজন, ক্লিনিক্যাল কেমিষ্ট্রির অভিজ্ঞতা আর সর্বোপরি শিশুদের প্রতি ভালবাসাময় একটি মন। ইতিপূর্বে প্রসূতি বিভাগে বেশ কিছু দিন সেবিকার কাজ করেছেন তিনি। তাই তার স্থির বিশ্বাস জন্মাল, বিজ্ঞাপনে ওরা প্রতিটি যোগ্যতাই তার রয়েছে।

ডেস্কের ওপরে বসে থাকা লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখছিল মিস ফেলোস। এই লোকটিই তাহলে বিজ্ঞাপনদাতা। ডেস্কের ওপরে রাখা নেমপ্লেট থেকে নামটি পড়ে নিয়েছে মিস এডিথ। লোকটির নাম জেরাল্ড হসকিনস। বুড়ো আংগুলে গাল ঘসতে ঘষতে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল লোকটি এডিথের দিকে। তার দৃষ্টি অনমনীয় করে তুলল মিস

এডিথকে। সে অনুভব করল তার মুখের মাংসপেশীসমূহ ততক্ষণে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোকের মাথায় টাক, আকারে বেশ স্থুল তিনি। প্রথম দর্শনে এডিথের কাছে ভদ্রলোককে বেশ গোমড়ামুখো বলেই মনে হলো। যে বেতনের একটি চাকরি এডিথ খুঁজছিল তার চেয়েও অনেক বেশি বেতনের উল্লেখ ছিল বিজ্ঞাপনটিতে। আর সে কারণেই ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে।

ভদ্রলোক কথা বলতে শুরু কারনে এবার, 'আপনি কি সত্যিই শিশুদের ভালবাসেন?'

'যদি না ভালবাসতাম, তবে সেটা মিথ্যে করে বলবার কোন প্রয়োজনও আমি বোধ করতাম না।'

'অথবা হয়ত আপনি শুধু সুন্দর শিশুদেরই ভালবাসেন।'

'ডক্টর হসকিনস, আমার কাছে শিশুরা শিশুই। আর সে শিশুটি সুন্দর নয়, তারতো আরও বেশি করে স্নেহের প্রয়োজন।'

'তাহলে ধরুণ আপনাকে নিয়োগটা দেয়া হলো?'

'অর্থাৎ চাকরিটা পেতে যাচ্ছি আমি?'

'হ্যাঁ, মিসেস ফেলোস। তবে এটাকে চাকুরি ভাববেন না, বরং তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু।'

কথা শেষে ছোট্ট করে হাসলেন ডক্টর। মুহূর্তের মধ্যে তার বিশাল মুখ জুড়ে এক অদ্ভুত সুন্দর মাদকতা খেলে গেল।

'দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেই পছন্দ করি আমি। আপনি কি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি আছেন?'

ছোট্ট হাত ব্যাগের ভেতর থেকে ক্যালকুলেটর বের করে কি সব হিসাব কষলেন মিস ফেলোস। তারপর যেন হিসাবকে অবজ্ঞা করেই জবাব দিচ্ছেন, এমন ভংগিতে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি রাজি।' চেয়ারে বসা অবস্থাতেই নড়ে উঠলেন ড. হসকিনস।

'আজ রাত্রিতেই আমরা স্ট্যাটিসের গবেষণাকে বাস্তব রূপ দিতে যাচ্ছি। আমার মনে হয় সে সময়টাতে আপনার এখানে উপস্থিত থাকা দরকার। রাত আটটায় আমাদের মূল কাজ শুরু হবে। খানিকটা আগে

অর্থাৎ সাড়ে সাতটা নাগাদ আপনি এখানে চলে আসুন। স্ট্র্যাটিসের অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে সে সময়েই আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।'

'কিন্তু, কিছু বিষয়...

'ঠিক আছে। হয়ত অনেক কিছুই আপনার কাছে ধাঁধার মতো লাগছে। সময়মতো সবকিছুই জানতে পারবেন।'

হসকিনসের ইশারায় হাসি মুখে কাছে এলেন একজন সেক্রেটারী। মিস এডিথকে বাইরে বের করে নিয়ে এলেন তিনি।

হসকিনসের কক্ষের বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে মুহূর্তের মধ্যে মিস ফেলোসের মনে কিছু প্রশ্ন জাগল। স্ট্যাটিস কি? এত সব কর্মী, এত বিশাল অফিস দালান, বাতাসে ছড়ানো প্রযুক্তির গন্ধ-এই সব নিয়ে গঠিত যে স্ট্যাটিস, কি তার কাজ? আর বাচ্চাদের বিষয়টিই বা যুক্ত হচ্ছে কেন এর সাথে?

ঠিক সাড়ে সাতটায় এসে পৌছুলেন তিনি। একের পর এক অসংখ্য মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের সাথে পরিচয় হলো তার। তার কাছে মনে হলো এসব মহিলা ও পুরুষারা যেন আগে থেকেই চেনেন তাকে আর তার কাজের ধরণটিও ইতিমধ্যে জেনে গেছেন তারা।

ড. হসকিনসও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তারা পরস্পর কাছাকাছি এলে হসকিনস বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন মিস ফেলোসের নাম। মনে হলো তিনি যেন বহুদূর থেকে তাকিয়ে আছেন মিস এডিথের দিকে।

কথা বলতে বলতে বারান্দার রেলিং-এর ধারে চলে এলেন তারা। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন মিস ফেলোস।

বেলকনি থেকেই নিচের আঙিনাটুকু পরিষ্কার চেখে পড়ে খালি এক টুকরো জমির ওপারে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য যন্ত্রপাতি। কন্ট্রোল প্যানেল এবং কম্পিউটারের কার্যকরী পৃষ্ঠের মধ্যকার কোন স্থানের মতই মনে হচ্ছে জায়গাটাকে। আরও খানিকটা ওপাশে রয়েছে ছাদবিহীন এক ক্ষুদে পুতুল ঘর। উচ্চতায় সাধারণ ঘরবাড়ির চেয়ে বেশ খানিকটা খাটো। পুতুল ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন এডিথ। প্রথম কক্ষে

pathagar.net

রয়েছে একটি ইলেকট্রনিক কুকার ও একটি ফ্রিজ। স্নানাদির ব্যবস্থাও রাখা আছে এ কক্ষটিতে। দ্বিতীয় কক্ষে রয়েছে একটি ক্ষুদে বিছানা, অথবা আমাদের সচরাচর ব্যবহৃত বিছানার অংশ বিশেষ।

অন্য একজন লোকও এসে যোগ দিলেন তাদের কথাবার্তায়। তাদের দু'জনের সাথে কথা বলছিলেন ড. হসকিনস। তারা তিনজন মিলেই দখল করে নিয়েছেন ব্যালকনির পুরো জায়গাটুকু। হসকিন্স অবশ্য অন্য লোকটিকে মিস ফেলোস-র সাথে পরিচয় করিয়ে দেননি। মিস ফেলোস গোপন চাহনিতে মেপে নিচ্ছেলেন ভদ্রলোককে। কত হবে ভদ্রলোকের বয়স? ত্রিশ অথবা একত্রিশ। বয়সের তুলনায় যথেষ্ট চিকন ও সুন্দর। তার ছোট্ট গোঁফ আর তীক্ষ্ণ সরু দুটো চোখ দেখে তাকে 'সদা-ব্যস্ত' লোক বলেই মনে হয়। এ মুহূর্তে হসকিন্সেকের সাথে কথা বলছিলেন তিনি।

'ড.হসকিনস এ বিষযের সবটুকু আমি বুঝেছি এ ভানটুকু আমি করতে চাই না। তবে একজন বুদ্ধিমান রূপকার হিসেবে এটা বুঝে নেয়ার আশা রাখছি আমি। একটা বিষয়ে অন্য অনেকের চাইতেই কম জানি আমি, আর সেটা হালো ম্যাটার অব সিলেকটিভিটি বা নির্বাচনের বিষয়টি।'

খানিকটা ঝুঁকে হসকিন্স বললেন, 'মি. ডেভেনি, যদি আপনার অমত না থাকে তাহলে এ বিষয়টিকে একটি উপমার মাধ্যমে আমি তুলে ধরতে চাই।'

(ডেভেনি নামটি অনেক বেশি পরিচিত শোনাল মিস এডিথের কাছে। ভদ্রলোককে নতুন ভাবে আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করল সে। হয়তো ইনিই-টেলনিউজ পত্রিকার খ্যাতনামা বিজ্ঞান লেখক, ক্যানডিড ডেভেনি। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ঘটনার দৃশ্যপটে যার উপস্থিতি অনিবার্য। মানুষের মঙ্গলে অবতরণের সময়ও তার ছবি নিউজ প্লেটে দেখতে পেয়েছিল এডিথ। যেহেতু এই লোক এখানে উপস্থিত হয়েছেন নিশ্চয়ই এখানেও গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে।)

খানিকটা হতোদ্যম হয়ে ডেভেনি বললেন, 'যদি ভেবে থাকেন সেটা আমাকে সত্যিই সাহায্য করবে তবে যে কোন উপমাই আপনি ব্যবহার

কারতে পারেন। তাহলে ধরুন, আপনি একটি বই পড়ছেন। সাধরণ আকার বিশিষ্ট অক্ষরের কোন বইকে যদি আপনার কাছ থেকে ছয়ফুট দূরে রাখা হয় তাহলে অক্ষরগুলোক পুরোপুরি অস্পষ্ট দেখবেন আপনি। ঠিক একইভাবে যদি বইটিকে আপনার চেখের এক ইঞ্চি দূরত্বের মাঝে স্থাপন করা হয় তাহলেও ঝাপসা দেখবেন আপনি। বইটিকে পড়বার জন্য এ দুটো অবস্থানের কোনটিকেই বেছে নেন না আপনি বরং চোখ হতে মোটামোটি এক ফুট দূরত্বে বইটিকে রাখেন যাতে লেখাসমূহ স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।'

'অথবা অন্য একটা উদাহরণের কথা বলি। আপনার ডান কাঁধ হতে ডান হাতের মধ্যমার প্রান্তভাগের মধ্যকার দূরত্ব হবে প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি। মধ্যমার শীর্ষ দিয়ে ডান কাঁধটিকে ছুঁতে কোনই বেগ পেতে হয় না আপনাকে। অথচ আপনার কনুই হতে সেই একই প্রান্তভাগের দূরত্ব আগের দূরত্বের অর্ধেক। কিন্তু সেই মধ্যমার প্রান্তভাগ দিয়ে কখনই কনুইকে ছুঁতে পারবেন না আপনি।'

'এই উপমাগুলোকে কি আমি আমার গল্পেও ব্যবহার করতে পারব?'

'কেন নয়? অনেক দিন ধরেই আপনার মত একজনের সন্ধানে ছিলাম আমি, যে কিনা এই বিষয়গুলোকেই অবলম্বন করে একটি গল্প লিখে ফেলবে। লেখার বিষয়ে যে কোন ধরনের তথ্যই আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন। এখন তো সেই সময়, যখন আমাদের কাঁধের উপর ভর করে পৃথিবীকে দেখতে হবে আশ্চর্যকর কিছু।'

'আচ্ছা ড. হসকিনস, কতটা সময়ের ওপাড়ে পৌছবার মতো প্রযুক্তি রয়েছে আপনাদের।'

হঠাৎ করে গলায় আশ্চর্যরকম নম্রতা এনে জবাব দিলেন হসকিনস, 'প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে।'

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসেও। মাইক্রোফোনের পুরুষ কণ্ঠস্বরটি মিষ্টি গলায় কি যেন বলে চলেছে। মিস ফেলোস সেইসব কথার কিছুই বুঝলেন না।

রেলিং-এ ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে নিচে উঁকি মারছেন মি. ডেভেনি।

pathagar.net

'আমরা কি কিছুই দেখতে পাব না, ড. হসকিনস।'

'না, কাজটা পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই দেখতে পাবেন না আপনারা। রাডারের নীতির উপর ভিত্তি করে অনির্দিষ্ট ভাবেই এখন আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটুকু হলো তেজস্ক্রিয় রশ্মিময় পরিবর্তে মেসন কণিকার ব্যবহার। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে অতীতের কোন এক সময়ে পৌঁছে আমাদের পাঠান মেসন কণিকা। এ কণিকার কিছুটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। এই প্রতিফলিত মেসন কণিকার অবসস্থানটিকেই অনুধাবনের চেষ্টা করি আমরা।'

'ব্যাপারটা বেশ জটিল।'

বরাবরের মতই সংক্ষিপ্তভাবে হাসলেন ড. হসকিনস।

'পঞ্চাশ বছরের গবেষণার ফলাফল এটি। আমি যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করি তারও চল্লিশ বছর আগ হতে চলছে এর গবেষণা। হ্যাঁ, বাস্তবিকই এটা দূর্বোধ্য।'

মাইক্রোফোনের লোকটি সম্বর্ধনার ভংগিতে হাত তুললেন উপরে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে হসকিনস বলতে শুরু করলেন, 'অতীতের কোন নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থান নিতে পুরো কয়েক সপ্তাহ লেগে যায় আমাদের। আমাদের নিজস্ব মাপকাঠিতে সময়কে ভাগ করে নিয়েছি আমরা। সেই মাপকাঠির ভিত্তিতে সময়ের কোথায় দাড়িয়ে আছি আমরা তা জানতে পারি। সময়ের মাঝ দিয়ে চলাচলের বিষয়ে আমাদের যে সাফল্য তাতে করে সময়ের প্রবাহ বিষয়টি আমাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকছে।'

সিট ছেড়ে কখন ওঠে দাঁড়িয়েছেন এডিথ নিজেই জানেন না। নিচে তেমন কিছুই নজর এলে না তার মাইক্রোফোনের মানুষটি শান্তভাবে উচ্চারণ করলেন, 'এখন।' চারপাশে নেমে এল পিনপতন নীরবতা আর পরমুহূর্তেই একটি ছোট্ট বাচ্চার তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার সেই নীরবতাকে খান খান করে ভেংগে দিল। নিচ হতেই চিৎকারটা ভেসে এসেছে বলে মনে হলো মিস ফেলোসের। মাথা ঝুঁকিয়ে নিচের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন তিনি। ড. হসকিনস এই প্রথম রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। সাফল্যের আনন্দে যেমন অস্থির হয়ে উঠে মানুষ তেমন ভাবেই কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন তিনি। 'দেখলেন মিস ফেলোস, আমরা সফল হয়েছি।'

pathagar.net

যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে কথাগুলো বললেন তিনি।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে থাকা মানুষগুলো সবাই দাড়িয়ে পড়েছে। কেউ হাসছে, টুকরো আলাপ জমে উঠেছে কারও কারও মাঝে। ইতোমধ্যেই সিগারেটও ধরিয়ে নিয়েছেন একজন। তারা তিনজন প্রবেশ করতেই একপলক দেখে নিল সবাই। পুতুলঘরের দিক হতে একটা মৃদু গুঞ্জন তখনও ভেসে আসছিল।

হসকিনস ডেভেনিকে বললেন, 'স্ট্যাটিসে প্রবেশের ব্যাপারে তেমন কোন বাধা নেই। এদিক হতে সম্পূর্ণ ভাবে নিরাপদ আমরা। ইতিপূর্বে অসংখ্য বার আমি নিজেই সেখানে প্রবেশ করেছি।'

খোলা দরজা পেরিয়ে এগোতে থাকলেন হসকিনস। ডেভিন ও মিস ফেলোস শুধু অনুসরণ করছিলেন তাকে। একটা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ আসছিল নাকে।

সেই গুণগুণ শব্দটা থেমে গেছে ইতোমধ্যে। তেমন কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। তাদের নিজেদের মাঝেও যেন হঠাৎ করে চেপে বসল নীরবতা।

ছোট্ট ঘরটার কাছাকাছি হতেই কারও হাঁটার থপ থপ শব্দ এবং খানিকটা মৃদু গোঙ্গানি শোনা গেল। হঠাৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিস ফেলোস। উদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় বাচ্চাটি? আপনারা কেমন করে এতটা নির্বিকার হতে পারছেন তা কিছুতেই মাথায় আসছে না আমার?'

বালকটি ছিল দ্বিতীয় ঘরে। সেখানে ছিল একটি বিছানা। দুটো নগ্ন বাদামী পায়ের পাতায় ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কাছেই মেঝেতে পড়ে আছে ঘন ঘাসের বিশাল এক স্তুপ। এতক্ষণ যে মাটির গন্ধ নাকে আসছিল তার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এবারে।

মিস ফেলোসের আতংকিত দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বিরক্ত সহকারে হসকিনস বলতে শুরু করলেন, 'এতটা সময়ের ওপাড় হতে কোন নির্দিষ্ট কিছুকেই পুরোপুরি পরিষ্কার ভাবে তুলে আনা সম্ভব হয় না। নিরাপত্তার জন্যই বালকটার দেহের চারপাশের পরিবেশের খানিকটাও আমরা তুলে

pathagar.net

আনার চেষ্টা করেছি। নতুবা হয়ত একটা পা কেটে যেতে পারত অথবা শরীরের অর্ধভাগ বাকী অর্ধভাগকে পিছনে রেখেই চলে আসত। সেটা নিশ্চয়ই কোনোভাবেই ভাল হত না।'

অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের যন্ত্রনায় মিস ফেলোস উচ্চারণ করলেন, 'অনুগ্রহ করে এবার থামুন, ড. হসকিনস।'

'আমরা শুধু দাঁড়িয়েই থাকব এখানে? নাকি বাচ্চাটার জন্য কিছু করব। দেখুন কেমন ভয় পেয়েছে ছোট্ট বাচ্চাটা।'

বাচ্চাটার কাছে গেলেন ড. হসকিনস। খানিকটা কুঁজো হয়ে পিছনের দিকে সরে এল সে। উপরের ঠোঁট খানিকটা ফাঁক করে বেড়ালের মত হিস হিস শব্দ করতে শুরু করল। দু'হাত ধরে মেঝে থেকে বাচ্চাটাকে দ্রুত উপরে টেনে নিলেন ড. হসকিনস।

'প্রথমে ওর একটা ভাল গোসল দরকার। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমূহ আপনাদের রয়েছে নিশ্চয়ই? যদি থাকে তাহলে ওটা এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। তাকে গোসল করানোর জন্য আমার কিছু সাহায্যের দরকার পড়তে পারে।'

মিস ফেলোসই এখন সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আর তা যথাযথ পালনও হচ্ছিল। একজন দ্বিধান্বিত দর্শকের ভূমিকা ছেড়ে একজন দায়িত্বশীল সেবিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। তাকে দেখে কোন ক্রমেই বোঝার উপায় নেই যে, এই খানিক্ষণ আগ পর্যন্তও তিনি ছিলেন একজন বিস্মিত দর্শক মাত্র।

বাচ্চাটার শরীরে লেগে থাকা ধূলো, ময়লা মাটি সব পরিষ্কার করা হলো।

মিস ফেলোসের দেখা এ যাবৎ কালের সবচেয়ে কুৎসিত বাচ্চাটি ছিল এটিই। কিম্ভূতকিমাকার মাথা থেকে শুরু করে বিকৃত পা পর্যন্ত সবটাতেই তার কদাকার ভাব।

অপর তিনজন কর্মীর সাহায্য নিয়ে তিনি যখন বাচ্চাটিকে পরিষ্কার করার ব্যস্ত অন্যরা ততক্ষণে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার করে ফেলেছে। বাচ্চাটা একমনে চেঁচিয়েই যাচ্ছিল।

pathagar.net

ড. হসকিনস অবশ্য আগেই আভাস দিয়েছিলেন যে, বাচ্চা কদাকার হতে পারে। কিন্তু সে আভাস খানি এরকম বিকৃত বা কুৎসিত চেহারার ধারে কাছেও যায় না। তার খুব ইচ্ছে করছিল বাচ্চাটাকে হসকিনসের হাতে সপে দিয়ে হন হন করে চলে যায়। কিন্তু পেশার মর্যাদা বলে একটা কথা আছে। এটাকে সে একটা এসাইনমেন্ট হিসেবেই গ্রহণ করেছে। তদুপরি হসকিনসের সেই ঠাণ্ডা চাহনি আর প্রশ্নটাও ঠিক মনে আছে তার। শুধু মাত্র সুন্দর বাচ্চা, তাই না মিস্ ফেলোস?

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন হসকিনস। সারাক্ষণই তার মুখে লেগেছিল এক টুকরো হাসি। বেরিয়ে যাবার আগে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন মিস এডিথ।

বাচ্চাটার কান্না ইতিমধ্যেই থেমে গেছে। চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চার পাশের সবকিছু দেখে নিচ্ছিল সে। মিস্ ফেলোস একটা নাইট গাউন দিতে বললেন কাউকে।

সাথে সাথেই নাইট গাউন চলে এলো। সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যেন আগে থেকেই জোগাড় করে রাখা হয়েছিল। শুধু তার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল সবাই। আগ বাড়িয়ে অবশ্য কোন কিছুই দেয়া হচ্ছিল না। হয়ত সেটা তার জন্য ছিল এক ধরণের পরীক্ষা। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন কিনা তারই পরীক্ষা। সাংবাদিক ডেভেনি কাছে এসে বললেন, 'আমি বাচ্চাটিকে ধরছি। আপনি এ ফাঁকে গাউনটা পরে নিন।'

কিছুটা অসুবিধা হলেও নাইট গাউনটা পরে নিলেন মিস ফেলোস। পলকহীন চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখছিল বাচ্চাটা। খানিক পরে তার হাতের ছড়ান আঙ্গুল গুলো এডিথের গাউনটাকে খামছে ধরল। এই খামছে ধরার মধ্যেও ছিল কি এক অস্বাভাবিকতা।

মিস ফেলোস নিজেকেই প্রশ্ন করছেন এমন ভাবে বললেন, 'তাহলে এখন?' মনে হচ্ছিল সকলেই এমনকি সেই ছোট্ট কুৎসিত বাচ্চাটাও তার কথা বলার জন্যই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ।

মিস ফেলোসে তীক্ষ্মভাবে বললেন, 'বাচ্চাটার জন্য খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আগে থেকে করা রয়েছে?'

pathagar.net

পরক্ষণেই একটি ভ্রাম্যমান ছোট্ট আলমিরা করে দুধ এলো। আলমিরার দুটো অংশ। শীতল অংশটুকুতে রাখা আছে তিন কোয়ার্টার দুধ। এছাড়াও রয়েছে উষ্ণ প্রকোষ্ঠ। কয়েক ফোঁটা ভিটামিন কপার-কোবাল্ট আয়রন সিরাপ এবং আরো অনেক কিছুই মেশান হলো দুধে। বেশকিছু ক্যানের ফলমূলও দেখা গেল আলমিরাটাতে।

খাবার হিসেবে প্রথমে দুধটিকেই বেছে নিলেন মিস্ এডিথ। রাডার ইউনিটে দশ মিনিটের মধ্যেই গরম করা হল সেটিকে। কাপ খানা কেমন করে ধরতে হয় বাচ্চাটা হয়ত সেটা জানে না, এটা ভেবে মিস্ ফেলোস অল্প একটু দুধ ঢাললেন পিরিচে। তারপর বাচ্চাটার ঠোঁটের কাছটায় নিয়ে পিরিচের প্রান্তটিকে মুখে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন।

পরমুহূর্তেই বাচ্চাটা বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল। তার জিহ্বাটা বেরিয়ে এসে ভেজা ঠোঁট দুটো চেটে দিল। পিরিচখানা মেঝেতে রেখে নিজের অজান্তে পিছিয়ে এলেন মিস ফেলোস।

পিরিচটার কাছে যেয়ে কুঁজো হল বালকটি। প্রথমে উপরে ও পরে পিছনে তাকাল সে। মনে হচ্ছিল কোন এক অজানা শত্রুর উপস্থিতির আশংকা ছিল তার মনে। তারপর দেহখানা ঝুঁকিয়ে বেড়ালের মত চুক্ চুক্ করে দুধ খেতে থাকল। অথচ পিরিচটা তোলার জন্য হাত ব্যবহার করল না সে।

এবার মিস ফেলোসের মুখে অদ্ভুত এক বিতৃষ্ণার ছাপ স্পষ্ট হল। শত চেষ্টাতেও এই মনোভাবটুকু এড়াতে পারছিলেন না তিনি। ডেভেনির চোখ এড়াল না সেটা। ড. হসকিনসকে প্রশ্ন করলেন, 'মিস ফেলোস কি সবকিছু জানেন?'

উদ্বিগ্ন হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিস ফেলোস, 'কিসের ব্যাপারে?'

উত্তরে কিছু বলার জন্য ইতস্তত করছিলেন ডেভেনি। ড. হসকিনস বললেন, 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।' ডেভেনি মিস ফেলোসকে বলতে শুরু করলেন। সবশেষে বললেন, 'মিস ফেলোস, আপনি হয়ত ঘুনাক্ষরেও এটা ভাবেননি, কিন্তু আপনিই হলেন সভ্যজগতের সর্বপ্রথম মহিলা যিনি একটি নিয়ানডার্থাল শিশুর প্রথম সেবিকাও বটে।'

এবার আর চুপ করে থাকলেন না মিস ফেলোস। 'ডক্টর, এ বিষয়ে

আপনি আগেই বলতে পারতেন আমাকে।'

'কেন? জানালেই বা কি এমন পার্থক্য হতো?'

'আপনি বলেছিলেন একটি বাচ্চার কথা।'

'ওকি বাচ্চা নয়? মিস ফেলোস, আপনি কি কখনো বিড়াল বা কুকুরের বাচ্চা পুষেছেন? ওগুলো কি দেখতে মানুষের মতই? এখানে যদি একটা শিশু শিম্পাজি থাকত, তাহলে কি এভাবেই বিরক্ত হতেন আপনি, আমি যতদূর জানি আপনি তিনবছর কোন এক প্রসূতি কেন্দ্রে সেবিকার কাজ করেছেন । তখন কোন কুৎসিত পঙ্গু বাচ্চার সেবা করতে কখনও কি অনীহা প্রকাশ করেছেন আপনি?'

'তবু পুরো ব্যাপারটি আগেই খোলাখুলি জানাতে পারতেন।'

'সেক্ষেত্রে হয়ত আপনি প্রথমেই বেঁকে বসতেন। ঠিক আছে যদি আপনার একাজে ইচ্ছে না থাকে তবে আমরা আপনাকে জোর করব না।' ড. হসকিনস ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে ছিলেন মিস এডিথের দিকে। কক্ষের এক কোণা হতে ওদের দু'জনকেই লক্ষ্য করছিলেন ডেভেনি। নিয়ানডার্থাল বাচ্চাটি ইতিমধ্যেই পিরিচের দুধটুকু শেষ করে মিস ফেলোসের দিকে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

হাত তুলে দুধের পিরিচের দিকটায় নির্দেশ করছিল আর পুনঃপুনঃ চিৎকার করে কেঁদে উঠছিল বাচ্চাটা।

বিস্ময়ে মিস ফেলোস বললেন, 'তাহলে সে কথা বলতে পারছে কেমন করে?'

হসকিনস বললেন, 'হোমো নিয়ানডার্থলানসিস আসলে আলাদা কোন প্রজাতি নয় বরং হোমো সেপিয়েন্সেরই একটি উপপ্রজাতি। আমাদেরই একটি প্রজাতির একজন সদস্য হিসেবে সে কেন কথা বলতে পারবে না? হয়ত এখন আরেকটু দুধ চাইছে ও।'

স্বপ্রনোদিত হয়েই দুধের বোতলটি হাতে নিলেন মিস ফেলোস। হসকিনস তার হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন, 'মিস ফেলোস,আরও বেশিদূর যাবার আগে একটা ব্যাপার আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার। সেটা হল, আপনি কি কাজটা করবেন, নাকি ছেড়ে দিবেন?'

বিরক্তিতে হাত ছাড়িয়ে নিলেন মিস ফেলোস। 'আমি না থাকলে

pathagar.net

বাচ্চাটাকে কেমন করে খাওয়াবেন আপনি? কিছুটা সময় হয়ত আমি এখানে আছি। তবে কতক্ষণ থাকব তা এখনও সিদ্ধান্ত নেইনি।' সদলবলে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করলেন হসকিনস।

'ঠিক আছে মিস ফেলোস। আমরা বাচ্চাটাকে আপনার তত্ত্বাবধানেই রেখে যাচ্ছি। স্ট্যাটিস নাম্বার ওয়ানে ঢোকার দরজা মাত্র একটি। দরজাটা সারাক্ষণ তালা মারা থাকবে। তদুপরি দু'জন সতর্ক প্রহরীর পাহারা দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ছাদের উপর থেকেও এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। এখানে তেমন কিছু ঘটলে তাৎক্ষণিক ভাবে স্বয়ংক্রিয় কিছু যন্ত্র আমাদের সতর্ক করবে।'

'তাহলে সারাক্ষণই আপনারা আমাকে অনুসরণ করছেন।'

বেলকনি হতে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখা দৃশ্যটি কল্পনায় আনতে চেষ্টা করলেন মিস ফেলোস।

'না, না মিস ফেলোস। আপনার নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্রটুকু যাতে কোনভাবেই ক্ষুন্ন না হয়, সেদিকে পূর্ণ নজর রাখা হবে। সিম্বলিজম দ্বারা গঠিত দৃশ্যাবলীর সাহায্যে একটি কম্পিউটার এই সার্বক্ষনিক তদারকী নিয়ন্ত্রণ করবে। আজ রাত্রিটা আপনি বাচ্চাটার সাথে থাকবেন। পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত প্রতি রাত্রে এভাবেই এখানে অবস্থান করতে হবে আপনাকে। দিনের কোন এক সময়ে কিছুক্ষণের জন্য অবসর পাবেন আপনি। সেটা আপনার ইচ্ছে অনুযায়ীই স্থির করা হবে।'

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে যতই দেখছিলেন ততই বিস্মিত হচ্ছিলেন মিস ফেলোস। 'আচ্ছা ড. হসকিনস, চারপাশে এতসব আয়োজন কিসের? নিয়ানডার্থাল শিশুটি কি কোন ভাবে বিপজ্জনক হতে পারে?'

'মিস ফেলোস, জানি না কেমন করে আপনাকে বুঝাব। তবে এটা একটা শক্তির ব্যাপার। এই রুম ছেড়ে কোন ভাবেই তাকে অন্য কোথাও যেতে দেওয়া যাবে না। কোন কারণেই নয় কখনোই নয়, এমন কি ক্ষণিকের জন্য নয়। এমনকি তার জীবন রক্ষার জন্যও যদি বাইরে যাবার প্রয়োজন দেখা দেয় তখনও এই কক্ষ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না সে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝাতে পেরেছি মিস ফেলোস।'

pathagar.net

মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালেন মিস ফেলোস।

'আপনার সবগুলো আদেশই যথাযথ পালন করা হবে আর আমাদের পেশাটাইতো হলো আদেশ পালন করার, যেখানে নিজস্ব নিরাপত্তা বা সুবিধার কথা অনেক সময়ই বিবেচনা হারায়।'

'যদি আপনার কিছু দরকার পড়ে তাহলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন?'

সহযোগী দু'জনসহ বেরিয়ে গেলেন ড. হসকিনস।

এতক্ষণে বাচ্চাটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলেন মিস ফেলোস। বাচ্চাটা এতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে তাকেই দেখছিল। পিরিচে মুখ দিয়ে কেমন করে দুধ খেতে হয় বাচ্চাটাকে সেটাই শেখাবার চেষ্টা করলেন মিস ফেলোস।

বাচ্চাটার মুখ থেকে ভয়ার্ত দৃষ্টিটুকু তখনও সরেনি। তার চোখদুটো সর্বক্ষণ সেটে ছিল মিস ফেলোসের উপর। দুহাত দিয়ে বাচ্চাটার চুলে বিলি কাটতে শুরু করলেন তিনি।

'বাথরুম কেমন করে ব্যবহার করতে হয় তাই এখন তোমাকে দেখাব আমি। তুমি নিশ্চয়ই শিখে নিতে পারবে।' নিচু স্বরে বাচ্চাটার সাথে কথা বলছিলেন মিস ফেলোস। হয়ত বাচ্চাটা তার কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তার স্বরের প্রশান্ত ভাবটুকু তাকে স্পর্শ করেছিল নির্ঘাত।

'তোমার হাত দুটো কি ধরতে পারি আমি?' হাত দুটো সংকুচিত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে দিল সে। মোলায়েমভাবে সেগুলো স্পর্শ করলেন মিস ফেলোস।

'এইত, ঠিক আছে। এবার এখানে খানিক্ষণ চুপটি করে বসে থাক।'

কিছুতেই যেন সময় এগোচ্ছিল না। মিস ফেলোস অবশ্য সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। বাথরুম বা বিছানা কোনটি ব্যবহারই শেখান গেল না তাকে। পাশের ঘর হতে একটা অতিরিক্ত তোষক এনে মেঝেতে পেতে দিলেন মিস ফেলোস। 'ঠিক আছে, তোমার ভাললাগে তবে মেঝেতেই শুয়ে থাক।'

বাচ্চাটা যে কক্ষে ছিল তার পাশের কক্ষে চলে এলেন মিস ফেলোস।

pathagar.net

এটাই হল প্রথম কক্ষ। দুই কক্ষের মাঝের দরজাটা বন্ধ করে পরনের কোটটি খুলে ফেললেন মিস ফেলোস। এখানেই মেঝেতে শুতে হবে তাকে। কি আশ্চর্য ঘরে একটা আয়নাও রাখেনি ওরা। তার নিজের জিনিসপত্র রাখার জন্য একটা আলাদা ওয়ার্ডরোব আর ব্যবহারের জন্য একটা আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থাও তো তারা করতে পারত? ঘুম আসছিল না কিছুতেই। পাশের কক্ষ থেকে কখন অস্বাভাবিক কোন আওয়াজ ভেসে আসে, সেটা শোনার জন্যেই যেন সারাক্ষণ উৎকীর্ণ হয়েছিল তার কান। হঠাৎ তার মনে হল বাচ্চাটা যদি দেয়াল ভেদ করে চলে আসে। বানরের মত দেয়াল বেয়ে ওতো উপরে উঠতে পারে। যেহেতু কোন কক্ষেই সিলিং নেই...

হসকিনস অবশ্য বলেছিলেন পর্যবেক্ষণকারী ডিভাইসের মাধ্যমে সারাক্ষণই সিলিং এ নজর রাখা হবে। কিন্তু সাহায্য এসে পৌছতে পৌছতেই যদি বিপদ ঘটে যায়। বাচ্চাটা ত বিপজ্জনকও হতে পারে। শারীরিকভাবে যদি সে বিপজ্জনক হয়...

অবশ্য সে ক্ষেত্রে হসকিনস নিশ্চয়ই তাকে তেমন কিছু আভাস দিতেন। আর তাকে নিশ্চয়ই এখানে একা থাকতে বলতেন না।

হঠাৎ তার ভীষণ হাসি পেল। কি আবোল-তাবল ভাবছে সে। বাচ্চাটার বয়স বড় জোর তিন কি চার হবে। হাত পায়ে ঠিক মত নখই গজায়নি এখানো।

তবুও দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়াত পারছিলেন না কিছুতেই। হঠাৎ মনযোগ দিয়ে কিছু একটা শুনতে চেষ্টা করলেন তিনি। হ্যাঁ, বাচ্চাটা কাঁদছে। কোন ভয়ার্ত স্বরে না। মৃদুভাবে, একটানা কেঁদে যাচ্ছিল সে। কোন নিঃসঙ্গ শিশুর হৃদয় বিজড়িত ফোঁপানির মতই শোনাছিল সেটা।

এই প্রথমবার বাচ্চাটার জন্য এক অপরিসীম করুণা অনুভব করলেন মিস ফেলোস। মাথার আকার যেমনই হোক না কেন, ও তো বাচ্চাই। ওর মত করে এতিম হয়নি, এর আগে অন্য কোন এতিম। সে কেবল তার মা কিংবা বাবাকেই হারায়নি। বরং তার সমসাময়িক সমস্ত প্রজাতি থেকেই হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। তার সময়কার পৃথিবী থেকে তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে সেই তার প্রজাতির একমাত্র জীবিত

সদস্য।

বিছানা থেকে নেমে ওপাশে কক্ষের দিকে পা বাড়ালেন মিস ফেলোস।

হসকিনসের অল সার্কিট ইন্টারভিউ দেখার সৌভাগ্য হলো না মিস ফেলোসের। যদিও পৃথিবীর সবকটি দেশের সবকটি মাধ্যমেই প্রচারিত হল তা। এমনকি চাঁদের আউটপোষ্টগুলোতেও সম্প্রচার করা হলো সেই ইন্টারভিউ। মিস ফেলোস ও বাচ্চাটা যে অ্যাপার্টমেন্টটিতে থাকতেন শুধু মাত্র সেখানেই পৌছল না তার অবাক করা ভাষা।

পরদিন সকালে অফিস বিল্ডিংয়ের নিচের তলায় দেখা গেল তাকে, বেশ খানিকটা উচ্ছল ও প্রানবন্ত যেন।

মিস ফেলোস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন্টারভিউ কেমন দিলেন?'

'খুব ভাল। কিন্তু, টিমি কেমন আছে?'

টিমি নামটি ব্যবহার করায় মিস ফেলোস খানিকটা পুলক অনুভব করলেন।

'ড. হসকিনস, টিমির ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। টিমি লক্ষী সোনা বাইরে এসো, দেখ কে এসেছে? এই ভদ্র লোক তোমাকে আঘাত করবেন না।' কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরুল না টিমি। দরজার ওপাশে উসকো খুসকো চুলের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। হয়ত আড়াল থেকে চুপিসারে সে উঁকি মেরে দেখছিল বাহিরটুকু।

মিস ফেলোস বলতে শুরু করলেন, 'আসলে ক্রমশই, সে সব কিছু সহজ ভাবে বুঝে নিতে সক্ষম হচ্ছে। আমার ধারণা সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান একটি ছেলে।'

'আপনি কি এতে অবাক হচ্ছেন?'

খানিকটা ইতস্তত ভঙ্গিতে মিস ফেলোস বললেন, 'অবশ্যই। আমার ধারণা ছিল সে একটা বানর শিশু।'

ড. হসকিনস বললেন, 'বানর শিশু হোক বা না হোক, আমাদের জন্য সে একবিশাল সম্পদ। কেন না তার কারণেই স্ট্যাটিস কর্পোরেশন এ দেশের মানচিত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচিতি পেতে সক্ষম হয়েছে। আর সেখানেই আজ দাঁড়িয়ে আছি আমরা, মিস ফেলোস। দশ বছর

pathagar.net

ধরে আমরা কেবল জুতোর ফিতা বাঁদতেই ব্যস্ত ছিলাম। তেমন কিছু করে উঠতে সক্ষম হইনি। যেখানে হতে পেরেছি তিল তিল করে তৈরি করেছি প্রয়োজনীয় কাণ্ড। এই নিয়ানডার্থাল শিশুটিকে এখানে নিয়ে আসার এই যে বিশাল আয়োজন দেখছেন, তার পুরো খরচের প্রতিটি পয়সাই হয় ধার করা নয়ত অন্য কোন প্রজেক্টের জন্য দেয় অর্থ হতে কৌশলে সরিয়ে রাখা। কারও কোন অনুমতি ছাড়াই মূলত এটা করা হয়েছিল। এই প্রজেক্ট সফল না হলে আমাদের একেবারে সর্বশান্ত হতে হতো।'

'ও! তাহলে এ কারণেই বুঝি সিলিং দেয়া সম্ভব হয়নি।'

'হ্যাঁ?'

'অর্থাৎ ছাদের নির্মাণ বাবদ কোন অর্থই শেষ অবধি ছিল না আমাদের হাতে?'

'না, এটাই একমাত্র কারণ নয়। আসলে, যে নিয়ানডার্থাল মানুষটিকে আমরা নিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম তার বয়স কত হবে সেটা আগে থেকেই জেনে নেবার কোন উপায়ও আমাদের জানা ছিল না। সময়ের একটা আনুমানিক ধারণা শুধুমাত্র পেতাম আমরা। যাকে এনেছি সে বেশ বড় সড় ও হিংস্রও হতে পারত। সেক্ষেত্রে তাকে খাচার ভেতর পুরে রাখা অবস্থায় দূর হতে অবলোকন করা ছাড়া আমাদের আর কোনই উপায় থাকত না।'

'সেটা যখন হয়নি, তাহলে এখন সিলিং তৈরি করে ফেলতে আপনাদের নিশ্চয়ই তেমন কোন অসুবিধা নেই।'

'হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই। এখন আমাদের আর কোন অর্থাভাবও নেই। বিভিন্ন দাতা প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে ইতোমধ্যেই অর্থ সাহায্য দেবার প্রস্তাব এসেছে। আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মিস ফেলোস।' তার প্রশস্ত মুখে হাসি ফুটল। এমনকি যখন তিনি পিছন ফিরলেন মনে হচ্ছিল তার পেছনটাও বুঝি হাসছিল। মিস ফেলোসের মনে হল, পেশাগত দায়িত্বের বাইরে ড. হসকিনস নিঃসন্দেহে চমৎকার এক লোক।

কয়েক মাস না যেতেই, মিস ফেলোস নিজেকে স্ট্যাটিস ইনকর্পোরেশনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভাবতে শুরু করেন। কর্পোরেশনের পক্ষ

থেকে তাকে দেওয়া হল পুতুল ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট নিজস্ব অফিস। অফিস ঘরের দরজায় লাগানো রয়েছে নেমপ্লেট। বেতন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাদিও বেড়ে গেল। পুতুল ঘরের সিলিং নির্মাণ করা হল। পুরোটা পুতুল ঘর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সামগ্রী দিয়ে নতুন করে সাজানো হল। স্নান ঘরের সংখ্যাও দাঁড়াল দুইয়ে। ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসের ভিতরেই মিস ফেলোস পেলেন নিজস্ব একখানা এপার্টমেন্ট। কোন বিশেষ কারণ ছাড়া রাত্রিতে নিজের এপার্টমেন্টে রুমে এসেই ঘুমাতেন তিনি। পুতুলের এবং তার এপার্টমেন্টের মাঝে ইন্টারকম স্থাপন করা হয়েছিল।আর সেটা ব্যবহার করাও শিখে নিয়েছিল টিমি।

টিমির কুৎসিত চেহারাটা ধীরে ধীরে সয়ে এসেছিল মিস ফেলোসের। একদিন রাস্তায় বেখাপ্পা বড় কপাল আর বিশ্রীরকমভাবে প্রলম্বিত চিবুকের এক সাধারণ ছেলেকে দেখে তিনি পলকহীন ভাবে চেয়েছিলেন। চোখ সরিয়ে নিতে তাকে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে পেরে চুপি চুপি হাসলেন তিনি।

হসকিনসের কদাচিৎ আগমন এখন পরিণত হয়েছে প্রাত্যাহিকতায়। প্রায় বিকেলেই এসে দেখা করেন তাদের সাথে। স্ট্যাটিসের প্রধান হিসেবে তার কার্যভারও গেছে বেড়ে। হয়ত অখণ্ড কাজের ফাঁকে এটাকে তিনি আনন্দময় অবসর হিসেবেই নিতেন। বাচ্চাটার প্রতি একটা আবেগময় অনুভূতিও হয়ত সেখানে কাজ করত। অবশ্য মিস ফেলোসের মনে হত, তার সাথে কথা বলে আনন্দ পান বলেই ড. হসকিনস এত ঘন ঘন এখানে আসছেন।

ড. হসকিনস সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু জেনে নিয়েছেন মিস ফেলোস। অতীতে প্রেরণ করা মেসোনিক বীমের প্রতিফলিত অংশটুকুকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন ভদ্রলোক। এই স্ট্যাটিস কর্পোরেশনের প্রতিষ্টা ও সফলতার পিছনেও তার অবদান অপরিসীম। তার চরিত্রের শীতলতার ভাবটুকু শুধুমাত্র অন্তর্গত উদারতা ও দয়ার একটা অবরণ সৃষ্টির জন্যই। আর সবচেয়ে দারুণ খবরটি হলো তিনি ছিলেন বিবাহিত।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ব্যাপারগুলোই শুধুমাত্র বুঝতে পারতেন না

pathagar.net

মিস ফেলোস। আর তাই সে প্রসঙ্গগুলো এড়িয়ে চলতেন সযত্নে। এ ছাড়া আর সব বিষয়েই তিনি ছিলেন সপ্রতিভ। এমনকি ফিজিওলজিষ্টদের সাথে তর্ক করতেও কখনো পিছপা হতেন না তিনি। একদিন ড. হসকিনস তাকে আবিষ্কার করলেন দারুন ক্ষিপ্ত অবস্থায়। উচ্চকিত গলায় মিস ফেলোস বলে চলেছেন, 'না, আপনাদের কোনই অধিকার নেই, কোন অধিকারই নেই। সে নিয়ানডার্থাল হতে পারে কিন্তু জন্তু তো নয়।'

পুতুল ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন গবেষণা অফিসারকে লক্ষ্য করে মিস ফেলোস কথাগুলো বলছিলেন। তার চোখে মুখে ছিল স্পষ্টত: রাগের ছাপ। অতপর টিমির ঘরে ঢুকে পরলেন তিনি।

ড. হসকিনস টিমির ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। 'আসতে পারি?' উঁকি দিলেন মিস ফেলোস। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন মিস ফেলোস। তারপর খানিকটা দ্রুততায় টিমিকে পাজাকোলা করে কোলে তুলে নিলেন।

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হসকিন্স বললেন, 'টিমিকে দেখে সুস্থই মনে হচ্ছে। মিস ফেলোস বললেন, প্রতিদিনই তারা কোন না কোন ছুতোয় আহছে। আর এখন এসেছে রক্তের নমুনা নিতে। তারা তাকে সিনথেটিক খাদ্য খেতে দিচ্ছে, যা কিনা আমি কোন শুয়োরকেও খেতে দিতাম না।'

একজন মনুষ্য শিশুর ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এরকমটি করত না। এটাও কিন্তু আপনার ভেবে দেখা উচিত। টিমির উপরও এরকমটি তারা করতে পারে না। ড. হসকিনস এ বিষয়ে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনিই তো বলেছেন টিমির আগমনের ব্যাপারটি স্ট্যাটিস ইনকর্পোরেশনকে মানচিত্রে স্থান দিয়েছে। এক্ষেত্রে টিমির প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞতা বোধও কি আমাদের থাকা দরকার নয়? যতদিন না সে সব কিছু বুঝতে সক্ষম হচ্ছে ততদিন এই সমস্ত গবেষকদের আপনি টিমির কাছ হতে দূরে রাখার ব্যবস্থা করুন। প্রায় রাত্রেই চোখের পাতা এক করতে পারে না। এখন আমি আপনাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিলাম। (হঠাৎ মিস ফেলোসের গলার স্বর স্বর্ব তুঙ্গে পৌছে গেল।) তাদেরকে কোনভাবেই এখানে ঢোকার অনুমতি দিচ্ছি না আমি।'

pathagar.net

উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি হঠাৎ সেটা বুঝতে পারলেন মিস ফেলোস।

তারপর খানিকটা শান্ত ভাবে বললেন, 'আমি জানি ও একজন নিয়ানডার্থাল কিন্তু আমরা মানুষেরা নিয়ানডার্থালদের একটা বিরাট সাফল্যকে কোন দিনই মনে করার চেষ্টা করি না। তাদের উপরে অনেকটা পড়াশুনা করেছি আমি। ওদের ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি। মানুষের সভ্যতার বেশ কটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের উৎপত্তি কিন্তু তখনই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গৃহপালন, চাকার আবিষ্কার অথবা পাথর গুড়ো করার পদ্ধতির কথা। মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্মও ঘটেছিল ঠিক তখনই। মৃত আত্মীয় পরিজনকে তারা কবর দিত। মৃতদেহের সাথে মাটি চাপা দিত তার ব্যবহার্য সমস্তদ্রব্য কেন না তাদের ফবিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পরে অন্য আরও একটি জীবন রয়েছে। ধর্মের আবিষ্কার করেছিল মূলত: তারাই। আর এ সব থেকে কি বলা যায় না যে একজন মানব শিশুর মত ব্যবহার পাওয়ার অধিকার টিমির রয়েছে।' টিমিকে কোল থেকে নামিয়ে খেলার ঘরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন মিস ফেলোস। দরজা খোলায় ঘরের ভিতরের খেলনাগুলোর দিকে চোখ পড়ল তার। মুচকি হাসলেন ড. হসকিনস।

ব্যস্ত হবার ভঙ্গীতে মিস ফেলোস বললেন, 'না-না এ ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমি শুধু ভাবছিলাম যে, প্রথমদিন হতেই কেমন করে আপনি গুছিয়ে দিয়েছি বলে,প্রথমেতো আপনি ভীষণ ক্ষেপে উঠেছিলেন আমার উপরে।'

মিস ফেলোস নিচু স্বরে বললেন, 'আসলে আমি খুব বেশি...ক্ষেপে উঠেছিলাম...

বিষয়বস্তু পরিবর্তন করলেন ড. হসকিনস, 'আচ্ছা মিস ফেলোস, টিমির বয়স কত হবে বলে মনে করেন আপনি।'

'আমি ঠিক বলতে পারব না, কেনা নিয়ানডার্থালদের বেড়ে ওঠার পদ্ধতিটি আমরা জানি না। আকার আয়তনে তাকে তিন বছরের শিশু বলে মনে হয়। অবশ্য নিয়ানডার্থালরা আকারে খানিকটা ছোটই হয়ে থাকে। তার উপরে তারা (গবেষকরা) যে ভাবে তাকে বিরক্ত করতে

শুরু করেছে। সম্ভবত সে প্রকৃত ভাবে বাড়তে পারছে না।'

'তবে যে রকম ভাবে সে মুখের ভাষাটা আয়ত্ব করে নিচ্ছে। তাতে আমি বলব তার বয়স চারের কিছুটা বেশি।'

'আসলেই? রিপোর্টে অবশ্য তার ইংরেজী শেখার ব্যাপারটা কোথাও পাইনি।'

'আমি ছাড়া আর কারও সাথে সে অবশ্য কথা বলে না। অন্য মানুষজন দেখলেই ভয় পেয়ে যায় সে। আমার কথার বেশিরভাগই সে বুঝে নিতে পারে। কোন বিশেষ খাবার পছন্দ হলে সেটা সে বলে। কোন কিছু প্রয়োজন হলে সেটাও সে বোঝাতে পারে। অবশ্য (একপলকে হসকিনসকে মেপে নিলেন মিস ফেলোস, হ্যাঁ এইতো সময়) তার এই বেড়ে উঠা আর সম্ভব নাও হতে পারে।'

'কেন নয়?' হসকিনসের চোখে মুখে উদ্বিগ্নতা দেখা দিল।

'যেকোন শিশুরই বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন উদ্দীপনা। অথচ টিমি বাস করে নিঃসঙ্গ বন্দী এক পৃথিবীতে। যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করি আমি। কিন্তু তার সাথে সারাক্ষণ কাটাতে পারি না আমি। আর সে যা চায় তার সবটুকুও আমি নই। ড. হসকিনস, আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হল খেলার জন্য ওর একজন সঙ্গী প্রয়োজন।'

ধীরেধীরে মাথা ঝাঁকালেন ড. হসকিনস। 'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: সে কেবল একজনই নয় কি?'

তৎক্ষণাৎ মিস ফেলোস বললেন, 'আপনি তো টিমি কে পছন্দ করেন, তাই না? কারও ভিতরে পছন্দের ব্যাপারটা থাকা সত্যিই চমৎকার।'

'ও...হ্যাঁ অবশ্যই।' হসকিনসের চরিত্রের শীতলতাটুকু ততক্ষণে চলে গেছে। তার চেখে মুখে উদ্বিগ্নতা উঁকি দিল।

এইবার মিস ফেলোসে তার আসল চাল চাললেন। 'আপনাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ড. হসকিনস।'

'ও তাই নাকি? তাহলে তো আমাকে আরও সজীব থাকার চেষ্টা করতে হবে।'

'আমার ধারণা স্ট্যাটিস ইনকর্পোরেশন নিজেও ব্যস্ত আর আপনাকেও দারুণ ব্যস্তার মধ্যে রেখেছে।'

উদাসীন ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাকালেন ড. হসকিনস। 'সম্ভবত তাই। আসলে খনিজ, উদ্ভিদ আর প্রাণী তিনটি বিষয়ই এখানে সংশ্লিষ্ট। মিস ফেলোস আমার মনে হয় আপনি সম্ভবত আমাদের ডিসপ্লে দেখেন নি।'

'না, সম্ভবত আমি অতটা আগ্রহী ছিলাম না বলেই সেটা হয়নি। অবশ্য আমি খুব একটা অবসরও পাইনি যে সেগুলো দেখব।'

'তাহলে, আগামী কাল এগারটায় আমি আপনাকে ডেকে পাঠাব আর তখনই দেখাব আমাদের বিশাল সংগ্রহ। আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।'

মিস ফেলোস হাসলেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

প্রত্যুত্তরে মাথা ঝাঁকালেন ড. হসকিনস এবং হেসে বিদায় নিলেন। মিস ফেলোস দিনের বাকী সময়টা যখনই অবসর পেলেন তখনই পুরোটা দৃশ্য মনে মনে ভাবছিলেন।

পরদিন যথা সময়ে দেখা হল তার সাথে। তিনি সদা হাস্য মুখর। মিস ফেলোস তার সেবিকার পোশাক ছেড়ে এসেছেন। সংক্ষিপ্ত পোশাক তাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে। ড. হসকিনসের অবশ্য সেটাই মনে হল। অফিস বিল্ডিংয়ের ওপাশে একটা নতুন ভবনে হসকিনস তাকে নিয়ে এলেন। এ অংশটাতে ইতিপূর্বে কখনোই আসেননি মিস ফেলোস। সদ্য নির্মাণের একটা সুক্ষ্ম গন্ধ ছড়ানো আছে চারধারে। নির্মাণ কাজ তখনও চলছিল। দূর থেকে ভেসে আসা চাপা শব্দ শুনে মিস ফেলোসের মনে হল যে দালানটিকে আরো বর্ধিতকরণের কাজ চলছে।

'প্রাণী উদ্ভিদ আর খনিজ...'

ঠিক যেমন করে বলে ছিলেন গত দিন সে ভাবেই শুরু করলেন হসকিনস। 'এ অংশটাতে রয়েছে পশু পাখি। আর এগুলোই হল আমাদের প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু।'

পুরোটা জায়গা ছিল অনেকগুলো ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। হসকিনস তাকে দর্শকদের জন্য ব্যবহৃত একটি কাউন্টারের কাছে নিয়ে এলেন। ভিতরে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন মিস ফেলোস। পাখির মত মাথা আর লেজ বিশিষ্ট একটি মুরগী। সরু সরু দুটো পায়ের উপর

pathagar.net

ভর করে দেয়ালের এক ধার হতে অন্য ধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। তার ক্ষুদ্র পদের থাবা সমূহ অনবরত মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছিল আর পরক্ষণেই ছড়িয়ে পড়ছিল।

'এটাই আমাদের ডাইনোসর। কয়েক মাস ধরে এখানে আছে। আমরা এখনও জানি না কখন এটাকে আবার পূর্বের জায়গায় রেখে আসতে পারব।'

'ডাইনোসর? এই এতটুকু?'

'ডাইনোসর বলতে কি আপনি দানব আকৃতির কিছু মনে করেন নাকি?'

গালে টোল পড়ল মিস ফেলোসের।

'আমার ধারণা অনেকেই করেন। আমি অবশ্য জানি তাদের কোন কোনটি আকারে বেশ ছোট।'

'আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না আমাদের মূল মনযোগ কিন্তু ছোট আকারের কিছুকে নিয়েই। অবশ্য, এটা এখনও গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে। তবু আপনাকে বলতে কোন বাধা নেই। বেশ কিছু মজার বিষয় ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্রাণীর কথাটাই ধরুন, এটি কিন্তু পুরোপুরি শীতল রক্ত বিশিষ্ট নয়। বাইরের পরিবেশের চেয়ে ভেতরের তাপমাত্রাকে খানিকটা বেশি রাখার জন্য এর রয়েছে অসম্পূর্ণ বা ক্রটিযুক্ত ব্যবস্থা। দুর্ভাগ্য ক্রমে এটি একটি পুরুষ। এটিকে নিয়ে আসার পর থেকেই একটি স্ত্রী ডাইনোসর প্রজাতিকে এখানে নিয়ে আসার অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা। অথচ কোন ভাবেই সফল হতে পারিনি আমরা।'

'স্ত্রী কেন?'

লঘু পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টিতে ড. হসকিনস এবার তাকালেন মিস ফেলোসের দিকে। 'যাতে করে আমরা একটা ডিম্বাণু পেতে পারি। আর সেটা থেকে জন্ম দিতে পারি একটি শিশু ডাইনোসরের।'

ট্রাইলোবাইট সেকশনে তাকে নিয়ে এলেন ড. হসকিনস। ঐ যে ওপাশে ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছেন তিনি হলেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যতিমান প্রফেসর ড. ভোয়েন। তিনি একজন নিউক্লিয়ার কেমিষ্ট। আমার স্মৃতি যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ভদ্রলোক বর্তমানে

পানির অক্সিজেনে একটি আইসোটোপ যোগ করবার চেষ্টাতে ব্যস্ত রয়েছেন।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ আমাদের প্রাচীন পৃথিবীর পানির গঠন সেরকমটিই ছিল। তা প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগেকার কথা। সে সময়ে আইসোটোপীয় অনুপাতের ফলে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা অত্যাধিক হারে বাড়তে থাকে।

ট্রাইলোবাইটদের গবেষণার ভদ্রলোকের অবশ্য তেমন কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মূলত: ট্রাইলোবাইটদের দেহ ব্যবচ্ছেদেই নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। তাদের কাজ অবশ্য যথেষ্ট সোজা।কেন না তাদের কাজের জন্য প্রয়োজন শুধু ছুরি, কাঁচি আর মাইক্রোস্কোপ।

প্রতিবার কোন নতুন গবেষণার হাত দেবার আগে ডয়েনকে একটি নতুন মাস স্পেকটোগ্রাফ তৈরি করে নিতে হয়।

'কিন্তু কেন? তিনি কি পারেন না ... '

'না, তিনি পারেন না। সাহায্যকারী যন্ত্রের কোনটিকেই কক্ষের বাইরে নেবার কোন উপায় আমাদের জানা নেই।'

আদিম পৃথিবীর উদ্ভিদরাজি আর গাঠনিক শিলার বেশ কিছু নমুনা ছড়িয়ে ছিল এখনো সেখানে। ওগুলো ছিল উদ্ভিদ ও খনিজ বিভাগের অন্তর্গত। প্রতিটি নমুনারই ছিল একজন করে গবেষক।

মিস ফেলোসের কাছে পুরো ভবনটিকেই একটি যাদুঘর বলে মনে হলো। যার প্রতিটি নমুনা যেন জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। ভবনটি নিঃসন্দেহে মানুষের অতিমানবিক গবেষণার এক সফল মাইলফলক।

'ড. হসকিনস, এই যা কিছু দেখছি এবং সবকিছুর তত্ত্বাবধান কি আপনাকেই করতে হয়?'

'হ্যাঁ, অবশ্য একেবারে সরাসরি ভাবে নয়। বিধাতার দয়ায় কিছু সাহায্যকারী হাত রয়েছে আমার। না হলে, কি যে হতো। আমার আগ্রহ মূলত বস্তুর তাত্ত্বিক দিকগুলো নিয়েই। যেমন সময়ের প্রকৃতি, মেসোনিক বিমের প্রকৃতি নির্ধারণের পদ্ধতি এবং তদ্রুপ বিষয় সমূহ। যদি এমন কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব হতো যাতে করে দশ হাজার বছরের ওপারের সময়ের বস্তু বা বস্তুসমূহ সঠিক ভাবে অবলোকনের সুযোগ

পাওয়া যেত তাহলে সেটার বিনিময়ে এই গোটা যাদুঘর বিলিয়ে দিতেও পিছুপা হতাম না আমি। ঐতিহাসিক সময়ের অভ্যন্তরে যদি আমরা প্রবেশ করতে পারতাম...'

দূর হতে ভেসে আসা উত্তপ্ত বাক্যালপের তীব্রতায় ছেদ ঘটল তাদের আলাপে। সরু গলায় কে যেন অনবরত চেঁচিয়েই যাচ্ছিল। ড. হসকিনস সেদিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি কারলেন।

'মাফ করবেন, মিস ফেলোস।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি পা বাড়ালেন সেদিকে।

দ্রুত হেঁটে পিছু নিলেন মিস ফেলোস। হালকা শশ্রুমণ্ডিত লাল মুখের বয়স্ক এক ভদ্রলোক বলছিলেন, 'গবেষণাটি সম্পূর্ণকরণের জন্য আমার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে।'

স্ট্যাটিস ইনকর্পোরেশনের মনোগ্রাম (এস.আই) অঙ্কিত ইউনিফর্ম পরা একজন টেকনিশিয়াম ড. হসকিনসের কাছে এগিয়ে এলেন।

'স্যার শুরুতেই প্রফেসর আডমেভস্কির সাথে চুক্তি করে নেয়া হয়েছিল যে নমুনাটি শুধুমাত্র দু'সপ্তাহই রাখা হবে এখানে।' অভিযোগের সুর টেকনিশিয়ানের গলার স্বরে।

'না, তখন আমি জানতাম না পুরো গবেষণার জন্য কতখানি সময় লাগবে আমার। আমি কোন দেবদূত নই।' রাগত স্বরে কথাগুলো বললেন ড. আডমেভস্কি।

ড. হসকিনস বললেন, 'আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন প্রফেসর। আমাদের জায়গা খুবই সীমিত। প্রতিটি নমুনার জন্যই প্রয়োজনীয় স্থান বরাদ্দ করতে হবে আমাদের। চালকো প্লাইটের ঐ খণ্ডটি ফেরৎ পাঠানো ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। অন্য কোন নমুনার অপেক্ষায় আছেন আপনার মত অনেকেই।'

'তাহলে, সেটা আমাকে দিয়ে দিলেই চলে। আমি ওটা নিয়ে যাব।'

'প্রফেসর আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনি সেটা পেতে পারেন না।'

'একটুকরো চালকো প্লাইট। ওজন তাও আবার পাঁচ কিলোগ্রামের বেশি নয়ই। সেটা আমাকে দেয়া যাবে না?'

'দেয়া যাবে কিন্তু তাতে করে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হবে সেটা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই।' খানিকটা রূঢ় ভাবেই জবাব দিলেন ড. হসকিনস। টেকনিশিয়ান এবার বলতে শুরু করলেন। 'ড. হসকিনস সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপারটি হল ড. আডমেভস্কি শিলা খণ্ডটিকে স্থানচ্যুত করে নিয়ম লংঘন করেছেন। আর তিনি যখন স্ট্যাটিসের ভেতরে অবস্থান করছিলেন সে সময় বাইরে থেকে স্ট্যাটিসকে বিলুপ্ত করতে যাচ্ছিলাম আমি। আর তিনি যে ভেতরে অবস্থান করছিলেন সেটা তো আমার না জানারই কথা।'

হঠাৎ করে এক অখণ্ড নিরবতা নেমে এল সেখানে। টেকনিশিয়ানটির দিকে সৌজন্যমূলক ভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন ড. হসকিনস। আডমেভস্কিকে প্রশ্ন করলেন, 'প্রফেসর, কথাগুলো কি সত্যি।'

খানিকটা কেশে উঠলন আডমেভস্কি। 'সেক্ষেত্রে কোন অসুবিধা আছে বলে তো মনে হয় না আমার।'

খানিকটা চুপ থেকে কথাগুলো হজম করলেন ড. হসকিনস। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত প্রফেসর কিন্তু স্ট্যাটিসে নমুনা পরীক্ষণে আপনার যে অধিকারটুকু ছিল আজ থেকে সেটাও রহিত করা হলো।'

'কিন্তু আমি...'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এই কর্পোরেশনের সবচেয়ে কঠোর নিয়মের একটিই আপনি ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন।'

'সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে নালিশ জানাব আমি...'

'নালিশ করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নিজেও নিয়ম ভাঙতে পারব না।'

ত্রস্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। আডমেভস্কির উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে মিস ফেলোসকে জিজ্ঞাসা করলেন (ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন হসকিনস) 'আপনি কি আমার সাথে দুপুরে লাঞ্চ করবেন, মিস ফেলোস?'

আডমেভস্কি তবুও প্রতিবাদ করেই যাচ্ছিলেন।

প্রশাসনিক পদের ব্যক্তিবর্গের জন্য ক্যাফেটেরিয়ার যে অংশটুকু বরাদ্দ ছিল, মিস ফেলোসকে সেখানটায় নিয়ে আসলেন ড. হসকিনস। উপস্থিত

pathagar.net

অনেকের সাথেই শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময় হলো তার। মিস ফেলোসকে সেটা অবশ্য খানিকটা অসস্তিতেই ফেলেছিল।

'ঐ রকম সমস্যা কি প্রায়ই উদ্ভব হয় নাকি ড. হসকিনস। অর্থাৎ প্রফেসরের সাথে আপনার যে ব্যাপারটি ঘটে গেল সেটার কথা বলছিলাম আর কি।'

কাঁটা চামচ হাতে নিয়ে খেতে শুরু করলেন মিস ফেলোস।

'না।' এই 'না' বলতে যেয়ে তাকে যেন খানিকটা বেগই পেতে হলো।

'এই প্রথমবারের মত এরকম কিছু একটা ঘটল। কেন নমুনাগুলিকে কোনভাবেই তাদের নির্ধারিত স্থান হতে সরানো যাবে না, সেটা নিয়ে অনেকের সাথেই তর্ক বিতর্ক বহুদিনের, কিন্তু আজকেই প্রথমবারের মত একজন সেটা করে দেখার চেষ্টা করছিল।'

'আমার মনে পড়ে আপনি একবার শক্তি শোষণের কি একটা ব্যাপারে কিন্তু বলতে চাইছিলেন। ব্যাপারটা কি সেরকম কিছু?'

'হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। এ বিষয়টির কথা আমরা বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে আসছি। বিপদের কোন হাত পা নেই আর সেই বিপদের কথা ভেবেই একটি বিশেষ শক্তি উৎসের ডিজাইন করা রয়েছে আমাদের। বিপদের সময় যেটা স্ট্যাটিসকে বাঁচাতে সক্ষম হবে। এর অর্থ এই নয় যে, অর্ধ সেকেণ্ডের মাঝে গোটা এক বছরের জমানো শক্তি হুট করে নিঃশেষ হবে, অর্থাৎ সেটা আমরা নিরবে বসে বসে দেখব। একবার শুধু ভেবে দেখুন অবস্থাটি-প্রফেসর কক্ষেই ছিলেন অথচ স্ট্যাটিসটিকে ফিউজ করে দেয়া হলো।'

'আচ্ছা এক্ষেত্রে প্রফেসরের কি হতো?' ড. হসকিনস শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ করে যেন অসংখ্য কথার ফুলঝুরি তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'ব্যাপারটা তাহলে বুঝিয়েই বলি আপনাকে। বড় বস্তু ও ইঁদুরের উপর এ ধরনের গবেষণা করে আমরা দেখেছি, এ অবস্থায় সেগুলো অদৃশ্য হয়ে পড়ে। সম্ভবত: এর পূর্বের সময়ে যেয়ে উপস্থিত হয়। আর সে কারণেই যে বস্তুটিকে স্ট্যাটিসের নির্দিষ্ট গণ্ডিতে নিয়ে আসা হয়

তাকে কোনক্রমেই আর স্থানচ্যুত করা সম্ভব হয় না, বেশ জটিল প্রক্রিয়া সেটা। প্রফেসর সেই কক্ষটিকে অবস্থানকালেই যদি স্ট্যাটিসকে ফিউজ করা হতো তাহলে, হয়তো এখন প্রফেসর সাহেব প্লাইওসিন যুগের কোন এক সময়ে যেয়ে উপস্থিত হতেন।'

'ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক হতো।'

'নিঃসন্দেহে। তবে ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠত যদি প্রফেসর নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারটি বাইরে কোনভাবে জানাজানি হয়ে যেত। এখানে কর্মরত সবাই তখন এক ধরনের শংকায় ভুগতে শুরু করতেন আর যে সমস্ত দাতা প্রতিষ্ঠান প্রজেক্টের জন্য অর্থ যোগান দিচ্ছে তারাও হয়ত তাদের অর্থ সাহায্যটুকু হুট করে বন্ধ করে দিত।'

গাম্ভীর্যের সাথে আঙ্গুলগুলো খেলাচ্ছিলেন ড. হসকিনস।

মিস ফেলোস প্রশ্ন করলেন, 'কোন ভাবেই কি তাকে ফিরিয়ে আনা যেত না? অর্থাৎ যেরকমভাবে শিলাখণ্ডটিকে প্রথম এখানে নিয়ে এসেছেন ঠিক সে রকম কোন পদ্ধতিতে...'

'না, মিস ফেলোস। কোন কিছুকে তার পূর্বেকার সময়ে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চাইলে তার পিছু অনুসরণ করে ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে পারি না, যদি না সেই সময়টাকে অনুপুংখভাবে অনুসরণ করে না রাখা হয়। আর সেটা করার কোন প্রয়োজনীয়তাও আমরা দেখি না।'

'আর প্রফেসরকে উদ্ধার করার কথা বলছেন তো। গভীর সাগরের তলদেশ থেকে যদি কোন নির্দিষ্ট মাছ আপনাকে খুঁজে বের করতে বলা হয় তাহলে ব্যাপারটা যেমন উদ্ভট শোনাবে আপনার কাছে, এটাও ঠিক তেমনি উদ্ভট।

স্ট্যাটিসের প্রতিক্ষার বিষয়টি যখনই আমি ভেবেছি তখনই মনের কোনে সম্ভাব্য বিপদের একটি ছবি ভেসে উঠেছে। আর বরাবরই সেটা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমাদের প্রতিটি স্ট্যাটিস সেকশনেরই নিজস্ব ফিউজ ডিভাইস রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটেরই রয়েছে পৃথক পৃথক স্থাপনা আর এদের প্রতিটিই আবার স্বাধীন ভবে নিষ্ক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হোল একবার ফিউজ ক্রিয়া শুরু হলে কোন ভাবেই তাকে থামিয়ে দেয়া যায় না অথবা উল্টো প্রক্রিয়াতেও

pathagar.net

সক্রিয় করা যায় না।'

'আচ্ছা ড. হসকিনস, সময়ের ভিতরে এই যে পরিবর্তনটুকু আপনারা ঘটাচ্ছেন তাতে কি ইতিহাসেরও কোন পরিবর্তন হতে পারে?'

উদাসীন ভঙ্গীতে মাথা ঝাকালেন হসকিনস।

'তাত্ত্বিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ,' তবে ব্যবহারিকভাবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া সর্বদাই 'না'। স্ট্যাটিসের ভিতরটা যতটা সম্ভব পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি আমরা। আর সেজন্য ভেতরের বালুকণা, ব্যাকটেরিয়া ও ধুলিকণা বের করে আনা হয়। আর এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষতিটুকু পুরনের জন্য শক্তির শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণও ব্যয় হয়ে যায়।

'ধরা যাক, প্লাইওসিন যুগ হতে একখণ্ড শিলা সংগ্রহ করা হলো। দু'সপ্তাহের জন্য শিলাখণ্ডটির অনুপস্থিতির দরুণ কিছু কীটপতঙ্গ তাদের আশ্রয়স্থল হারাল। ফলে মারা পড়ল তারা। পরিবর্তনের বেশ কিছু ক্রমধাপের সেই শুরু। কিন্তু স্ট্যাটিসের গণিত প্রক্রিয়াটি একটি একমুখীকরণ প্রক্রিয়া। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের হারটুকু মেপে পেতে থাকে এবং একসময় যা দাঁড়ায় তাতে পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও আর থাকে না।'

'তাহলে আপনি বলতে চান যে, বাস্তবতা নিজেই নিজেকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।'

'সহজ কথায় অবশ্য তাই। অতীত থেকে যদি কোন ব্যক্তিকে তুলে আনা হয় অথবা বর্তমানের কাউকে অতীতে পাঠান হয় তবে সেক্ষেত্রে একটা বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিটি যদি সাধারণ কেউ হন হবে সেক্ষেত্রে ক্ষতটা নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে অর্থাৎ আপনা আপনিই সেরে যায়।

'বর্তমানে অনেকেই আমাদের অনুরোধ করেন অথবা চিঠি লিখে জানান যাতে করে আমরা মোহাম্মদ, আব্রাহাম লিংকন অথবা লেনিনের মতো ব্যক্তিত্বকে বর্তমান সময়ে এনে উপস্থিত করি। অথচ কোনভাবেই সেটা করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ তাদের অবস্থানের সময়কে সনাক্তকরণের জটিলতা, দ্বিতীয়তঃ এ সমস্ত ব্যক্তিকে সময় থেকে বের করে আনার জটিলতা। দুটোই বেশ জটিল প্রক্রিয়া।'

pathagar.net

'ইতিহাসের নতুন রূপদানকারী এ সমস্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে এ ধরনের পরিবর্তনের ফল হবে বেশ মারাত্মক। কেননা এ ক্ষেত্রে উদ্ভূত ক্ষতটি সারিয়ে তোলা বাস্তবতার পক্ষে বেশ দুঃসাধ্যই হয়ে দাঁড়াবে।'

'কোন পরিবর্তনের ক্ষত কতটুকু ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে, সেটা গননার পদ্ধতিটি জানা আছে আমাদের। গননার মাধ্যমে যদি দেখা যায় কোনটি গ্রহণযোগ্যতার সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে তার পরিবর্তনটুকু বাতিল করা হয়।'

মিস ফেলোস বললেন, 'তাহলে টিমির ক্ষেত্রে...'

'না, সেদিক থেকে টিমি কোন সমস্যারই উদ্রেক করেনি।'

পলকের মাঝে মিস ফেলোসকে মেপে নিলেন হসকিনস, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'কিছু মনে করবেন না। গতকাল টিমির সঙ্গতার বিষয়েই আপনি কি যেন বলতে চেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ,' মিষ্টি করে হাসলেন মিস ফেলোস। 'আমি ভেবেছিলাম আমার কথায় কোন মনোযোগই দেননি আপনি।'

'না, দিয়েছিলাম ঠিকই। বাচ্চাদের আমি খুবই ভালোবাসি। টিমির জন্য জমে উঠা আপনার সূক্ষ্ম মানসিক বোধগুলোতে আমি বেশ অবাকই হয়েছি। এটা বেশ প্রশংসারও ব্যাপার। কিন্তু টিমির জন্য আরেকটি নিয়ানডার্থাল শিশুকে এখানে নিয়ে আসার প্রযুক্তিগত জটিলতাটুকু আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝে উঠতে পেরেছেন? তাই প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না আমাদের জন্য।'

'তাহলে?' হঠাৎ করেই যেন হতাশ হয়ে পড়লেন মিস ফেলোস।

'অবিশ্বাস্য রকম সৌভাগ্য না হলে পর ঠিক সেই সময়টিকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না আমাদের জন্য। আর সম্ভব হলেও, যাকে আমরা নিয়ে আসব এখানে, সেটা একটা বাচ্চা না হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারেন।'

চামচ দুটো খাবার প্লেটে রেখে সক্রিয় ভঙ্গীতে মিস ফেলোস বললেন, ড. হসকিনস আমি কিন্তু শুধু এটাই বোঝাতে চাইনি। অন্য কোন নিয়ানডার্থাল শিশুকে এখানে নিয়ে আসা সম্ভব না হোক, কিন্তু মানব শিশুকে তো টিমির সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যেতে পারে?'

pathagar.net

উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিকে তাকালেন ড. হসকিনস, 'মানব শিশু?'

'হ্যাঁ, অন্য কোন বাচ্চা।' গলায় আন্তরিকতার ভঙ্গি আনলেন মিস ফেলোস, 'টিমিতো মানুষই, তাই নয় কি?'

'এরকমটি তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।'

'কোন নয়? সমস্যাটাই বা কোথায়? তবে নিজের সময় থেকে তাকে তুলে এনে আপনি তাকে চিরবন্দী করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার কি কোন দায়ভারই নেই? জৈবিক ব্যাপারটা বাদ দিলে অন্য যে কোন দিক থেকেই আপনি বাচ্চাটার বাবা? তাহলে এই ছোট্ট ব্যাপারটুকু কেন আপনি করতে পারবেন না তার জন্য।'

'ওর বাবা?...আমি?...'

অবিন্যস্ত ভঙ্গীতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ড. হসকিনস।

'মিস ফেলোস, যদি মনে না করেন, আমাদের মনে হয় উঠার সময় হয়েছে।'

সারাটা রাস্তায় আর কোন কথাই হলো না তাদের। এক অসীম নীরবতার মাঝে দু'জনেই ফিরে এলেন পুতুল ঘরটিতে।

সে দিনের ঘটনার পর বহুদিন পেরিয়ে গেছে। পথে কদাচিৎ দেখা যে হতো না তাঁদের তা নয়। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কথা বলতেন না কেউ। নীরবে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন দুজনেই। সেদিনের দুপুরের খাবারের কথা মনে উঠলে নিজেকে নিয়ে বিব্রত বোধ করতেন মিস ফেলোস।

আবার কখনো কখনো, বিশেষ করে, জানালার ধারে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা টিমিকে যখন বিষণ্ন দেখাত, তখন উত্তেজনায় অস্ফুষ্ট উচ্চারণ বেরোত মিস ফেলোসের গলা বেয়ে, "মাথা মোটা কোথাকার।" বেশ দ্রুতই কথা বলা শিখে নিচ্ছিল টিমি। (মিস ফেলোসের কাছে অন্তত তাই মনে হচ্ছিল) আগে উত্তেজিত হলে জিহ্বার সাহায্যে যেমন ক্লিফ শব্দ করত সে, সেটা ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। বর্তমানে আসবার আগের সময়টিকে সে ভুলে গিয়েছিল নিঃসন্দেহে। অবশ্য স্বপ দেখা ছাড়া।

টিমি যতই বড় হচ্ছিল তার প্রতি ফিজিওলজিস্টদের আগ্রহ ততই

কমছিল। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের আগ্রহ ক্রমশই বেড়ে উঠছিল। এই দ্বিতীয় দলটিকেও প্রথম দলটির চেয়ে অধিকতর পছন্দ করতে পারছিলেন না মিস ফেলোস। এই দ্বিতীয় দলটির কার্যকলাপও প্রায়শই শরীরে সুই ফোটানো ও নমুনা সংগ্রহ আর বিশেষ ধরনের ব্যাপারটি অবশ্য অন্তর্নিহিত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর অনেকদিন পরে একদিন হঠাৎ হসকিনসের গলার স্বর শোনা গেল। পুতুল ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মিস ফেলোসের নাম ধরে ডাকলেন তিনি।

নিজস্ব ইউনিফর্মটি ঠিক করতে করতে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলেন মিস ফেলোস। তারপর অকস্মাৎ ফ্যাকাসে মুখবর্ণের এক মহিলাকে সামনে পেয়ে হকচকিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা পাতলা ছিপছিপে। উচ্চতা মাঝারি ধরনের।

চুলের স্টাইল ও গাত্রবর্ণটুকু মহিলার সমস্ত অবয়বে এক ধরনের পলকা ভাব এনে দিয়েছিল। গোলমুখ ও বড় বড় চোখের বছর চারেকের একটি বাচ্চা তার স্কার্টের প্রান্তভাগ খামচে ধরা অবস্থায় পেছনে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে হসকিনস বললেন, 'ইনিই হলেন মিস ফেলাসে, যিনি বালকটির দায়িত্বে আছেন।' ভদ্র মহিলার পরিচয়টি দিলেন তার নিজের স্ত্রী বলে।

(এই তাহলে হসকিনসের স্ত্রী? হায়! মিস ফেলোস যেমনটি ভেবেছিলেন ভদ্রমহিলা তার ধারে কাছেও যাননি। অবশ্য হসকিনসের মত একজন প্রতিভাবান লোক, স্ত্রী হিসেবে এমন একজন রুগ্ন মহিলাকে বেছে নিবেন সেটাইতো স্বাভাবিক ব্যাপার!)

গদবাধা অভিবাদন জানাতে যেয়ে মিস ফেলাসকে কিছুটা চোট পেতে হলো।

'শুভ সন্ধ্যা, মিসেস হসকিনস। এটি নিশ্চয়ই আপনার ছেলে?'

(কি আশ্চর্য, হসকিনসকে শুধু একজন স্বামীই ভেবেছিলেন মিস ফেলোস, অথচ ড. হসকিনস একজন পিতাও। অবশ্য...। হসকিনসের গভীর চোখ দুটোর জ্বলে ওঠাটুকু নজর এড়ালো না মিস ফেলোসের)

'হ্যাঁ, এটাই আমার একমাত্র ছেলে জেরী। জেরী, তোমার

pathagar.net

খালামনিকে হ্যালো বল।'

('এটাই' শব্দটার ওপরে ড. হসকিনস যেন খানিকটা বেশি জোরই দিলেন। তবে কি তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, এটাই তার একমাত্র ছেলে আর...)

স্কার্টের প্রান্ত ছেড়ে খানিকটা পিছনে সরে গেল ছেলেটি। ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করল, 'হ্যালো।'

মিসেস হসকিনসের অনুসন্ধিৎসু চোখজোড়ার যেন ঘরের ভিতরে কিছু একটা দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছে। হসকিনস বললেন, 'এবার তাহলে ভিতরে যাওয়া যাক। খেলার সঙ্গী প্রয়োজন। ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি আপনি?'

'কিন্তু?' দরুণ বিস্ময়ে মিস ফেলোস চাইলেন হসকিনসের দিকে। 'তাই বলে আপনার ছেলে?'

'তাহলে আর কার ছেলে?'

মিসেস হপকিনস দুহাতে জেরীকে কোলে তুলে নিয়ে দরজার চৌকাঠ পেড়োলেন। জেরীকে কোলে তুলে নিতে তাকে যেন বেশ খানিকটা বেগ পেতে হলো। ঘরের ভিতরে ঢুকে কি এক সংবেদনে মা ও ছেলে দুজনের দেহই একটু মোচড় দিয়ে উঠল। ক্ষীণস্বরে মিস ফেলোসকে বললেন, 'প্রাণীটা কি এখানেই আছে। আমিতো দেখছি না।'

মিস ফেলোস ডাকলেন, 'টিমি, লক্ষ্মীসোনা একটু এদিকে আস তো।'

দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরে টিমি ছোট ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। মিসেস হসকিনসের মাংসেপেশী দৃশ্যত টান টান হয়ে উঠল।

স্বামীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'জেরাল্ড, তুমি কী নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত?'

তৎক্ষনাত মিস ফেলোস বললেন, 'টিমি যদি নিরাপদে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সেও নিরাপদে থাকবে। টিমি খুবই ভদ্র শান্ত ছেলে।'

জোর গলায় মিস ফেলোস বললেন, 'না, সে অসভ্য বা বর্বর নয়। সাড়ে পাঁচ বছর বয়সের একটি মানব শিশুর কাছ থেকে আপনি যা কিছু চান তার সবই ওর মধ্যে বিদ্যমান। মিসেস হসকিনস, জেরীকে যদি

আপনারা টিমির সাথে খেলার অনুমতি দেন তবে সেটা তবে আপনদের উদারতার পরিচয় আর এতে ভয়ের কিছু নেই।'

খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গীতে মিসেস হসকিনস বললেন, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, এ বিষয়ে আমি পুরোপুরি একমত না।'

'ঠিক আছে এ নিয়ে পরে আলাপ করা যাবে। নতুন যুক্তি তর্কের ভিতরে ব্যাপারটা এখন না আনাই ভাল। আপাতত জেরীকে কোল থেকে নামও।' স্ত্রীকে লক্ষ করে কথাগুলো বললেন ড. হসকিনস। তার দিকে পিছন ফিরে তাই করলেন মিসেস হসকিনস। ওপাশের কক্ষটিকে দাঁড়িয়ে থাকা টিমির দিকে একমনে তাকিয়ে রইল জেরী। 'এদিকে এসো টিমি, ভয় পেয়ো না।' টিমিকে কাছে ডাকলেন মিস ফেলোস।

শান্ত ভাবে পা রাখল টিমি। মিসেস হসকিনসের স্কার্ট হতে জেরীর আঙ্গুলগুলো ছাড়িয়ে নিতে কুঁজো হলেন ড. হসকিনস। স্ত্রীকে খানিকটা পিছুতে বললেন ড. হসকিনস। 'ওদের নিজেদেরকেই একটা সুযোগ দাও।'

পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল ওরা দুজন। যদিও জেরী বয়সে ছোট, তবুও টিমির চেয়ে লম্বায় ইঞ্চি খানেকের মত বড়। অবশ্য সেটা তার দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়ানোর জন্যেও হতে পারে আবার সমআনুপাতিক ও সুগঠিত মাথার কারণও হতে পারে। তাদের টিমির প্রথম সাক্ষাতের দিনে তাকে দেখে কিম্ভূতকিমাকার লেগেছিল। ঠিক সেই ভাবটি আজ হঠাৎ করেই আবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। শিশুতোষ নিখাদ স্বরে প্রথম কথা বলে উঠল নিয়ানডার্থালটি, 'নাম কি তোমার?' আর টিমিই প্রথম মুখ সামনে বাড়িয়ে জেরীকে অধিক কাছ থেকে অবলোকনের জন্য তার মুখটা সামনে বাড়িয়ে ছিল। ভয়ে চমকে উঠল জেরী। ধাক্কা মারল টিমিকে। মাটিতে উল্টে পড়ল টিমি। দু'জনেই উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করেছে ততক্ষণে। মিসেস হসকিনস ছো মেরে তার বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলেন। রাগ দমন করতে যেয়ে উত্তেজনায় মিস ফেলোসের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। টিমিকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন।

মিসেস হসকিনস স্বামীকে বললেন, 'দেখলে তো সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারেই ওরা একে অপরকে পছন্দ করতে পারছে না।'

pathagar.net

ক্লান্ত ভঙ্গীতে ড. হসকিনস উত্তর দিলেন, 'না, সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে দুটো শিশু একে অন্যকে অপছন্দ করতে পারে না। এখন জেরীকে কোল থেকে নামিয়ে আগের অবস্থার সাথে পরিচিত হতে দাও। দেখবে ওর বুকের ভয় কেটে যাবে। ঘণ্টা খানেক পরে মিস ফেলোস জেরীকে নিয়ে আমার অফিসে আসবেন। তখন আমি জেরীকে বাড়িতে পৌঁছি দেব।' পরবর্তী সময়টিতে দুটো শিশুই একে অন্যের বিষয়ে সতর্ক হয়ে থাকল। জেরী তার মায়ের জন্য কাঁদতে শুরু করলে ললিপপ দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করা গেল। টিমিকেও দেয়া হলো একটা। ঘণ্টা খানেক সময় পরে দেখা গেল দুটো বাচ্চাই রুমের দুকোণায় বসে একই সেটের ব্লক দিয়ে নিজ মনে খেলে চলেছে। জেরীকে নিয়ে আসার জন্য ড. হসকিনসের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন মিস ফেলোস। কী ভাবে তাকে ধন্যবাদ জানাবেন মনে মনে সেটাই ভাবছিলেন ফেলোস। কিন্তু হসকিনসের অতি সৌজন্যতাবোধই ছিল মূল প্রতিবন্ধকতা। মিস ফেলোস তাকে একজন নিষ্ঠুর পিতা হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত সে কারণেই তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেননি। তার নিজের ছেলেকে টিমির সঙ্গী হিসেবে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে টিমির প্রতি দয়ালু এক পিতা এবং আদৌ তার পিতা নয় দুভাবেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন।

মিস ফেলোস বড় জোর বলতে পারতেন, 'ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে।' তিনি বলতেন, 'ঠিক আছে। ওটা বলে আমাকে আর লজ্জা দিবেন না।' সপ্তাহের দু'দিন ঘণ্টাখানেকের জন্য জেরীকে দিয়ে যাওয়া হতো। পরবর্তীতে খেলার সময় আরো এক ঘণ্টা বাড়ানো হলো। অল্পদিনের মধ্যে বাচ্চা দুটো একে অন্যের নাম শিখে ফেলল আর এক সাথেই খেলতে শুরু করল। কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা সত্ত্বেও জেরীকে খানিকটা অপছন্দ করতে শুরু করলেন মিস ফেলোস। জেরী ছিল একটু বড়সড় আকারের ও অধিকতর পরিণত। আর টিমির ভূমিকাটাকে সব সময় সে অবদমিত করতে চাইত। সব ব্যাপারে জেরী ছিল কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব। তবুও কখনও কখনও দুজনকে একসথে দেখে মিস ফেলোস-র মনে হতো হসকিনসের দু'ছেলে একটি তার স্ত্রীর এবং অন্যটি স্ট্যাটিস

ইনকর্পোরেশন প্রসবিত।

সেখানে তিনি তার নিজের ভূমিকাটাকেও বুঝতে চেষ্টা করতেন। আর ঈর্ষার এক সুষম অনুভবটুকু আবিষ্কার করতে পেরে পরক্ষণেই লজ্জায়, মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে ললাটের এক পার্শ্বে আঘাত করে অস্ফুষ্ট, স্বরে উচ্চারণ করতেন, 'হায় খোদা।'

'মিস ফেলোস,' ডাকল টিমি অন্য কোন সম্ভাষণে তাকে ডাকাবার অনুমতিটুকু সযত্নে বরাবরই এড়িয়ে চলেছেন মিস ফেলোস। 'আমি কবে স্কুলে যেতে পারব?' আগ্রহ ভরা পিতবর্ণের চোখ দুটোর দিকে তাকালেন মিস ফেলোস। দু'হাতে তার শক্ত কোকড়ানো চুল বিলি কাটতে শুরু করলেন। টিমি চেহারায় সবচেয়ে অবিন্যস্ত ভাবখানা তার কেশরাজিতে। সেজন্য মিস ফেলোস নিজেই তার চুল কেটে দেন। আর সে সময়টায় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে টিমি। পেশাগত নাপিতের সাহায্য নিতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাদের সেই একঘেয়ে ছাঁট তার একেবারেই অপছন্দ।

'স্কুলের কথা তুমি কোথায় শুনলে টিমি?'

'জেরীর কাছে। সে কিন-ডার-গার-টেনে যায়।' যত্নের সাথে উচ্চারণ করল সে। 'অনেক অনেক জায়গায় যায় ও। বাইরে। মিস ফেলোস আমি কখন বাইরে যেতে পারব?'

একটা ছোট্ট ব্যথা মিস ফেলোসের হৃদয়ে ঘনিভূত হলো। অবশ্য সে বাইরের পৃথিবীতে যে কোন দিনই যেতে পারবে না সেটা সম্বন্ধে তার জেনে যাওয়ার বিষয়টিকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না। গলায় প্রফুল্লতা এনে মিস ফেলোস জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু টিমি কিন্ডারগার্টেনে গিয়ে তুমি কী করবে?'

'জেরী বলে, ওরা সেখানে খেলাধুলা করে। তাদের কছে ছবির টেপ আছে। ও বলে, ওখানে অনেক বাচ্চারা আসে। সে বলে-সে বলে।' খানিক্ষণ কি ভেবে নেয় তারপর আকস্মিক উচ্ছলতায় ছড়ানো আঙুলের ছোট হাত দুটো ওপরে ওপরে তুলে দেয়। 'এই এত বলেও।'

'তুমি কি ছবির টেপ পছন্দ কর টিমি? তাহলে তোমার জন্য খুব সুন্দর দেখে একটা ছবির টেপ এনে দেব। আর গানের টেপও এনে

pathagar.net

দেব।' ক্ষণিকের জন্য টিমিকে এভাবে সন্তুষ্ট করা গেল।

জেরীর অনুপস্থিতিতে একাগ্রচিত্তে ছবির টেপগুলো পড়ে ফেলল সে। এই প্রথম কয়েক ঘণ্টাব্যাপী গদবাঁধা বইয়ের বাইরে কোন কিছু ব্যাখ্যা করলেন মিস ফেলোস। সবচেয়ে সাধারণ ঘটনাটিতেও কত কিছুই না তাকে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছিল। কেন না সেসব ছিল টিমির চার দেয়ালের আবদ্ধ জগতের ওপারের কিছু। বাইরের পৃথিবীর পরিচিত পাওয়ার সেটা নিয়ে টিমি এখন স্বাপ্নিক হয়ে উঠতে পারবে।

বাহির নিয়ে তার স্বপ্নগুলোর রূপ ছিল একই। প্রায়শই আধো আধো ভাবে মিস ফেলোসের কাছে সেগুলো সে বর্ণনা করত। তার স্বপ্নের মাঝে, সেই ছিল বহিরাগত এক শূণ্য, বহিরাগত কিন্তু বিশাল।

কিন্তু বাচ্চারা আর বস্তুসমূহ বরাবরই অগ্রাহ্য করত তাকে। এবং যদিও সে পৃথিবীতেই ছিল কিন্তু সে কখনই এর অংশবিশেষ ছিল না। বরং সে ছিল নিঃসঙ্গ কক্ষে বসে থাকার মত একাকী। তখন সে কেঁদে কেঁদে জেগে উঠত।

একদিন মিস ফেলোস পড়ছিলেন, টিমি তার হাতটি দিয়ে ফেলোসের চিবুকখানা আলতোভাবে স্পর্শ করল। এবং মুখটা খানিকটা ওপরে তুলল। যাতে তার চোখ দুটো বইয়ের পৃষ্ঠা ছেড়ে টিমির দিকে নজর দিতে পারে।

'মিস ফেলোস, কখন কী বলতে হয়, সেটা কেমন করে জান তুমি?'

'এই যে, চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছ, তারাই আমাকে বলে দেয় কি বলতে হবে। এই চিহ্নগুলোই শব্দ তৈরি করে।'

মিস ফেলোসের হাত থেকে বইখানা ছাড়িয়ে নিয়ে কৌতুহলী চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল টিমি সেই চিহ্নগুলির দিকে। 'এই চিহ্নগুলি কিছু কিছু হুবহু একই রকম।' তার যথার্থ সত্য উক্তিতে হাসি পেল মিস ফেলোসের।

'হ্যাঁ, তাই। ওগুলো কেমন করে তৈরি করতে হয়, সেটা কি তুমি শিখতে চাও?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা খেলা হবে নিশ্চই।'

টিমি পড়ালেখা শিখতে পারবে এটা কখনই মনে হয়নি মিস

pathagar.net

ফেলোসের। যে সময়ে বই পড়ে তাকে শোনাতেন তখন কখনও তার মনে হয়নি যে টিমি পড়তে পারবে। কিন্তু সপ্তাহখানেক পড়ে যা দেখলেন তাতে রীতিমত চমকে উঠলেন তিনি। তার লেপের নিচে বসে বাচ্চাদের বইয়ে ছাপানো শব্দগুলো পরপর অনুসরণ করে পড়ে শোনাচ্ছিল সে।

উঠতে উঠতে কোন রকমে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

'টিমি ড.হসকিনসের কাছে আছি আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব আবার। প্রবল উত্তেজনার বশে মিস ফেলোসের মনে হল, টিমির সুখী না হয়ে উঠার একটা যথাযত উত্তর এবার তার জানা আছে। টিমি যদি বাইরের পৃথিবীতে প্রবেশ করতে না পারে তবে বাইরের পৃথিবীটাকেই তার এই ছোট তিন কক্ষের মাঝেই নিয়ে আসতে হবে। বই, ছবি আর শব্দের মাঝে ছড়িয়ে থাকবে সেই পৃথিবী। সে শিক্ষিত হবে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে। যাতে করে পৃথিবী তার কাছে ঋণী হয়ে উঠতে পারে।

আজ হসকিনসের অফিসে একটা অস্বাভাবিক রকম ব্যস্ততা লক্ষ করা গেল। মিস ফেলোস ভাবলেন আজ আর দেখা করবেন না। অন্য আর একদিন আসা যাবে।

হসকিনসের পাশের কক্ষটিতেই বিহ্বল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস ফেলোস। কিন্তু ড. হসকিনস তাকে দেখে ফেললেন।

মুখজুড়ে বিশাল এক হাসি খেলে গেল তার। 'মিস ফেলোস, ভেতরে আসুন।' দ্রুততার সাথে তিনি কী একটা নির্দেশ দিলেন ইন্টারকমে। 'আপনি কী শুনেছেন? ও না, আপনাদের তো না শোনারই কথা। আমরা সফল হয়েছি। খুব কাছ থেকে ইন্টারটেম্পোরাল বা আন্তসময়গতি নিরীক্ষা উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছি আমরা।'

'তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন ঐতিহাসিক সময় হতে যে কোন ব্যক্তিকে বর্তমানে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ ঠিক সেটাই, আপাতত চতুর্দশ শতাব্দীর পরের সময়টুকুর উপরেই আমাদের পরীক্ষা সফল হতে যাচ্ছে। ভেবে দেখুন একবার এই পদ্ধতিটিকে যদি মেসোজয়িক যুগ পর্যন্ত সফল করতে সক্ষম হই তাহলে কত না আনন্দিত হব আমি। নৃতত্ত্ববিদদের আর প্রয়োজন থাকবে না।

pathagar.net

তাদের স্থান দখল করে নিবে ইতিহাসবিদেরা। কিন্তু আপনি মনে হয় আমাকে কিছু বলতে এসেছিলেন? বলুন, দেখছেনই তো দারুণ খোশ মেজাজে আছি। যা চাইবেন তা পেয়ে যাবেন।'

মিস ফেলোস হাসলেন। 'খুবই আনন্দের ব্যাপার। তবে যে ব্যাপারটি আপনাকে জানাতে এসেছিলাম সেটি হল টিমির শিক্ষার জন্য একটা সিস্টেম আমাদের তৈরি করা উচিত।'

'...শিক্ষার? কী শিক্ষা?'

'কেন, সবকিছুতেই। বিদ্যালয়ের মত কিছু একটা যেখানে অন্যান্য বাচ্চারা পড়াশোনা শিখে।'

'কিন্তু ও কি শিখতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই, নিজে নিজেই সে শিখছেও। সে পড়তেও শিখেছে। যতটুকু আমি পেরেছি ততটুকু তাকে শিখিয়েছি।'

হঠাৎ হসকিনসকে দারুণ বিষণ্ন দেখাল। 'কিন্তু...'

'আপনি কিন্তু একটু আগেই বলেছেন যে, আমি যা চাইব তাই পাব।'

'স্বীকার করছি। কিন্তু এ বিষয়টি মিস ফেলোস আমার মনে হয় আপনার বোঝা উচিত যে টিমির পরীক্ষাটিকে বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারব না আমরা।'

আতঙ্কিত ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন মিস ফেলোস। হসকিনস কী বলেছেন তা যেন তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ঠিক কী বুঝাতে চাচ্ছেন হসকিনস? হঠাৎ করেই প্রফেসর আডেমভস্কির নমুনাটির কথা মনে পড়ে তার। দু সপ্তাহ পরেই নমুনাটিকে ফেরত পাঠান হয়েছিল। 'এটাতো কোন প্রস্তরখণ্ডের ব্যাপার নয়, একটা ছেলের ব্যাপারে কথা হচ্ছে।'

অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে ড. হসকিনস বললেন, 'কিন্তু মিস ফেলোস, একটি ছেলেকে নিয়েও অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া চলে না। ঐতিহাসিক সময় থেকে কোন বক্তি বা ব্যক্তিদের তুলে আনতে হলে স্ট্যাটিসে প্রচুর স্থানের প্রয়োজন দেখা দেবে। আর সেক্ষেত্রে টিমিকে ফেরৎ পাঠানো ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকবে না।'

pathagar.net

'কিন্তু তাই বলে টিমি, টিমিকে?'

'মিস ফেলোস, আপনি অধৈর্য্য হবেন না। ঠিক এই মুহূর্তেই তো টিমিকে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে না। অন্তত দুই-এক মাসের মধ্যেও না।' মিস ফেলেস তবুও পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন ড. হসকিনসের দিকে। 'আপনার জন্য অন্য আর কিছু করতে পারি কী মিস ফেলোস?'

'না।' অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন তিনি, 'আর অন্য কিছুর-ই প্রয়োজন নেই আমার।' চলে আসবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের মাঝ থেকে যেন জেগে উঠছেন তিনি এইমাত্র। সেভাবেই হেটে চললেন। সমগ্র পথ ধরে কী সব ভাবছিলেন শুধু।

'না, টিমিকে কিছুতেই তিনি মরতে দিবেন না, কিছুতেই না।' ভাবনাটা যত সহজ করাটা তত সহজ নয়। টিমিকে কিছুতেই মরতে দিবেন না, এই বোধটা বরাবরই আনন্দ দিচ্ছিল তাকে। কিন্তু সেটা কেমন করে সফল হবে সেই সম্ভাব্য উপায়টি কিছুতেই মাথায় আসছিল না তার।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরে আশায় আশায় থাকলেন মিস ফেলোস। চতুর্দশ শতাব্দির কোন ব্যক্তিত্বকে বর্তমান সময়ে নিয়ে আসার পরীক্ষাটি হয়ত সফল হবে না। হসকিনসের তত্ত্ব হয়তো ভুল বলে প্রমাণিত হবে। অথবা তার ব্যবহারিক প্রয়োগে হয়তো বিশেষ কোন একটি অসুবিধা দেখা দেবে। তাহলে পুরো ব্যাপারটি আগের মতই থেকে যাবে।

অবশ্য মিস ফেলোসকে বাদ দিয়ে বাকি বিশ্বের লোকজনের আশাটি ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। আর একজন্যই মিস ফেলোস চার পাশের পৃথিবীটাকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন। সমস্ত পত্রিকায় সবচেয়ে গরম খবর ছিল, "মধ্যযুগীয় প্রজেক্টের" খবরটি। সমস্ত প্রকাশনা বিভাগ ও জনতা এরকম একটি কিছুর সফলতার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। অনেকদিন যাবৎ স্ট্যাটিস ইনকর্পোরেশনের পক্ষ থেকেই তেমন কোন আলোড়নও উঠেনি। আর, নতুন কোন প্রস্তর খণ্ড, মাছের নমুনায় আর সন্তুষ্ট থাকছিল না লোকজন। সেগুলো তাদেরকে আলোড়িতও করছিল না। তাদের আলোড়িত হবার জন্য প্রয়োজন ছিল শুধু মধ্যযুগীয় প্রজেক্টের সফলতাই।

pathagar.net

পরিচিত ভাষাভাষির একজন প্রবীণ বয়সের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রতিভাবানদের জন্য ইতিহাসের এক দিগন্ত খুলে দিবেন, এমন একজনকে নিয়ে আসার ব্যাপারটিই সবাই মনে প্রাণে চাচ্ছিল।

জিরো আওয়ার ক্রমশই এগিয়ে আসছিল। অবশ্য বেলকনি থেকে নিচে তাকিয়ে থাকা তিনজন মাত্র দর্শকের ব্যাপার ছিল না সেটা। এখন এটা পরিণত হয়েছে এক বিশাল বিষয়ে। দর্শক ছিল সমগ্র বিশ্বের মানুষ। স্ট্যাটিস ইনকর্পোরেশনের টেকনিশিয়ানদের ভূমিকাটুকু পরিণত হয়েছিল মুখরোচক আলোচনার বিষয়ে। জেরী হসকিনস যখন তার নির্ধারিত সময়ে টিমির সাথে খেলবার জন্য আসল মিসেস ফেলোস তাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারল না। হয়তো তিনি যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেটি জেরী নয়। যে সেক্রেটারী জেরীকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি মিস ফেলোসের হাতে জেরীকে কোন রকমে সঁপে দিয়ে দ্রুত হাঁটা ধরলেন। কাছের কোন জায়গায় যাবেন যেখান থেকে মধ্যযুগীয় প্রজেক্টের উত্তুঙ্গতা ভাল মতো দেখা যাবে। খানিকটা শংকিত পদক্ষেপ মিস ফেলোসের কাছে এসে দাঁড়াল জেরী।

'মিস ফেলোস।' পকেট থেকে পত্রিকার একটা কাটা অংশ বের করতে করতে ডাকল জেরী।

'এটা কী জেরী?' জিজ্ঞেস করলেন মিস ফেলোস।

'দেখ এটা কী টিমির ছবি?'

ছো মেরে পত্রিকার কাটা অংশটুকু জেরীর কাছ থেকে কেড়ে নিলেন মিস ফেলোস। মধ্যযুগীয় প্রজক্টের বর্ণনা করতে যেয়ে সাংবাদিক বা জেরীর বিষয়টিকেও টেনে নিয়ে এসেছে। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মিস ফেলোসের দিকে তাকিয়ে ছিল জেরী। তারপর বলল, 'এখানে বলেছে টিমি একজন বানর শিশু? বানর শিশুটা কী জিনিস?'

হঠাৎ করে জেরীর কব্জী ধরে ঝাঁকুনী লাগালেন মিস ফেলোস। 'জেরী আর কক্ষণই ঐ শব্দটা উচ্চারণ করবে না।'

কুটি কুটি করে পত্রিকার কাটা অংশটি ছিঁড়ে ফেললেন মিস ফেলোস। 'যাও এবার ভিতরে গিয়ে টিমির সাথে খেল। তোমাকে দেখাবার জন্য দারুণ সুন্দর একটা বই রেখেছে ও।'

pathagar.net

মহিলা সেক্রেটারী ফিরে এল আবার। মিস ফেলোস নালিশের ভাবটুকু যতটুকু সম্ভব দূরে রেখে বললেন, 'আপনাকেই কি স্ট্যাটিস সেকশন ওয়ানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমিই ম্যানডি টেরিস। আপনি মিস ফেলোস, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি দুঃখিত, খানিকটা দেরি হয়ে গেছে। ওফ! কী উত্তেজনার ব্যাপার।'

'আমি জানি। আমি চাই-'

ম্যানডি বললেন, 'আমার ধারণা আপনিও দেখছিলেন?'

'কিছু মনে করবেন না। আমি চাই আপনি ভিতরে এসে টিমি ও জেরীর সাথে দেখা করুন। পরবর্তী দু'ঘণ্টা যাবৎ ওরা খেলাতেই ব্যস্ত থাকবে। আপনার কোন প্রকার অসুবিধা করবে না ওরা। ওদেরকে পেট ভরে খাইয়ে দেয়া হয়েছে। এবং প্রচুর খেলনাও দিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে, তাদেরকে একা থাকতে দিবেন, তাহলেই কোন অসুবিধা হবে না। এখন আপনাকে, দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় কোন জিনিসটা রয়েছে।'

'এটাই কি টিমি? সেই বানর শি-'

দৃঢ়তার সঙ্গে মিস ফেলোস তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'টিমি হল স্ট্যাটিসের বিষয়। অন্য কিছু নয়।'

'আসলে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে ঐ শুধু একমাত্র বাইরে বের হতে পারে না। এটা কি সত্য?'

'হ্যাঁ, এখন ভিতরে আসুন, আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই।'

মিস ফেলোস যখন বেরিয়ে এলেন, পিছন থেকে ম্যানডি চিৎকার করে বলল 'আমার মনে হয় আপনি একটা ভাল সিট পাবেন আর পরীক্ষাটিও সুনির্দিষ্টভাবে সফল হবে।'

উত্তরটি হয়ত প্রাসঙ্গিক হবে না তাই মিস ফেলোস চুপ করে রইলেন। পিছনে না ঘুরে তড়িঘড়ি করে হেঁটে চললেন তিনি। কিন্তু দেরী হওয়ার ভাল কোন সিট পেলেন না তিনি। অ্যাসেম্বলী হলের দেয়ালে ঝোলানো টেলিভিশনের কাছে হতে অনেক দূরে একখানা সিট পেলেন তিনি।

pathagar.net

উফ! সে যদি পরীক্ষাটির স্থানটিতে থাকার সুযোগ পেত তবে মূল যন্ত্রাংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি বিকল করে দিতে পারত অথবা অন্য যে কোন ভাবে পুরো পরীক্ষাটিকে যদি বিফল করে দেওয়া যেত। উন্মত্ত ভাবনাগুলোকে মাথা থেকে তাড়ানোর জন্য তাকে রীতিমতো বেগ পেতে হলো। অল্প একটু ক্ষতি হলে আর কীই বা হবে? তারা আবার পুনঃনির্মাণ করে নিতে পারবে। মাঝখান থেকে তিনি আর টিমির কাছে ফিরে যেতে পারবেন না। না, কিছুতেই কিছু হবে না। কিছুই না। যদি না এক্সপেরিমেন্টটা নিজে নিজেই ব্যর্থ হয়ে যায়। অধীর আগ্রহে ফলাফলটুকুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন মিস ফেলোস।

তিনি বিশাল টিভি স্ক্রিনের প্রতিটি নড়াচড়া মনোযোগ দিয়ে অবলোকন করে দেখছিলেন। ক্যামেরার ফোকাস, যখনই পরিবর্তন হচ্ছিল প্রতিটি টেকনিশিয়ানের চেহারা মেপে নিচ্ছিলেন তিনি। প্রতিটি মুখেই এমন কোন উদ্বিগ্নতা বা অনিশ্চয়তার ছায়া খুঁজছিলেন তিনি যা কিনা কোন বড় ধরনের অপ্রত্যাশিত ভুলের ফলই হবে।

কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। শূন্য পর্যন্ত গোনা শেষ হয়ে এল এবং অত্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাট ও সকলের প্রত্যাশিতভাবেই পরীক্ষাটি সফল হলো। সদ্য তৈরি স্ট্যাটিসের নতুন সেকশনটিতে দেখা গেল মধ্যযুগীয় শশ্রুমণ্ডিত, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা বিশাল কাঁধবিশিষ্ট এক বৃদ্ধ কৃষক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার পরনে ছিল নোংরা কাপড় আর সারা গায়ে ঘাস। অবাক দৃষ্টিতে চারপাশটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন তিনি।

পৃথিবীর যখন অবিশ্বাসে বিহ্বল মিসেস ফেলোস তখন দুঃখে কাতর। চারপাশের জয়ের উল্লাস বেষ্টিত হয়েও বেদনার গ্লানিতে যখন তিনি নতমাথা, ঠিক তখনই সবগুলো স্পীকার উচ্চ নিনাদে তারই নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। অথচ তিনি কিছুই শুনতে পেলেন না। পরপর দুবার ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয়বারের বার তিনি বুঝতে পারলেন যে তাকেই ডাকা হচ্ছে।

'মিস ফেলোস, মিস ফেলোস আপনি যেখানেই থাকুন না কেন এক্ষুণি স্ট্যাটিস সেকশন ওয়ানে চলে আসুন। মিস ফেলোস।'

'আমাকে যেতে দিন।' ভীড়ের মাঝখান দিয়ে উদভ্রান্তের মত পথ

pathagar.net

করে যখন তিনি এগোচ্ছিলেন ঘোষক তখনও কোন প্রকার বিরতি ছাড়াই সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। দরজার বাইরে কোন রকমে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন মিস ফেলোস।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন ম্যানডি টেরিস। 'আমি জানি না কেমন করে হলো এটা। করিডোরের কোনায়, যেখানটায় একটা পকেট সাইজের টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে গিয়েছিলাম মিনিট খানিকের জন্য।' এটুকু বলার পরই আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মিস ম্যানডি। একটু সামলে নিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন, 'আপনিই তো বলেছিলেন ওরা কোন সমস্যা করে না? আপনি বলেছিলেন ওদেরকে একা থাকতে দিতে।'

ফ্যাঁসফ্যাঁসে এবং কাঁপা গলায় মিস ফেলোস জিজ্ঞেস করলেন, 'টিমি কোথায়? টিমি।' শত চেষ্টাতেও নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারছিলেন না তিনি। কক্ষের কোণায় একজন নার্স, জেরীর হাত দুটো সংক্রামক জীবাণুনাশক তরল দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছেন। অন্য নার্সটি এন্টিটিটেনাস ইনজেকশন দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর জেরী এক মনে উঁচু স্বরে কেঁদেই যাচ্ছিল। জেরীর কাপড়ে খানিকটা রক্তের দাগও দেখা যাচ্ছে।

'সে আমাকে মেরেছে, মিস ফেলোস।' দারুণ আক্রোশে কেঁদে উঠল জেরী। 'সে আমাকে মেরেছে।'

কিন্তু ঘরের কোথাও টিমিকে দেখতে পেলেন না মিস ফেলোস। 'টিমিকে কী করেছ তোমরা?' অস্ফুষ্ট স্বরে কোনমতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তাকে বাথরুমে তালা দিয়ে রেখেছি।' ম্যানডি বলল। 'খুদে শয়তানটিকে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়েছি।'

উদভ্রান্তের মতো বাথরুমের দিকে দৌড়ে গেলেন মিস ফেলোস। বাথরুমের দরজা খুলতে যেন অনন্তকাল লাগল তার। দরজা খুলে দেখা গেল কুৎসিৎ বাচ্চাটি কোনায় ভয়ে গুটিসুঁটি মেরে বসে আছে।

'আমাকে চাবুক মারবেন না, মিস ফেলোস।' ফিসফিসিয়ে বলল সে। তার চোখ দুটো ছিল লাল। ঠোঁট দুটো রিতিমত কাঁপছিল। 'আমি

pathagar.net

আসলে ওরকম করতে চাইনি।'

'ওহ! টিমি, কে তোমাকে চাবুক মারার কথা বলেছে?' কাছে টেনে এনে টিমিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মিস ফেলোস।

কাঁপতে কাঁপতে জেরী বলল, 'একটা দাঁড় দেখিয়ে সে (ম্যানাডি) বলল, তুমি এসেই আমাকে চাবুক মারবে।'

'না টিমি, কক্ষনো না, ও দুষ্টু তাই তোমাকে ওরকম ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু কী হয়েছিল টিমি? আমাকে বল, কী হয়েছিল?'

'সে বলেছিল আমি নাকি বানর শিশু। আমি নাকি আসলে মানুষের বাচ্চা নই। সে বলেছিল আমি আসলে একটা জন্তু।' কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় গলা বুঁজে এল টিমির। 'কেন বানরের সাথে সে আর খেলবে না, এ কথাটাও বলেছিল সে। আমি বললাম-আমি বানর নই, বানর নই। সে বলল, তুমি দেখতে দারুণ কুৎসিত। বারবার সেটাই বলতে থাকল। আর তাই আমি তাকে মেরেছিলাম।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মিস ফেলোস বললেন, 'কিন্তু এসব কথা ঠিক নয় টিমি। তুমি আসলে একটা লক্ষী ছেলে। সম্ভবত, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ছেলে। এবং তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।' মনস্থির করে ফেললেন মিস ফেলোস। এখন কী করতে হবে সেটা তার স্পষ্টই জানা হয়ে গেছে। অবশ্য হসকিনস তাকে খুব বেশি ধমক দিবেন না। কেননা ব্যাপারটিতে তার নিজের ছেলেই জড়িয়ে আছে। যা করার খুব দ্রুতই করতে হবে। হ্যাঁ, আজ রাতেই কাজটা করতে হবে। আজ রাতেই। অবশ্য ঐ সময়টাতে পুতুল ঘরে তার ফিরে আসাটা কিছুটা অস্বাভাবিক দেখাবে। তবে, প্রহরী দু'জন খুব ভাল করেই চেনে তাকে। কোন প্রকার প্রশ্নই করবে না তারা। 'বাচ্চাদের খেলনা' বেশ কয়েকবার শব্দদুটো নিজের মনেই উচ্চারণ করলেন তিনি। তার ঠোঁট জোড়ায় খেলে গেল এক অদ্ভুত হাসি। তাকে বিশ্বাস না করারই বা কী আছে?

মিস ফেলোস যখন পুতুল ঘরে প্রবেশ করলেন, টিমি তখন জেগে উঠেছে। নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করলেন মিস ফেলোস। যাতে

pathagar.net

টিমি কোনভাবেই ভয় না পায়। স্বপ্নের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করলেন তাকে। স্যুটকেসটা খুলে ভেতর থেকে একটা ওভারকোট বের করলেন তিনি। কান ঢেকে থাকে এমন একটা উলের টুপি পরিয়ে দিলেন টিমিকে।

এ্যালার্মের শব্দ হতেই টিমি জিজ্ঞাসা করল, 'মিস ফেলোস, এগুলো আমাকে কেন পরিয়েছ?'

'টিমি আমি তোমাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাব। যেখানে যাবার জন্য সবসময় অধীর হয়ে থাক তুমি।'

'বাইরে? যেখানে আমার স্বপ্ন,' প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষায় তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভয়ের খানিকটা ছাপও ছিল সেখানে।

'ভয় পেয়ো না টিমি। আমার সাথেই তো থাকবে তুমি। আমার সাথে থাকলে তুমি কি ভয় পাবে?'

'না, মিস ফেলোস।' মিস ফেলোসের বুকের ওপর মাথা রেখে বলল টিমি। মিস ফেলোস জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করলেন। তখন মধ্যরাত। দু'বাহু বাড়িয়ে টিমিকে কোলে তুলে নিলেন মিস ফেলোস। এ্যালার্মটা বিযুক্ত করে নিঃশব্দে মেলে ধরলেন দরজা। হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন। ঠিক দরজার কাছটাতেই দাঁড়িয়ে আছেন ড. হসকিনস। তার সাথে আরও দু'জন লোকও ছিল। পলকহীন চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারা। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন মিস ফেলোস। ধাক্কা দিয়ে রাস্তা করে বের হয়ে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু ড. হসকিনস তাকে সে সুযোগ দিলেন না।

শক্তহাতে ধরে সজোরে আলমারীরার দিকে ছুঁড়ে মেরে মিস ফেলেসের মুখোমুখি দাঁড়ালেন হসকিনস।

'আমি আপনার কাছ থেকে কিছুতেই এটা আশা করিনি। আপনার মনে হয় কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে।'

সনির্বন্ধ মিনতির ভঙ্গিতে মিস ফেলোস বলরেন, 'ড. হসকিনস আমি যদি তাকে নিয়ে যাই, তাহলে ক্ষতিটা কি? একটা জীবনের চেয়ে "শক্তি ক্ষয়ের" বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিতে পারেন না আপনি।'

টিমিকে তার কাছ থেকে জোড় করে কেড়ে নিলেন ড. হসকিন্স। 'মিস ফেলোস, আপনি যে শক্তি ক্ষয়ের কথা বলছেন তাতে

pathagar.net

বিনিয়োগকারীদের তহবিল থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার গচ্চা দিতে হবে আমাদের। স্ট্যাটিস ইনকর্পোরেশনকে নানারকম বাঁধার সম্মুখিন হতে হবে। পরিণামস্বরূপ, জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হবে যে, একজন ভাবপ্রবণ— সেবিকা শুধুমাত্র একটি বানর শিশুর জন্য সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছেন।'

'বানর শিশু?' অসহায় ক্রোধে উচ্চারণ করলেন মিস ফেলোস।

ড. হসকিনস বললেন, 'রিপোর্টাররা এভাবেই সম্বোধন করে তাকে।'

একজন লোকের আবির্ভাব ঘটল এসময়। দেয়ালের উপরিভাগে ছোট্ট নাইলন দড়ির একখানা ফাঁস তৈরি করতে শুরু করল সে।

মিস ফেলোসের মনে পড়ল এবার, যে কক্ষটিতে প্রফেসর অ্যাডেমভস্কির পাথরের নমুনাটি রাখা হয়েছিল সেখান থেকেও ঠিক এরকমই একটি দড়ি বাইরে টেনে দিয়েছিলেন ড. হসকিনস। তবে কী? 'না।' বলে চিৎকার করে উঠলেন মিস ফেলোস।

কিন্তু ড. হসকিনস টিমিকে মেঝেতে বসিয়ে দিয়ে তার কোটটি খুলে নিলেন। 'তুমি এখানেই বস, টিমি। তোমার কিছুই হবে না। আমরা এখনই ফিরে আসব। ঠিক আছে?' হতবাক টিমি মাথা ঝাঁকাল শুধু। মিস ফেলোসকে সামনে রেখে একে একে সবাই পুতুল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কোন ধরনের কথা বলার বা বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতাই ছিল না মিস ফেলোসের।

'আমি দুঃখিত, মিস ফেলোস। আমি ভেবেছিলাম রাতেই এটা সম্পন্ন করব। যাতে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরই কেবল জানতে পারেন আপনি।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে বললেন মিস ফেলোস, 'কেন না আপনার ছেলে ব্যথা পেয়েছে।'

'না। বিশ্বাস করুন আমাকে। আজকের ঘটনাটির ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছি আমি। পুরোটাই ছিল জেরীর দোষ। কিন্তু ঘটনাটি ইতিমধ্যেই জানাজানি হয়ে গেছে। কালই হয়তো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ফলে পুরো দায় পোহাতে হবে আমাদের। তথাকথিত একটি বর্বর নিয়ানডার্থালের প্রতি অবহেলা ও অযত্নের অভিযোগ উঠবে।

মধ্যযুগীয় প্রজেক্টের এতবড় সাফল্যের পরে এ ধরনের একটি কুৎসা

pathagar.net

আমাদের পুরোটা ভাবমূর্তি এক লহমায় নষ্ট করে দিতে পারে। আজ না হয় কাল টিমিকে তো যেতেই হতো। তাহলে এখনই কেন নয়? তাতে করে অন্ততঃ সংবেদনশীলদের ভাণ্ডারে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উপাদান কিছুটা কমই জমা হয়।'

মিস ফেলোস বললেন, 'কিন্তু একটা প্রস্তরখণ্ডকে ফেরত পাঠানোর মত স্বাভাবিক বিষয় এটা নয়। মূলত একটি মানব-সত্ত্বাকে হত্যা করতে যাচ্ছেন আপনি।'

'মোটেও না, কোন কিছুই টের পাবে না ও। নিয়ানডার্থাল কোন জাতের একটি নিয়ানডার্থাল শিশুতেই আবার পরিণত হবে সে। কোন বিদেশে বন্দী হয়ে থাকবে না আর। সে ফিরে পাবে মুক্ত জীবন যাপনের সুযোগ।'

'কি সুযোগ? এখন ওর বয়স মাত্র সাত বছর। এখনও তার যত্ন আত্তির জন্য একজন অভিভাবক প্রয়োজন। সেখানে সে নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। তার নিজের প্রজাতিকে যেখানে রেখে সে এসেছিল, চার বছর পরে সেখানে যেয়ে তাদেরকে আর নাও ফিরে পেতে পারে। আর ফিরে পেলেই বা কী? তারা কি তাকে চিনতে পারবে? তার নিজের জন্য সে ছাড়া আর কেউই রইবে না। এসব একবার ভেবে দেখেননি? কেন এতদিন টিমিকে এখানে রাখা হল? আর কেনই বা তাকে ফেরৎ পাঠান হচ্ছে? সেটা কি শুধু আপনাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কারণে? তাহলে অনেক আগেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া যেত।'

'আসলে', হঠাৎ হসকিনসের গলায় একটা কৃত্রিম গম্ভিরতা ভর করল, 'আর দেরি করা সম্ভব নয়। টিমির বিষয়টি ইতিমধ্যেই হু হু করে ছড়াতে শুরু করেছে। টিমিই হবে অপঃপ্রচারকারীদের প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ার। আমাদের সামনে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত। এসময় এরকম একটা কিছু। আমি দুঃখিত মিস ফেলোস। টিমির জন্য আমরা আমাদের নিজের ক্ষতি করতে পারি না। কিছুতেই পারব না। আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে।' বিষণ্ন মিস ফেলোস বললেন, 'অন্ততঃ বিদায় জানাবার সুযোগটুকু নিশ্চয়ই পাব আমি? শুধু পাঁচ মিনিট। এইটুকু সুযোগ অন্ততঃ আমাকে দিন।'

pathagar.net

ইতস্তত করলেন হসকিনস। 'ঠিক আছে, যান।'

দৌড়ে মিস ফেলোসের কাছে এল টিমি। শেষবারের মতো দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন মিস ফেলোস। 'ভয় পেয়ো না টিমি।'

'আমি ভয় পাব না যদি তুমি এখানে থাক। মিস ফেলোস বাইরের ঐ লোকগুলো কি আমার ওপরে রাগ করেছে?'

'না টিমি, ওরা শুধু আমাদেরকে বুঝতে পারছে না। টিমি, মা সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?'

'ও জেরীর মার মতো।'

'ও কী তোমাকে তার মা সম্বন্ধে বলেছে?'

'মাঝে মাঝে বলেছে। আমার মনে হয়, মা হলো একজন মহিলা, যিনি তোমার যত্ন নেন। তোমাকে আদর করেন আর সব সময় তোমার ভাল করেন।'

'হ্যাঁ। ঠিক আছে। টিমি তুমি কি কখনও একটা মা পেতে চেয়েছ?'

কাত হয়ে মাথাটা খানিকটা দূরে সরিয়ে নিল টিমি যাতে মিস ফেলোসের চোখে চোখ পড়ে। তার ছোট হাত দুটো মিস ফেলোসের চিবুকখানা ছুঁয়ে গেল। আর তারপর হাত দুটো দিয়ে মিস ফেলোসের চুলে বিলি কাটতে শুরু করল টিমি। অনেক আগে ঠিক যেমন করে মিস ফেলোস তাকে আদর করতেন। 'তুমিই কি আমার মা নও?'

রূপান্তর: আরিফ বাদশা খান

pathagar.net